ইসলামী ব্যাংকিং-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

GIFT

উপ স্থাপনায়
মোঃ মোহসিন
রেজিঃ - ৩৯/২০০২-২০০৩
এ্যারাবিক ডিপার্টমেন্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Library
448492
448492

তত্ত্বাবধানে
ডঃ আ.স.ম আবদুল্লাহ
অধ্যাপক
এ্যারাবিক ডিপার্টমেন্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামী ব্যাংকিং -প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

M.PHIL

REG.NO.

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল-গবেষণা অভিসন্দর্ভ

মোঃ মোহসিন
রেজিঃ - ৩৯/২০০২-২০০৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে, গবেষক মোঃ মোহসিন এম.ফিল থিসিসটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে । এটি তার নিজস্ব গবেষণার ফল । থিসিসটির জমা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত সে পূরণ করেছে ।

448492

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধানে ----

০১.০৬.০৭

ডঃ আ.স.ম আবদুল্লাহ
অধ্যাপক
এ্যারাবিক ডিপার্টমেন্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি

১) গোড়ার কথা ৩
২) অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি ৪
৩) আধুনিক অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য ৫
৪) ইসলামী অর্তনীতির বৈশিষ্ট ও রুপরেখা ৬
৫) ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও আধুনিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য ৯
৬) ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য ১১
৭) ইসরামী ব্যাংকিং সম্পৃক্ত ইসলামী িবধান ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১) প্রাচীনকালে ব্যাংকিং সূচনা ১৮
২) ব্যাংক ও মূদ্রার সম্পর্ক ১৮
৩) প্রাচীন সভ্যতায় ব্যাংকিং নিদর্শন ১৮
৪) আধূনিক ব্যাংক ব্যবসার পূর্বসূরী ২০
৫) আধূনিক যুগের ব্যাংকিংয়ের ইতিকথা ২১
৬) উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবসার ক্রমবিকাশ ২২
৭) পাকিস্থান বিভক্তি এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং ২২

448492

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

১) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা ও ক্রমধারা ২৫
২) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পটভূমি ২৮
৩) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের পরিসখ্যাণ ৩০
৪) বাংলাদেশে ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিসখ্যাণ ৩১
৫) বাংলাদেশে প্রধান ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচিতি ৩১-৩৩

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
- আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
- সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ
- শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ
- দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ

৬) প্রচলিত ব্যাংকিং-এ ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও কার্যক্রম ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

১) সুদের গোড়ার কথা ৩৬

২) সুদের সংজ্ঞা ৩৬

৩) সুদ ও ঋণের পার্থক্য ৩৬

৪) সুদ ও ঋণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ৩৭

৫) কোরআন ও হাদীসের ভাষায় সুদ ৩৮

৬) সুদ হারাম হবার ধারাবাহিকতা ৩৯

৭)সুদ সম্পর্কে ধর্মীয় মনোভাব ৩৯

৮) সদের প্রকারভেদ , উদাহরণ এবং দলিল ৪১

৯) সুদ হারাম হবার কারণ যৌক্তিকতা ৪৩

১০) যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন সুদভূক্ত হবে ৪৩

১১) ব্যাংকিং কারবারে সুদ ও মনাফার পার্থক্য ৪৫

১২) ইসলামী ব্যাংয়ের ব্যবসা এবং সুদের পার্থক্য ৪৬

১৩) ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা ও ভ্রান্ত ধারনার অবসান ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি, বৈশিষ্ট ও কার্যাবলী

১) আধূনিক ও ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞাগত পার্থক্য ৫০

২) ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ৫১

৩) ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫২

৪) ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্টাবলী ৫৩

৫) ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী ৫৩

৬) ইসলামী ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ৫৪

৭) ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস ৫৪

৮) ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রম ৫৫

৯) ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকের পার্থক্য ৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের তহবিল উৎস

১) ইসলামী ব্যাংকের তহবিল উৎস ৫৯

২) Deposit ও প্রকারবেদ ৫৯

৩) ব্যাংকের হিসাব খোলার পদ্ধতি ৬০

৪) Foreign Corrency ৬৫

৫) ইসলামী ব্যাংকের আমানত / জমা হিসাব চিত্র ৬৭

৬) ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় ও আমানত গ্রহণ পদ্ধতি ৬৮-৭৮

- আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব
- মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
- মুদারাবা সঞ্চয়ী RDS হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

❖ মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডিপোজিট
❖ মুদারাবা মেয়াদী হিসাব
❖ মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব
❖ মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড হিসাব
❖ মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ্ জমা হিসাব
❖ মুদারাবা মোহর সঞ্চয়ী হিসাব
❖ মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব
❖ বিশেষ মুদারাবা আমানত
৭) মুদারাবা জমার উপর লাভ বন্টন নীতিমালা ৭৯
৮) Weightage আরোপ নীতিমালা ৮০

সপ্তম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের চুক্তি, জামানত গ্রহণ ও বন্ধক

১) চুক্তি ৮২
২) চুক্তি মৌলিক ধারণা ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ৮২
৩) চুক্তি আবশ্যকীয় বিষয়াবলী ৮৩
৪) চুক্তিপত্র ফলপ্রসূ হবার উপায় ৮৩
৫) জামানতের সংজ্ঞা ৮৪
৬) জামানত কেন নেয়া হয় ৮৪
৭) জামাতের শ্রেণীবিভাগ ৮৪
৮) জামানত গ্রহণে বিবেচ্য বিষয় ৮৫
৯) জামানত ঋণের পার্থক্য ৮৫
১০) হাইপোথিকেশন, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং নিয়মাবলী ৮৭-৯৫
১১) Lien বা পূর্বস্বত্ব এবং বন্ধকের নিয়মাবলী ৯৬

অষ্টম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ

১) বিনিয়োগের সংজ্ঞা ৯৯
২) বনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ ৯৯-১৩২
❖ বাই- মুরাবাহা বিনিয়োগ
❖ বাই- মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ
❖ বাই- সালাম ও ইসতিসনা
❖ বাই- সালাম বিনিয়োগ
❖ ইসতিসনা বিনিয়োগ
❖ মুদারাবা বিনিয়োগ , আবেদন পত্র, মঞ্জুরী পত্র এবং চুক্তি পত্র
❖ মুশারাকা বিনিয়োগ, আবেদন পত্র, মঞ্জুরী পত্র এবং চুক্তি পত্র
❖ মুদারাবা ও মুশারাকার পার্থক্য
❖ ইজারা বিনিয়োগ
৩) অন্যান্য বিনিয়োগ পত্র ১৩২
৪) বিনিয়োগ Application প্রসেসিং ১৩৪-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্প

১) ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ ১৩৯-১৫২

- ❖ গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ ডাক্তারের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ রিয়েল এষ্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ পল্লী উন্নয়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ কার বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ কৃষি বিনিয়োগ প্রকল্প
- ❖ পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প

২) ট্রেনিং ও উন্নয়ণ ১৫৩

৩) ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম ১৫৪

৪) I.B.B.L এর SME বিনিয়োগ ১৫৫

৫) প্রকল্পের ৫ বছরের ডাটা ১৫৭

দশম অধ্যায়

বিনিয়োগ / ঋনের শ্রেণী বিন্যাস এবং প্রভেশনিং

১) বিনিয়োগ / ঋনের শ্রেণী বিন্যাস কি ১৫৮

২) বিনিয়োগ / ঋনের প্রকারভেদ, ভিত্তি ও উদাহরণ ১৫৮

৩) শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের মুনাফা / ভাড়া / ক্ষতিপূরণ হিসাবায়ন ১৬০

৪) শ্রেণীবিন্যাস কৃত বিনিয়োগের সর্বশেষ চিত্র ১৬১

৫) সাম্প্রতিক কালে আই.বি.বি.এল-এর সম্পদেও শেণীবিন্যাস ১৬১

৬) প্রভিশন সংরক্ষণ কি ১৬১

৭) প্রভিশনের হার সমূহ ও জামানত ১৬২

৮) অন্যান্য সম্পদের উপর প্রভিশন ১৬২

৯) প্রভিশনের ভিত্তি নিরূপণ ১৬২

১০) প্রভিশন নির্ধারক সূত্র বিশ্লেষণ ১৬২

১১) প্রভিশন সংরক্ষণ পদ্ধতি ১৬৩

১২) CL Form সংক্রান্ত নীতিমালা ১৬৩

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

১) প্রযুক্তির বিকাশ ১৬৬

২) ইসলামী ব্যাংকের প্রযুক্তিগত কার্যাক্রম ১৬৬-১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের মুলধন

১) Bank Capital And Fund	১৭০
২) বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা	১৭০
৩) ইসলামী ব্যাংকের মূলধন উৎস	১৭০
৪) ব্যাংক ফান্ডের ব্যবহার	১৭১
৫) মূলধনের শ্রেণীবিভাগ	১৭২
৬) মূলধনের তালিকা	১৭২
৭) Risk Weightage Assets	১৭৩
৮) Credit Conversion Factors For Selected Off Balance Sheet Itens	১৭৬
৯) Liabilities And Capital	১৭৯
১০) Capital Adequacy	১৮৩
১১) Bank Reserve	১৮৫
১২) শাখা ফান্ড ব্যবস্থাপনা	১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইসলামী ব্যাংকিং প্রেক্ষিত বাংলাদেশ গবেষণামূলক কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুনাময় আল্লাহর তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি ।

আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ডঃ আ.স.ম আবদুল্লাহ, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- যিনি সবসময় আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন । আমি তাঁর কাছে চিরঋণী ।

এছাড়াও আরো যারা আমাকে বিভিন্ন দিক থেকে সহযোগিতা করেছেন যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় , তারা হলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর শাখা ম্যানেজার জনাব এ.কে.এম নূরুল ইসলাম সাহেব (বর্তমানে Head Office- এর FAD, BCD, Recovary Department এবং Investment Department-এ কাজ করেন), আমার সহধর্মীনী ফরিদা নাসরিন (এম.এস.সি-গণিত, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়), আজিজুল হক (এম.কম-ব্যাবস্থাপনা, ঢাকা কলেজ), তাকদিরা বেগম (এম.এ- দর্শন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মুহাম্মদ আফছারুল মিজান (পি.এইচ.ডি- আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আমার সহদর ভাই মুহাম্মদ আলী মূর্তাজা (বি.এ), অরুণ চন্দ্র সিংহ (এম. কম -ব্যাবস্থাপনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) অসিত বরন তালুকদার (এম. এস. এস.-রাষ্ট্র বিজ্ঞান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) ।

তাহারা আমাকে বইপত্র, জার্নাল, ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন থিসিস পেপার ইত্যাদি দিয়ে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন । আমি তাদের সকলকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

সর্বশেষে আমার শ্রদ্ধেয় মা এবং মরহুম শ্রদ্ধেয় বাবা, শ্রদ্ধেয় শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, ছোট বোন আফছানা মিতু-সহ পরিবারের আপনজন, যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান, আন্তরিকভাবে দোয়া প্রদান এবং কল্যাণ কামনা করেছেন, যার ফলে থিসিসটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে- আমি তাদেও জন্য মহান আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদেও সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন ।

মোঃ মোহসিন
এম.ফিল- গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

Conventional Bank (প্রচলিত ব্যাংকে) এর Usury (সুদ) নির্ভর Banking System- কে চ্যালেঞ্জ কওে শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং Islami Banking System ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি সমসাময়িককালে সারা বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর নিকট বিগত শতকেও যাহা স্বপ্ন ছিল, তাহা শতকের শেষার্ধে এসে বাস্তবতায় রুপ নেয়। ১৯৮৩ সালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। অথচ কিছুকাল পূর্বেও Conventional Bank- গুলোর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ব্যাপারে মানব মনে হাজারো প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছিল। কিভাবে Profit সামঞ্জস্য করে ইসলামী বিধান মোতাবেক Profit হবে ? কিভাবে- Islami Banking System -এ - Profit (মুনাফা) অর্জন করে মানব মনকে আকৃষ্ট করবে ? কিভাবে মানব মনে Conventional Banking System -সম্পর্কে লোভনীয় মানসিকতার অবসান হবে ? এমন সব প্রশ্নের সঠিক সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানব মনে ইসলামী চেতনার যথাযথ ও পরিপূর্ণ জাগরণ। কেননা ইসলামী ব্যাংকিং হলো এমন এক-Financial Institute (আর্থিক প্রতিষ্ঠান), যা তার আইন-কানুন, রীতি-নীতি, কর্ম-পদ্ধতি ও বৈশিষ্টের মধ্য দিয়ে ইসলামী নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং যাবতীয় কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে-ই Usury (সুদের) সংশ্রব থাকবে না ।

আর্থিক সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে- Islami Bank এবং অন্যান্য Financial Institute (Investment)-কে যথেষ্ট পরিমান Profit অর্জন করা আবশ্যক। কারণ, এই Profit থেকেই ব্যাংক তার নিজস্ব পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ, যাবতীয় Expenditure মেটানো ছাড়াও Share Holder, Investor এবং-Depositor-দের সন্তোষজনক হারে - devidend এবং profit - দিতে হয়। এই সমস্ত কার্যক্রমের পূর্বশর্ত হবে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক ব্যাংকিংয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে বিশ্বেও অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুদমুক্ত ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে-যা ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় Islamic Development Bank (IDB) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দঃ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে (১৯৮৩ সালে) বাংলাদেশে' ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' নামে দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজও মহা-সাফল্যের শিখরে আরোহণ করে আছে । যার বর্তমান শাখা সংখ্যা-১৯৬ টি (জানুয়ারী-২০০৯ পর্যন্ত)। থিসিস-টিতে আমি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং ওআর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

পরিশেষে বলতে চাই, Conventional Bank-গুলো যেখানে শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক গুলো একই সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুদ উচ্ছেদের পাশাপাশি ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও মানুষিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং হালাল-হারাম বিবেচনা করেই এই ব্যাংক সমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করে থাকে। সকল ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব সরীয়াহ্ বোর্ড থাকায় সমন্বিতভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলে অনৈসলামী কর্মকান্ডের অনুপ্রবেশ ঘটে না। সুতরাং আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, একমাত্র ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন , শোষণের অবসান এবং আর্ত-সামাজিক ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব ।

মোঃ মোহসিন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবস্থার প্রাণশক্তি হলো ইসলামী শরীয়াহ্। তাই ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে- The Origin and basis of Islamic finance and Banking is Shariah মন্তব্যটি যথাযর্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তাই যথাযথভাবে বলা যায়- No Shariah Compliance, No Islamic Banking.

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অর্থের শরীয়াহ্ নির্দেশিত পন্থায় লেনদেন-রীতিনীতি ও প্রক্রিয়া এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলামী জ্ঞানার্জনের মধ্যে Islamic Knowledge, Islamic Studies, Islamic Teaching, Education of Islam, Islamic Knowledge, Religions Education প্রভৃতিই অন্তর্ভূক্ত। মুলতঃ ইসলামী অর্থনীতির আলোকে এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সুতরাং Islamic Banking Knowledge ও ইসলামী জ্ঞানর্জনের আওতাভূক্ত। Education is the Backbone of – Nation এবং Education is power এই সব বাণী সমূহ সুন্দর ও চিরসত্য। ঠিক তেমনি Islam is the complete code of life এবং Islamic Education is Power for the man beings বাণী সমূহ ও চিরস্বাশ্বত। ইসলামী জ্ঞানের অন্বেষণ পঠন-পাঠন, অধ্যায়ন ও অনুশীলন, চর্চা এবং এতদবিষয়ে গবেষনা করা ইসলামী দৃষ্টিতে অপরিহার্য। কাজেই বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির নিরীখে "ইসলামী ব্যাংকিং" তথ্য অর্থের ইসলামী রীতিনীতি, লেনদেন-নীতিমালা পর্যালোচনা, পরীক্ষন, অম্বেষণ ও গবেষণাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

M.V.C Jaffeys বলেন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে মারাত্মক দূর্বলতা হচ্ছে এর লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা। মহানবী হযরত মোঃ (সাঃ) বলেন- তোমরা যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও (দারেমী)। আলাহ পাক্ পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেছেন- Whereas Alkah has permitted trains and forbidden Riba (Usury) – (Surah Al-Baquarah, Ayet-275)। সুতরাং হালাল উপার্জনে উৎসাহিতকরণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থনে সক্ষম করে গড়ে তোলাই ইসলামী ব্যাংকিং কার্যকমের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন- প্রত্যেক মসুলিম নর-নারীর উপরই ইলম শিক্ষা করা ফরজ (ইবনে মাজাহ)। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়; ইসলামী অর্থব্যবস্থার শিক্ষা ও রীতি-নীতি জানা-বুঝা, অবগত হওয়া এবং এতদ্‌বিষয়ে বৈষয়িক ও নৈতিক নীতিমালা জেনে একজন পুর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থনীতির পর্যালোচক ও ইসলামী ব্যাংকার হওয়া সম্ভব। আর ইসলামী ব্যাংকিং এমন একটি অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক ব্যবস্থা যেখানে শিরকাতুল ইনানের (অংশিদারিত্বের) ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়াহ্ নীতিতে কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এবং সুদ বর্জন করে মুনাফা ও লোকসানের সম-বন্টনের নীতি অনুসরণ করে।

ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ও আল ওয়াদীয়া পদ্ধতিতে জামানত গ্রহণ করে এবং মুদারাবা, মুশারাকা, বাই-সালাম, বাই-মুয়াজ্জাল, প্রভৃতি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। মুদারাবা ইসলামী বিধানের একটি অন্যতম প্রধান অর্থায়ন পদ্ধতিতে, যা পবিত্র কুরআন হাদীস এবং ইসলামী ফিকহের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থসমূহের দ্বারা স্বীকৃত। আর মুরাবাহা হলো হালাল বিনিয়োগ সমূহের মধ্যে অন্যতম, যা বাই-মুরাবাহা বা ইসলামী ব্যাংকের ভাষায় মুরাবাহা লিল আমির বিশ-শিরা নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

Abdullah-Ibn-Masud (Allah be pleased with him) Said that Allah's Messenger (may peace be upon him) said, there are 73 stages of interest amongst which the lowest is Committing adulteration with one's own mother- (Ibn Majah, Baihaki, Hakem) Abu Huraira (Allah be pleased with him) narrated that Allah's massager (may peace be upon him) Said: You Should Protect Yourself From 7 Destructive issues Amongst Which the 3rd one is Taking interest.– (Bukari, Muslim, Abu Daud, Nasai). এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বহু অংশে সকল প্রকার সুদ ক্রমান্বয়ে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং অর্থনীতির ইসলামী বিধান ও অনুশাসন মোতাবেক ইসলামী অর্থব্যবস্তা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ইলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। আর এইজন্যই আমাদেরকে সুদমুক্ত ও লাভ-লোকসানের সমবন্টনের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান করে তদানুসারে সার্বিক আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

ষোড়শ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জড়বাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানব জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে। একবিংশ শতাব্দীর সুচনালগ্নে এসে বিশ্বব্যাপী অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। মানব রচিত পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার ধ্বংসস্তুপের উপর শান্তি ও সুদৃঢ় কল্যাণকর প্রাসাদ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মানুষ ইসলামী আদর্শবাদ ও জীবন প্রণালী অনুসরনে বাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ ইসলামে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মুক্তির সন্ধান রয়েছে। আর ইসলামী জীবন বিধান সমূহের মধ্যে ইসলামী অর্থনীতির বিধান অতিব গুরুত্বপূর্ণ, যার সঙ্গে বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে স্তরে স্তরে মানব সমাজে মুদ্রা প্রথার প্রচলন শুরু হয়। মানুষ দ্রব্য বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূরণ এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হিসাবে এই মুদ্রা প্রথার আবিষ্কার ঘটায়। এভাবে মানুষের মধ্যে লেন-দেন, আদান-প্রদান, ক্রয় বিক্রয় এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা [১]। সুতরাং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যাংকিং প্রথা ও মুদ্রা প্রথার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং পরস্পর জড়িত এবং অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং নিম্নে এই বিষয়টি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

অর্থনীতি ঃ-

মানব সমাজের জীবন ধারায় অর্থনীতি আজ বিশাল বলয়ের অধিকারী। যদিও বাস্তবতা বিবর্জিত, প্রান্তিক জড়বাদী বিদ্বেষপ্রসূত মতবাদ সমাজতান্ত্রিক দর্শনের উদ্যোক্তারা বলেন ঃ-অর্থনীতি রাষ্ট্র নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ১৯১৭ সালের বলকানের যুদ্ধ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাস্তব পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণের মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে যে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থাই অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক।

ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতি সবই অর্থনীতির প্রভাব বলয়ভূক্ত এবং অবিচ্ছিন্ন। বিশ্বব্যাপী ব্যাপৃত এই অর্থনীতি দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন ঃ-

১) প্রচলিত বা আধুনিক অর্থনীতিঃ- যার সঙ্গে প্রচলিত বা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা জড়িত ও পরিচালিত হয়।
২) ইসলামী অর্থনীতিঃ-যার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা শরীয়াহ নীতিতে জড়িত ও পরিচালিত হয় [২]।

প্রচলিত/ আধুনিক অর্থনীতি ঃ-

গ্রীক শব্দ Oikonmi এবং ইংরেজী 'Economics শব্দ থেকে বাংলায় অর্থনীতি শব্দ উদগত হয়েছে। এই দুই শব্দের অভিধানিক অর্থ আর্থিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা।

প্রাচীনকালের অর্থনীতিবিদরা এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলেন ঃ- মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে যে শাস্ত্র পর্যালোচনা করে, তাহাই অর্থনীতি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Adam Smith তার Wealth of Nations গ্রন্থে বলেন ঃ- "অর্থনীতি এমন এক সমাজ বিজ্ঞান, যা জাতিগুলোর সম্পদ ও সম্পত্তির প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে"।

বৃটিশ অর্থনীতিবিদ Marshal Alfred তাঁর 'principles of Economics গ্রন্থে বলেন ঃ- "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life" অথ্যাৎ "যে শাস্ত্র মানব জীবনের সাধারণ বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করে, তাহাই অর্থনীতি" [৩]। Prof. Lionel Robbins বলেন "সমাজ বিজ্ঞানের যে ধারা মানুষের সীমাহীন চাহিদা ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমাবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

উপায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং মানব আচরন নিয়ে আলোচনা করে, সেই শাস্ত্রকেই অর্থনীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়" (৪)।

এছাড়া ও বহু অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে বিভিন্ন দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে তথা আজকের পৃথিবীর পরিধি ও বিস্তৃতির ব্যাপক বিচারে প্রাচীন অর্থনীতির সংজ্ঞায় নির্ভরশীল না হয়ে অর্থনীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, মানব সমাজের অভাব ও চাহিদা পূরণ, মানব জীবনের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে অর্থ সম্পদ উৎপাদন, বন্টন, বিনিময়, বিনিয়োগ, বিকেন্দ্রীকরণ ও মানুষের জীবনকে সুখী সমৃদ্ধকরণ নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকেই অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান বলা হয়।

আধুনিক অর্থনীতিতে ৩টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর একান্ত প্রয়োজন। কি উৎপাদন করা হবে ? কিভাবে উৎপাদন করা হবে ? এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে ? এই সকল প্রশ্নোত্তরে বেশী লাভজনক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের কথা বলা হয়, যদিও তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। অথচ এই নীতি বিবর্জিত মাদকদ্রব্য, বিলাস সামগ্রীর কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ মৌলিক চাহিদা সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইসলামী অর্থনীতি ঃ

চিরশ্বাশ্বত বাণী-"Islam is the Complete Code of life"। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানুষের জন্য, কিন্তু এর মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই, মানুষ সম্পদের ব্যবহারকারী মাত্র-এই নীতির ভিত্তিতে ইসলাম নির্ধারিত সীমারেখার আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নিয়মানুগ বন্টনের নিশ্চয়তা বিধানই ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতি রাসুল (সাঃ)-এর যুগ হতেই পরিপুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খিলাফতে রাশিদা, উমাইয়া, আব্বাসীয় যুগে এসে এই বিষয়ে সুবৃহৎ গ্রন্থ ও রচিত হয়েছিল।

অর্থনীতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী দার্শনিক, পন্ডিত ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী ধনবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত, পার্লামেন্টারিয়ান, লন্ডনস্থ ইসলামী ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মহাসচিব ও উদ্যোক্তা Prof khrshed ahmed তাঁর Islamic Economics গ্রন্থে বলেন-"The First Promise which I want to establish that economics in an Islamic frame work operates with its firmly rooted in the value pattern embodied in the Quran and Sunnah" অথ্যাৎ যে কথা আমরা প্রথমেই বলতে চাই, তা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত মুল্যবোধকে গভীর ভাবে ধারণ করে ইসলামী কাঠামোর আলোকে যে অর্থব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই ইসলামী অর্থনীতি (৫)।

Prof. Dr. M.A Mannan বলেন-"Islamic Economics is a Social science which studies the economic problems of the people in the light of Islam".অর্থ্যাৎ-
ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি সমাজ বিজ্ঞান, যা ইসলামের আলোকে অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Dr. S.M. Hasan-uz-zaman এর মতে-"Islamic economics is the knowledge and application of injunction and rules of the Shariah that prevents in Justice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to allah and society". অর্থ্যাৎ-"ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরন, তা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয়ের প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলুম, রোধে আরোপিত ইসলামী শরীয়ার বিধি নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সেটির প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহর এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব সুষ্টভাবে পালন করতে পারে" (৬)। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মন্‌যের ক্বাফ বলেন ঃ-"ইসলামী আইন, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যামান, ভূ-খন্ডের জনগোষ্ঠি যে সমাজে বিদ্যমান ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সে সমাজে ইসলামী জীবনধারা ও সামাজিক সু-বিচার ও অর্থনৈতিক প্রয়োগের প্রক্রিয়া ও পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নামই অর্থনীতি (৭)। ইসলামী অর্থনীতির সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞকার সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খুলদুন বলেন "সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব মালিক মহান আলাহ তায়ালা প্রদত্ত সত্যদ্বীন আরোপিত আদর্শিক, বিশ্বাস গত ও নৈতিক বিধিনিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, উপার্জন, বন্টন ও ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তৎপরতা পরিচালনার জ্ঞান ও বাস্তব কর্মকে গ্রহন সংক্রান্ত ব্যবহারই ইসলামী অর্থনীতি"।

ইসলামী অর্থনীতির উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মোদ্দকথা হচ্ছে-"বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র সম্পদ, সম্পত্তিকে মানুষ ও মানুষ সৃষ্টির কল্যানে সুষ্ঠু ও সুবিচার পুর্ণবন্টন, ব্যক্তির ও সমষ্টির অভাব, চাহিদা পূরন, যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ, অর্থ সম্পদের উৎপাদন, বন্টন, আদান-প্রদান, বিনিময় সমুদয় বিনিয়োগ আমদানী-রপ্তানী সহ সকল কিছুর ইনসাফপুর্ন, আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরীয়াহভিত্তিক পরিচালনার সামগ্রিক প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই ইসলামী অর্থনীতি"। ইসলামী অর্থনীতি সম্পদের ব্যক্তিমালিকানাকে ব্যবহারকারী হিসাবে বিশ্বাস করে। সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্যোগকে সম্মান করে। হারাম ও সমাজের ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন বর্জন করে এবং এরূপ ব্যবসা ও বর্জন করে। ধোঁকাবজি, বলপ্রয়োগ, প্রতারনা বা অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন-এসব পন্থার উৎপাদন বা ব্যবসা সমর্থন করে না। কিয়ামতের দিন আলাহ তায়ালা যে ৫টি মৌলিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে মানুষের পরীক্ষা গ্রহন করবেন, তান্মধ্যে ২টি বিষয়ই ইসলামী অর্থনীতি সম্পৃক্ত। প্রশ্নদ্বয় হলো ঃ (১) আয় কোন পথে করেছো ? (২) ব্যয় কোন খাতে করেছো (৮) ? এই আয় ব্যায় এবং যাবতীয় হালাল নীতিমালা শরীয়াহ মোতাবেক নীতিতে পরিপালিত হওয়াই অর্থনীতির যথার্থতা।

আধুনিক অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য ঃ-

(Difference between Mordern & Islamic Economies)

যাবতীয় কলা-কৌশল, প্রয়োগ ও বন্টন-নীতি সহ সামগ্রীকভাবে আধুনিক তথা প্রচলিত অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে নিম্মোক্ত প্রার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ-

ইসলামী অর্থনীতি		প্রচলিত অর্থনীতি	
০১।	নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।	০১।	অবাধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।
০২।	মানুষ সম্পদের ব্যবহারকারী মাত্র।	০২।	মানুষ সম্পদের মালিক।
০৩।	লাভজনক হলেও হারাম বা সমাজের ক্ষতিকর দ্রব্যর ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ।	০৩।	লাভজনক হলেই ক্ষতি বা হারাম বিবেচনায় না এনে উৎপাদন ও ব্যবসা করা যাবে।
০৪।	উৎপাদন খরচ কমাতে ন্যায্য মজুরী বা ন্যায্য মূল্য কমানো যাবে না ।	০৪।	যে কোন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে।
০৫।	সম্পদের মালিকানা একমাত্র আলাহ।	০৫।	ব্যক্তি সম্পদের মালিক।
০৬।	সম্পদ কেন্দ্রীকরণ হয় না।	০৬।	সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবার পথ উন্মুক্ত।
০৭।	মুনাফা অর্জনের নীতিমালাই পরিচালিত।	০৭।	সুদ ও মুনাফা উভয় অর্জন উদ্দেশ্য।
০৮।	বৈধ পন্থায় উপার্জন স্বীকৃত।	০৮।	যে কোন ভাবেই উপার্জন উদ্দেশ্য।
০৯।	অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করন নিষিদ্ধ।	০৯।	পুঞ্জীভূত করনে বাধা নেই (অবাধ)।
১০।	কর ও যাকাত উভয় বিধানই কার্যকর।	১০।	শুধুমাত্র কর প্রথা রয়েছে।
১১।	সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় আয়-ব্যয়-বন্টন হয়।	১১।	অবৈধ আয়-ব্যয় ও সমবন্টন শুন্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

১২।	সর্বশ্রেনীর সমানাধিকার বিরাজমান।	১২।	দরিদ্ররা অধিকার বঞ্চিত হয়।
১৩।	ইহকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা দুরীকরণ-ই মূল লক্ষ্য ।	১৩।	যে কোন ভাবেই আর্থিক উন্নয়নই মূল লক্ষ্য।
১৪।	উপার্জনে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব বিদ্যমান ।	১৪।	শ্রমিককে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
১৫।	সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ইসলামী অর্থ নীতর মূল লক্ষ্য।	১৫।	সহানুভূতির কোন স্থান প্রচলিত অর্থনীতিতে নেই।

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা ঃ-

আধুনিক অর্থব্যবস্থা হলো মানব রচিত মতবাদ আর ইসলামী অর্থনীতি হলো মানুষের সামষ্টিক জীবন বোধ ও চেতনা সম্পৃক্ত অর্থনীতি । ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখার বিবরণ নিম্নরুপ ঃ-

(১) সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা ঃ- সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষনা করেছেন "আলাহ আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র মালিক" (সুরা-) [৯]। ইসলাম সামাগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় করণ ও অবাধ ব্যক্তি মালিকানাকে নিষিদ্ধ করে নিরকুশ মালিকানা একমাত্র আলাহর হাতে ন্যস্ত করে ভারসাম্য পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।

(২) হালাল ও হারাম নিয়ন্ত্রন ঃ- অবাধ ও নিয়ন্ত্রনহীন অর্থ ব্যবস্থায় ইসলাম বিশ্বাসী নয়। মানুষের বৈধ উপার্জন এবং হালাল হারামের বিধান ইসলামে বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "হে মানব সকল! তোমরা পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহন কর আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (বাকারা-১৬৮) [১০]।
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন "যে মাংস হারাম খাদ্যে পরিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আহমাদ-দারেমী-বায়হাকী)। সুতরাং কলুষতা, নৈতিক অপরাধ ও অবক্ষয় মুক্ত মার্জিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অবৈধ উৎপাদন ও হারাম পন্থা বর্জন ইসলামী অর্থব্যবস্থার কাম্য।

(৩) জীবিকা উপার্জন ও উৎপাদনে বৈধ অবাধ প্রতিযোগিতা ঃ- ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদন ও উপার্জনের প্রতিযোগতার বৈধ স্বাধীনতা রয়েছে। মানবিক ও কায়িক শ্রমের প্রতিযোগতায় সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক ঘোষনা করেছেন-''এবং তোমাদের মধ্যে আদল-সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে'' (আস-শূরা-১৫) [১১]।

(৪) ভারসাম্য মূলক সুষম অর্থব্যবস্থা ঃ- ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বর্জোয়া পদ্ধতিতে পুঁজির সঞ্চয় যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি স্তুপীকরণ ও অন্যের অধিকার বঞ্চিতকরণ নীতি অবলম্বনে সমাজ কাঠামো গঠনের ইসলামী অনুমোদন নেই। আল্লাহ ঘোষনা করেছেন-'' আল্লাহ জনপদবাসীদের কাজ থেকে তার রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল-াহর, রাসুলের, তাঁর আত্মীয় স্বজনের, ইয়াতিমদের, অভাব গ্রস্থদের, এবং মুসাফিরদের জন্য। যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না হয় ।
(সূরা ঃ- হাশর-৭)।

(৫) যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ঃ- যাকাত, উশর, গনীমত, ফাই, খুমুস ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অতীব গুরুত্বপর্ণ বিধান। সম্পদশালীর উপর দরিদ্রের অধিকার এই যাকাত ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- "আলাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে" (সুরা রুম-৩৯)। যাকাতের খাত বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে ঘোষান হয়েছে- "অবশ্যই যাকাত পাবে যাহারা ঃ- (১) ফকির, (২) মিসকিন, (৩) যাকাত আদায় ও বন্টনের কর্মচারী, (৪) ইসলামের পক্ষে যাদের মন জয় করা প্রয়োজন (মুয়ালাফাতুল কুলুব) (৫) দাস মুক্তির জন্য (৬) দায় গ্রস্থদের দায় পরিশোধে (৭) ব্যয় হবে আল্লাহর রাহে এবং (৮) মুসাফিরদের জন্য" (সুরা তওবা-৬০) [১২]।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) সুদ ও শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা ঃ- পুঁজিবাদী ও সমাজ তান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো সুদ ও সম্পদ রাষ্ট্রীয়করন। কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঃ- সুদ মুক্ত ও শরীয়াহ অনুসরণ নীতি। আল্লাহ পাক ঘোষনা দিয়েছেন- " আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন" (বাকারা-১৭৬)। তিনি আরো ঘোষনা করেছেন- "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিওনা" (সুরা বাকারা-১৮৮) (১৩)। "সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত যে, শোষণমুক্ত ও সুদ শূন্য অর্থ ব্যবস্থাই ইসলামী অর্থনীতির কাম্য।

(৭) সীমাহীন অবাধ সঞ্চয় নিষিদ্ধ ঃ- ইসলাম অনিয়ন্ত্রিত সীমাহীন অবৈধ সঞ্চয়কে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে যাকাত, দান, সদকাহ মানবসেবা ও সৃষ্টির সেবায় অর্থ ব্যায়কে প্রাধান্য দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছে-"যারা শুধু সম্পদের স্তুপ পুঞ্জিভূত করে, আর আলাহর পথে তা ব্যয় করে না। হে আলাহর রাসুল। আপনি তাদেরকে কঠিন আজাবের সুসংবাদ দিন"(সুরা তাওবা----) (১৪) । সুতরাং সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরোপকারের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে স্বল্প তুষ্টিই ইসলামী অথ্যব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৮) দারিদ্র বিমোচন ঃ- পবিত্র কুরাআনে আলাহ ঘোষানা করেছেন "ধনীদের ধনসম্পত্তিতে প্রার্থী, সব অভাবী, বঞ্চিতদের জন্য হক রয়েছে। (সূরা যারিয়াহ-১৯) (১৫)। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে সমাজের বিত্তহীন বেকার, দরিদ্র, পঙ্গু অসহায়দের পুর্নবাসন ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(৯) কৃপনতা ও অপব্যয় মুক্ত অর্থকাঠামো ঃ- ইসলাম কৃপন ব্যাক্তিকে আল্লাহর শত্রু এবং দানশীল ব্যাক্তিকে আল্লাহর বন্ধু বলে ঘোষনা দিয়েছে-আপব্যয়কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষনা দিয়ে পবিত্র কোরানুল কারিমে বলা হয়েছে আপ্যবয়কারী কারী শয়তানের ভাই (সূরা বনি ইসরাইল-১) (১৬)। কৃপনতা সম্পকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপনতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়েনেয়,তার জানা উচিৎ যে ,আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসনীয় (সূরা হাদিদ-২৪) (১৭)।

(১০) কল্যান প্রতিষ্ঠা ও আকল্যান প্রতিরোধ ঃ- ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতারনা , কালোবাজারী , সুদ, জুয়া, দূর্নীতি, মাপে কম দেয়া, চোরা কারবারী , লটারি, জাদু বিদ্যা, পৌত্তলিক শিল্প, হারাম ব্যবসা, বিক্রিত দ্রব্যের ত্রুটি গোপন, ইত্যাদীকঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, ইসলাম দাওয়াত তাবলিগ ও দ্বীনকে আদর্শ ধরে সর্ব স্ত রেরমানুষের কল্যানকর পন্থায় অর্থ আয় ব্যয়কে ইসলাম ইবাদত রুপে ঘোষনা দিয়েছে। পবিত্র কোরানে আল্লা-হ ঘোষনা দিয়েছে- "হে ঈমান্দার গন! আমি তেমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জিবিকা রুপে দান করেছি তা হতে বক্ষণ কর" (সূরা বাকারা-১৭২) (১৮)। আকল্যান থেকে বিরত থাকার বিষয়ে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে- আর শয়তানের পদাংঙ্ক আনুসরণ করো না,সে নিঃশন্দেহে তেমাদের শত্রু"(বাকারা-১৬৮)।

(১১) মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ঃ- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এগুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাসুল (সাঃ) বলেন- "যাদের কোন অভিভাবক নেই, আমিই (রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে) তার অভিভাবক"- (বুখারী)। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আর ও বলেছেন- "অমুসলিম নাগরিক (ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয় না, রাষ্ট্রীয় আইনের আনুগত্য করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে) তার জীবন-সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তা মুসলিম নাগরিকের সমতুল্য"-(বুখারী)। রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন-"দারিদ্র মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয়"। সুতরাং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ ইসলামী অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ।

(১২) উপার্জনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ঃ- ইসলামী শরীয়াহর আওতাধীন শরীয়াহ সীমা লঙ্গন না করে নারীর অর্থনৈতিক রুজি রোজ গারের অধিকার ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলকুরানে স্পষ্ট ঘোষনা দেওয়া হয়েছে "পুরুষদের যেমনি তাদের উপার্জিত সম্পদে অধিকার রয়েছে, তেমনি অধিকার রয়েছে নারীদেরও" কুরআনে পাকে আরো বলা হয়েছে নারীদের রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত অংশ" (সূরা নিসা-৯) [১৯]। নারীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পিতা-মাতার উপর অধিকার সন্তান-সন্তুতিতে অধিকার, স্বামীর উপর অধিকার ইসলামী অর্থনীতিতে অপরিহার্য এবং ইসলাম ফরয।

(১৩) বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ঃ- ইসলামী রাষ্ট্রে অর্থভান্ডার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য রাষ্ট্রের যাকাত জিযিয়া, খুমুস, গনীমত, উশর, আয়কর খারাজ-সকল ধরনের করই রাষ্ট্র ভান্ডারের সঞ্চিত হয়, এবং তা শরীয়াহ ভিত্তিক দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত খাত সমূহে ব্যয় হয়। জনগনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মৌলিক প্রয়োজন পুরন, প্রশাসনিক নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিরাপত্তার সংরক্ষনে এই কোষাগার হতে অর্থ ব্যয় করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে এই ভান্ডার জনগনের সম্পদ। মূলতঃ- বায়তুলমাল ব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

(১৪) আয় উপার্জনে বৈধ অধিকার ঃ- কায়িক ও মানসিক শ্রম বিনিয়োগ, ইসলামী অথনীতি ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা, শিরকাতুল ইনানের ভিত্তিতে ব্যবসা (কৃষি, শিল্প, বনজ, প্রযুক্তিগত) সবধরনের হালাল ব্যবসা সকল শ্রেনীর সকল পেশাজীবীর হালাল উৎপাদন ও উপার্জন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মহানবী (সাঃ) বলেছেন-"হালাল রুজির সন্ধানকরা প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের জন্য ফরজ।

(১৫) সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ঃ- সকল প্রকার সম্পত্তি সম্পদ ব্যক্তি, পরিবার রাষ্ট্রে খাতে কুক্ষিগত না থেকে এর আবর্তন ও বিকেন্দ্রীকরন ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিরকাতুল ইনানের ভিত্তিতে ব্যবসা বানিজ্য, দান, সদকাহ, উশর, যাকাত, উত্তরাধীকারীপ্রথা-এসবের মাধ্যমে সম্পদের বন্টন এক উত্তম বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া। এই রূপ সুসম বন্টন ইসলামী অর্থনীতির এক উত্তম বৈশিষ্ট্য।

(১৬) সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ঃ- পবিত্র কুরআনের ঘোষনাঃ- "আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন, এবং ব্যবসা (ক্রয় বিক্রয়) কে হালাল করেছেন" (বাকারাহ-১৭৫) [২০]। সুদমুক্ত অথচ লাভজনক ব্যবস্থা হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ইসলামী অনুসৃত নীতিতে লেনদেন ও বিনিয়োগ প্রণালীর এক অনন্য ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকিং, যা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একটি বিশাল ও বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ন আর্থিক লেনদেনের বলয় হিসাবে কাজ করছে। আলাহ বলেন-"যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির মতই দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দিয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদের মতই" (বাকারা-২৭৫) [২১]। আল-াহপাক পবিত্র কুরাআনে আরো বলেন- "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না" (বাকারা-২৭৬) [২২]। সুতরাং সুদমুক্ত ও মুনাফা ভিত্তিক ব্যাংকিংকরন ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১৭) শ্রমনীতির ইসলামী প্রয়োগ ঃ- শ্রমিকের উৎপাদনে সম্মান এবং শ্রমের যথাযথ প্রতিদান ইসলামে স্বীকৃত। মহানবী (সাঃ) বলেন-"শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্য জিনিস হতে অংশ দান কর। কারন আলাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না (মুসনাদে আহমদ)। আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলেন শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং শ্রমের যথাযথ প্রতিদানের নির্মিত্তে ইসলামী অর্থনীতি শ্রমিকের মজুরী নির্ধারনে Value of Average contribution of labour এবং Value of Marginal contribution of labour এর মাঝামাঝি Effective Labour demand

Dhaka University Institutional Repository

curve (ELDC) বা কার্যকরী শ্রম চাহিদা রেখা সৃষ্টি করে শ্রমের মজুরী নির্ধারন করে। সুতরাং উৎপাদন ও মূল্য নির্ধারন সাপেক্ষে শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য [২৩]।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা ঃ-

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, বহু অর্থনৈতিক পদ্ধতির উত্থান-পতন ঘটেছে। প্রাচিন কাল হতে অদ্যাবধি আর্থ সামাজিক, উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে বহু পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাকে পর্যালোচনা, বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন করলে আমরা দখেতে পাই যে, সমগ্র অর্থ ব্যবস্থাকে মৌলিক ভাবে ৩টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়ঃ- (১) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, (২) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (৩) ইসলামী অর্থব্যবস্থা [২৪]। উপরোক্ত অর্থব্যবস্থা পূর্বে ও সমাজে চালু ছিল এবং বর্তমানে ও রয়েছে। অবশ্য কোন কোন স্থানে/রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রন আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রে উপরোক্ত সর্বপ্রকার অর্থ ব্যবস্থার শংকর ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর এই সুদীর্ঘ সময় ইরাক, মিশর, লিবিয়া, আল জিরিয়া, আলবেনিয়া সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ সমূহে সমাজবাদ, পুঁজিবাদ ও ইসলামী অর্থনীতির শংকর মিশ্রন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এর দশক হতে নবম এর দশক পর্যন্ত বলপূর্বক বলশেভিক সমাজতন্ত্রের যাঁতাকলে অর্থব্যবস্থা নিস্পেষিত হবার পরও মুসলিম অধ্যুষিত দেশ/ জনপদ সমূহ ইসলামী মূল্য বোধ থেকে বিছিন্ন হয় নি (এক মাত্র স্পেন ছাড়া)। এখানে উল্লেখ্য যে, বলশেভিক যুদ্ধ হয় ১৯১৭ সালে।

পুঁজিবাদে সমাজবৈষ্য সৃষ্টির ফলে মানুষ স্বার্থপর নির্মম নিষ্ঠুর ও বর্বর হয়ে গড়ে উঠে। কারন এতে একমাত্র পুঁজিপতির অধীনে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি সমাজ বাদী শক্তি টিকিয়ে রাখার প্রান্তর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রুশ-বৃটিশ সমাজের ও পতন ঘটে।
এমতাবস্তায় আমি বলতেপারি, ২১ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের ধ্বংস স্তুপের উপর ইসলামী জীবন প্রসাবের অর্থব্যবস্থার সুদৃঢ় এমারত গড়ে উঠবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পার্থক্য ঃ-

নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে আমি ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী শোষণ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা		পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা	
১।	ইসলামী অর্থব্যবস্থার জনক মহানবী (সাঃ)।	১।	পুঁজিবাদের জনক Adam Smith.
২।	কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্ম।	২।	Wealth of Nation (১৭৭৬ সলে) বই প্রকাশের মাধ্যমে পুঁজিবাদের জন্ম হয়।
৩।	কোরআন হাদীসের আলোকে ইজমা- কিয়াষের প্রভাব এই অর্থব্যবস্থাকে সু-সংগঠিত করেছে।	৩।	Recardo, pego, keyans, Samuels, Friedman এসে পুঁজিবাদকে আরও বিকশিত করেছে।
৪।	মালিকানা একমাত্র আল্লাহর।	৪।	মালিকানা ব্যক্তির ধরা হয়।
৫।	মানুষ সম্পদের ব্যবহারকারী মাত্র ।	৫।	ব্যক্তি মালিক ও ভোগকারী উভয়।
৬।	দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির ব্যবস্থার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।	৬।	শুধুমাত্র দুনিয়ার পুঞ্জিভূত সুখ সমৃদ্ধিই কাম্য।
৭।	সম-বন্টনের ইসলামী অনুপম দৃষ্টান্ত।	৭।	ব্যক্তি স্বার্থপরতার উজ্বল দৃষ্টান্ত।

৮।	নৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ইসলামিক নীতিমালা এই ব্যবস্থায় বিদ্যমান।	৮।	নৈতিকতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই।
৯।	ব্যবসা ও বিনিয়েগের মাধ্যমে মুনাফা লাভের বিধান আছে, পুঞ্জিভূত করন নিষিদ্ধ।	৯।	অর্জন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সবই এই ব্যবস্থায় বিদ্যমান।
১০।	সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রদত্ত অর্থনীতি শরীয়াহ মোতাবেক নীতিতে পরিচালিত।	১০।	এই ব্যবস্থা সসীম, সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মানব রচিত অর্থব্যবস্থা।
১১।	এ ব্যবস্থায় মনস্তাত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মানবপ্রেম সৃষ্টির কল্যানে বৈষম্য দুরীকরণ নীতি, নৈতিকতা, স্বত্বার জবাবদিহিতা, হালাল-হারাম নিয়ন্ত্রন, বিকেন্দ্রীকরন সামাজিক সমতা মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ।	১১।	এই ব্যবস্থার মনস্তাত্বিক ভিত্তি হচ্ছে- লোভ-লালসাময় নিষ্টুরতা-নির্মমতা, নিয়ন্ত্রণহীন ও উচ্ছৃঙ্খলতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনমুক্ত।
১২।	সম্পদ আহরন, উন্নয়ন ও বন্টনের সাথে ভারসাম্যপূর্ন ইসলামী নীতিমালায় লেনদেন এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।	১২।	অবাধ প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রহীন ভোগ-বিলাস, সুদ, জুয়া, লটারীর মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন।
১৩।	সমবন্টনে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব বিরাজমান।	১৩।	অসমবন্টনের ফলে সর্বভৌমত্ব নেই ।
১৪।	উৎপাদন শ্রমিকের শেয়ার রয়েছে ।	১৪।	শ্রমিকে শোষন-ই পুঁজিবাদ ।
১৫।	স্রষ্টার জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি ও চেতনা এবং সুদৃঢ় প্রত্যয়ই সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন বন্টন, বিনিময়ের নীতি নৈতিকতা, হালাল ও হারামের বিধি বিধান মেনে চলতে বাধ্য করাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।	১৫।	ব্যক্তির স্বার্থপরতা, ভোগ বিলাস আরাম আয়াশেই উর্পাজন ও উৎপাদনের লক্ষ-উদ্দেশ্য।
১৬।	সামষ্টিক কল্যাণকে প্রধান্য দিয়ে বৈধ, হালাল ব্যবসা ইত্যাদি বিবেচনার মাধ্যমে উপার্জন প্রণালী।	১৬।	যে কোন পন্থায় উপার্জন প্রনালী ।
১৭।	এই ব্যবস্থায় উপার্জন, বন্টন, বিনিয়োগ, বিনিময়, আয়-ব্যয় অবৈধ পন্থায় অবলম্বন করা হারাম।	১৭।	হলাল ও হারামের বিধান অগ্রাহ্য করা হয় ।
১৮।	হস্তান্তর ও বিনিয়োগ ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত ওপরিচালিত।	১৮।	হস্তান্তর ও বিনিয়োগে সুদী কারবার হয় ।
১৯।	বাজারের চাহিদা, উপযোগ, আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সমন্বয়-সাধন ও শরীয়াহর ভিত্তিতে নির্ধারিত।	১৯।	সর্বক্ষেত্রে শরীয়াহ উপেক্ষিত হয় ।
২০।	আল্লাহর অস্তিত্ব, খোদভীতি ও তাকওয়াই হলো এই অর্থ ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রকে	২০।	পুঁজিপতিরাই এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ।
২১।	এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ- যাকাত, ওশর, খুমুস, গনীমাহ ইত্যাদি। এতে সুদের কল্পনা ও নিষিদ্ধ।	২১।	জড়বাদ ও পুজি বাদ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ।
২২।	ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি ও সামষ্টিক	২২।	কোন প্রকার অধিকার ও কল্যান বিবেচনা করা

	কল্যানের জন্য শরীয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।		হয় না । এতে রাষ্ট্র ও সরকারের নিয়ন্ত্রন নেই ।
২৩।	জীবনের স্বস্থি শান্তি ও জনগন সন্তোষ প্রকাশ করে।	২৩।	মৌলিক অধিকার বঞ্চিত সংখ্যা গরিষ্ট জনগোষ্ঠিতে অসন্তোষ দানা বাধে ।
২৪।	ভোগের চেয়ে ত্যাগই প্রধান্য পায়।	২৪।	ভোগকেই প্রাধান্য দেয়া হয় ।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য ঃ-

ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ মানব রচিত সমাজতান্তিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য নিম্মে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো ঃ-

ইসলামী অর্থব্যবস্থা		সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	
১।	ইসলামী অর্থব্যবস্থার জনক মহানবী (সঃ)	১।	সমাজতন্ত্রের জনক কাল মার্কস
২।	ইসলামী ধর্ম ভিত্তিক অর্থনীতি।	২।	এটি ধর্মনিরপেক্ষ অথনীতি।
৩	শরীয়াহ ভিত্তিক মতবাদ।	৩।	এই ব্যবস্থা মানব রচিত মতবাদ।
৪।	কোরআন হাদীসের পরে ইজমাও কিয়াস এই অর্থব্যবস্থার বিকাশে সহায়তা কারী।	৪।	কাল মার্কস, লেলিন, মাওসেতুং, ষ্ট্যালিন, প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এব্যবস্থা বিকাশে সহায়তা কারী।
৫	শ্রেণীহীন সাম্যনীতির ব্যবস্থা।	৫।	শ্রেণী সংগাত বিদ্যামন।
৬।	এই ব্যবস্থার মনস্তাত্বিক ভিত্তি ঃ- (পূর্ব ছকের ১১নং কলাম দেখুন)।	৬।	এই ব্যবস্থায় মনস্তাত্বিক ভিত্তি হলোঃ- প্রতিহিংসা, জিঘাংসা, শত্রুতা, শ্রেণী-সংগ্রাম, হিংস্রতা, শ্রেণীবিদ্বেষ ও দ্বান্দিক বস্তুবাদ।
৭।	শ্রমে শ্রমিকের অধিকার রয়েছে, শ্রমিক নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য।	৭।	শ্রম রাষ্ট্রের জন্য শ্রমিক যন্ত্রমাত্র।
৮।	নৈতিকতা ও রাষ্ট্রীয় ইসলামী নীতিমালা এই ব্যবস্থায় বিদ্যমান।	৮।	জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় করন অপরিহার্য।
৯।	ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী শ্রমিক শ্রম দেয় এবং প্রাপ্য পায়।	৯।	পশুর মত শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন এর চরম ও পরম লক্ষ্য।
১০।	উৎপাদন ও উপার্জনে বৈষম্যহীন ভাবে অনুপম স্বাধীনতা রয়েছে।	১০।	উৎপাদন ও উপার্জনের প্রতিযোগিতা স্বাধীনতামুক্ত (নির্দিষ্ট লোকের হাতে কুক্ষিগত)।
১১।	অর্থ উপার্জন ও উৎপাদনে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ও কাম্য।	১১।	কল্পিত শ্রেনীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও উৎপাদন-ই কাঙ্খিত লক্ষ্য।
১২।	এই ব্যবস্থা একটি স্থায়ী নৈতিক মূল্য বোধের স্বীকৃতি স্বরূপ।	১২।	কোন স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধের স্বীকৃত নেই।
১৩।	আল্লাহর অস্তিত্ব, খোদাভীতি, তাকওয়া ও জবাবদিতার বিশ্বাস-ই হলো এই ব্যবস্থার চেতনা।	১৩।	ধর্ম, খোদাভাতি, পরকালে বিশ্বাস, ও জবাবদিহিতার চেতনা এই ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য নয়।
১৪।	বিনিময়,হস্তান্তর , আমদানী ও রপ্তানী সবকিছুই শরীয়াহ ও নৈতিক নিয়মের আলোক নিয়ন্ত্রিত হয়।	১৪।	রাষ্ট্রীয় শক্তির আবরনে মূলতঃ পুলিট ব্যুরো ও প্রেসিডিয়ামই বিনিময়, হস্থান্তর,আমদানী ও রপ্তানী সবকিছুই ফ্যাসিবাদী পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫।	সকল সম্পদ ও যাবতীয় ক্ষমতা ও একমাত্র আল্লাহরই জন্য।	১৫।	পুলিট ব্যুরো পরবর্তী স্তরে প্রেসিডিয়ামই হচ্ছে রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তি।
১৬।	যাকাত, উশর, গনীমত, ফাই, জিযিয়া, অনুদান ইত্যাদি অনুপন পদ্ধতি এই ব্যবস্থায় রয়েছে।	১৬।	যাকাত, উশর, ফাই, গনীমাহ, দেন-মোহর, অনুদান প্রভৃতি ব্যবস্থা এই অর্থ ব্যবস্থার নেই।
১৭।	পরকালের প্রতি বিশ্বাস আকাট্য।	১৭।	পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্যকর ধরা হয়।
১৮।	সন্তুষ্টি, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমবন্টনের ফলে ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্টিত হয়।	১৮।	অসন্তোষ, অধিকার বঞ্চনা, অব্যক্ত বেদনা, চরম অস্বস্তি সমাজে বিরাজমান।
১৯।	ত্যাগ প্রধান্য দেয়া হয়।	১৯।	ভোগকে প্রাধান্য দেয়া হয়।
২০।	ইসলাম কল্যানকর ও অতি আবশ্যকীয় জিনিসকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে গ্রহন ও বর্জন নীতি অনুসরণ করা হয়।	২০।	মদ, গাঁজা, আফিম, হিরোইন, ফেনসিডিল, সবকিছুই কল্যান বা ক্ষতিকর বিবেচনা না করেই সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি ও সম্পৃক্ত বিষয়াবলী ঃ-

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধি বিধানের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলামী ব্যাংকিং এর (Mode of Financing and banking) ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি ও ব্যাংকিং এর জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম অতি আবশ্যক। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক আলোচনার পূর্বে Islami Mode of Financing এ ইসলাম মৌলিক নীতিমালা ও ইসলামী অর্থায়ন সম্পর্কিত Terms (বিষয়াদি) সম্পর্কে আমাদেও সুক্ষ ও সুস্পষ্ট জানা প্রয়োজন, যে বিষয়গুলো ইসলামী জীবন বিধানের গোটা অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী। নিম্নে এসব বিধান বিষয়াবলী আলোচনা করা হলো ঃ-

১) বিশ্বাস (আক্বিদা) ঃ- একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন কারী এবং মানুষ তার প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত বিধান পালনের মাধ্যমে মানুষ ইসলামী জীবনধারায় অনুপ্রানিত হবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেছেন "ইহা ঐ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। ইহা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ কায়েম করে (বাকারা-২) [২৫]। আল্লাহ পাক তাঁর প্রদত্ত বিধানাবলীতে খুটিনাটি ও সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়ে পুনাঙ্গরূপে চুলচেরা বিশ্লেষনন করেননি, আবার ঐ সব বিধানাবলী অতি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ও রাখেন নি। বরং উভয় প্রান্তসীমা থেকে মানব জীবন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং মানুষ তার ভিত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি অনসুরন করবে, এটাই উদ্দেশ্য।

২) দ্বীন (ধর্ম) ঃ- আল্লাহ ঘোষনা করেছে "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম"। (আল ইমরান-১৯) [২৬] । আর দ্বীনই হলো Complete Code of life যার অর্থ হচ্ছে :- প্রতিদান, আনুগত্য, আনুগত্যের বিধান, ও সমাজ ব্যবস্থা । দ্বীনে হক এবং দ্বীনে বাতিল দুই প্রকার দ্বীন রয়েছে। তম্মধ্যে ইসলামই হলো দ্বীনে হক তথা সত্য ধর্ম। সুতরাং মানুষের জন্য মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় বিধিবিধানের মধ্যে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি ও একটি গুরুত্বপূর্ন পর্ব। তাই ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে ইসলামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য।

৩) ঈমান (বিশ্বাস)ঃ- ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীতে বিশ্বাস স্থাপন, স্বীকৃতি প্রদান এবং সেই অনুসারে আমল করাই হলো ঈমান। আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়েনা (হুজরাত-১৫)। আল্লাহ ঘোষনা করেছেন- "প্রকৃত মুমিন তারাই,যারা আল্লাহ ও তার রাসূলে প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষন করেনা" (সূরা-হুজরাত-১৫) [২৭]। মানুষের বিবেক বুদ্ধির স্রষ্টা আল্লাহ মানুষকে যে কার্যক্ষমতার পরিধি দান করেছেন তা সীমাহীন নয়। তাই মানুষকে ভ্রান্তি মুক্ত রাখতে যুগে যুগে পথ-প্রদর্শক হিসাবে নবী রাসুলের আগমন ঘটেছে। এভাবে যুগের ধারা বাহিকতায় মানুষ তাদের সার্বিক অবস্থা বিধান মত পালনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। আর ইসলামী বিধান মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনুপম বিধানসমূহে কল্যান নিহিত।

৪) তাকওয়া (খোদাভীতি) ঃ- পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষনা করেছেন হে ঈমানদার গণ? আল্লাহ কে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিৎ। তোমরা মুসলামান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (সূরা ইমরান-১০২) তাকওয়া তথা খোদাভীতি ইসলামী অর্থ্যায়ির ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শাখা। কারন ইসলামী ব্যাংকিং এ Guarantee, securtity, investment এবং Transaction এর যাবতীয় ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকের খোদাভীতি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা জরুরী। আল্লাহ আরো বলেছেন আল্লাহকে ভয় কর, সম্ভবত তোমরা কল্যান লাভ করবে। (সূরা বাকারা-১৯৮)

৫) প্রকৃত সম্পদে প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন ঃ- সম্পদের পুঁজিবাদী ধারনা হলো ব্যাংক বা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অর্থ (Money) বা বিকল্প হিসাবে (Monetary Paper) কাগজ লেনদন করে থাকে। কিন্তু ইসলাম মুদ্রাকে পন্য বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange) হিসাবে ব্যবহার করে। তাই ইসলামী বিধানে Financing এর মূল এবং আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে ঃ- মুশারাকা এবং মুদারাবা সালাম ও ইসতিসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে ও Financing করা হয়। তার মাধ্যমে ও প্রকৃত সম্পদ অস্তিত্বে আসে। সুতরাং ইসলামী বিধান মোতাবেক ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিয়োগ এবং সম্পদের যথাযথ অর্থায়ন ইসলামী বিধানের অন্যান্য বিষয় (পরবর্তীতে বিনিয়োগ অধ্যয়ে মুদারাবা, মুশারাকা, সালাম, ইসতিসনা-আলোচনা করা হবে)

৬) ইহসান ঃ- আন্তরিকভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যানকামী হয়ে কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য কিছু করাই হলো ইহসান। যিনি ইহসান করেন তাকে "মুহসীন" বলে। ইসলামী অর্থায়নে মানুষের কল্যানে বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগ, কল্যানমুখী প্রকল্প, কর্জেহাসান ও যাকাতের বিধান রয়েছে। যাতে মানুষ উপকৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পবিত্র কুরাঅনের আল্লাহ তায়ালা বান্দার ১৩টি গুনাবলী বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ১টি হলো ঃ- "এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না। কৃপনতা ও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী" (ফুরকান-৬৭) [২৮]। সুতরাং ইসলামী অর্থায়ন সুদী ব্যাংকিংয়ের ভিন্নতর হওয়ার জন্য ইহসান থাকা অবশ্যক। এখানে সুদ নয়, মুনাফা অর্জনই উদ্দেশ্য এবং এই অর্জন ইসলামী বিধানের আলোকে, যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে।

৭) হালাল হারাম বিবেচনা ঃ- পবিত্র কুরআনে হালাল এবং হারামের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে "হে মানব মন্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য হতে ভক্ষন কর। আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু "(বাকারা-১৬৮) [২৯]। আল্লাহ আরো বলেন ঃ- "আর আমি ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছি" (বাকারা-২৭৫)। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী বিধানে অর্থায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান পালন করা আবশ্যক। নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যবসা হারাম এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ নীতিমালায় হালাল-হারাম বিবেচনা সাপেক্ষে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অনুসৃত।

Dhaka University Institutional Repository

৮) **ক্রয়-বিক্রয়** ঃ- ইসলাম সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হালাল ঘোষনা করেছে। এই ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা এবং ব্যবসা ইসলামী বিধানের আলোকে পরিচালিত। ইসলামী বিধানে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা আরোপিত হয়েছে। মুসলমানগণ কিভাবে ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অনুসরন করছে। এই পদ্ধতি গুলো হলো ঃ- বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই মুদারাবা, বাই মুশারকো, বাই সায়াফ, বাই তাওলীয়া প্রভৃতি পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়। (পরবর্তী তে এই সব ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বিনিয়োগ অধ্যায়ে)। ইসলামী ব্যাংকের এরূপ ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসার অন্যতম প্রধান দিক হলোঃ- নিদিষ্ট মেয়াদ, চুক্তি, সততা ও বিশ্বস্থতা পরিচিতি, ঝুঁকির জন্য বিশ্বস্থ জামানত এবং কল্যানকর পদক্ষেপ সমূহ।

৯) **আহকামে শরীয়াহ** ঃ- আহকামে শরীয়াহ হলো শরীয়ার শব্দ গুচ্ছ বা একত্রীকরণ। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ, মুস্তাহাব হারাম, মাকরূহ, মুবাহ, নীতিমালা সমূহকে একত্রে আহকামে শরীয়াহ বলে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে প্রচলিত ইসলামী বিধি বিধানে আবশ্যক, অতি আবশ্যক, নিন্দনীয়, ফলাফল শূন্য প্রভৃতি আইন-কানুন রয়েছে। এইসব আহকাম অমান্য করা কবীরা গুনাহ। সুতরাং ইসলামী অর্থনৈতিক বিধিবিধান পরিপালন এবং ইসলামী ব্যাংকিং ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন ও অনুসৃত নীতিতে আর্থিক ও বিনিয়োগ লেনদেন বৈধ এবং হালাল। পবিত্র কুরানে ঘোষনা করা হয়েছে ঃ-"যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহবিষ্ট করে দেয়। তাদের ঐ অবস্থার কারন এই যে, তারা বলেছে ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন" (বাকারা-২৭৫)।

১০) **মূলধন ও উদ্যোক্তা** ঃ- পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় Capital এবং Entrepreneur উভয় হলো উপার্জনকারী (Earner)। সুদ হলো বিনিয়োগকৃত Capital এ নির্ধারিত লাভ। আর মুনাফা হলো লাভের পর অবশিষ্টাংশ। Capital সুদ উপার্জন করে এবং Enterpreneur মুনাফার অধিকারী হয়।

অপরদিকে ইসলাম Capital এবং Engterpreneur উভয়কে পৃথক পৃথক উপার্জনকারী হিসাবে স্বীকার করে না। যে ব্যাক্তি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (নগদ) Capital Invest করে, সে prifit এর সাথে সাথে লোকসানের Risk (ঝুঁকি), Liability (দায়ভার) ও বহন করে থাকে। ব্যবসায় লাভযত বৃদ্ধিপাবে, মূলধনের লাভ ও তত বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সমাজে প্রচলিত ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সেই সব লোকের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনহবে, যারা মূলধন যোগানদার। সুতরাং ইসলামী বিধান পরিপালনে ইসলামী ব্যাংকিং অনুপম দৃষ্টান্ত।

১১) **মাযহাব** ঃ- মাযহাব শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো চলার পথ। ইসলামী পরিভাষায় ইসলামী বিধানাবলীর আলোকে কার্যপরিচালনা এবং তদানুসারে চলার পথই হলো মাযহাব। ইসলামের আইনের উৎস কুরআন ও হাদীসের আলোকেই হলো মাযহাবের মূল ভিত্তি। এই দুটি আইনের অনুসরণে প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফকীহগন, ইসলামী গবেষক গন ইসলামী অর্থায়ন আইন চালু করার প্রয়াস পান। ইসলামী অর্থনীতির পথধরেই ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালার জন্ম হয়। যাতে ইসলামী শরীয়াহ নীতিতে সুদমুক্ত ও মুনাফা ভিত্তিক লেনদেনচালু করার পথ সুগম হয়।

১২) **ইসলামী আইনের উৎস** ঃ- পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামী আইনের উৎস হলো কোরান, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। কুআরান ও হাদীস দ্বারা যা হুকুমকৃত বা বিধানকৃত, তা পরিপালন যথাক্রমে ফরজ ও সুন্নাহ। এই বিধান দ্বয়কে ভিত্তি করে ইজমা ও কিয়াসের জন্ম। বিভিন্ন আলেম, ফকীহ, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক

ইজতেহাদের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন আইন-কানুন ও কলা কৌশল বের করেছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী (সাঃ) বলেছেন "আমি তোমাদের (উম্মতের) জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, (১) কোরআন ও (২) হাদীস। যতদিন পর্যন্ত তোমরা তা আকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা বিপদগামী হবে না"।

১৩) ইসলামী ব্যাংকের নীতিগত ভিত্তি ঃ- ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির অনুশাসনে পরিপালিত। এর নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে-তৌহিদ, রিসালত ও আখিরাত। আল্লাহই সর্বেসর্বা, রাসুল নবীদের আদর্শ অনুসরন এবং শেষ দিবসে জাগতিক কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ নেয়া হবে এই সব বিষয়ের উপর নীতিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ইসলামী অর্থায়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ- হালাল রুজির সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের জন্য ফরজ। সুতরাং হালাল রুজির জন্য নীতিগত ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলামী পন্থায় বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪) ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ- ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিনিয়োগের নিরাপত্তার পূর্বশত হচ্ছে ঃ ব্যবসায়ীর সততা ও বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ। যে সমাজে মানুষের মনোভাব ও চিন্তা-চেতনা থাকে সুদ ভিত্তিক, যে সমাজ আত্মসাৎ, লুটপাট ও অবৈধ উপাজনের স্বপ্নে বিভোর, অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান, সে সমাজ ইসলামী সমাজ নয়। অথচ আল্লাহ্ ঘোষনা দিয়েছেন ঃ- "মহান আল্লাহ তোমাদিগকে পৃথিবী তে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছেন" (আনয়াম-১৬৫) [৩০] ।সুতরাং খেলাফত পাওয়া মানুষেই দায়িত্ব ইসলামী বিধান মোতাবেক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। যেখানে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক অর্থের লেনদেন, আমদানী-রপ্তানী, বিনিয়োগ করার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

১৫) ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্সিল ঃ- প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় লেনদেন বিনিয়োগ প্রনালী Objervation করার জন্য ইসলামী ব্যাংক সমূহে একটি শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশের খ্যাতনামা আলেম, বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতি চিন্তাবিদ, গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যাংকার ও আইনবিদদের সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠন করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের সৎইচ্ছা ও সহযোগিতার অভাবে বহু ক্ষেত্রে এমন কার্যকরী প্রদক্ষেপে ও স্থবিরতা আসে এবং ইসলামী ব্যাংক তার কার্যক্রমের স্থিতিশীল গতি ও হারায়। আশা করা যায় যে, অচিরেই এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা সরকার ও আপামর জনসাধারণের সর্থথন ও সহযোগিতা আদায় করতে স্বক্ষম হবে।

১৬) ইসলামী ব্যাংকের ফতোয়া ঃ- সুদযুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ফতোয়া অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন বিষয়। প্রচলিত বা আধুনিক ব্যাংকিংয়ের সকল বিষয় বা কারবার ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করেনি। আবার সকল বিষয় বা কারবার বর্জন ও করেনি। বরং ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় ইসলামের বিধিনিষেধ পালন সাপেক্ষে তা গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছে। ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন নতুন লেনদেন, আদান-প্রদান পদ্ধতি, নতুন নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হয়। তাই নতুন কোন আমানত বা বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি সম্পর্কে শরীয়াহ কাউন্সিলের মতামত চেয়ে থাকে। শরীয়াহ কাউন্সিলের প্রকল্প ধরণ, অর্থায়ন নীতিমালা যাচাই বাচাই করে ইসলামী বিধানের আলোকে তা গ্রহন করে বা বর্জন করে থাকে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য উক্ত শরীয়াহ কাউন্সিলের মতামত পরামর্শ ও নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটা সুস্পষ্ট রুপে প্রমানিত যে, ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা ইসলামী বিধান মোতাবেক হবার জন্য ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত । আর ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো ইসলামী আইনের উৎস সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

১. উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং - ডঃ এ আর খান, পৃঃ-৪ ,নভেঃ- ১৯৯৯,এম. এস পাবলিকেশন । ২. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং - অধ্যাপক মাওঃ এ.কিউ. এম ছিফাতুল্লাহ্, পৃঃ-৯, প্রফেসরস্ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ-এপ্রিল-২০০২ । ৩. অর্থনীতি পরিচিতি এম.আই. আলী, পৃঃ-৫, ১ম প্রকাশ-এপ্রিল.২০০৪, শাহজালাল লাইব্রেরী । ৪. প্রাগুক্ত ৫. প্রাগুক্ত ৬. প্রাগুক্ত ৭. প্রাগুক্ত ৮. প্রাগুক্ত ৯. আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ ১৬৮ । ১০ আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ.-১৬৮ । ১১. আল কোরআন সূরা- আশ শুরা, আয়াত ঃ- ১৫ । ১২. আল কোরআন সূরা- তওবা, আয়াত ঃ- ৬০ । ১৩. আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ- ১৮৮ । ১৪. আল কোরআন সূরা- তওবা, আয়াত ঃ- । ১৫. আল কোরআন সূরা- যারিয়াহ্, আয়াত ঃ- ১৯ । ১৬. আল কোরআন সূরা- ইসরাইল, আয়াত ঃ- ১ । ১৭. আল কোরআন সূরা- হাদিদ, আয়াত ঃ- ২৪ । ১৮. আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ- ১৭২ । ১৯ আল কোরআন সূরা- নিসা, আয়াত ঃ- ৯ । ২০. আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ- ২৭৫ । ২১. প্রাগুক্ত । ২২. প্রাগুক্ত । ২৩. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং - মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, পৃঃ-৯৬ । ২৪.প্রাগুক্ত । ২৫ আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ২ ২৬. আল কোরআন সূরা- ইমরান, আয়াত ঃ- ১৯ । ২৭. আল কোরআন সূরা- হুজরাত, আয়াত ঃ- ১৫ । ২৮. আল কোরআন সূরা- ফুরকান, আয়াত ঃ- ৬৭ । ২৯. আল কোরআন সূরা- বাকারা, আয়াত ঃ- ১৮৮ । ৩০. আল কোরআন সূরা- আনয়াম, আয়াত ঃ- ১৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ব্যাংক' শব্দটি আধুনিক যুগে একটি সুপরিচিত নাম। কিন্তু এই Bank শব্দটির উৎপত্তি এবং ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক। নিম্নে Bank শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ-

Bank এবং Banking-এর ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন। বহু যুগ পরিক্রমায় বহু পথ পাড়ি দিয়ে আজ আমরা ব্যাংকিংয়ের আধুনিক ইসলামী রূপ লাভে সমর্থ হয়েছি। কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানতে হবে Bank শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে?

ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, ব্যাংকিং ব্যবসার অতিপ্রাচীন ইতিহাস সমূহ ইতালী ও জার্মানীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে এসে এই দুইটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে ব্যাংক ব্যবসার তথ্য পাওয়া যায়। এই সব তথ্য পর্যালোচনা করে Bank শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সম্পর্কিত স্থানটি হলো সুদুর ইতালীর (Lamberdy Street) ল্যাম্বার্ডি শহর।

কোন কোন ঐতিহাসিক ও গ্রন্থাকার গণের মতে প্রাচীন ল্যাটিন' শব্দ Banco, Bangk, Banque, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকে Bank শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতের অনুসারীদের পক্ষে যুক্তি হলো মধ্যযুগীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার নানাস্থানে এক শ্রেনীর লোক কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে বসতো (বিশেষ করে Lamberdy Street-এ)। ঐ নির্দিষ্ট স্থানে তারা লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে অর্থ বা আর্থিক বিষয়াবলীয় লেনদেন করতো। এই লম্বা টুল বা Banco বা Banca শব্দ থেকে পরবর্তীতে Bank শব্দের উৎপত্তি হয়। ইংরেজীতে BANK শব্দটির বাংলায়ও ব্যাংক ব্যবহার হয়ে থাকে। আভিধানিকভাবে Bank শব্দটির অর্থ হলোঃ- নদীর তীর, কোন বস্তুবিশেষের স্তুপ, কোষাগার, লম্বা টুল ইত্যাদি। যেহেতু ইতালীর মহাজনরা বেঞ্চে বসে ব্যাংকিং কাজ কর্ম ও লেনদেন করতো, এই জন্য Bank কে এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

জার্মান ভাষায় ব্যাংক শব্দ দ্বারা Joint Stock fund-কে বুঝায়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইতালির একটি অংশ বিশেষ জার্মানীর অধীনে চলে যায়। এইরূপ প্রভাবাধীন বলয় যার ইংরেজী শব্দ Back. শব্দটি ইতালীয়ান Banco শব্দে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। বিশিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যিক Bambrigge তাঁর সাহিত্য কর্মের কিছু কিছু স্থানে মহাজন, ব্যবসায়ী এবং স্বর্ণাকার শ্রেণীকে "Monte" বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই Monte এবং Bank শব্দদ্বয় জার্মান তথা গোটা ইউরোপে সমার্থক শব্দ (Synonyms Word) হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু মহাজন, ব্যবসায়ী এবং স্বর্নাকারদেরকে Banking কাজে নিয়োজিত হওয়া থেকে Monte নামে বলা হয়েছে, সেহেতু Bank শব্দটি ও সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে বর্তমানে Bank রূপ লাভ করেছে। তবে বহু চিন্তাবিদ ও গবেষক এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

Twentieth Century Dictionary- প্রণেতা চেম্বার্স তার Dictionary তে ফরাসী শব্দ Banque এবং ইতালীয়ান শব্দ Banca-কে বর্তমানে Bank শব্দের মতই ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য, ফ্রান্সে এখনো Bank কে Banque বানানে লেখা হয়। সুতরাং ফ্রান্সের Banque এবং ইতালীয়ান Banca থেকে Bank শব্দের যথাযথ উৎপত্তি বলে অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন [১]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত শব্দ সমূহের সঙ্গে Bank শব্দের উৎপত্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং সকল ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ সকল প্রকার বিতর্কের উর্ধ্বে

গিয়ে যুক্তি নির্ভরভাবে মেনে নিয়েছেন যে, Banco, Bancus, Monte, Banque প্রভৃতি শব্দ হতে পরবর্তীতে Bank শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রাচীন কালের Banking সূচনা ঃ-

সুদীর্ঘকাল পেরিয়ে সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারাবাহিকতার মাধ্যমেই অর্জিত আজকের এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা সাধনার ফলে অর্জিত হয়েছে আধুনিক তথা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা আর তারই পথ ধরে মানুষ আর্থিক লেনদেন (Transaction) এবং বিনিময়ের (Fxchange) বিভিন্ন ব্যবস্থা আবিস্কার করে। ইসলামী ব্যাংকিং তাহার মধ্যে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যাহা লেনদেনের যাবতীয় রীতিনীতি হিসাবে ইসলামী শরীয়াহকে অবলম্বন করে। ইসলামী ব্যাংকিং এর আলোচনার পূর্বে ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ধারাবাহিক ভাবে এর ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস পাবে। ব্যাংকিং যুগ তিনটি ভাগে বিভক্তঃ- (১) প্রাচীন যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০- খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০), (২) মধ্যযুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং (৩) আধুনিক যুগ (১৪০১ খ্রীষ্টাব্দ - বর্তমান) [২]।

নিম্মোক্ত বিষয়াবলী আলোচনার মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ওক্রমবিকাশ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছি।

(১) মুদ্রা ও ব্যাংক সম্পর্ক। (২) বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় ব্যাংকের নির্দশন।
(৩) ব্যাংকিং ইতিহাসে জার্মানী ও ইতালী। (৪) আধুনিক ব্যাংকের পূর্ব সুরী [৩]।

মুদ্রা ও ব্যাংক সম্পর্ক ঃ- সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সামাজিক বন্দন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে লেনদেন ও বিনিময়ের ধারণা গড়ে উঠে। এই বিনিময়কে অর্থবহ ও সুশৃঙ্খল করতে Barter System (বিনিময় প্রথা) যুগ পাড়ি দিয়ে একটি পর্যায়ে এসে মুদ্রার আবিষ্কার ঘটে। এই আবিষ্কারের পর পরিপূরক হিসাবে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই জন্য একটি কথার প্রচলন আছে "Money is the mather of Bank"-অর্থাৎ মুদ্রা ব্যাংকের জননী। এইরূপ Transection এবং Fxchange প্রথার ধারণা থেকে প্রথমে ধাতব মুদ্রার প্রচলন এবং এ থেকে পর্যায়ক্রমে কাগজী মুদ্রার প্রচলন ঘটে। যা অদ্যাবধিও চলছে। প্রাচীনযুগ পেরিয়ে মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্তমানেও ব্যাংক ব্যবস্থা মুদ্রাকে নিয়েই কাজ করে। অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকসমূহ পণ্যের ব্যবসা করে, মুদ্রাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। তবুও বলা যায় যে, "Money is for bank and bank is also for money'-অর্থ্যাৎ মুদ্রা বা অর্থ এবং ব্যাংক উভয় উভয়ের জন্য নিয়োজিত। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ব্যাংক ও মুদ্রা পরিপূরক এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত [৪]।

বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় ব্যাংকিংয়ের নিদর্শন ঃ-

প্রাচীন কালের বিভিন্ন সভ্যতা পর্যালোচনা করলে ব্যাংকিংয়ের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যাংকের গোড়ার পত্তন এবং ক্রমবিকাশের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। নিম্নে বিভিন্ন সমাজ সভ্যতায় এসে ব্যাংকের প্রাপ্ত অস্তিত্বের কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য নিদর্শন উপস্থাপন করা গেল।

(১) সিন্ধু সভ্যতার ব্যাংকিং নিদর্শনঃ- বানিজ্যিক লেনদেন পর্যলোচনা করে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সালে সুদুর গ্রীস, মিশর ও রোমের সাথে সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের বানিজ্যিক লেনদেন হতো। এই সভ্যতায় সিন্ধু অঞ্চলে বানিজ্যের লেনদেন হিসাবে মুদ্রার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং মুদ্রার পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবসার প্রচলন থাকার যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় 'Tample Banking'- এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ সালে গড়ে উঠা এই উপাসনালয় কেন্দ্রীক ব্যাংকিংয়ের কেন্দ্র বিন্দু ছিল পুরোহিতরা। Rabijpot -এর লেখনীতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই যুগে Deposit slip, cheque, Notes এবং Bill of exchange-এর প্রচলন ছিল, যাহা ব্যাংকিং নৈপূন্যের স্বাক্ষর।

(৩) বৈদিক যুগের ব্যাংকিং ঃ- খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ সাল থেকে ১০০০ সালের মর্ধ্যবর্তী সময়ে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ "বেদ" ও "মনু" -তে আমানত ও অগ্রিম বিষয়ের রীতি-নীতি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে 'হুন্ডি' এবং Inland Exchange- এর প্রমাণ পাওযা যায় । অনেক গবেষক ও চিন্তাবিদ মনে করেন ব্যাংকিং ব্যবসার উৎপত্তি ভারত উপমহাদেশ থেকেই হয়েছে।

(৪) রোমান সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- রোমের সাত পাহাড়ের ল্যাটিন গ্রামগুলোতে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০ অব্দে) অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যাংক ব্যবসার তথ্য পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাংক ব্যবসায়ীরা ' কলিবিস্টিয় ' নামে পরিচিত ছিল। ব্যাংক ব্যবসায়ীদের লেনদেন, Cheque, Draft- ইত্যাদির প্রচলন-সহ তথা সময়ে ব্যাংক কার্যক্রমের মধ্যে" Loan Bank " নামক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৫) চীনা সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- বিশ্বের প্রথম ব্যাংকিং তথা ব্যাংকের গোড়াপত্তনের সঙ্গে চীনা সভ্যতা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬০০ অব্দে এখানে'শান্সী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ব্যাংক হিসাবে পরিচিত। মুদ্রা প্রচলন এবং নোট ইস্যু করার মত গুরুত্বপর্ণ কাজেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৬) গ্রীক সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪০০-৩০০ অব্দে গ্রীসে Tample Banking প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠার মূল ভিত্তি ছিল জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন ধর্মজায়ক ও পুরোহিতগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন। এই Tample Banking তথা উপাসনালয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় Note, Bill of exchange ইত্যাদির ব্যবহার ছিল বলে উল্যেখ পাওয়া যায়। তা মান্দাতামলের নিয়মে ব্যবহৃত হতো।

(৭) মিসরীয় সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- অর্থনীতিবিদ হান্না বলেন - (মিসর ও সিরিয়া) প্রাচীন কালের ফারাওগণের সময় মুদ্রা প্রচলন-সহ ব্যাংকের বহুকার্যাবলী সম্পাদিত হতো এবং এদের কার্যপরিধি সুদুর এশিয়া ও ইউরোপে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শিল্প-কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রাগ্রসর মিশর ও সিরিয়ার রাজা বাদশাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ও সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক ব্যবসা গড়ে উঠে ছিল। এ ব্যবসা ক্ষেত্রে ফারাওদের নাম বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য।

(৮) পারস্য সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের সাথে সাথে পারস্যে ব্যাংক ব্যবসা ও লাভজনক ব্যবসা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পারস্যের অন্যান্য ব্যবসা বানিজ্যের মত প্রাথমিক ব্যাংক ব্যবসায়ী হিসাবে পারস্যের অবদান উল্ল্যেখযোগ্য।

(৯) মেসোপটেমিয়ান সভ্যতায় ব্যাংকিং ঃ- এই অঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবসার প্রধান ও অন্যতম নিদর্শন হলো ইউফ্রেটিস উপত্যকার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ। তৎকালীন বাদশাহ সাদ্দাম এবং নমরুদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, এই অঞ্চলে মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবসা প্রচলিত ছিল।

ব্যাংকিং প্রামাণিক হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ-

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে আবিস্কারের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার অন্যান্য দিকের ন্যায় ব্যাংকিং ব্যবসার ইতিহাস সম্পর্কে বহুবিধ নব-নব তথ্য পাওয়া যায়। পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জেদারোতে খ্রীঃ-পূর্ব ৫০০০ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সুদর চীন এবং মিশরেও কয়েক হাজার বছরের আগেকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ময়নামতি নামক স্থানে ও বহু পুরানো মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এ থেকে অর্থনীতিবিদরা ও মনে করেন মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবসা তখনো ছিল। সম্প্রতিক কালে সৌদি আরবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আমলের অতি প্রাচীন ও পুরানো লুকায়িত স্বর্ণ মুদ্রা ও

Dhaka University Institutional Repository

ধনসম্পদ পাওয়া গিয়াছিল। মোটকথা- বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তৎকালীন সময়েও ব্যাংক ব্যবসার প্রচলন ছিল।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবসার পূর্বসুরী কারা ঃ- মুদ্রা ব্যবস্থার আবিষ্কারের পর হতেই এ শ্রেণীর লোক ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং বর্তমানে পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় এদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা সমধিক গুরুত্ব বহন করে। এশিয়া-ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ঐ সকল অর্থলগ্নী ব্যবসায়ীরা যথাক্রমে মহাজন, সাহুকার, স্বর্ণাকার, ঋণের ব্যবসায়ী ইত্যাদি বহু নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। ব্যাংকিং পর্যালোচনার ইতিহাসে এ সকল শ্রেণীসমূহকে আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী বলা হয়।

Prof. Crowther বলেনঃ-`The Present day banker has three ancestors: - gold smith, merchant & money lenders, A mordern is sanetning of these'. সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে প্রধানতঃ ৩টি শ্রেণীর হাত ধরে ব্যাংকিং প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। যথা ঃ- (১) স্বর্ণাকার শ্রেণী (২) ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং (৩) মহাজন শ্রেণী।

১) স্বর্নাকার শ্রেণীর ব্যাংকিং ঃ- স্বর্ন-রৌপ্য, হীরক ও মনি-মুক্তার প্রতি আদিকালে মানুষের আকর্ষণ ছিল তীব্র। ঐ সময়ের আর্থিক স্বচ্ছল মানুষগুলোর অধিকাংশই মূল্যবান মুদ্রা ও অলংকারাদি সংগ্রহ করে বছরের পর বছর জমা রাখতো। ফলে নিরাপত্তার অভাব অনুভব হতো এবং এর নিরাপত্তা জনিত কারণে অধিক স্বচ্ছল স্বর্নাকাররা সমাজের জনগনের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিল। ফলে নিরাপত্তা জনিত কারনে মূল্যবান স্বর্নালংকারের মালিকগণ তাদের মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও জিনিসপত্র স্বর্ণাকারগনের নিকট গচ্ছিত রাখতো। এই গচ্ছিত স্বর্ণালংকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা থাকতো। স্বর্নাকাররা দেখতো যে ঐ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে আমানতকারী কর্তৃক সমপরিমান মুদ্রা বা স্বর্নালংকার ফেরৎ চাওয়া হতো না। আর চাওয়া হলেও বহু আমানতকারী হওয়ার কারনে সর্বদাই স্বর্নকারদের নিকট প্রচুর পরিমান মুদ্রা ও স্বর্নালংকার উদ্বৃত্ত পড়ে থাকতো। স্বর্নকাররা এই অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগ্রহী ঋণগ্রাহকের নিকট এগুলো বিতরন করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করতো। এই রূপ মুনাফা অর্জনের ধারনাই বর্তমানের ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলতত্ত্ব। স্বর্নকারগণ জমার স্বীকৃতি হিসাবে জমাকারীকে Hand Letter দিতো বলে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন, এই Hand Letter-ই সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে Bank Note এ রূপান্তরিত হয়। ইতিহাস হতে জানা যায় যে, জমাকারীদেরকে স্বর্নাকারগণ জমা রশিদ (Deposit Slip) সরবরাহ করতেন। আবার উত্তোলনের সময় জমাকারীদের নিকট হতে একটি উত্তোলন স্লিপ (With drwal slip) সংগ্রহ করতেন যা বর্তমানে চেক (Cheque) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে তারা যে মুনাফা সংগ্রহ করতেন, তাই বর্তমান ব্যাংক ব্যবসার ঋনের সুদ নামে পরিচিত। এটা ছিল হস্তান্তর যোগ্য (Negotiable)। যুগ পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে স্বর্ন রৌপ্য ও ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়, তখন ঐ স্বর্নকাররা তাদের আদি স্বর্নব্যবসা পরিত্যাগ করে অধিক লাভজনক ব্যাংক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে বলে অনেকেই মনে করেন।

২) ব্যাংকিং যে ব্যবসায়ী শ্রেনী ঃ- প্রাচীন তথা মধ্যযুগে ইহুদীরা ব্যবসা বানিজ্যে সচ্ছল ছিল। সে যুগের ইহুদীরা নানাভাবে তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমনকি বিদেশে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ও টাকা দিত। এর জন্য সময় বিশেষে Agent-দেরকে লিখিত নির্দেশনামা দিতো। অনেকের ধারনা যে, বর্তমানে ব্যাংকিং কার্যক্রমের Letter of Credit Bill of Exchange ইত্যাদি ঐ সকল প্রাচীন লিখিত নির্দেশ নামা থেকে এসেছে।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীর "লোম্বার্ডি" শহরের এই ইহুদী ব্যবসায়ীগণ লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে লেনদেনের কারবার করতো। এই লম্বা টুল তাদের ভাষায় Banco নামে পরিচতি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ধারনা মতে Banco থেকে Bank নামকরন করা হয়েছে। বর্তমান কালের ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও এর কার্যপ্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে এই সকল ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সঙ্গে ব্যাপক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাদের ব্যবহৃত Deposit Slip, withdrawL Slip ইত্যাদি তার প্রমানিক। দেশে-বিদেশে বিশ্বস্থ বন্ধুমহলকে Agent নিয়োগ করে এবং Mrchant house প্রতিষ্ঠা করে তারা তাদের ব্যবসা পরিচালনার করতো। এই Agent ও Marchant house এবং ব্যবসা পরিচালনায় ব্যবসায়ীদের আদেশ নির্দেশ গুলোই পরবর্তীকালে হুন্ডি, ব্যাংকে আজ্ঞাপত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছে বলে অনেকে মনেকরেন। এশিয়া এবং ইউরোপে ব্যাংক ব্যবসায়ের পূর্ব পুরুষ হিসাবে ব্যবসায়ী শ্রেনী সভ্যতার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

৩) ব্যাংকিংয়ে মহাজন শ্রেনী ঃ- আর্থিক লেনদেন ও ঋণ আদান-প্রদানের বিচারের দিক থেকে অর্থ ও ঋণ ব্যবসায়ের উৎপত্তির ইতিহাস প্রায় সমান্তরাল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের অতি প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, এই আর্থিক লেনদেন ও ঋণের ব্যবসারের অগ্রপথিক ছিল মহাজন শ্রেনী। অবশ্য এই মহাজন শ্রেনী ইউরোপে বেঙ্গুসি, মেডিসি, বেকুসি, পেরুজ্জি, পিট্টি আরজেন্টারী, মিনসারী প্রভৃতি নামে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে মাচোয়ারী কাবুলিওয়ালা নামে পরিচিত লাভ করেছিল। প্রাচীন বৃত্তবান বা ধনীব্যক্তিরা অভাবগ্রস্থ এবং দুঃস্থ লোকদের কে অর্থ ধার দিত। স্বর্ণ রূপা জমি-জমা ও বিভিন্ন দামী মালামাল বন্ধক রেখে ও এই অর্থ ধার দেয়া হতো। কম সুদের উপর অর্থ রাখা হতো এবং চওড়া সুদের উপর অর্থ ধার দেয়া হতো। ফলে উভয় প্রকার সুদের ব্যবধান-ই হতো মহাজনের লভ্যাংশ।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ শতকে রোম সম্রাজ্যে, মধ্যযুগের গির্জা, মন্দির এবং ১৪০০ বছর আগের ইসলাম ধর্মের সুদ গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সে সময়ের সুদের কারবারের প্রমান বহন করে। বর্তমানে আধুনিক ব্যাংকিং- য়ের সুদের প্রচলন মূলতঃ ঐ প্রাচীন সুদ প্রথা থেকেই ঘটেছে।

আধুনিক যুগে ব্যাংকিংয়ের ইতিকথা ঃ-

যুগের ক্রমধারারা অতিক্রম করে ব্যাংকিং আধুনিকতা লাভ করেছে। এই আধুনিকতা থেকে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং-য়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে।
আলোচনার ধারাবাহিকতায় কারনে প্রথমে আধুনিক যুগে ব্যাংকিং এবং এই ক্রমধারায় বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।
১৪০০ সাল। আধুনিক ব্যাংকিং যের সুচনাকাল ব্যাংকিং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৪০১ সালে বার্সেলোনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়" Bank of Barchelona" যাহা সরকারী গণব্যাংক হিসাবে সুপরিচিত ছিল। এরই পথ ধরে ১৪০৭ সালে Bank of jeneya ১৬০১ সালে ব্যাংক অব আমস্টার্ডম প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যুগের প্রথম সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক হিসাবে ১৬৯৪ সালে Bank of England প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে আধুনিক যুগের ব্যাংকিং চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ-

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	দেশ	বিশেষত্ব
১।	Bank of Barchelona	১৪০১ সাল		সরকারী গনব্যাংক
২।	Bank of Jeneya	১৪০৭ সাল	ইতালী	---
৩।	Bank of Amosterdom	১৬০৯ সাল	নেদারল্যান্ড	---

৪।	The Bank of Sewden	১১৫৬ সাল	সুইডেন	প্রথম নোট ইস্যুকারী ব্যাংক
৫।	Bank of England	১৬৯৪ সাল	ইংল্যান্ড	প্রথম সুসংগঠিত ব্যাংক
৬।	Bank of Hindustan	১৭০০ সাল	কলকাতা	উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক
৭।	Centeral Bank of India	১৭৮৬ সাল	ভারত	---

এখানে উল্লেখ্য যে, সভ্যতার ক্রমবিবর্তনশীল সময়ের আগ্রগতির পথ ধরে ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সুসংগঠিত হয়ে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। সময়ের পথ ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে ও ব্যাংক ব্যবসার প্রসার ঘটেছে।

উপমহাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসার ক্রমবিকাশ ঃ-

উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবসা এখানকার পূর্বপুরুষদের পদাভারে অলংকৃত এখানে ও মাড়ওয়ারী মহাজন, ব্যবসায়ী, স্বর্নকার, সাহুকার প্রমুখ অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ীদের উল্লেখ ইতিহাস স্বীকৃত। তাই এখানকার ব্যাংক ব্যবসারের পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে হলে নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক সময়কাল এবং এই সময়কালের বিভিন্ন ব্যাংক ব্যবসা বিষয়ক আলোচনা করা আবশ্যক ঃ-

(১) প্রাচীন যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রীঃ পূর্ব ২০০০)।
(২) বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টব্দ)।
(৩) মোঘল আমল (১১৫০ খ্রীষ্টব্দ থেকে ১৭৫৯ খ্রীষ্টব্দ)।
(৪) বৃটিশ আমল (১৭৫৯ খ্রীষ্টব্দ থেকে ১৯৪৭) ।
(৫) ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান আমল (১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১) ।
(৬) পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশ আমল (১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত)।

আলোচনার সংক্ষিপ্ততার কারণে শুধুমাত্র পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশে ব্যাংকিং নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশে ব্যাংকিং ঃ-

১৯৭১ সাল পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে চরম বৈষম বিরাজমান। পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংকৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও লাঞ্চনায় রেখেছিল। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানই হলো বর্তমান বাংলাদেশ। বিভক্তির ফলে বাংলাদেশ অংশের ব্যাংক ব্যবস্থা দারুন সংকটে পতিত হয়। ঠিক এই সময়ে মাত্র দুটি ব্যাংকের প্রধান অফিস ছিল বাংলাদেশ অংশে (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এই দুইটি ব্যাংকের মালিকানায় ছিল বাঙ্গালী। ব্যাংক দুটির বর্তমান নাম যথাক্রমে "উত্তরা ব্যাংক লিঃ" এবং "পূর্বালী ব্যাংক লিঃ"। অথচ এই সময়ে ১২টি ব্যাংকের ১০৯০টির মত শাখা এ অঞ্চলে কর্মরত ছিল। বাকী সকল ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিয়ন্ত্রণ ও তাদেরই ছিল।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ। মহাযান রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে "Bangladesh Bank" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই সনের ১৬ই ডিসেম্বর হতে কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ২৩শে ডিসেম্বরে নবগঠিত বাংলাদেশর মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তৎকালীন State Bank of Pakistan এর নাম পরিবর্তন করে Bangladesh Bank রাখা হয়। এই ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন জনাব এ.এম. হামিদুল্লাহ। মুদ্রার প্রচলন, ঋণের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয় এই

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের উপর। ১৯৭২ সালের জাতীয়করন আদেশের ভিত্তিতে (বিদেশী ব্যাংক সমূহ ব্যতীত) অন্যান্য সকল ব্যাংকে জাতীয়করণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে ৬টি নতুন রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাংক জন্ম লাভ করে। নিম্নোক্ত চার্টের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করছি ঃ-

নতুন নাম	মূল ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক	দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান দি ব্যাংক অব ভাওয়ালপুর রিঃ দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ
অগ্রণী ব্যাংক	দি হাবীব ব্যাংক লিঃ দি কমার্স ব্যাংক লিঃ
জনতা ব্যাংক	দি ইউনাটেড ব্যাংক লিঃ দি ইউনিয়ণ ব্যাংক লিঃ
রূপালী ব্যাংক	দি মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ দি ষ্টান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ
পূর্বালী ব্যাংক	দি অষ্ট্রেলিয়া ব্যাংক লিঃ দি ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ
উত্তরা ব্যাংক	দি ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন দেশটিতে ২টি বাংলাদেশীয়, ১২টি পাকিস্তানী, ৩টি বিদেশী এবং ৫টি ভারতীয় ব্যাংক ছিল। পরে সরকারের বিরাষ্ট্রীকরণ নীতির আওতায় ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতকে উৎসাহিত করার জন্য উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংককে যথাক্রমে ১৯৮৩ ও ১৯৮৬ সালে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৫২ টি ব্যাংক ব্যবসায়ে নিয়োজিত। ব্যাংক শাখার সংখ্যা ৬৬৬৫টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত)। তন্মধ্যে তফসীলি ব্যাংক ৪৯টি সরকারী ব্যাংক (বিশেষায়িত) ৫টি, বেসরকাররী বানিজ্যিক ব্যাংক ৩০ টি, বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ১০টি, এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২৮টি এবং ইসলামী ব্যাংক ৬টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত) [৫]।

বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা অতি আধুনিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবীদার। ফলে ব্যাংকিংয়ের গতিধারা হচ্ছে সৃজনশীল, কল্যাণমূখী এবং প্রযুক্তিভিত্তিক। মুনাফামুখী থেকে ব্যাংকিং প্রক্রিয়াকে কল্যাণমূখী করনার্থে বিভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে তাদের সুপরিকল্পিত সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সুসংগঠিত ও নিয়ম তান্ত্রিকভাবে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য (গঠনকৃত) কমিটি হলো ঃ-
(১) কমিশন-অন-মানি-ব্যাংকিং এন্ড ক্রেডিট (২) সালাউদ্দিন কমিটি (৩) ব্রিগেডিয়ার এনাম কমিটি (৪) হুমায়ুন হামিদ কমিটি (৫) ডঃ তৌফিক এলাহি কমিটি এবং সর্বশেষ টাস্ক ফোর্স ১৯৮৯।

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং ঃ-

১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুয়ায়ী ১৩ মার্চ সালে পাবলিক লিমিটেড হিসাবে "ইসলামী ব্যাংক বংলাদেশ লিঃ" নিবন্ধত হয় এবং ৩০ মার্চ ১৯৮৩ সাল থেকে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রথম শাখা উদ্বোধন করা হয় ৩০ মার্চ ১৯৮৩ সালে (লোকাল অফিস, ঢাকা)। ব্যাংকটি অনুষ্ঠানিক ভাবে ১২ আগষ্ট ১৯৮৩ সালে উদ্বোধন করা হয়, এর জোন সংখ্যা ১০ এবং শাখা সংখ্যা ১৯৬টি

Dhaka University Institutional Repository

(৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত) । এই ব্যাংকটির হেড অফিস ঃ- ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার, ৪০ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা । এই ব্যাংকটির ট্রেনিং সেন্টারের নাম ঃ- ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী , যাহা ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের ৪ জুলাই এই ব্যাংকের অধীনে "সাদাকা তহবিল" প্রতিষ্ঠা করা হয় , যার বর্তমান নাম " ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন " [৬]।

১৯৮৯ সালে দাতা দেশগুলো বাংলাদেশ সরকারকে নতুন আর্থিক সংস্করন বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়নের পরামর্শ দেন। পরিশেষে ব্যাংকিং ইতিবৃত্তের আওতায় ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস গাজপুরে প্রতিষ্ঠা এবং "আল্লাহ আকবার" নাম খতিয়ে ১০ টাকার নোট চালুর মাধ্যমে ব্যাংকিং জগতের উন্নতি সাধিত হয়।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

(১) উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং - ডঃ এ আর খান, পৃঃ-৫,নভেঃ ১৯৯৯, এস এস পাবলিকেশন্স । (২) প্রাগুক্ত (৩) প্রাগুক্ত (৪) প্রাগুক্ত (৫) প্রিন্সিপাল কারেন্ট মেমোরী, আগষ্ট-২০০৮ সংখ্যা, পৃঃ-১৮। (৬) প্রপেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ফেব্রু-২০০৯, সংখ্যা-১৫২,পৃঃ-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
এবং
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বিশ্ব-সমাজ এই ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সুদবিহীন এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান ' ইসলামী ব্যাংকিং' পরিভাষাটি আধুনিক কালে উদ্ভাবিত। তবে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছিল ইসলামের গোড়ার ইতিহাস থেকে ।

আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বের কথা। হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ) এর সাথে যে ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করতেন, তার মাধ্যমেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ ইসলামী পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। হয়রত যুবাইর ইবনে আওয়ামের গৃহীত আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে আর্থিক সংস্থা গড়ে উঠে। তার প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার কার্যক্রম ২২ লক্ষ দিরহাম দিয়ে শুরু হয়। তার ইন্তেকাল কালে ও এই সংস্থার মূলধনের পরিমান ছিল ২৬ লক্ষ দিরহাম বা তার ও বেশী [১]।

আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য "বায়তুল মাল" প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মালের লেনদেন ছিল সম্পুর্ন সুদ মুক্ত । পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহন করো না, আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩০) [২]। আল-কুরআনে নাযিলকৃত সুদ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আযাত অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে মহানবী (সাঃ) সকল প্রকার সূদকে হারাম ঘোষণা করেন ।

পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও 'বায়তুল মাল' বহাল ছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন বায়তুল মালের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। প্রাথমিক যুগের এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। আরব জাহান পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, এমন এক যুগ ছিল- যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে এবং চালু ছিল সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু মুসলিম জাতি বিভিন্ন কারণে তাদের শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে নি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যের শক্তি মুসলিম দুনিয়ার উপর প্রধান্য বিস্তার করে। শুরু হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শংকর অবস্থা। সুদমুক্ত ও সুদযুক্ত অর্থ ব্যবস্থার মিশ্রণে শক্তিমান সুদী অর্থব্যবস্থার প্রভাব সম্মুখীন হয়ে আসে। এমতাবস্থায় মুসলিম জাতি সুদভিত্তিক অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সুদবিহীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। ইহুদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুদকে সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয়। সুদের প্রবর্তক এবং একচ্ছত্র মালিক ইহুদীরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রবর্তিত এবং খোলাফায়ে- রাশেদীন অনুসৃত সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। অথচ প্রাচীন গ্রীক সমাজে ও সুদী কারবারে ব্যাংকিং নিষিদ্ধ ছিল। ইহুদী জাতি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুদী কারবার করলে খ্রীষ্টানরা ও তাদের অনুসরণ করে। অথচ খ্রীষ্টানদের " ওল্ড টেষ্টামেন্ট " ধর্মগ্রন্থে সুদ নিষিদ্ধ ছিল। এরূপ অবস্থায় আর্থিক কারবারে, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানরাও সুদী কারবার করতে বাধ্য হয়। কালের বিবর্তনে মুসলমানদের মননশীলতা মন-মগজ ও চিন্তাধারায় ব্যাংকিং বলতে

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝতে শুরু করে। ইসলামী ধ্যান-ধারনা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে তারা সুদী ব্যাংকিংকে বুঝে থাকে। ইসলামী বিধানের ব্যাংকিং পদ্ধতিতে হতবাক হয়।

কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থা হয়ে উঠে একটি দেশ ও জাতির জন্য অবিচ্ছেদ্য কারবার। সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমা পেরিয়ে ব্যাংকিংয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম আকার ধারণ করে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ কার্যাবলী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেন-দেন, Export-Import ইত্যাদি যাবতীয় আর্থিক কর্মকান্ড ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে থাকে। কিন্তু সুদ প্রথার কারণে ব্যাংকিং কল্যাণকর সুষ্ঠ ও নিরাপদ আর্থিক কার্যক্রমের পরিচালনকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া শর্ত্তেও ইসলাম তা গ্রহন করতে পারছে না। ফলে মুসলিম মনীষীগণ, চিন্তাবিদ, ইসলামী আইনবিদ, গবেষক, অর্থনীতি বিদ, ইসলামী ব্যাংকারগণ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় রূপরেখা পেশ করতে সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম করেন।

গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী করণের জন্য, সুদকে সমাধিস্থ করে জনকল্যাণের সার্বিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সভা-সমিতি ও কনফারেন্স হতে লাগলো। এই সব আয়োজনের মাধ্যমে লিখিতভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামী ব্যাংকিং ছিল কেবলমাত্র দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের গবেষণা ও রচনার বিষয়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিশের মুসলিম মনিষীগণ সুদ-বিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্যাপক গবেষণা, লেখালেখি এবং জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে দাবী পেশ করতে থাকেন। এইরূপ জোরালো দাবিনামা ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ষাটের দশকে এসে তা স্বার্থকতায় রূপ নেয়। ষাটের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং, বীমা, ইন্সুরেন্স কোম্পাণী, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই অর্থনীতিবিদ, গবেষকগণ বিংশ শতাব্দীকে ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ- (১) এই শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক ছিল দার্শনিকও চিন্তাবিদদের গবেষণা ও রচনার বিষয় (২) ৩০ এবং ৪০-এর দশকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ (৩) দ্বিতীয়ার্ধের ষাটের দশক ছিল বাস্তব পরীক্ষা ও নিরীক্ষাকাল (৪) সত্তরের দশক ছিল বাস্তবায়নের দশক এবং (৫) পরবর্তী দশকগুলো ছিল ইসলামী কল্যাণমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠাকাল [৩]।

১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ার হজ্ব যাত্রীদের জন্য প্রথম ' পিলগ্রিমস সেভিংস্ কর্পোরেশন ' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়, যাহা মালয়েশিয়ার স্থানীয় ভাষায় "তাবুং হাজী " নামে পরিচিত ছিল । তাবুং হাজী-র স্বপ্নদৃষ্টা ছিলেন মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজকীয় অধ্যপক আবদুল আজীজ। ভবিষ্যত হজ্ব গমনেচ্ছু হাজীদের আমানত সংগ্রহ, সেবা প্রদান এবং সহযোগিতা করনার্থে প্রতিষ্ঠিত তাবুং হাজী আজও সুনাম ও সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে [৪] ।

১৯৬৩ সালে মিশরের ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ (UK এবং জার্মানীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) গবেষক ও অধ্যাপক ডঃ আহম্মদ আল-নাজজারের উদ্যোগে বিসরীয় ব-দ্বীপ মিটগাম্র নাম স্থানে "সেভিংস ব্যাংক" নামক একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন । এটি ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক। মধ্যবৃত্ত নিম্ন-বৃত্তদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ণ আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার পুঁজিবাদের আগ্রাসী প্রভাব মুক্তকরণ , সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন ও গগণচুম্বী অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরনার্থে অনেকটাই বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংকের কাঠামোতে মিশরে এই ' সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাংক বিপুল সাফল্য অর্জন করে। এতে ৩ ধরনের Account খোলা হয়েছিল ঃ- (1) Saving A/C, (2) Investment A/C এবং (3) Jakat A/C। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে Deposit বাড়ার সাথে সাথে Investment Deposit ৩৫,০০০ মিসরীয় পাউন্ড হতে ৭৫,০০০ মিসরীয় পাউন্ড রূপ নেয়। আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত এই সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ ধরে মিশরের ৯টি প্রদেশে ৯টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকগুলোর প্রতিষ্ঠাকাল ছিল ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যবর্তী সময়। ইসলামী ব্যাংকের এইরূপ প্রসার এবং জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে মিশরের তদানীন্তন শাসক ইয়াহুদী ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রাশ্চাত্য সম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক জালাল আবদুস নাসের ১৯৬৭ সালে সব কয়টি ইসলামী ব্যাংক নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিক্ষুব্দ গনদাবীর মুখে জামাল আব্দুস নাসের নিজেই ১৯৭২ সালে ' সোস্যাল ব্যাংক ' নামক একটি শক্তিশালী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। যা অদ্যবধি ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের শক্তিশালী ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত।

১৯৬৯ সাল । মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে আইন পাশের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসাবে স্বীকৃত। আজও ব্যাংকটি সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে [৫]। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত উপনিবেশিক শাসনমুক্ত, মুসলিম বিশ্বের ঐতিহ্য, ঐক্য, সংহতির সংরক্ষণ এবং মুসলিম ওম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাদশাহ ফয়সালের (সৌদি আরবের বাদশা) উদ্যেগে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের সমন্বয়ে গঠিত হয় O.I.C । যার অভ্যব্যক্তি হলো - Organigation of Islamic Conference (প্রতিষ্ঠাকালীন নাম)। বর্তমানে Conferamnce শব্দের পরিবর্তে Countries শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৭০ সালে বাদশা ফয়সাল মুসলিম দেশগুলোকে তাদের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়াহ আলোকে পুর্নগঠনের আহবান জানান। এই আহবানের আলোকে ১৯৭৩ সনের ১৮ ডিসেম্বর O.I.C-র অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্র সমুহের সক্রীয় সহযোগিতায় IDB (Islamic Devlopment Bank) নামক একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চার্টার গৃহিত হয়। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট সালে মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে OIC সম্মেলনে এই ব্যাংকের (IDB) সনদ স্বাক্ষরিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর জেদ্দা নগরীতে IDB প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে "দুবাই ইসলামী ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুলতঃ জেদ্দার ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এবং মিশরে ' সোস্যাল ব্যাংক ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। এইরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দুবাই, কুয়েত ,সৌদি-আরব প্রভৃতি দেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্কের মত কট্টর মুসলিম রাষ্ট্রেও এর প্রভাব পড়ে। ১৯৭৭ সালে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক (সুদান), ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক (মিশর) প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে International Association of Islamic Banks (IAIB) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ১৯৭৮ সালে 'জর্ডান ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই পাকিস্তান ও ইরান সরকার সে দেশের সকল ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী করণের উদ্যেগ গ্রহণ করে। এভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকের প্রচার-প্রসার, প্রতিষ্ঠাকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। শুরু হয় বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকের উত্থান। কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, মিশর, সুদান, জর্ডান, কাতার, বাংলাদেশ সহ প্রভৃতি দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের ইশ্বনীয় সাফল্যে আগ্রহী হয়ে USA, UK, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি অমুসলিম দেশে ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় অর্ধ-শতাধিক রাষ্ট্রে তিন শাতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দশ হাজারেরও বেশী শাখা সুদী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে হার মানিয়ে তাদের কার্যক্রম দৃঢ়তার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, অদুর ভবিষ্যতে গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তিতে পরিচালনা করবে। IBBL- এর Annual Report-2005-এ বলা হয়েছে- At Present moretha 250 Islamic Financil Institutions are operating world wide. its clients are not only confined to muslim countries but are also spread over Europe, USA & the Far-East. Islamic Banking countries to grow at a rapid pace because of its value oriented ethos that enables its draw finances from both Musleims & non-Muslims alike. Islamic banking today is estimated to be managing fund to the tune of US$ 200 Million [৬].

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ-

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বিশ্বে যখন ইসলামের পুর্নজাগরন ঘটে, এবং বিশ্বের মুসলিম মনীষিগণ সুদবিহীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করে, তখন বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের ও একই বক্তব্য পেশ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার জোরালো দাবী জানানো হয়। সুতরাং এদিক থেকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস মুলতঃ একটি আন্দোলন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কায়েম তথা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা বাংলাদেশীদের বহুদিনের লালায়িত স্বপ্ন। কিন্তু একটি পরাধীন জাতির পক্ষে জোরালো ও যুক্তিযুক্ত দাবী আদায় করা দুরূহ ব্যপার ছিল। অথচ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট এই ভূখন্ডের জনগনের দাবী ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর জন্য এবং সুদ থেকে রক্ষা পাবার আন্দোলন ও অগ্রহী ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৪ সাল। স্বাধীন বাংলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশ লাহোরে অনুষ্ঠিত O.I.C-এর সম্মেলনে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে অনুষ্ঠিত O.I.C-এর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ণ ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ IDB (Islamic Denelopment Bank) চার্টারে স্বাক্ষর করে। এই চার্টার অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং কার্যপ্রণালীতে সম্মত হয়। ১৯৭৫ সালে IDB-র প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার সদর দপ্তর হয় জেদ্দা (সৌদি আরব)। I.D.B-র প্রচেষ্টা ও সহায়তায় দেশে দেশে শুরু হয় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার তৎপরতা।

১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য 1.A.I.B নামক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত O.I.C পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বে পর্যায়ক্রমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৯ সালে OIC- র সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনা সহ দুবাইস্থ বাংলাদেশের রাষ্টদূত জনাব মুহাম্মদ মহসিন কে এক দীর্ঘ পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। জনাব মুহসিনের প্রেরিত পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যেগ গ্রহণ কওে । ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে মুসলিম দেশ সমূহে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার জন্য গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে [৭]।

জনাব মুহসিনের প্রেরিত পত্র প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক Bangladesh Bank কয়েকটি দেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষণা পরিচালক জনাব ফখরুল আহসানকে বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকের ব্যাবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের বাস্তবতা ও পজিবিলিটি (সম্ভাব্যতা) সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য মিশর , দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।

জনাব আহসান ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে মিশরের ঝড়পরধষ Bank, Islami Banking Association (কায়রো), Islamic Bank দুবাই সহ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের পর দেশে ফিরে এসে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্ভাবনার উপর লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনের পরপরই ঢাকাস্থ পি.জি. হাসপাতালের মিলনায়তনে Islami Banking শীর্ষক একটি সেমিনার

অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্ণর বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে মাওলানা আবদুর রহীমকে চেয়ারম্যান করে Islamic Economics Research Bureau (IERB) নামক গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কসপ ও প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে সৌদি আরবের তায়েফে অনুষ্ঠিত ও.আই.সি- র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে শহীদ লেফটেন্যান্ট জিয়াউর রহমান (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন [৮]।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে I.D.B-র একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে এবং বেসরকারীভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে । এই প্রতিনিধি দল লক্ষ্য করেছে যে, এই দেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি জনগণের গভীর আগ্রহ রয়েছে। দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য I.D.B উদ্যোক্তা হিসাবে মুলধন বিনিয়োগের সুপারিশ করে।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর বেশ কয়েকটি সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কসপ হয়। এরই মধ্যে ১৯৭৯ সালে Islamic Economics Research Bureau ঢাকায় ইসলামী অর্থনীতির উপর ৩ দিনের একটি সেমিনার করেছিল। ১৯৮০ সালে IERB কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর ৩ দিনের আন্তর্জাতিক সেমিনার করা হয় (শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ মিলনায়ন, ঢাকায়)। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM) কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত সেমিনারে দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। যাই হোক ১৯৮২ সালের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাফল্য ও সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য দক্ষ জন শক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। নিম্মোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ এই সব প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজক ছিল ঃ- (1) Islamic Economics Research Bureau (IERB). (2) Islamic Bankers Association (IBA). (3) Working Group for Islamic Banking (WGIB).

দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ও ইসলামী সংস্থা ইসলামী ব্যাংকের ধারণাকে বাস্তব রুপ দান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন । আবদুর রাজ্জাক লস্করকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশের সৌদি রাষ্ট্রদুত, ইবনে সীনার পরিচালক, রাবেতা আল-আলাম আল- ইসলামের পরিচালক বৃন্দের একাগ্র প্রচেষ্টায় IDB ও ইসলামিক সেন্টার সহ বিভিন্ন দেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মুলধন নিয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে ১৯৬২ সালের "ব্যাংকিং কোম্পানী অভিন্যান্স" অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পত্র নং বিসিডি (ডি) ২০০/৩৮-২৮৯ তাং- ২৮-০৩-৮৩ মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংককে তাদের কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয় । উল্লেখ্য , ১৯৮৩ সালের ১৩মার্চ "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ" নামের ইসলামী ব্যাংকটি '১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন' অনুসারে নিবন্ধিত হয়। ৭৫,বা/এ, মতিঝিল, ঢাকায় সর্বপ্রথম এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০ মার্চ ১৯৮৩ সাল থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের ১২ই আগষ্ট এক গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর প্রধান শাখা উদ্বোধন করা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরন করার এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে এই ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এর শাখা সংখ্যা ১৯৬ (জানুয়ারী-২০০৯ পর্যন্ত) [৯]। ব্যাংকিংটি প্রতিষ্ঠায় মূলধনে অংশ গ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো ঃ- (১) ৪৫টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান IDB (২) দুবাই ইসলামীক ব্যাংক (Islamic Bank of Dubay) এবং (৩) বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক। (Islamic Bank of Bahrain).

বাংলাদেশে এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারা হলেন ঃ-

(১).Goverment of Bangladesh, (২) I.C.B (৩) IERB (Islamic Economics Research Bureau) (৪)কয়েকটি Non Goverment প্রতিষ্ঠান এবং (৫) বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক ইসলামী ব্যক্তিত্ব ।

১৯৮৬ সাল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় ব্যাংক হিসাবে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার বর্তমান নাম The Oriental Bank Bangladesh Ltd. ১৯৯৫ সালে (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে) দেশে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত আরো ২টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যাংক দুটি হলো ঃ- 1) Al-Arafah Islamic Bank Ltd. 2) Social Investment Bank Ltd [১০].

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Foysal Islami Bank of Bahrain (EC) এবং ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Sahjalal Islami Bank Ltd.। অবশ্য বর্তমানে Prime Bank, Dhaka Bank, National Credit and Investment Bank, EXIM Bank , First Security Islami Bank (জানুয়ারী-২০০৯ থেকে) তাদের কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংক শাখা খুলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সহ আরও বহু ব্যাংক ইসলামী শাখা খুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, Dhaka Bank ১৯৯৫ সালে Islami Deposit Counter খুলে এবং Prime Bank একই সালে ঢাকাতে ২টি ও আম্বরখানায় (সিলেট) একটি Islami Branch খুলে।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের পরিসংখ্যাণ ঃ-		
ব্যাংকের নাম	**প্রতিষ্ঠাকাল**	**শাখার সংখ্যা**
Islami Bank Bangladesh Ltd.	৩০ মার্চ, ১৯৮৩	১৯৬টি(জানুয়ারী-০৯ পর্যন্ত) [১১]
The Oriantal Bank Ltd.	২০ মে,১৯৮৩	৩৪ টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত)
Al-Arafal Islamic Bank Ltd.	২৭ সেপ্টঃ, ১৯৯৫	৩৫ টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত)
Social Investment Bank Ltd.	২২ নভেম্বও, ১৯৯৫	১৪ টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত)
Foysal Islamic Bank of Bahria (E.C)	৬ মার্চ, ১৯৯৮	
Sahjahal Islamic Bank	১০মে , ২০০১	
Prime Bank এর Islamic branch.	১৯৯৫	৩টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত)।
Dhaka Bank এর Islamic branch.	২০০১	১টি (২০০৭ সাল পর্যন্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রতি বাংলাদেশে আল-রাযী ইসলামী ব্যাংক তাদের শাখা খুলছে। তাছাড়া দেশে অন্যান্য Traditional Bank গুলো ইসলামী ব্যাংকগুলোর উত্তরোত্তর ক্রমন্নোতি লক্ষ্য করে ইসলামী শাখা খুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বর্তমান সমগ্র বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশ সহ মোট ৪৫টি দেশে সর্বমোট ১৫৬ টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (২০০১ সাল পর্যন্ত)। অবশ্য অন্যান্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ এর সংখ্যা ৩০০ (প্রায়)।

বাংলাদেশ বর্তমানে ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি পরিসংখ্যান ঃ-

ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
মোট তফসীল ব্যাংক	৪৯ টি
সরকারী বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৫ টি
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩০ টি
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	১০ টি
ইসলামী ব্যাংক	৬ টি
অ-ব্রাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৮ টি [১২]

বাংলাদেশের প্রধান ইসলামী ব্যাংক সমূহের পরিচিতি ঃ-

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক এরই ক্রমধারাতে Traditional Banking এর সাথে সাথে বাংলাদেশের মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং রীতিনীতি ও কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হয়। মাত্র ২৩ বছর বা তার ও বেশী সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক সমূহ দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে-ই শুধু নয় বরং বিশ্ব দরবারের ও নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। যাই হোক, নিম্নে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো ঃ-

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পরিচিতি ঃ-

সুদমুক্ত আধুনিক ও কল্যাণমূখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তন, দারিদ্র বিমোচন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দীপ্ত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ব্যাংকটি ১৯৮৩ সালের ১৩মার্চ নিবন্ধনভূক্ত হয়, একইক সালের ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১২ই আগষ্ট হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। দেশে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক নতুন দিগন্তের সূচনাকারী এই ব্যাংক। এই ব্যাংকটির বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ-

* ব্যাংকটি দক্ষিন পূর্বএশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক।
* এটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক।
* বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধন ৩০৮২ মিলিয়ন টাকা।
* এই ব্যাংকটি একটি Joint Venture ব্যাংক এতে মূলধনের অনুপাত হচ্ছে দেশী ঃ বিদেশী ৩৮% ঃ ৬২%।
* ব্যাংকের নির্বাহী প্রাধানের পদের নাম "এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট"।
* বিজ্ঞ আলেম ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও ব্যাংকার সমন্বয়ে এর রয়েছে একটি শরীয়াহ কাউন্সিল।
* ইতিমধ্যেই ব্যাংকটি দেশের প্রথম শ্রেনীর ব্যাংক হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

* এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দেশে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা উন্মুক্ত হয়।
* বর্তমানে এর শাখা সংখ্যা ১৯৬ টি জানুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত [১৩]।
* ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার্থে বোর্ড এর ডাইরেক্টরসদের মধ্যে হতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন Executive Committe রয়েছে।

এই ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী হলো ঃ-

১। বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে শরীয়াহ্ অনুমোদিত পন্থায় আমানত সংগ্রহ।
২। ইসলামী নীতিমালার আলোকে (মুদারাবা) মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম, কিস্তিতে বিক্রী, লিজিং ও জনকল্যান মুখী প্রকল্পে বিনিয়োগ করা।
৩। Foreign Exchange (L/C, Export, import) ইত্যাদি কার্য করা।
৪। অর্থ আদান প্রদান করা (৫) কার্জে হাসানা। (উল্লেখ্য, সঞ্চয় সমাবেশ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

দি ওরিয়েন্টাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ পরিচিতি ঃ-

পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাকালীন নাম "আল-বারাকা ব্যাংক লিঃ" এবং বর্তমান নাম "The orental Islami Bank Ltd". ১৯৮৭ সালের ৩০ এপ্রিল, অনুমোদন প্রাপ্ত এই ব্যাংকটি একই সালের ২০ মে হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংকটির বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ-
* ব্যাকটি প্রতিষ্ঠায় যৌথ মূলধন দাতা সংস্থা ও ব্যক্তিরা হলো ঃ- দাল্লাহ আল-বারাকা গ্রুপ (সৌদি আরব), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং দেশের বিশিষ্ট কতক শিল্পপতি। যার আনুপাতিক হার নিম্নরূপ ঃ- Al-Baraka Investmentand development company ৬০%, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে ১০%, বাংলাদেশ সরকার ৫%, বাংলাদেশী স্পন্সর ১২.৫০%, বাংলাদেশ শেয়ার হোল্ডার ১২.৫০% (স্থানীয় পাবলিক ইস্যু")।
* এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন কোটি টাকা।
* ইসলামী নীতি নির্ধারক ও দিক নির্দেকত হিসাবে শরীয়াহ বোর্ড। অভিজ্ঞ আলেম, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদের সম্বন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত।
* ব্যাংকটির প্রধান কার্য্যালয় ৬৩, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা।
* এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক।
* এই ব্যাংকের সক্ষিপ্ত কার্যাবলী ঃ- (১) আমানত সংগ্রহের ৪টি হিসাব। যেমন ঃ- (ক) চলতি আমানত (খ) মুদরাবা আমানত (গ) মুদরাবা মেয়াদী আমানত (ঘ) বৈদেশিক মুদ্রা আমানত।

(২) অর্থলগ্নী বিনিয়োগ (শরীয়াত স্বীকৃত) গুলো ৫টি হলো ঃ- (ক) মুরাবাহা (খ) বাই-মুয়াজ্জাল (গ) মুদারাবা (ঘ) মুশারক (ঙ) লিজিং। এছাড়ও L/C খোলা Foreign Rematance ইত্যাদি কার্য-সহ কল্যাই মূলক কার্য সম্পাদন করে [১৪]।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ পরিচিতি ঃ-

পবিত্র মক্কার ঐতিহাসিক আরাফাহ প্রান্তরের নামানুসারে এই ব্যাংকটির নামকরণ করা হয়। মহানবী হয়রত মোঃ (সাঃ) এর আরাফাহ প্রান্তরে ১০ম হিজরীতে, ৯ই জিলহজ্ব, তারিখে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিদায় হজ্বের ভাষন স্মারণ হজ্বের মৌসুমে মুসলিম মহা সম্মেলন, আরাফাহর ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ স্বরণ করে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারীদের চিন্তা-চেতনায় যাতে আরাফহ-র চেতনা কাজ করে এই প্রত্যাশাই মূলতঃ আরাফাহ প্রান্তরের নামানুসারে এই ব্যাংকটির নাম করন করা হয়েছে "আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ"। ১৯৯৫ সালের ১৮ জুন এই ব্যাংক নিবন্ধভূক্ত হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যাংকটি তার কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির বিভিন্ন তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ-

* এটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক ।

* বর্তমানে এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমান কোটি টাকা। পরিশোধিত মুলধনের পরিমাণ কোটি টাকা যা মধ্যে শেয়ার মূলধনের পরিমান কোটি টাকা।

* এটিই একমাত্র ইসলামী ব্যাংক, যার ১০০% মালিকানা বাংলাদেশী।

* ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

* ইসলামী শরীয়াহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিলনার প্রতি শ্রুতিবদ্ধ।

* ব্যাংকার একটি পুর্ণাঙ্গ শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে।

* ব্যাংকটির নির্বাহী পদটি হচ্ছে Managing Director. (M.D)

* ব্যাংকটির প্রধান কার্য্যালয় হলো ১৬১, মতিঝিল বা/এ, রহমান ম্যানশন, ঢাকা [১৫]।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ পরিচিতি ঃ-

৫ জুলাই ১৯৯৫ সাল, "সোস্যাল ইনভেষ্ট মেন্ট ব্যাংক লিঃ" প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একই বছরের ২২ নভেম্বর ব্যাংকটি কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংকটির স্লোগান হচ্ছে "দরদী সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ"। লাভ-লোকসানের অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে সুদমুক্ত আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারন এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহন নিশ্চিত করে সুষম অর্থ-সামাজিক উন্নয়ণই এই ব্যাংকটির লক্ষ্য। নিম্নে এই ব্যাংকটির বিভিন্ন তথ্য বিষয়াবলী উপস্থাপন করছি ঃ-

* এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি (১০০ মিলিয়ন টাকা) এবং মূলধন ২০ কোটি (২০০ মিলিয়ন) টাকা।

* এই ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের অনুপাত হলো ঃ বাংলাদেশী উদ্যেক্তো ৪৩%, বিদেশী উদ্যেক্তা ২০%, ধর্ম বিবয়ক মন্ত্রণালয় ৫% এবং সাধারণ জনগণ (পাবলিক ইস্যু ৩২%)।

* ব্যাংকটি Formal (আনুষ্ঠানিক) Non Formal (অআনুষ্ঠানিক) এবং Islami Voluntary (ইসলামী স্বেচ্ছামূলক) খাতে এটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচলনা করে।

* কর্ম সংস্থান, সমাজসেবা, সমাজউন্নায়ন ও শিক্ষা বিস্তার কর্মসুচী এই ব্যাকের প্রধান (formal) বিনিয়োগ প্রকল্প হিসাবে রয়েছে।

*এর board of Director's-এর সদস্য সংখ্যা ২১।

*ব্যাংকের নির্বাহী প্রধানের পদের নাম "Managiy Director" (M.D)

* ব্যাংকের শরীয়ত সম্মত পর্যালোচনা (কার্যক্রম) এবং পরামর্শদানের জন্য রয়েছে একটি শরীয়াহ বোর্ড।

* এর প্রধান কার্য্যালয় ঃ- ১৫, দিনকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা।

* ব্যাংকটির স্লোগান হচ্ছে-"working Together for a Caring society".

*** ব্যাংকটির সংক্ষিপ্ত কর্যক্রম হচ্ছে ঃ-**

1) Form Sector (প্রচলিত খাত) : Commercial Banking with latest technology.

2) Non formal (অআনুষ্ঠানিক খাত) : sector family empowerment micro credit & micro enterprise programm 3) Voluntary sector (স্বেচ্ছামূলক খাত) : Social capital mobilization through cash waof এবং অন্যান্য Reduction of proverty level [১৬] ।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ পরিচিতি ঃ-

বাংলাদেশের ৫ম ইসলামী ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে Sahjalal Islami Bank Ltd. উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফী সাধকে মুজাহিদ হয়রত শাহজালল (রাহঃ) এর মানব সেবায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে কল্যান মুখী আর্থ-সামাজিক সেবাকে লক্ষ্য রেখে ২০০১ সালে এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকের অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ-

* ব্যাংকটির রয়েছে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট্র একটি পরিচালনা পর্ষদ।
* ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৮০.০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০.৫০ কোটি টাকা।
* অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক পর্যায়ে IPO এর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৪১.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হওয়ার সম্ভাব্যতা আছে।
* ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী পদটি হলো Managing Director.
* ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি শরীয়াহ বোর্ড।
* ব্যাংকটির সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে ঃ-

1) Export-Import এর অর্থায়ন (২) শিল্প বিনিয়োগ (৩) Trade Investment (৪) Corporate Banking (৫) রিটেল ব্যাংকিং (৬) প্রকল্প Investment (৭) সিন্ডিকেট বিনিয়োগ (৮) কিস্তিতে বিক্রয় (৯) ইজারা বিনিয়োগ (১০) Phone Banking (১১) On line Banking (১২) ATM-Advantage এবং (১৩) Islami credit card system ইত্যাদি।

* এই ব্যাংকের রয়েছে কতগুলো আকর্ষণীয় স্কীম (Scheme)।
* ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা হলো টি (সাল পর্যন্ত)।
* ব্যাংকটির প্রধান কার্যলায় ঃ- জীবন বীমা ভবন (৬ষ্ঠ তলা) ৫৮ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা (১৭)।

প্রচলিত (Conventional) ব্যাংকিং-এ ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ঃ-

ইসলামী ব্যাংকিং এর ব্যাপক সাফল্য ও মুনাফা দেখে বেশ কিছু Conventional Bank ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমকে গ্রহণ করে বেশ কিছু ইসলামী শাখা খুলেছে। বিদেশী ব্যাংক গুলোর মধ্যে বাহরাইন ভিত্তিক শামিল ব্যাংক (সাবেক ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই.সি) ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে শাখা খোলার মাধ্যমে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে দেশীয় Southeast Bank, Prime Bank, AB Bank, Daka Bank, Primier Bank, Jamuna Bank, City Bank এবং ২০০৪ সারে ১৭ মার্চ দি হংকং এন্ড সাংহই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ কর্তৃক আমানাহ্ ফাইন্যান্স নামে একটি ইসলামী শাখা খোলার মাধ্যমে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। দেশের Frist Security Bank বর্তমানে নাম পরিবর্তন করে Frist Security Bank Islamic নামকরণ করেছে।

পরবর্তীতে দেশীয় Conventional Bank গুলোর মধ্যে Prime Bank, ১৯৯৫ সালে, EXIM Bank ২০০২ সালে এবং ২০০৩ সালে Daka Bank, Southeast Bank, Primier Bank, Jamuna Bank, City Bank, এবং ২০০৮ সালের ১৭ই মার্চ "দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ কর্তৃক আমানাহ ফাইন্যান্স নামে একটি ইসলামী শাখা মাধ্যমে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।

এই সকল Convertional Bank এর ইসলামী শাখা সমূহ IBBL এর নীতি অনুসরণ করে। নিম্নে Prime Bank এর ৫টি শাখার ইসলামী কার্যক্রম তুলে ধরছি -

Dhaka University Institutional Repository

(1) To cater to the Needs of Customers who want to have sevices in Islamic Modes.
(2) To give importance to the sectiment of people, majority of whom are Muslims and akin the Islamic financial system.
(3) To introduce to partnership Concept of business operations.
(4) To arrange for ensuring Justice in distribution system use of funds.
(5) To introduce wealth maximasation Concept through profit/loss Sharing System in Business and investment.
(6) To help distressed people develop their financial standing through Islamic Banking operation mechanism.
(7) To provide products and service free from interest suited to the needs of customers and establihs Justice in the society.
(8) To do other aneillary to the establishment of exploitation free society.[১৮] ।

Prime Bank Islami Branch এর সঞ্চয় সমাবেশ পদ্ধতি গুলো হলোঃ **(1)** Al-wadah current deposit A/C. (2) Mudarabah saving A/C (3) Mudrabah Term Deposit A/C (4) Mudarabh short Noticc term deposit A/C (5) Modarabah deposit under schemes. Prime bank islami branch **এর তহবিল গঠন পদ্ধতি গুলো হলো ঃ** (1) Bai-Mujjal (2) Bai Murabaha (3) Bai Salam. (4) Hire Purchase under shirkatul Melk (5) Mudarabah post import (6) Purchase and Nagotiation of Export Bills. (7) In land Bills purchases (8) Murabaha Import Bills. (9) Bai-Mujjal Import Bills (10) Pre shipment finance, (11) Quards (12) Musarkah (13) Mudarabah ইত্যাদি [১৯] ।

(দেশের সকল Conventional Bank এর Islamic Branch সমূহের কার্যক্রম প্রায় একই বলিয়া Prime Bank Islami Branch এর আলোচনা করা হলো) ।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-
(১) ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং - মাওঃ এ.কিউ. এম ছিফাতুল্লাহ্, প্রফেসরস পাবলিকেশন, এপ্রিল-২০০২. পৃঃ- ।
(২) আল কোরআন, সুরা আল ইমরান, আয়াতঃ- ১৩০. (৩) প্রাগুক্ত (৪) প্রাগুক্ত (৫) ইসলামী ব্যাংকিং পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যাক্তিত্ব - কাজী ওমর পারুক, পৃঃ- আহসান পাবলিকেশন, সেপ্টে-২০০৬. (৬) Annual Report- 2005, IBBL (৭) প্রাগুক্ত (৮) প্রাগুক্ত (৯) দৈনিক যুগান্তর- ১৭ ডিসে. ২০০৮. (১০) প্রাগুক্ত ১১. কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ফেব্রুঃ- ২০০৯, সংখ্যা- ১৫২, পৃঃ- ৮৮ । ১২. Annual Report-2007, IBBL. ১৩ .কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ফেব্রুঃ- ২০০৯, সংখ্যা- ১৫২, পৃঃ- ৮৮ । ১৪. দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ প্রকাশিত লিপলেট /প্রচার পত্র । ১৫. আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০০৬. । ১৬. সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক প্রকাশিত লিফলেট পত্র । ১৭. শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০০৬ । ১৮. Website : www.Prime-bank.Com ১৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং। শব্দদ্বয়ের মৌলিকত্বে রয়েছে সুদের বৈপরিত্য। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গবেষণার জন্য অবশ্যই সুদের উৎপত্তি, বিকাশ, রহিতকরণ, ইসলামী শরীয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোচনার দাবী রাখে। তাছাড়া ব্যবসা-বানিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় সহ যাবতীয় আর্থিক লেনেদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান পরিপালন করা ইসলামী শরীয়াই আবশ্যক করা হয়েছে। যাহা পবিত্র কোরআন, হাদীস এবং পরবর্তীতে ফকীহ গণের (ইজতিহাদ) গবেষণা দ্বারা আরও বেশী গতিশীল হয়েছে। এই অধ্যায়ে সুদের প্রকৃতি, বিধি-বিধান, কুফল ইত্যাদি বিষয়াবলী সহ ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে সুদ পরিহায্য বিষয়াবলী আলোচনা করা হবে।

সুদের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। জাহিলিয়াতের যুগে একে রিবা বলা হতো। পবিত্র কোরআনে এই 'রিবা'- কে পরবর্তীতে হারাম করা হয়েছে। রিবা আরবী শব্দ। উর্দু ও ফার্সীতে একে বলা হয় সুদ। বাংলা ভাষায় ও ফার্সী সুদ শব্দটিই রিবা-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ও সুদ বা কুসীদ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে রিবা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

রিবা-র প্রতিশব্দ সুদের ইংরেজী হলো ঃ- Usuary, Interest, Interest on Loan, Premium for the use of money ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে রিবা-র অর্থ স্ফীত (সূরা হজ্ব ঃ আয়াত-৫) চড়া ও বিকাশ (সুরা রাদ ঃ আয়াত-১৭), সুদ এবং পরিবৃদ্ধি (সুরা বাকারা ঃ আয়াত-২৭৬), অধিক্য বা বেশী (সুরা নাহল ঃ আয়াত-৯২) অধিক সুরা হাক্ক ঃ আয়াত-১০) এবং সুদ ও বৃদ্ধি (সুরা রূম ঃ আয়াত-৩৯) [১]। বাংলা ভাষায় এই সমস্ত সুদার্থগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। সুদ শব্দটির সঙ্গে কার্পণ্যতা, হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ধনী আরো ধনী এবং গরীব নিঃস্ব হয়। ফলে সুদ একটি ভয়াবহ প্রথা বৈ কিছুই নহে।

সুদের সংজ্ঞা ঃ- সুদের গবেষনা ও বিশ্লেষনধর্মী সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উপস্থাপন করছি ঃ-

* রাসুল করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ-যে ঋণ কোন মুনাফা আকর্ষণ করে, তাই সুদ [২]।

* ফতোয়াযে আলমগীরির (৫ম খন্ডে) বলা হয়েছে ঃ- ইসলামী শরীযায় সুদ ঐ মালকে বলা হয়েছে, যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসাবে প্রদান করা হয়। যার কোন বিনিময় নেই [৩]।

* ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস্ (রঃ) এবং ইমাম আল্ রাযী (রাঃ) মতে - যে ঋণ আদায়ে একটি মেয়াদ শর্তরূপে থাকে এবং গ্রহীতার উপর আসলের অধিক মাল দেবার শর্ত আরোপিত থাকে, তাহাই রিবা (আহকামুল কুরান, মিশর) [৪]।

ঋণ ও সুদ ঃ-

ঋণ বা ধার করা থেকে সুদ আদান প্রদানের উৎপত্তি হয়। ঋণের দাতা গ্রহিতা ঋণের বর্ধিত অংশ গ্রহন বা বিনিময়ের মাধ্যমেই সুদের আবিভাব ঘটে।

* ঋণের উপর প্রদত্ত যে কোন অতিরিক্ত (Exisive) অংশই হলো Interest বা সুদ। অর্থাৎ ঋণের উপর ঋণের শর্ত মোতাবেক অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করাকেই সুদ বা রিবা বলা হয়।

ঋণ ও সুদের শর্তাবলী ঃ-

ঋণের শর্ত		সুদের শর্ত	
১।	একই জিনিষ হতে হবে।	১।	ঋণ হওয়া।
২।	সম-পরিমান ফেরতের শর্ত থাকা।	২।	রূপান্তর যোগ্য (fungible goods) হওয়া।
৩।	পণ্যের উপর ঋণদাতার মালিকানা বহাল থাকা।	৩।	অতিরিক্ত কিছু হওয়া।

৪।	গ্রহীতার ভোগ ব্যবহারের অধিকার থাকে।	৪।	ঋণের শর্ত থাকা।
৫।	প্রদত্ত ঋণের সকল দায়-দায়িত্ব ঝুঁকি গ্রহীতার হওয়া।	৫।	লেনদেন হওয়া সুদের শর্তে।
৬।	দাতার কোন দায়-দরিত্ব ও ঝুঁকি না থাকা।	৬।	গ্রহীতার ঝুঁকি থাকে ।
৭।	ঋণের ফেরৎ প্রশ্নে কম করা, মাফ করা বা সময় বৃদ্ধি করার অধিকার একমাত্র দাতার।	৭ ।	গ্রহীতা সব প্রকার অধিকার হারায় ।
৮।	দাতা নয়, গ্রহিতাই রূপান্তর করে।	৮ ।	রূপান্তর হওয়া সত্ত্বে ও বর্ধিতাংশ অনিবার্য ।
৯।	ঋণ দুই ধরনের হয় ঃ	৯ ।	সুদ দুই প্রকার ঃ
	ক) Fungible Goods (রূপান্তর যোগ্য পণ্য)। খ) Nor-fungible goods ব্যবহারে নিঃশেষ হয় না।		ক) আসলের উপর আদায়কৃত অতিরিক্ত অংশ। খ) সমজাতীয় পণ্যে কমবেশী বিনিময় করা। (৫)

ঋণ ও সুদ বিষয়ক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ঃ-

পবিত্র কোরআনে ঘোষনা করা হয়েছে হে 'বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষন করো না, আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও' ।(সূরা-আল-ইমরান-১৩০) [৬] । সুতরাং কোন প্রকার লেনদেন সুদ অন্তর্ভূক্ত এবং তা কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে, তা জানার জন্য ঋণ বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক।

ঋণ ২ দুই ধরনের হতে পারে ঃ-

ক) Fungible goods খ) Non fungible goods বা Durable goods.

ক) Fungible goods (রূপান্তরিত পণ্য) ঃ- যে সব পণ্য একবার ব্যাবহর করনে তার কোন অস্তিত্ব থাকে না বা রূপান্তরিত হয়ে যায় সেগুলোকে Fungible goods বলে। যেমনঃ চাউল, ডাল, আটা, ময়দা ইত্যাদি।

এই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ক্ষেত্র সুদ হয় ঃ

* টাকা দিয়ে অতিরিক্ত হিসাবে টাকা নেয়া হলে। * অর্থে ভাড়া দেয়া হলে। * একই জিনিষ অথচ বিনিময়ে অসমান করলে। * ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করলে। * পণ্য বিনিময়ের বাড়তি মুল্যে টাকা নেযা হলে। * অর্থ বিনিময় হলে, বাড়তি কোন কিছু নিলে তা সুদ হবে। * সুদ সমমূল্য হয় না। * সমমূল্যে না হলে তাহাই হারাম। তাহাই সুদ।

খ) Durable goods বা Non-fungible goods ঃ– যে সকল সামগ্রী বারবার ব্যবহার করা সত্ত্বেও বর্তমান থাকে এবং ব্যবহার থেকে উপকার পাওয়া যায় এগুলোকে Durable goods বা Non-fungible goods বলে। যেমনঃ বাড়ী, গাড়ী, দা, কুদ্দাল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। এখানে সুদ হবে না।

Fungible goods সুদ হবার প্রমাণ ঃ-

Fungible Goods-এর বেলায় ঋণ দিয়ে সমপরিমান ফেরৎ দেয়া যায়। কিন্তু তার অতিরিক্ত কোন কিছু নিলে সেই অতিরিক্তটা সুদ। * Fungible Goods এর পণ্য থেকে পণ্যের সেবা আলাদা করা যায় না। * পণ্যের বাকী দাম ও fungible Goods এর ঋণ হিসাবেই গণ্য। এই দাম ফেরত নেয়া সুদ। * সুদের কোন বিনিময় নেই । অন্যের মালামাল বিনামুল্যে নেয়া সুদ। * একবার পণ্য সমপরিমান নেয়া, আবার সেবার মূল্য নেযা সুদের অন্তর্ভুক্ত। * শতকরা (%) বা Percentage সুদ নয় বরং এটি আংকিক পদ্ধতি মাত্র। * পূর্ব নির্ধারণ বা নির্ধারন ছাড়া ও সুদ হতে পারে। * নির্ধারিত বা পুর্বনির্ধারিত হলেই সুদ হবে তা নয়। * বাংলাদেশের Land Mortgage (জমি বন্ধক) সুদের আওতাভূক্ত। যিনি টাকা দিয়ে বন্ধক নিয়েছেন, তিনি টাকা ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত জমি ভোগ করতে থাকবেন। অথচ তার পুঁজি অপরিবর্তিত থাকছে এবং তিনি অতিরিক্ত হিসাবে জমির ফসল ভোগ করছেন। এটা ইসলামে হারাম। * টাকা দিয়ে ঋণের ক্ষেত্রে সমপরিমান টাকাই নিতে হবে। যদিও নির্দিষ্ট সময়ান্তর টাকার Purchasing Capacity কমে যাবে, তবু ও কম বেশী করা সুদ হবে। * নির্দিষ্ট সময়ান্তর (ভবিষ্যতে মূল্য গ্রহণের ক্ষেত্রে) টাকার Purchasing Capacity কমে যাবে, এই আশংকা থাকলে আজকের হিসাবানুযায়ী সমপরিমান Dollar বা Gold ফেরৎ দিবে। কারণ Dollar বা Gold এর মূল্য দশ বছর বা নির্দিষ্ট সময়ান্তর বৃদ্ধি পাবে। ইহা শরীয়াতে জায়েজ। তবে এই মূলপরিশোধের শর্ত চুক্তিপত্রে (Agreement) লিপিবদ্ধ থাকতে হবে [৭]।

কোরআন ও হাদীসের ভাষায় সুদ ঃ

ইয়াহুদী সম্প্রদায় প্রথম সুদের প্রচলন করে। জাহেলিয়াতে রিবা প্রথার উৎপত্তি হয়। প্রথমদিকে এই সুদ সাধারণ লেন-দেনের মতই ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ইসলামে একে হারাম ঘোষণা করা হয়। পবিত্র কোরআনে রিবা (সুদ) হারাম ঘোষণার ১৫টি আয়াত নিম্নরূপ ঃ-

সুরার নাম	আয়াত নম্বর	মোট আয়াত
সুরা আল-বাকারা	২৭৫,২৭৬,২৭৭,২৭৮,২৭৯, ২৮০ এবং ২৮১	৭টি
সুরা আল-ইমরান	১৩০ ও ১৩১	২ টি
সুরা আন্-নিসা	১৬০,১৬১,১৬২	৩ টি
সুরা আল-মায়িদা	৬২ ও ৬৩	২ টি
সুরা আর-রূম	৩৯	১ টি
	সর্ব মোট =	১৫ টি [৮]

এই ১৫টি আয়াতের মধ্যে ৭টি আয়াত এমন যেখানে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রিবা (সুদ) শব্দ উল্লেখ পূর্বক সুদের কুফল, সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির মন্দ পরিণতি, হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্চনা-গঞ্জনা, ভ্রষ্টতা ও কঠোর শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। আয়াত ৭টি হলো নিম্নরূপ ঃ-

সুরার নাম	আয়াত নম্বর	মোট আয়াত
সূরা আল-বাকারা	২৭৫,২৭৬,২৭৮ ও ২৭৯	৪টি
সূরা আল- ইমরান	১৩০	১টি
সূরা আল-নিসা	১৬১	১টি
সূরা আর- রূম	৩৯	১টি
	সর্ব মোট =	৭ টি [৯]

পবিত্র হাদীসের বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, মুসতাদরাকী হাকীম, মুসনদে আহমাদ, নাসায়ী, বায়হাকী, তিবরানী প্রভৃতি হাদীস রয়েছে, যেখানে সুদকে হারাম করে। সুদী কারবার করার অনৈতিকতা,

Dhaka University Institutional Repository

সুদী কারবারের পরিনতি , সুদের ব্যপারে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে। আর সুদের অবৈধতা সম্পর্কে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১০ জন ব্যক্তিত্ব হলো নিম্নরূপ ঃ-

১।	হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)	৬।	হযরত জাকির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)
২।	হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ)	৭।	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)
৩।	হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)	৮।	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)
৪।	হযরত আবদুল্লা ইবনে খানযালা (রাঃ)	৯।	হযরত মালিক ইবনে আওস (রাঃ)
৫।	হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ)	১০।	হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) [১০]

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং আলোচানার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুদ হারাম হবার ধারাবাহিকতা ঃ-

সুদ প্রাচীন আরবের রিবা। যাহা সম্পর্কে আরব বাসীরা বলত ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) তো সুদেরই অনুরূপ- অর্থাৎ তৎকালীন মানব গোষ্ঠির ধারণা মতে সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়। তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ও মুনাফা অর্জিত হয়। সুতরাং সুদ হারাম ক্রয় বিক্রয় কেন হালাল হবে ? এই ভ্রান্ত ধারণার জবাব এবং ইসলামী রীতি-নীতি তে ৪টি ধাপের পর্যায়ক্রমে সুদকে হারাম করা হয়।

প্রথম ধাপ ঃ পবিত্র কোরানে সর্বপ্রথম চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মহানবী (সাঃ) মদীনা হিজরতের মাধ্যমে দেখলেন সুদী ব্যবসার প্রধান হোতা ইহুদী সম্প্রদায়। ঠিক তখনই সুদ নিষেধজ্ঞায় প্রথম আয়াতে ঘোষণা করা হয় ঃ- হে বিশ্বাসী গণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও (সুরা আল-ইমরান ঃ আয়াত-১৩০) [১১]। তখন রাসুল (সাঃ) সোনা ও রূপার বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়, ৭ম হিজরীতে খায়বারে ইহুদী-মুসলিমের ব্যবসা, এবং সোনাকে সোনার মূল্যে কম বেশী করে বিক্রি করা হারাম ও সুদী বলে ঘোষণা করেন (সীরতুন নবী ঃ ২য় খন্ড) [১২]।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৮ম হিজরী। সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান, ব্যবসা হালাল, প্রতিপালকের উপদেশ, সুদ রহিতকরন, সুদ গ্রহণ ও দাতার শাস্তির বিধান সহ ইত্যাকার বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়। এই সব বিধি বিধানের উজ্জল দলিল হলো সুরা আল-ইমরান ঃ আয়াতঃ ১৩০, সুরা আল-বাকারা ঃ আয়াত- ২৭৫ ও ২৭৬ এবং সুরা রুম ঃ আয়াত - ৩৯।

তৃতীয় ধাপ ঃ উপরোক্ত ২টি ধাপের বিধিবিধানের আলোকে মানুষ সুদের ব্যপারে কিছুটা শতর্ক হবার পর ৮ম হিজরীতেই সুরা বাকারার ২৭৮ এবং ২৭৯ নং আয়াত দ্বারা সুদকে সম্পুর্ন রূপে হারাম ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা হয়েছে হে বিশ্বাসী গণ! আল্লাহকে ভয় কর, আর সুদের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট আছে তা পরিহার করো; যদি তোমরা সত্যিই মু'মিন হও (সুরা বাকারা ঃ আয়াত-২৭৮)।

চতুর্থ ধাপ ঃ ১০ম হিজরী। বিদায় হজ্বের ভাষণে ১০, ১৪০০ সাহাবীর উপস্থিতিতে বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র আরবের সুদী কারবার বাতিল করেন। এই ভাবে ধাপে ধাপে সকল প্রকার সুদ সমাজ থেকে উচ্ছেদ করেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, ইসলামী বিধান সমূহের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার বিধান হচ্ছে সর্বশেষ বিধান।

সুদ সর্ম্পকে বিভিন্ন ধর্মীয় মনোভাব ঃ-

ইসলামে বিধি-বিধানের পর্যালোচনা শেষে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনে সুদের আদান-প্রদান বা অনুপ্রবেশ ঘটানো হারাম । ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আর্থিক লেনদেনে সুদ শুন্যতা হবে, এটাই স্বাভাবিক কথা। ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) তথা ইসলামী ধর্ম থেকে

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করে অন্যান্য ধর্মে ও সুদ কে ঘৃন্য, পাপ, জঘন্য, শোষণের হাতিয়ার ইত্যাদি আখ্যা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর প্রায়ই সকল ধর্মেই সুদ তথা সুদী ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং এতদ্ সম্পর্কিত বিষয়ে মনীষিদের মনোভাব নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ

ক) Exodus এর ২২ তম স্তবকে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে- ওভ thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usures neighter shalt thou lay upon him usury '[১৩] অর্থ্যাৎ- তোমরা যদি আমার কোন লোককে অর্থ ঋণ দাও , যারা তোমাদের অপেক্ষা গরীব , তাহলে তোমরা মহাজন হবে না এবং তোমরা তার নিকট থেকে সুদ নিবে না।

খ) দার্শনিক Ploto এবং Aristotle সুদকে জালিয়াতী মূলক আখ্যা দিয়েছেন। Plato তার Politics গ্রন্থে বলেছেন ঃ- অর্থকে অন্যান্য পণ্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা একটি কৃত্রিম জালিয়াতী ব্যবসা। তিনি সুদকে কৃত্রিম মুনাফা বলে এ থেকে সতর্ক করেছেন।

গ) বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত অর্থনীতি বিশারদ Lord kins তাঁর রচিত ' The theory of Employment, Interest & Money ' নামক গ্রন্থের obsarvations of Nature of Capital শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন ঃ- অর্থ বন্টনের অসমতা এবং পরিপূর্ণ কম বিনিয়োগের পথে বাঁধার কারণ হচ্ছে সুদ প্রথা। কেননা সুদের কারণে মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে [১৪]। তিনি এই আলোচনায় স্পষ্টতই ইসলামী ব্যাংকিং ধারণাকে স্বীকৃতি দেন এবং জনসাধারণকে সুদমুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাত সৃষ্টি করে অর্থ উপার্জনের আহবান জানান।

ঘ) বর্তমানে তাওরাত বিশ্বের কোথাও অবিকৃত অবস্থায় নাই। তবে বর্তমানে ইহুদীরা যে ২টি গ্রন্থকে হযরত মুসা (আঃ) এর কিতাব বলে দাবী করেছে সে দুটিতেও সুদকে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। Deuteronomy
এর ২২ তম স্তবকে বলা হয়েছে ঃ-' তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ঋণ দেবে না অর্থের উপর সুদ, দ্রব্য সামগ্রীর উপর সুদ এবং অন্য যে কোন জিনিস ঋণ দেয়া হয় , তার উপর সুদ।

ঙ) খ্রীষ্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থ Old Tastament-এ সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া ও খ্রীষ্টান ধর্মের শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান পর্যন্ত এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তি কাল পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল [১৫]।

চ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ- সুদের ভিতর ৭০ প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য (বায়হাকী , ইবনে মাজাহ্ , হাকেম) [১৬]।

ছ) Nabil Nasief তাঁর ' key Note Paper: Islamic Banking Around the word ' গ্রন্থে লেখেছেন ঃ- The Banking System within the Islamic discipline lays emphasis on , but not confines itself only to, the elimintaion of fixed pre-determined rate of interest. It allows for the replacement of interest by return obtained from investment activities and operations that actually generate extra welth some writers quated from the book ' Talmud' that the Hebrew prophets forbid to take interest not only from jews but from all (Eric Roll- A history of Economic Thought : page- 48) [১৭].

পবিত্র হাদীসে বলা হয়েছে Abdullah Ibn-Masud (Allah be Pleased with him) said that: Allah's Messenger (May Peace be upon him) cursed the one who accepted interest and the one who paid it.- (Muslim, Abu daud , Tirmiji. Ibn-Majah) [১৮].

সুদ (রিবা)-র প্রকারভেদ ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকিং পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা বন্টনের ভিত্তিতে (চুক্তি মোতাবেক) ব্যবসা কার্য পরিচালনা করে। এতে সদু বর্জনীয় । আর তাই সুদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য সুদের প্রকার ভেদ জানা আবশ্যক। সুদ দুই প্রকার হতে পারে ঃ-

১) মেয়াদী সুদ বা ঋণের সুদ ঃ- পবিত্র কোরানের ভাষায় রিবা নাসিয়া । এই প্রকার সুদের অবৈধতা কোরআনের দ্বারা প্রমাণিত।

২) মালের সুদ বা বিনিময় সুদ (রিবা আল-ফদল) ঃ- এই প্রকার সুদের অবৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমানিত। মেয়াদী ঋণের সুদ ঃ পবিত্র কোরানে যে রিবা'র কথা বলা হয়েছে তা হলো মেয়াদী ঋণের সুদ। যা সময় অতিক্রান্ত হলে গ্রহিতা শোধ না করতে পারলে সময় ও সুদ উভয় বাড়িয়ে দেয়া হতো এবং মূলধন অপরিবর্তিত থাকতো। কেবল মাত্র ঋণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত সুদই কোরআনে রিবা নাসিয়া যাহা বর্তমানে মেয়াদী ঋণের সুদ [১৯] । A) ঋণের ক্ষেত্রে আসলের উপর আদায় কৃত যে কোন অতিরিক্ত অংশকে মেয়াদী ঋণের সুদ (রিবা নাসিয়া) বলে। B) মহানবী (সাঃ) বলেছেন -যে ঋণ (কর্জ) মুনাফা আকর্ষণ করে ,তাহাই মেয়াদী ঋণের সুদ। C) মাজানু লগাতিল ফকাহাতে বলা হয়েছে- নির্দিষ্ট মেয়াদের বিপরীতে শরীয়া সম্মত কোনরূপ বিনিময় ছাড়া চুক্তির শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত অর্থ বা মাল প্রদান করা হয় তাকে মেয়াদী ঋণের সুদ বলে। কোরআন দ্বারা সর্ব সাকুল্যে এই সুদ নিষিদ্ধ বলে একে Riba-UL-Quran ও বলা হয়। জাহিলিয়্যাতে এই প্রকার সুদের ব্যপক লেনদেনে কারণে একে Riba-ul-Zahilia বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উদাহরণ (Example) :- মনে করি, ঋণদাতা মিঃ মুর্তজা এবং গ্রহীতা মিঃ কাজল। দাতা গ্রহীতাকে এই শর্তে ১০০০/- টাকা ১ (এক) বৎসর মেয়াদে ঋণ দিল যে, গ্রহীতা ০১ বৎসর পর দাতাকে মূলধন ১০০০/- টাকা সঙ্গে আরো ৫০০/- টাকা যোগ করে ১,৫০০/- টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে। এই ক্ষেত্রে অর্থ অতিরিক্ত ৫০০/- টাকায় মেয়াদী ঋনের সুদ (রিবা নাসিয়া)। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট ০১ বৎসর পর গ্রহীতা ঋন পরিশোধ করতে না পারলে (১০০০+ ৫০০) বা ১৫০০/= টাকা ধরে সর্বমোট টাকার উপর পুনরায় সুদের নির্দিষ্ট হার ও সময় সীমা বেচেঁ দেয়া হতো একেই বলা হয় চক্র বৃদ্ধি সুদ। পবিত্র কোরআনে এই চক্রবৃদ্ধি সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে ঘোষিত হয়েছে - হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহন করো না। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৩০) [২০] । ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মেয়াদী ঋণ দান এবং সুদ গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ হওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

মেয়াদী ঋণের সুদ সংক্রান্ত আয়াত (কোরআনী দলিল) ঃ-

পবিত্র কোরআনের ১৫টি আয়াতে মেয়াদী ঋণের সুদ তথা রিবা নাসিয়া হারাম ঘোষণার প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে আয়াত সমুহের অর্থ উপস্থাপণ করা হলো ঃ-

(1) Ye who believes it not up your property amongst your selves in vanities; but let there amongst you traffic and trade by mutual good will (Sura Ann-Nisa-29) [২১].

(2) Those that devour Riba (Usury) will not stand except as stands one who the evil one by his touch hath driven to madness. Hath is because the say: Trade is like Riba, but Allah hath permitted trade and forbidden Riba. He who after receiving direction from his Rob (Lord) desists shall be pardoned for the past; his case is for Allah (to judge); but those who repeat (the offence) are companions of the fire; the will abide therein (for ever) – (Sura Al- Bakarah: 275) [২২].

Dhaka University Institutional Repository

(3) Allah will deprive usury of all blessing, but will give increase for sadaqat, Allah loveth not creatures ungrateful and wicked (Sura Al-Bakarah; 276) [২৩].

(4) O ye who believe, fear Allah, and give up what remains of your demand for usurgy if ye are indeed believers (Sura Al-Bakarah; 278) [২৪].
(5) If, ye do not take notice of war from Allah and his Messenger, but if ye repent, then ye shall have your capital sums: deal not unjustly, and ye shall not be dealt with unjustly (Sura Al- Bakarah: 279) [২৫].

মালের সুদ বা বিনিময় সুদ (রিবা-আল-ফদল) ঃ-

রিবা আল-ফদল তথা মালের সুদ পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । একই রিবা জিনিসের হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের সময় কম বেশী করে বিনিময় করা হলে মালের বিনিময় সুদ হয়। বিনিময় জিনিসটি পণ্য হইক বা মুদ্রা হউক এটাই বাংলায় মালের সুদ [২৬]।

ফদল আরবী শব্দ। অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত একই জাতীয় জিনিসের অসম বিনিময়ে ফদল নিহিত। এই রূপে সুদের সংজ্ঞায় বলা যায় - ওজন বা পরিমানের দ্বারা পরিমান নির্ধারণ করা হয় , এইরূপ সমজাতীয় কোন জিনিসের হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন কালে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয় বা প্রদান করা হয় ,তাহাই রিবা-আল-ফদল (মালের সুদ)।

উদাহরণ (Example) ঃ- জনাব শাহাদাৎ হোসেন ১ মন চাল মিঃ মুর্তজাকে দিয়ে বিনিময়ে ২ মন চাউল গ্রহণ করলো। এখানে বর্ধিত (২-১) =১ মন চাল-ই হলো রিবা-আল-ফদল বা মালের সুদ। এখানে সমজাতীয় হওয়াতে বর্ধিত অংশ সুদ হিসাবে গণ্য হবে । তবে এক জাতীয়/প্রজাতির জিনিসের সাথে অন্য প্রজাতির জিনিসে বিনিময়ে কম বেশী হলে তা সুদ হবে না। যেমন ১ মন মুসারির ডালের সঙ্গে ২ মন সিদ্ধ চালের বিনিময় করলে তা সুদ হবে না।

* ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মালের গৌডাউন করা, সংরক্ষণ, চুক্তি মোতাবেক মালামাল বিক্রিয় করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাতে সুদের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেজন্য সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাংকিং শরীয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

বিনিময় / মালের সুদ সংক্রান্ত হাদীসের প্রমাণ ঃ-
পূর্বেই বলেছি যে, বিনিময়/মালের সুদ অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে হাদীস দ্বারা । এই সুদ সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বহু হাদীস বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সুদ সম্পর্কিত প্রধান ২ টি হাদীসের বাণী উপস্থাপন করছি ঃ-

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ- যে সুদ খায়, যে সুদ দেয় এবং যে দু'জন সাক্ষী থাকে এবং যে এই চুক্তি লেখেন ,এদের সকলের উপর আল্লাহর ও তার রাসূলের (সাঃ) অভিসম্পাত (বুখারী, মুসলিম) [২৭]।
(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ- রাসুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন-স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমানে সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, এক দিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশী করো না। রূপার বিনিময়ে রূপা পরিমানে সমতা ব্যত্তিরেকে বিক্রি করো না, এক দিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশী করো না। আর উপস্থিতের বিনিময়ে অনুপস্থিতকে বিক্রয় করো না - (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) [২৮]।

Dhaka University Institutional Repository

* এছাড়া ও বহু হাদীস দ্বারা মালামালের সুদ কে অবৈধতা করার প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকার কর্মকর্তা-কর্মচারী এমন কি গ্রাহক পর্যায়েও সকল প্রকার সুদ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থেকে তা পরিহার করা উচিৎ।

সুদ হারাম কার ও যৌক্তিকতা ঃ-

সকল প্রকার লেনদেন ও কার্যক্রমে সুদ হারাম হবার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। সুদের অবৈধতা কোরান, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যুক্তি এবং ভক্তির মাধ্যমেই বিধান পরিপালিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুদ নিষিদ্ধ হবার বহুবিধ কারণ এবং যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করছি ঃ-

(১) সুদ হারাম একথা কুরআন, হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (২) সুদ একটি মারাত্বক প্রতারণা ও শোষণের হাতিয়ার।(৩) অপকারিতা গোটা সমাজকে বহন করতে হয়। (৪) ঈমানদার গণ শরীয়া কারণেই সুদ হারাম মান্য করবে। (৫) সুদ মানুষকে অলস ও কর্ম বিমুখ করে তোলে। (৬) সদকা সহৃদ্যতা, সহানুভূতি, দয়া-মায়া, সহমর্মিতা বাড়ায়। আর সুদ নিষ্ঠুরতা-কঠোরতা, নির্যাতন-শোষন ও প্রতারণা বাড়ায়। (৭) সুদ মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধক। (৮) ধনী কর্তৃক গরীব অসহায় ও দুর্বল হচ্ছে। (৯) সুদ সমাজ ও ব্যক্তিতে শুক্রতার বীজ রপন করে। (১০) সুদ মানুষ উদার হবার পরিবর্তে অত্যাচারী হবার শিক্ষা দেয়, (১১) সুদ সমাজে বেকারত্ব ও অভাব সৃষ্টি করে। (১২) সুদভিত্তিক সমাজ অশ্লীল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটে। (১৩) সুদ দেশের অর্থনীতি কে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে ফেলে। (১৪) ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে অনুৎসাহিত হয় সুদের কারণে। (১৫) কালোবাজারী,মজুদদারী বাড়ে; সুদের কারনে। (১৬) সুদ সরকারের উপর বৈদেশিক বোঝা (ঋণ) ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়। (১৭) সরকার সুদী ব্যবস্থার ফলে সমাজকল্যাণ মূলক কাজে উৎসাহিত হয় না। (১৮) শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত হওয়া সুদের অনুদান। (১৯) সুদের কারনে অর্থলগ্নী সংস্থা গুলো গরীব নয়, বরং পুঁজিপতিদের বেশী কাজে লাগে। মোট কথা হচ্ছে সুদের ফলে মানুষের নৈতিক অবস্থায় ঘটে।

যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন সুদ পর্যায় ভুক্ত হবে ঃ- [২৯]

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো মুদারাবা, মুশারাকা মুরাবাহ, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। এই সমস্ত লেনদেন পদ্ধতি সম্পূর্ন সুদমুক্ত রাখতে ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় বিধিবিধান ও শরীয়াহ অনুসৃত নীতিমালার আলোকে বিনিয়োগ পরিচালনা করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সব নিয়ম পদ্ধতি তে যদি নিম্নোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা সুদের পর্যায়ভূক্ত লেনদেন হবে।

(১) বাই মুদারাবা (উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ) পদ্ধতিতে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মুনাফা Sahib-ul-Mal এবং Mudarib পূর্ব নির্ধারিত হারে পারস্পরিক সম্মতিতে লাভ করে। লোকসান হলে সম্পূর্ণ লোকসান মূলধন সরবরাহকারীর। যদি মূলধন সরবরাহকারী Percentage of Profit নিতে রাজি না হয়ে তার দেয়া মূলধনের উপর নির্ধারিত হারে (১০%, ১৫% ইত্যাদি) মুনাফা আদায়ের চুক্তি করে কিংবা কোন পক্ষ মুনাফার টাকার পরিমান নির্দিষ্ট করে নেয়ার চুক্তি করে (যেমন মাসিক/বাৎসরিক ১০০০, ২০০০ বা ৩০০০ টাকা ইত্যাদি) , তাহলে তা আর মুদারাবা পদ্ধতি হবে না বরং তা সুদী লেনদেন হবে।

(২) বাই মুশারাকা (অংশীদারী কারবার) পদ্ধতিতে অংশিদারগণকে পারস্পরিক সম্মতি/চুক্তির ভিত্তিতে পূর্ব নির্ধারিত (যেমন: ১০%, ১৫%, ২০% ত্যাদি) হারে মুনাফা লাভ করতে হয়। লোকসান হলে প্রত্যেকের মূলধন অনুপাতে লোকসান বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে কোন অংশীদার তার লাভের/মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে (যেমনঃ বাৎসরিক/মাসিক টাকা ১০০০/-, ২০০০/-, ৩০০০/- ইত্যাদি) কিংবা মুলধন/পুঁজির উপর মুনাফা (যেমন ১০%, ২০%, ৩০% ইত্যাদি) নেয়ার Agreement করলে তা সুদী লেনদেন পর্যায়ভূক্ত হবে।

(৩) যে কোন ঋণের বিপরীতে Mortgage (বন্ধক) গ্রহীতা বন্ধকী জিনিসের কোনরূপ ব্যবহার করলে তা সুদ পর্যাযভূক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) বাই-মুরাবাহা (লাভে ক্রয় বিক্রয়) পদ্ধতিতে চুক্তিপত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের শরীয়া বিধান মোতাবেক লাভের পরিমাণ একবারই নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত লাভ আদায় সুদ পর্যায়ভূক্ত হবে।

(৫) বাই মুয়াজ্জাল (বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়) পদ্ধতিতে Buyer যদি Fixed time এর মধ্যে মালের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য বিক্রিত দ্রব্যের উপর বিক্রেতা অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য্য করলে কিংবা Selling Price বৃদ্ধি করলে তা সুদের পর্যায়ভূক্ত হবে।

(৬) বাই-সালাম (Forward Buying & Selling) পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতাকে অগ্রীম মালের মূল্য প্রদান করে, বিক্রেতা নির্ধারিত Fixed time সময়ের মধ্যে ক্রেতাকে মালামাল সরবরাহের চুক্তি করে। এই মধ্যবর্তী সময়ে যদি ক্রেতা তার প্রদত্ত মুল্যের উপর বিক্রেতার নিকট অতিরিক্ত কিছু দাবী কওে তবে তা সুদের পর্যায়ভূক্ত হবে। কারণ, ক্রেতা প্রদত্ত মূলধন অপরিবর্তিতই থাকছে। সুতরাং এই থেকে অতিরিক্ত দাবী অবশ্যই সুদী
পর্যায়ভূক্ত।

(৭) সমজাতীয় জিনিসের (নিকৃষ্ট) বদলে নির্দিষ্ট মেয়াদন্তে সমপরিমান উৎকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করা হলে তা সুদী কারবার হবে। (সহীহ বুখারী মুসলিম দ্বারা প্রমানিত)।

(৮) একই শ্রেনী ভূক্ত বস্তু বা পণ্যের মধ্যে বিনিময়ে এবং ক্রয়-বিক্রয়ই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তা সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে। নতুবা সুদী লেনদেন হবে। (সহীহ মুসলিম, মুসনাদ, আহমদ, নাসায়ী দ্বারা প্রমানিত) এছাড়া ও নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় সুদ পর্যায়ভূক্ত ঃ-

(৯) বাই-মুয়াবানা অর্থাৎ বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় রাসুল (সাঃ) নিষিদ্ধ করেছেন। তাই এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সুদের পর্যায়ভূক্ত (হাদীস দ্বারা প্রমানিত)।

(১০) ব্যবাহার উপযোগী হবার আগেই বৃক্ষে ফল রেখে ফলের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

(১১) বাই-মুহাক্কালা অর্থাৎ জমিনের খাদ্য শস্যকে শস্ত কনা পরিস্কার খাদ্য শষ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা ও নিষিদ্ধ। এটাও সুদের পর্যায় ভুক্ত।

খেলাফত পরবর্তী সুদের প্রভাব ঃ- শুধু মাত্র খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়েই নয়, আব্বাসীয় আমলে পরবর্তীকালেও মুসলিম জাহানের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কোথাও সুদের আশ্রয় ছিল না। দীর্ঘ ৯০০ বছরের ও বেশী সময় বিশ্বের এক বিশাল ভূখন্ডে ইসলামী অর্থনীতি সাফল্যজনক ভাবে কার্যকর ছিল। দুর্ভাগ্য, ইসলামী হুকুমাতের পতনদশা শুরু হবার পর যখন খ্রীষ্টান শাসক গোষ্ঠি তথা পুঁজিবাদী শক্তি একের পর এক মুসলিম দেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শুরু করে, তখন তাদের স্বরচিত আইনের আওতায় সুদভিত্তিক লেনদেন শুরু হয়। সুদ নির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন আমলে --------- সালে সুদ প্রদুর্ভাব প্রকট রূপ নেয়।

ব্যাংকিং কারবারে সুদ ও মুনাফা ঃ-

Conventional Bank এর সুদ এবং Islami Bank এর মুনাফা সম্পূর্ন আলাদা এবং স্বতন্ত্র বিষয়। কারণ মুনাফা ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত ফল আর সুদ হলো ঋনের বিপরীতে পূর্ব নির্ধারিত অতিরিক্ত অংশ। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সুদ ও মুনাফা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সুদ হারাম ও মুনাফা অর্জন হালাল, বৈধ উপার্জন। পুঁজিবাদী অর্থনীতি তে মোট আয় মোট উৎপাদন খরচ (খাজনা, মজুরী সুদ মুনাফা) অর্থাৎ মোট আয় থেকে উৎপাদনের যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে ব্যবস্থাপনার হাতে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই মুনাফা। এ ক্ষেত্রে মুনাফা হচ্ছে বিনিয়োযিত পুঁজির বর্ধিত অংশ, আর লোকসান হচ্ছে পুঁজির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতি সুদ বর্জননীতি অবলম্বনে মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করে। এখানে মোট আয়-খাজনা + মুজুরী = মুনাফা। অর্থাৎ কোন বিক্রয় লক্ষ বা ব্যাবসায়িক আয় থেকে খাজনা ও মুজুরী বাবদ Total Expenditure বাদ দেয়ার পর বিনিয়োকিত পুঁজি বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত অংশই মুনাফা। আর পুঁজি হ্রাস পেলে তাকে লোকসান বলে। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা করে এবং মুনাফা ও লোকসানে শিরকাতুল ইনান্ পন্থা অবলম্বন করে।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য ঃ

সুদ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর মুনাফা বলতে বিনিয়োগকৃত অর্থের বর্ধিত অংশকে বুঝায়। যেখানে উদ্যোক্তা বিনিয়োগকৃত অর্থকে পন্যে রূপান্তরিত করে। আবার ঐ পন্য বিক্রি করে পন্যকে অর্থে রূপান্তরিত করে। যদি অর্থ বাড়ে তবে মুনাফা হবে, কমলে লোকসান হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করতে হয়। কিন্তু সুদের বেলায় এরূপ রূপান্তর ও ঝুঁকি অনুপস্থিত। একদা মহানবী (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হলো, হে রাসুল্লাহ (সাঃ) মানুষের যাবতীয় উপার্জন করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপর্জন করে। সুতরাং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে।

নিম্নে সুদ মুনাফার পার্থক্য তুলে ধরা হলো ঃ- [৩০]

	মুনাফা		সুদ
০১।	বিক্রয়মুল্য-ক্রয়মূল্য মুনাফা/ লাভ ।	০১।	কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পরে ঋণের শর্তের আলোকে পুর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয়, তাহাই সুদ ।
০২।	মুনাফা হালাল ।		ইসলামে সর্ব প্রকার সুদ হারাম।
০৩।	মুনাফার সম্পর্ক ব্যবসাও ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে ।	০৩।	সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।
০৪।	মুনাফা অনিশ্চিত ও অনিধারিত ।	০৪।	সুদ নিশ্চিত এবং নির্ধারিত ।
০৫।	মুনাফা অর্জনে ঝুঁকি আছে	০৫।	সুদ সম্পুর্ন ঝুঁকিমুক্ত ।
০৬।	শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা হয়।	০৬।	সুদ বিনা শ্রমেই পাওয়া যায়।
০৭।	মুনাফা ধনাত্বক(০) শূন্য এমকি(-) ঋনাত্বক ও হতে পারে।	০৭।	সুদ কখনই ঋনাত্বক বা শুন্য হবে না। ইহা অবশ্যই ঋনাত্বক হবে।
০৮।	মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাব ব্যবহার করা হয়।	০৮।	সুদের ক্ষেত্রে টাকাকে বা মুদ্রাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
০৯।	মুনাফা একবারই অর্জিত হয়।	০৯।	সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বারবার ও অর্জিত হয়।
১০।	পুঁজির রূপান্তরিত ফলই মুনাফা	১০।	চাপিয়ে দেয়া হস্তন্তরিত অংশই সুদ
১১।	মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।	১১।	সুদের হার স্বল্প কালে পরিবর্তন হয় না।
১২।	মুনাফার বিনিময় মাল।	১২।	সুদের কোন বিনিময় নেই।
১৩।	মুনাফা তথা ব্যবসার পক্ষ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা/উৎপাদন কারী।	১৩।	সুদের পক্ষ হচ্ছে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহিতা।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষনা করেছেন "যারা সুদ খায় তারা তাদের মত দন্ডায়মান হবে, যাদেরকে শয়তান তার উপর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। এটা এই কারনে যে তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় (বেচা-কেনা) তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম"। সূরা আল বাকারা আয়াত-২৭৫। মোট কথা হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে Conventional এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে মিল থাকা স্বাভাবিক। তবে ইসলামী ব্যাংক আল্লাহর বিধান ও শরীয়াতকে মানবজাতির কল্যানের উৎস বিবেচনা করে বিশ্বাস আস্থা ও প্রতিশ্রুতি ভিত্তিতে বিনিয়োগ ও ব্যবসা পদ্ধতি অবলম্বন করে মুনাফা অর্জন ও তা সমবন্টনের ইসলামী বিধান পরিপালনের অনুসারী।

ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসা এবং সুদ ঃ-

পবিত্র কোরআনে স্পষ্টই বলা হয়েছে আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম (সুরা বাকারা-আয়াতঃ ২৭৫)। এতদসত্বে ও মুশরিক, ইহুদী ও কাফিরা এমনকি বর্তমান যুগের সুদ খোররা বলে ব্যবসা তো সুদের মত। অথচ কোরান ও হাদীসে ব্যবসার সুস্পষ্ট বিধান এবং বৈধতা প্রমানিত। অন্যদিকে সুদ কে সম্পূর্ন রূপে হারাম করার বিধান সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ব্যবসা সুদের মৌলিক ও বাহ্যিক পার্থক্য গত আলোচনা চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ- [৩১]।

	ব্যবসা		সুদ
০১।	ব্যবসা হালাল। হাদিসের ভাষায় সৎ ব্যবসায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে।	০১।	সুদ হারামা। হাদীসের ভাষায় সুদ দাতা, গ্রহীতা এবং লেখক/সাক্ষী জাহান্নামী হবে।
০২।	ব্যবসায়ে লাভ ও লোকসান উভয় আছে।	০২।	সুদের লোকসান নাই।
০৩।	ব্যাবাসায়ে মালের পারস্পরিক বিনিময় হয়।	০৩।	মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ ও প্রদান হয়।
০৪।	ব্যবসার সম্পর্ক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।	০৪।	সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।
০৫।	ব্যবসায়ে ক্রেতা-বিক্রেতা পন্য/দ্রব্য ও অর্থ বিনিময় করে মুনাফা মাত্র ১ বার পায়।	০৫।	সুদের ক্ষেত্রে একাধিকবার পেতেপারে।
০৬।	ব্যবসায়ী শ্রম, বুদ্ধি, চিন্তা, সময় অর্থ ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়।	০৬।	সুদ শুধুমাত্র সময় পরিবর্তনের ফল।
০৭।	ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্ব হয়।	০৭।	ঋণ দানের শর্তানুযয়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে মূলধনের উপর অতিরিক্ত প্রদান-ই সুদ।
০৮।	ব্যবসায়ে কোন শোষননীতি নাই।	০৮।	সুদে শোষন অনিবার্য।
০৯।	মাল ও মালের মূল্য হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যবসার পরিসমাপ্তি ঘটে।	০৯।	ঋণ গ্রহিতা মূলধন পরিশোধ করলে ও ঋনের/সুদের বোঝা বইতে হয়।
১০।	ব্যবসার মুনাফা (০) শূন্য, (+)ধনাত্নক এবং (-) ঋনাত্নক ও হতে পারে	১০।	সুদ সর্বদাই (+) ঋণাত্নক হয়।
১১।	ব্যবসায়ের বুনিয়াদ ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সহযোগিতার উপর।	১১।	সুদের বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থে চরিতার্থ করার উপর।
১২।	ব্যবসায়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের লাভ বা কল্যাণ রয়েছে এবং লোকসানের ঝুঁকি উভয়কে বহন করতে হয়।	১২।	সুদে দাতার মূলধন, লাভ নিশ্চিত ও নির্ধারিত, লোকসানের ঝুঁকি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সাঃ) বলেছেন হালাল পন্থায় উপার্জনের উদ্যেগ ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া অন্যান্য ফরজের সমতুল্য ফরজ (বুখারী)। পবিত্র কুরআনের আরো বলা হয়েছে-আর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে আল্লাহর অনুগ্রহের (হালাল উপার্জনের) জন্য ছড়িয়ে পড়ো। আর এই পন্থায় তোমাদের জন্য কল্যান কর (সুরাজুমআ ঃ-৯)। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, সুদ জঘন্যতম পাপ এবং ব্যবসা হালাল এবং ব্যবসায়ী নীতির বৈধতার আলোকেই ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবসার স্থান ব্যাপক ও ব্যপৃত। যারা এই ব্যবসা ও সুদের প্রার্থক্য বুঝতে চায় না, পবিত্র কুরআনে তাদেরকে ঐ লোকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাদেকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা জ্ঞান হীন করে দিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঃ- (৩২)

ইসলামী ব্যাংক, শব্দদ্বয়ের সঙ্গে শরীয়াহ অনুসৃত নীতিমালা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, এটা সর্বজন স্বীকার্য। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এতদ্‌সত্ত্বেও মানব মনে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা অর্জন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটে। এই প্রান্ত ধারণার অবসানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী উপস্থাপন করা গেল ঃ-

ইসলামী ব্যাংকের অনুসৃত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা, বিশেষ করে বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা আদায় করে। যা সুদী ব্যাংকের নির্ধারিত সুদের মতই মনে হয়। যেমনঃ ইসলামী ব্যাংকের বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের উপর সাধারনতঃ ৫% অথবা ৮% অথবা ১০% অথবা এইরূপ নির্ধারিত শতকরা হারে মুনাফা নির্ধারণ করে। সুদীব্যাংক গুলো ও প্রদত্ত ঋণের উপর ৫% বা ৮% অথবা ১০% বা এইরূপ নির্ধারিত হারে ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ আদায় করে। সুতরাং Conventional Bank- এ সুদ আর ইসলামী ব্যাংকে তা মুনাফা কিভাবে হয়? জবাবে বলা যায় বাই মুরাবাহা একটি শরীয়াহ্ অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়। এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যই ক্রয়মূল্যের সাথে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে % বা আংকিক নির্ধারিত মুনাফা হারে শরীয়াহ্ অনুযায়ী সম্পুর্ণ বৈধ। সুতরাং Conventional Bank - এর সুদ ও ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা সম্পুর্ণ আলাদা বিষয় যাহা সুদ ও মুনাফা বিষয়ের পার্থক্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত।

সুদী ও ইসলামী ব্যাংক, উভয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। তবে ব্যাংকের কার্যপদ্ধতি ও পদ্ধতিগত পাথর্ক্য গুলো সুস্পষ্ট হলে তা আর সম বিষয় মনে হবার অবকাশ থাকে না। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ কালে প্রার্থীর সৎতা, ব্যক্তিত্ব ,বিনিয়োগের উৎপাদিত খাত পর্যবেক্ষণ, বিনিয়োগে ব্যক্তি কল্যাণ তথা জনকল্যাণ বিবেচনা, কার্যক্রমে সুদী অনুপ্রবেশে সর্তকর্তা ইত্যাদি বিষয় সমূহকে যথাযথ ভাবে প্রাধান্য দেয়। এই ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ত ও কর্মপদ্ধতি অগ্রগণ্য ধরা হয়। যেমনঃ রাসুল (সাঃ) বলেছেন- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে (- সহীহ্ মুসলিম, মুসনাদ আহমাদ)।

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বহুল প্রচলিত মন্তব্য হচ্ছে এই ব্যাংকে সঞ্চয়ের উপর Fixed percentage এ মুনাফা দেয় এবং Conventional Bank এ নির্ধারিত সুদ দেয়। সুতরাং উভয়ের পাথর্ক্য কোথায় ? Conventional Bank - এ বিভিন্ন একাউন্টে সুদের হার ও বিভিন্ন। ইসলামী ব্যাংকের ও তদ্রুপ সেভিংস একাউন্ট, মেয়াদী একাউন্ট, মেয়াদের বন্ড, পেনশন স্কীম, মোহর একাউন্ট, হজ্ব একাউন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন রকম একাউন্টের মুনাফার হারও বিভিন্ন রকম হয়। সুতরাং উভয় ব্যাংকের একাউন্টে টাকা রাখার প্রার্থক্য কোথায়? জবাবে বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক সমূহ Account Holder-দের কাছ থেকে শরীয়াহ অনুমোদিত হালাল ব্যবসা পদ্ধতি তথা মুদারাবা পদ্ধতিতে টাকা সঞ্চায়ন করে। এতে সঞ্চয়, দাতা, গ্রহীতা এবং চুক্তি বিবেচ্য বিষয়। এটা হলো লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অংশিদারিত্ব ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক উক্ত মুদারাবা ফান্ড শরীয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন পন্থায় বিনিয়োগ করে। ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তি মোতাবেক

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক ও আমানতদার লাভ পায়। ক্ষতি হলে মূলধন দাতার মূলধন ক্ষতি হয়, ব্যবসা পরিচালনাকারীর শ্রম ও মেধা ক্ষয় হয়, ব্যাংক অনেক সময় বছরের শেষদিন অপেক্ষা না করে, Previous year এ Profit ভিত্তিতে আনুমানিক Profit গ্রাহকের একাউন্টে দেয়। বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাবানুসারে লাভ-লোকসান গ্রাহকের একাউন্টে Adjust করে । সুতরাং Convantional Bank এবং Islami Bank এর Saving Accounts পদ্ধতিগত এবং মৌলিক ভাবে পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং ভ্রান্ত ধারণা হবার মূল কারণ হলো গ্রাহক Account opening form-টির চুক্তি পড়ে না, Percentage অনির্ধারিত অথচ তা নির্ধারিত মনে করা, মুদারাবা চুক্তি গ্রাহক না পড়া ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ Account open করার সময় গ্রাহক ও ব্যাংকের লাভ বন্টনের অনুপাত ৬৫ ঃ ৩৫ উল্লেখ থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন Term Deposit এর ক্ষেত্রে ও Fixed Rate এমুনাফা দেয়া হয় না। বরং ব্যাংক প্রাপ্ত দীর্ঘ মেয়াদের কথা বিবেচনায় রেখে মুদারাবা চুক্তি মোতবেক বিভিন্ন রকম মেয়াদী জমাকারীর একাউন্টে বিভিন্ন রকম লাভ দেয়। তবে তা Fixed Rate নয়, বরং চুক্তিতে উল্লেখিত আনুপাতিক হারে (৬৫ ঃ ৩৫)। প্রথমে প্রদত্ত আনুপাতিক লাভ কে বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাবের মাধ্যমে সমন্বয় (Adjust) করা হয়।

ইসলামী ব্যাংকের সকল শাখা সকল ক্ষেত্রে লাভ করতে পারে না। লোকসানের ও সম্মুখীন হয়। তবে এই ব্যাংক সমূহের দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী, যথাযথ খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছরই Average profit হয়। আবার কোন বছর লাভ কম হলে ব্যাংক নিজস্ব লভ্যাংশের কিছুটা ছেড়ে দেয়, ফলে লোকসান হলে ও গ্রাহক তা বুঝতে পারে না। তবে ব্যাংকের কয়েক বছরের লাভ-লোকসানের হিসাব এবং ব্যবসার সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করে মুদারাবা হিসাবে গ্রাহক ও ব্যাংকের লাভের অনুপাত (Ratio) নির্ধারন টা Percentage হিসাবে Conventional Bank হিসাবের কাছাকাছি মনে হয়। ফলে গ্রাহক একে Fixed Rate Proafit মনে করে। মূলতঃ সুদী ব্যাংকের সুদ ও ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার কোন সাদৃশ্য নেই।

ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে শুধুমাত্র শরীয়া ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতে। সুদী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগে শরীয়া সম্মত নীতিমালার আলোকে ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। তাই প্রচুর লাভ আর সুদ থাকা সত্বেও ইসলামী ব্যাংক Call Money , Over Draft ব্যবস্থা এই ব্যাংকে নেই।

ইসলামী ব্যাংকে Current Account (আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব) হলো আমানত রাখবে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি, যাতে অন্যান্য হিসাবের মত গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে মুদারাবা ব্যবসার চুক্তি থাকে না। এতে শুধুমাত্র টাকা আমানত রাখা এবং যখন খুশী উঠানো যায়। এতে মুনাফা দেয় হয় না ।

Conventional Bank এর সুদ হারাম । এটা পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৫০ -এর দশকে এই বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটে। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী রিসার্চ একাডেমীতে ১৯৫৬ সালে ৩৫টি দেশের মুসলিম চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক প্রথম মুনাফা বৈধতা এবং সুদ হারাম হবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা অর্জন প্রথা শরীয়া সম্মত এবং সুদ হারাম এই বিষয়ে ফকীহ, আলেম, ইসলামী অর্থনীতবিদ ও চিন্তাবিদগণ নিম্নোক্ত সম্মেলনের মাধ্যমে একমত্য পোষন করেছেন [৩৩] ঃ-

সম্মেলন	সাল	সম্মেলনের স্থান	অংশগ্রহণ
১ম সম্মেলন	১৯৫৬ সাল	আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিশর) ইসলামী রিসার্চ একাডেমী	৩৫টি মুসলিম দেশ
২য় সম্মেলন		রাবেতা আল-আলাম আল ইসলামীর ফিকহ্ একাডেমী	
৩য় সম্মেলন		ও . আই . সি-র ফিকাহ একাডেমী	ও . আই . সি সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

			দেশ
ইসলামী অর্থনীতির ১ম বিশ্বসম্মেলন	১৯৭৬ সাল	মক্কা-আল মুকারবাম	৩০০ আলেম ও অর্থনীতিবিদ
	২০০৩ সাল জানুয়ারী	ও . আই . সি-র ফিকাহ একাডেমী ,কাতার, দোহা ।	ও. আই . সি-র সদস্যসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ ।

উক্ত সম্মেলন সমূহে ব্যাংকিং যে যাবতীয় সুদকে হারাম ঘোষনা করা হয় এই ভাবে সুদের যাবতীয় বিষয় একটি Settled Matter এর পরিনত হয়। আর ও.আই .সি প্রদত্ত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায়-বলা হয়েছে, এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য , কর্মকান্ড , লেনদেন-সহ সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার থাকবে । সুতরাং উপরোক্ত সকল সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে - Conventional Bank এর সুদকে হারাম ঘোষণা করে শরীয়া অনুমোদিত মুদারাবা পদ্ধতির সাথে সুদী কারবারের পার্থক্য তুলে ধরে মুনাফা লাভ কে বৈধ প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকের সুদকে বৈধ মনে করা এবং ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারনা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

১. তাফহিমুল কোরআন (তাফসীর গ্রন্থ) - সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) ২. বাবুর রিবা - হাদীসে সহীহ্ ও মুসলিম । ৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরি - ৫ম খন্ড । ৪. আহকামুল কোরআন, মিশর । ৫. A Hand Book Of Islamic Banking And Foreign Exchinge Operation – Md. Haider Ali, Page : 30. ৬. আল কোরআন - সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ- ১৩০ । ৭. A Hand Book Of Islamic Banking And Foreign Exchinge Operation – Md. Haider Ali,পৃঃ-৩১ । ৮. সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে - মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, পৃঃ- ২৩ । ৯. প্রাগুক্ত ১০. প্রাগুক্ত.১১. প্রাগুক্ত ১২. সীরাতুন্নবী ঃ ২য় খন্ড, পৃঃ - ১৩. বার্ষিক প্রতিবেদন -২০০৫, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ । ১৪. The Theory Of Employment, Interest And Money : Lord Kins ; Observations Of Nature Of Capital – শীর্ষক আলোচনা । ১৫. খ্রীষ্ট ধর্ম 'Old Tastament (সংগৃহীত ঃ- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৫, আল-আরাফাহ ব্যাংক লিঃ) ১৬. বাইহাকী, ইবনে মাজাহ্ । ১৭. বার্ষিক প্রতিবেদন -২০০৫, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ থেকে সংগৃহীত (Eric Roll – A History Of Economic Thought : Page – 48). ১৮. হাদীসে মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ্ । ১৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ২য় খন্ড, পৃঃ- ৩২৭ । ২০. প্রাগুক্ত. ২১. আল কোরআন - সূরা আল নিসা, আয়াত ঃ- ২৯. ২২. আল- কোরআন - সূরা আল বাকারা, আয়াত ঃ- ২৭৫. ২৩. আল কোরআন - সূরা আল-বাকারা, আয়াত ঃ -২৭৬. ২৪. আল কোরআন - সূরা আল বাকারা, আয়াত ঃ- ২৭৮ । ২৫. আল কোরআন - সূরা আল বাকারা, আয়াত ঃ- ২৭৯. ২৬. ইসলামী বিশ্বকোষঃ ২২ খন্ড, পৃঃ- ৪৩৭ । ২৭. বাবুর রিবা ঃ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম । ২৮. প্রাগুক্ত ২৯. ইসলামী ব্যাংকিং পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত- কাজী ওমর ফারুক, পৃঃ-৮৮ । ৩০. সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে - মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, পৃঃ- ৭৭ । ৩১ .প্রাগুক্ত । ৩২. ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীয়াহ্ পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি - সম্পাদনায়ঃ- মুহামামদ মাহ্ফুজুর রহমান, বি.এম হাবিবুর রহমান, পৃঃ-৯১, ১ম প্রকাশ-নভেম্বর,২০০৬ । (৩৩)-------

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

বর্তমান বিশ্বে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক শব্দটি সর্বত্র পরিচিত। সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে মানব সমাজ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারে। তবে Islam is the Complete Code of life.অর্থ্যাৎ- 'ইসলাম-ই হলো একমাত্র জীবন ব্যবস্থা'। সুতরাং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের জীবন ব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক,পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতিতেই আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে।

* মানব জীবনের অন্তহীন সমস্যার উৎস হলো অর্থনীতি। তবে বর্তমান বিশ্বের Conventional Economics তথা Mordern Economics ইসলামী অর্থব্যবস্থার তয়াক্কা করে না। এই অর্থনীতি শুধুমাত্র Capitalistic System (পুঁজিবাদী ব্যবস্থা) এবং Communism (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থার আলোচনা করে । কিন্তু কোরান- হাদিসের অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যাপক ও বিস্তৃত । আর ইসলামী ব্যাংকিং হলো ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক । এই অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা, Defination (সংজ্ঞা), বৈশিষ্ট্য, এবং অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে এর পার্থক্যগত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ।

বাংলাদেশে ৬টি ইসলামী ব্যাংক ছাড়া ও ৯টি প্রচলিত ব্যাংক তাদের ব্যাংকিং সেক্টরে ' ইসলামী ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ' খুলেছে। যেমন Prime Bank, Dhaka Bank, Jamuna Bank, Arab Bangldesh Bank ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংক সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে IBBL,যার ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা ও কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকের অনুকরনীয় । বর্তমানে ব্যাংকটি '১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইন'-এ বর্ণিত বিধিবিধান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশাবলী এবং ইসলামী শরীয়াহ্ নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকদের সকল প্রকার বাণিজ্যিক সেবা করে যাচ্ছে।

প্রচলিত/ আধুনিক ব্যাংকের সংজ্ঞা ঃ-

ব্যাংক শব্দটি বাংলা এবং ইংরেজী অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থে নদীর কূল বা তট । কিন্তু ব্যাংকের সংজ্ঞায় অথনীতিবিদ, পন্ডিত ও ব্যাংক বিশেষজ্ঞ লেখকগণ কেউ কেউ ব্যাংক এবং ব্যাংকিংয়ের সংজ্ঞায় অভিন্ন অর্থ বুঝিয়েছেন । আবার কেউ কেউ ব্যাংক ও ব্যাংকিং এর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত এবং ব্যাংক বিশারদদের প্রদত্ত সংজ্ঞা গুলো মোতাবেক শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ-

Samsad Dictionary তে ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - " A Bank is an Intitution For the Castody & Investment of mony . অর্থ্যাৎ- অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে খাটাবার জন্য প্রতিষ্ঠান বিশেষই ব্যাংক [১]। Imperial Dictionar- তে বলা হয়েছে ঃ- ব্যাংক এমন একটি সংস্থা যা অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে । এই সংস্থা অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে তার তত্ত্বাবধান ও প্রচলনের ব্যবস্থা করে এবং এটি ঋণ দানের হুন্ডি বা বিল ভাঙ্গিয়ে দেয়ার ও এক স্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণের সুবিধা প্রদান করে '[২]।

English finance Act, 1915- তে বলা হয়েছে- ' A Bank is a person or corporation carrying on bonafide Banking buseness'.

ব্যাংকের সংজ্ঞায় মোটকথা কে তুলে ধরে Dictionary of Banking and finance-এ বলা হয়েছে ' ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত এবং যা প্রধানতঃ নিম্মোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে ঃ- ১) চলতি আমানত গ্রহণ এবং চেকের মাধ্যমে মক্কেলকে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা। ২) মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও তার উপর সুদ প্রদান করা। ৩) নোট বাট্টাকরণ, ঋণপ্রদান এবং সরকারী ও অন্যান্য ঋণপত্রে বিনিয়োগ করা। ৪) চেক, ড্রাফট ও নোট ইত্যাদি গ্রহণ করা। ৫) ড্রাফট ও ক্যাশিয়ারের চেক ইস্যু করা। ৬) আমানতকারীর চেক প্রত্যায়ণ করা। ৭) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গচ্ছিত সম্পত্তির অছি হিসেবে কাজ করা ।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো হতে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হয় যে, ব্যাংক হলো এমন একটা মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ - 'যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি এবং অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে , তাকে ব্যাংক বলা হয় ' ।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ঃ-

এটা সত্য যে, বিশ্বের প্রথম ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু হয় ইতালীতে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে ' শাম্বী ব্যাংক ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা হয়। কিন্তু এই ব্যাংক ছিল বর্তমানে প্রচলিত/সূদী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। যাহা স্বর্নাকার, মহাজন, ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সুবিধার্থে (লেনদেনের) প্রতিষ্ঠিত (মানুষের রচিত বিধান মোতাবেক) হয়। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা হয় ষাটের দশকে এসে। মিশরীয় নাগরিক Ahmed Al-Nazzar এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সালে মিশরের মিটগামর (ব-দ্বীপ) নামক স্থানে ' ইসলামী সেভিংস ব্যাংক ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিশ্বের প্রথম শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক। এরই পথ ধরে বিশ্বের ইসলাম অনুরাগীরা সুদমুক্ত ও শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করার প্রয়াস পায় [৩]।

১৯৭৮ সারে এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশ সমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের (OIC) সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় সংজ্ঞায় বলা হয়ঃ- Islamic Bank is a financialInstitution whose statues, rules and procedures expressly state it Commitment to the principal of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.

অর্থ্যাৎ- ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মৌলিক বিধান , নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতিতে ইসলামী শরীয়াহ অনুসরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে এবং যার যাবতীয় কাজ ও লেনদেন সুদমুক্ত হবে [৪]।

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ঃ-

আপাতঃ দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকের নাম, প্রতিষ্ঠানিক ধরন, ও কার্যক্রম সুদী ব্যাংকের অনুরূপ মনে হলে ও এর মধ্যে মূলতঃ বহু প্রার্থক্য বিদ্যমান । মানুষের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক সমৃদ্ধি, বাণিজ্যিক নীতিগত উন্নয়ণ, নৈতিক উৎপাদন ও বন্টন, অধিকার প্রতিষ্ঠা-সহ সার্বিক অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, যা তার প্রতিষ্ঠাকালীন (১৯৮৩ সাল) সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সবদিক থেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং কেন একটি সমাজ, জাতি তথা রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য । সুস্পষ্ট হওয়ার নিম্মোক্ত আলোচনাটি উপস্থাপন করছি ঃ-

(১) হারাম সুদী অর্থনৈতিক কারবার পরিত্যাগ করা। (২) মানুষকে হালাল পথে জীবিকা অর্জনের পথ প্রদর্শন করা। (৩) শরীয়া সমর্থিত বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবসায়িক বৈধ লেনদেন প্রতিষ্ঠা করা। (৪) ক্রয়-বিক্রয় , বিনিয়োগ ও ব্যবসায় ইসলামী নীতি অনুসরণ করা। (৫) মুদ্রাস্ফিতি রোধ করে বেকারত্ব হ্রাস করা।(৬) উৎপাদন খাতকে সহায়তা করে মজুদদারী ও মুনাফাখোরী প্রতিরোধ করা। (৭) দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচনে

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৮) দক্ষতা বিচারে মূলধন অর্পণ করে কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি করা। (৯) অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। (১০) অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করে সম্পদকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা। (১১) লাভ-লোকসান সমবন্টনের ভিত্তিতে (শরীয়ানীতিতে) ব্যবসা-বানিজ্য করা। (১২) জনকল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্প স্বার্থক ও লাভজনকভাবে পরিচালনা করা। (১৩) Conventional Banking এর দূর্বলতা পরিহার করে পরিপক্ক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করা। (১৪) মানুষকে সহনশীল ও ভ্রাতৃত্ব বোধের উদার নীতি শিক্ষা দেয়া। (১৫) যাকাত ও কর্জে হাসানার মত জনকল্যাণ ও ইসলামী বিধান পরিচালনা করা। (১৬) Cost of fund সৃষ্টি না করে অর্থ বিনিয়োগ কারীদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা (শরীয়া মোতাবেক অর্জন ও বন্টন নীতিমালায় বিশ্বাসী ব্যাংকিং) [৫]।

সাহাবী জাবির আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সম-অপরাধী (সহীহ্ মুসলিম) [৬]।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুদদাতা ও সুদ গ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন -(মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্) [৭]।
পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ কে ভয় কর, আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি তা না কর, তবে জেনে রেখো - আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরী থেকো -(সুরা বাকারাহ-২৭৮, ২৭৯) [৮]।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ-

Nabil nassif তার key note paper: Islamic banking around the world এ লিখেছেনঃ- The objectives of islamic banking may be out lined as below:- (1) To offer conteemporary financial services in conformity with soriah. (2) The contribute towards economic development and prosperity within the principales of islamic justice . (3) To undertake financial activities which are ethical, socially desirable and profitable and (4) To serve ummat al-islam and other nations muslim population.

ইসলামী বিধানের আলোকে IBBL তার Memorandum and Articals of Association অনুসারে ইসলামী ব্যাংকিং নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে ঃ- * সকল আর্থিক লেনদেনে সুদ সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করা। * অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সমূহে ইসলামী নির্দেশিত বিধান অনুসরণ করা। * ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা অনুসরণে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে অংশিদারীত্বের সম্পর্ক স্থাপন। * আন্তরিকতার সাথে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা দান করা। * কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থ্যা প্রবর্তণ করা। * ব্যাবসা বাণিজ্য ও অর্থনীততে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। * সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা। * অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। * ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। * মানব সম্পদ উন্নয়ণ, কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়ণে সহায়তা করা। * স্বল্প আয়ের লোকদের সংগঠিত করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চেষ্টা করা। * প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন, অসুস্থ ও পীড়িতদের সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালন্য করা। * কল্যান তহবিল প্রতিষ্ঠা * বেকারত্ব দুরীকরণের চেষ্টা করা। * টাকার কারবার নয়, পণ্যের ব্যবসায় উদ্দেশ্য। * সঞ্চয় ও বিনিয়োগে গণমুখী নীতি প্রবর্তন। * ইসলামী পদ্ধতিতে উৎপাদন

Dhaka University Institutional Repository

ও কল্যাণমুখী খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা। * জনগণকে বিনিয়োগে গণমুখী নীতি প্রবর্তন। * দারিদ্র বিমোচন তথা গরীব, অসহায়, বেকার ও স্বল্পায়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করা। * সমাজের অসহায় ও দারিদ্র লোকদের প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান। * ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। * শ্রমের মর্যাদা, অধিকার ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। * মুসলিম বিশ্বকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে অবদান রাখা। * ইসলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ ও শোষণহীন সমাজ প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা [৯]।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ-

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (O.I.C) প্রদত্ত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা থেকে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যবলী সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তবে সুদী ব্যাংক হতে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা দু'শতাধিক এবং ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিন শতাধিকের ও বেশী। যাই হোক , সকল ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য এক নয় । মৌলিকতা বিচার বিশ্লেষণে বৈশিষ্ট্যাবলী অভিন্ন হলেও প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের গঠন কাঠামো, অবস্থান গত কারন ও পারিপার্শ্বিকতা বিচারে ব্যাংকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করা হলো।

(১) ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক ও ইসলামী বিধানের আলোকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

(২) ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় Sanction এবং Working এ সূদের অস্তিত্ব নেই।

(৩) সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

(৪) এই ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ড ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত।

(৫) ইসলামী ব্যাংক সমূহ অর্থকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে পণ্যের ব্যবসা করে।

(৬) ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ড শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত হওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য তদারক ও পরামর্শ দাতা হিসাবে একটি শরীয়াহ্ কাউন্সিল রয়েছে।

(৭) দরিদ্রকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা ও যাকাত প্রদান করে।

(৮) ইসলামী ব্যাংক শরীয়া নীতিতে লাভ-লোকসানের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে।

(৯) ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জনে জনগণের কল্যাণ-অকল্যাণকে প্রধান্য দেয়।

(১০) মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে।

(১১) ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংক ও গ্রাহক সর্ম্পক এবং শ্রমিক ও মালিক সম্পর্ক থাকে অংশিদারিত্বের।

(১২) মানুষ অর্থনৈতিক মানুষ নয়, বরং মানুষকে শুধুমাত্র মানুষ হিসাবে বিচার-বিবেচনা করে এবং নিঃস্ব অসহায় স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য কাজ করে।

(১৩) ইসলামী ব্যাংকে কোন প্রকার শোষণ , জুলুম , অন্যায় ও অবিচার নয়। বরং আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকবে [১০]।

ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী ঃ

Conventional Banking এবং Islamic Banking কার্যক্রম হতে মানুষের প্রাপ্ত সুবিধা একই রূপ ঠিকই। তবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক লেনদেন, জমা গ্রহণ, মুনাফা বন্টন, Weightage প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার আলোকে সম্পূর্ন করে। ফলে সুদ মুক্ত ব্যাংকিং টি শরীয়াহ বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী হালাল ব্যবসা-বিনিয়োগের মাধ্যমে যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন (Presantation) করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

(১) আল-ওয়াদিয়াহ্ ও মুদ্দারাবা হিসাবে জনগণের সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ।
(২) আমানত গ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং পুঁজি গঠন।
(৩) মুদারাবা মুশারাকা ও ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান।
(৪) বৈদেশিক বানিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সেবা-কার্য বিশ্বব্যাপী করণ।
(৫) দেশে ও বিদেশে অর্থ স্থানন্তর করণ।
(৬) শরীয়াহ্ মোতাবেক বিনিয়গের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন।
(৭) আর্ত-মানবতার সেবা ও জনকল্যান মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(৮) যাকাত প্রদান ও কর্জে হাসানা প্রদান।
(৯) আর্ত-সামাজিক উন্নয়ণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
(১০) জন সাধারনের মুল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের জন্যে লকার সুবিধা প্রদান।
(১১) বিবিধ ব্যাংকিং সেবা ঃ- যেমনঃ ATM সার্ভিস Guarantee ইস্যু, গ্রাহকের বিভিন্ন বিল গ্রহণ ও প্রদান, পরামর্শ দান ইত্যাদি।
(১২) সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রমে বিশেষভাবে অংশ গ্রহন।
(১৩) ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম হলো- (১) আমানত গ্রহন (২) সঞ্চয় সমাবেশ (৩) বিনিয়োগ কার্যক্রম [১১]।

ইসলামী ব্যাংকের জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম ঃ- বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত সকল ইসলামী ব্যাংকিং সকল প্রকার আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজসেবা ও জনকল্যাণ মূলক কাজে ও বেশ অগ্রগামী। কারণ , ইসলামী ব্যাংক ইসলামের বিধান মোতাবেক আর্থিক লেনদেন ও মানব সেবাকে প্রাধান্য দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ-'সম্পদ যেন তোমদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় '-(সুরা হাশর-৯) [১২]। আল্লাহ আরো বলেন ঃ-যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যায় করে, তাদেও উপমা একটি শষ্যবীজ। যা ৭টি শীষ উৎপাদন করে , প্রত্যেক শীষে একশত শষ্য কনা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন- (সূরা বাকারা-২৬১) [১৩]। পবিত্র কোরাআনে আরো বলা হয়েছে ঃ-' তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকার - (সূরা যারিয়াত ঃ-১৯) [১৪]। যাই হোক, ইসলামী ব্যাংকিং আর্ত-মানবতার সেবায় সমাজের দরিদ্র, অভাব-গ্রস্থ, অবসহায় লোকদের প্রয়োজন পুরণার্থে কর্জে হাসানা অর্থ্যাৎ সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান করে। যাতে পরিশোধের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হয়। কারণ , এই সম্পত্তি Depositor-দের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রাংশের সমম্বয়। ফলে তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংক তারিখ ও পরিশোধের স্থান নির্ধারণ করে দেয়। ইসলামী ব্যাংক জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প সমূহ যেমনঃ- গৃহ নির্মাণ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ , ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী কে অর্থায়ন , রিয়েল এষ্টেট , ক্ষুদ্রশিল্প, পল্লী উন্নয়ন, পরিবহন বিনিয়োগ, মসজিদ ও ছোট মার্কেট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক কল্যাণে সচেষ্ট। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক সামগ্রী, ডাক্তার বিনিয়োগ, কার বিনিয়োগ ইত্যাদি প্রকল্প সহ ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাপক জনকল্যাণ মূলক কাজে ইসলামী ব্যাংক নিয়োজিত। এভাবে বহু নিঃস্ব, পল্লীবাসী সম্পদহীন কে স্বচ্ছল করে তুলেছে এই ব্যাংক। অত্যন্ত স্বার্থকতার সাথে এই ব্যাংক বিনিয়োগ সমূহ সম্পর্ন করে নিজে লাভবান হয়, তেমনি জন মানবের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস ঃ-

সুদী ব্যাংকগুলো সুদের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে। যেহেতু ইসলামী ব্যাংক এইরূপ সুদী কারবার করে না। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক সমহের Adminstrative Experditure (প্রশাসনিক খরচ), কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি ব্যয়ভার নির্বাহ করা ,আমানতদারের (Depositors) মুনাফা প্রদানের জন্য এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থা মোতাবেক অর্থ লেনদেন ও বিনিয়োগ নীতির মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকিং মুনাফা অর্জনে নির্মিতে ইসলামী ব্যাংককে অবশ্যই আয় করতে হয়। নিম্নে ইসলামী ব্যাংক সমূহের আয়ের উৎস সমূহ দেয়া হলো ঃ-

(১) ক্রয় বিক্রয়ে মুরাবাহা নীতিমালার ভিত্তিতে অর্জিত আয়।

(২) বাই-মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রাপ্ত আয়।

(৩) বাই-মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয়।

(৪) বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত আয়।

(৫) বাই-সালাম বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়।

(৬) ইসতিস্না পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আয়।

(৭) নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয়।

(৮) হায়ার পারচেজ (ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়) ও অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতিতে অর্জন।

(৯) Import-এ Letter of Credit হতে প্রাপ্ত কমিশন/মুনাফা।

(১০) Export এ L/C (এল,সি) হতে প্রাপ্ত কমিশন/মুনাফা।

(১১) Foreign Currancy ও Traveller's cheque ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাপ্ত Charge/ Commission.

(১২) Foreign Remittance (T.T, D.D) ইস্যুকরণ ও ভাঙ্গানোর Charge/Commission.

(১৩) foreign trade এবং foreign Exchange এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়।

(১৪) বিভিন্ন ব্যাংকের সেবদানের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রশাসন ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করানার্থে ইনসাফ-ভিত্তিক (TT ,DD, PO, Cheque) অর্থ কালেকশন বাবদ প্রাপ্ত Service Charge / Commission ইত্যাদি [১৫]।

এখানে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ্য এবং ইসলামী বিধিতে অনুমোদিত যে, কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ বা কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করা বৈধ। তাই ইসলামী ব্যাংক সমূহ সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ঃ (IBBL) [১৬]

ইসলামী ব্যাংক প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে ঃ-

(১) আমানত গ্রহণ (২) বিনিয়োগ প্রদান (৩) বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক বাণিজ্য (৪) রেমিট্যান্স বা অর্থ স্থানান্তর ঃ টি, টি, ডি, ডি পে-অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক-ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের কাজ করা হয়। (৫) অন্যান্য সেবাঃ যেমন- লকার সার্ভিস , গ্রাহকের বিভিন্ন রকম বিল গ্রহন ও প্রদান, গ্যারান্টি ইস্যু, পরামর্শ দান ইত্যাদি। (৬) এছাড়া ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সেবা ও জনকল্যান মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ ৩টি Sector এ কাজ করে থাকে। যথা ঃ- [১৭]

(ক) প্রচলিত খাত (Formal Sector) :-

(১) আমানত (Deposit) (২) (Investment) বিনিয়োগ (৩) বৈদেশিক বিনিময় (foreign Exchange) (৪) অর্থ প্রেরণ (Remittances) (৫) বিশেষ ব্যাংকিং সার্ভিস (Special Banking Services) প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবা (Special Services for Bangladeshi Living Abroad) (৬) সামাজিক তহবিল (Social fund).

(খ) আনুষ্ঠানিক খাত (Non-formal Sector) : গ্রাম ও শহরের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধান এই ব্যাংকের বিশেষ কর্মসূচী।

(গ) স্বেচ্ছামুলক খাত (Voluntary Sector).

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য ঃ-

বাস্তবে প্রচলিত বা আধুনিক ব্যাংক ব্যাবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে লেনদেন, বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য নেই। তবে এই দুই প্রকার ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রমে নীতিমালায়, পদ্ধতি , অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কারণ , প্রচলিত ব্যাংকিং সম্পূর্ণ মানব রচিত রীতি-রীতিতে পরিচালিত। অন্য দিকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালায় (অর্থনৈতিক) ইসলামী ব্যাংক পরিচালিত হয়। যেমনিভাবে পবিত্র কোরানে আল্লাহর ঘোষণা করেন - ' যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে , যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়- (সূরা বাকারা ঃ আয়াত - ২৭৫) [১৮]। তেমনিভাবে পবিত্র হাদীস গ্রন্থে মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেন- "আন্না আন নাবিয়া লায়ানা আকিলার রিবা ওয়া মুকেল্লাহু শাহেদাইহি ওয়া কাতেবাহু " নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সাঃ) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাথী এবং সুদ চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন- (বুখারী-মুসলিম)। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে , প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাংকিং নীতি, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ইসলামী ব্যাংকিং নীতির মধ্যে বাহ্যিক তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষত হয় না হলেও মৌলিক পার্থক্য সমুহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ- [১৯]

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা		প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা	
১।	ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত।	১।	প্রচালিত ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান , যে প্রতিষ্ঠান সুদের ভিত্তিতে আমানত রাখে ও ঋণ প্রদান করে।
২।	সুদ বর্জন এবং মুনাফা অর্জন এই ব্যাংকের লক্ষ্য।	২।	সুদ ও মুনাফা উভয় লক্ষ্য হতে পারে।
৩।	সকল স্তরে শরীয়াহ্ নীতিমালার অঙ্গিকারাবদ্ধ।	৩।	সকল কার্য স্তরে শরীয়াহ উপেক্ষিত।
৪।	মুনাফা আয়ের প্রধান উৎস।	৪।	সুদ আয়ের প্রদান উৎস।
৫।	এর মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসুল (সাঃ) প্রদর্শিত পথে সমাজ ও রাষ্ট্রে হতে অর্থনৈতিক নীপিড়নও শোষন নির্মূল করে ব্যাপক ভাবে জনগণের উন্নয়ণ ও কল্যাণ সাধন।	৫।	এই ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলমুনাফা অর্জন, তাতে জনগণের ধন বৈষম্য বিবেচ্য নয়।
৬।	ব্যাংকিং টিকিয়ে রাখার মূলযন্ত্র মুনাফা।	৬।	ব্যাংকিং ব্যবসার মূলমন্ত্র সুদ।
৭।	অর্থের ব্যবসা করে না, পন্যের ব্যবসা করে।	৭।	নির্দিষ্ট হার সুদে পন্যের ব্যবস্থা করে।
৮।	সমাজের ক্ষতিকর পণ্য প্রত্যাহার করে।	৮।	ক্ষতিকর পণ্যের তয়াক্কা করে না।
৯।	মুদারাবা হিসাব, মেয়াদী মুদারাবা হিসেব থেকে লাভ-লোকসান সম-বন্টন করে এবং আল-ওয়াদিয়া হিসেব থেকে কোন মুনাফা আমানতকারীকে দেয়া হয় না।	৯।	প্রচলিত ব্যাংক চলতি হিসাব, স্থায়ী হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব-এ তহবিল গঠন করে। সঞ্চয়ী হিসেবে আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়।
১০	অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার কারা হয়।	১০	অর্থকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১১	গমাজের কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর দিকের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে সংকল্প বদ্ধ।	১১	সমাজ কল্যাণ ও ক্ষতিকর প্রভাবে এই ব্যাংক নিরপেক্ষ।
১২	লাভ লোকসানে অংশিদারী নীতিতে পরিচালিত । কার্পণ্য, শোষণ ,ঘৃণা ইত্যাদির মুলোৎপাঠন ।	১২	পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদের লেনদেন করে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ও ঘৃণার সৃষ্টি করে।
১৩	লাভ-লোকশান অংশিদারিত্ব যেমন ঃ- মুদারাবা, মুশারাকা, বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-	১৩	প্রচলিত ব্যাংকে নগদ ঋণ, জামানত ঋণ, ধার ইত্যাদি ঋণ সুদের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

	সালাম, ইজারা ইত্যাদি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়।		
১৪	পূর্ব চুক্তি অনুসারে গ্রহীতা আংশিক বা সম্পূর্ণ লোকসানের বোঝা বহন করে।	১৪	সকল দায় দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা ঋণ গ্রহীতার।
১৫	শরীয়াহ্ বিরোধী স্বার্থ শূণ্যতা রয়েছে।	১৫	ব্যাংক নিজ স্বার্থে বিশ্বাসী।
১৬	এই ব্যাংক ব্যবস্থায় কাজের পরিধি ব্যাপক। এটি একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান।	১৬	কার্য পরিধি সীমিত।
১৭	ব্যবসায় সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা রয়েছে।	১৭	মূলধন পূর্ণ নিরাপদ এবং সুদের মাধ্যমে আসলের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
১৮	ব্যাংক সর্বদা নিজে সমাজ সংগঠক।	১৮	সমাজের সাংগঠনিক চিন্তা শূন্যতা।
১৯	পণ্যের কারবার করে।	১৯	সরাসরি টাকার কারবার করে।
২০	গ্রাহককে নির্ধারিত হারে লাভ প্রদানের আগাম বাণী শোনায় না।	২০	সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে।
২১	এই ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রম ও পরিচালনা প্রণালী ইসলামী নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত।	২১	কার্যক্রম ও পরিচালনা প্রণালী মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট।
২২	শরীয়াহ্ ভিত্তিক কাউন্সিল থাকে।	২২	কোন কাউন্সিল থাকে না।
২৩	দুটিই উন্নয়ন উদ্দেশ্যঃ আর্থিক ও সামাজিক।	২৩	শুধুমাত্র আর্থিক উন্নয়ন উদ্দেশ্য।
২৪	ইসলামী ব্যাংক এককালীন কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে।	২৪	প্রচলিত ব্যাংক কমিমনের হারের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে।
২৫	কল্যাণ কর পন্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট।	২৫	যে কোনভাবেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য।
২৬	ইসলামী ব্যাংক যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের উপর ভিত্তি করে সুষম বন্টনের চেষ্টা করে।	২৬	প্রচলিত ব্যাংক সুদ প্রদানের মাধ্যমে অসম বন্টনের সৃষ্টি করে।
২৭	মূলধন গঠনে শরীয়াহ্ অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে।	২৭	মূলধন গঠনে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করে।
২৯	ব্যাংকের অর্থায়নে উৎপাদন বৃদ্ধিপায় বলে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফিতি থাকে না। কারণ হলো সুদ শুণ্যতা।	২৯	প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফিতি থাকে। কার হলো সুদ মুদ্রাস্ফিতি সৃষ্টি করে।
৩১	ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোন ফরওয়ার্ড বুকিং ছাড়াই বৈদেশিক মুদ্রার তাৎক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।	৩১	প্রচলিত ব্যাংক তাৎক্ষণিক এবং ফরওয়ার্ড বুকিং উভয়ই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহার করে।
৩২	শুধুমাত্র বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে।	৩২	বিনিয়াগের মাধ্যমে গচ্ছিত অর্থে সুদ প্রদান করে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে।
	।		
৩৪	ইসলামী ব্যাংক অর্থ কর্মসংস্থান মুলক বিনিয়োগ করে বেকারত্ব দুরে সচেষ্ট।	৩৪	সুদ থাকায় বেকারত্ব থাকেই। কেইন্ সের মতে - সুদ তারল্য ফাঁদ সৃষ্টি করে, ফলে সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতিতে বেকারত্ব থাকেই।
৩৫	ইসলামী ব্যাংক খেলাপী ঋণ থেকে অতিরিক্ত লাভ দাবী করতে পারে না।	৩৫	প্রচলিত ব্যাংক খেলাপী ঋণ থেকে অতিরিক্ত সুদ তথা বৃদ্ধি সুদ দাবী করে।
৩৬	লাভ-লোকসানে সমান অংশিদারীত্ব বলে (আমানতকারী+ব্যাংক) ইসলামী ব্যাংক দেওলিয়া	৩৬	প্রচলিত ব্যাংক দেউলিয়া হবার আশংকা থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

	হবার আশংকা নেই।		
৩৮	ইসলামী ব্যাংক সুদের মাধ্যমে কোন কললোন দেয় না বা নেয় না। তবে টাইম গুনক দ্বারা অন্যান্য ব্যাংকের টাকা ইসলামী ব্যাংক জমা রাখে।	৩৮	প্রচলিত ব্যাংকে সুদের ভিত্তিতে কল লোনের ব্যবস্থা আছে।
৩৯	ইসলামী ব্যাংকের ও গ্রাহকের সম্পর্ক পণ্য বিক্রেতা ও ক্রেতার এবং ব্যবসায় লাভ-লোকসানের অংশিদারিত্বের।	৩৯	সুদী ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক হলো মহাজন গ্রাহকের এবং সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

১) উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং - ডঃ এ. আর খান, পৃঃ- ৭, ১ম প্রকাশ ঃ নভেঃ-৯৯, এম.এস পাবলিকেশনস । ২) প্রাগুক্ত । ৩) ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং - অধ্যাপক মাওঃ এ.কিউ.এম ছিফাতুল্লাহ্, পৃঃ- ৭০ । ৪) প্রাগুক্ত ৫) প্রাগুক্ত ৬) সহীহ্ মুসলিম শরীফ - হাদীস নং- । ৭) সহীহ্ মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাযাহ্ । ৮) আল কোরআন- সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ- ২৭৮, ২৭৯ । ৯) PRD (IBBL)- প্রকাশিত লিফলেট এবং বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০০৬. ১০) PRD (IBBL) –Aug.2003. ১১) PRD (IBBL) –Aug.2003. ১২) আল কোরআন- সূরা হাশর, আয়াত ঃ ৯ । ১৩) আল কোরআন- সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ- ২৬১ । ১৪) আল কোরআন- সূরা যারিয়াহ, আয়াত ঃ- ১৯ । ১৫) PRD (IBBL) –Aug.2003. ১৬) PRD (IBBL) –Aug.2003. ১৭) PRD (IBBL) –Aug.2003. SIBL প্রকাশিত লিফলেট । ১৮) আল কোরআন- সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ- ২৭৫ । ১৯) প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের তহবিল উৎস

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা শরীয়াহ বোর্ড নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত। সুতরাং এই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য --- রয়েছে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং সৎ- ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থা। এই ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহ ব্যবসায়ে তদারকী করে। জেনারেল ব্যাংকের মতো ইসলামী ব্যাংক Depositor-কে Fixed Profit দেয় না, বরং Percentage (%) প্রদান করে। আর তা হচ্ছে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক সমূহ নিম্নোক্ত বিভিন্ন উৎস হতে প্রয়োজনীয় তহবিল / পুঁজি (Deposit) সংগ্রহ করে থাকে ঃ

(১) আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব (Al-Wadiah Current Deposit Account)
(২) সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Mudaraba Deposit Account)
(৩) বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Special Mudaraba Deposit Account)
(৪) সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব (Mudaraba Terms Deposit Account)
(৫) বিশেষ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব (Special Mudaraba Terms Deposit Account)
(৬) মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব (Mudaraba Short Notice Deposit Account)
(৭) অন্যান্য জমা হিসাব (Other's Saving Deposit Account)
(৮) শেয়ার মূলধন (Share Capital)
(৯) ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল (Own Capital)
(১০) Banker's Bank এবং Other's Bank থেকে গৃহীত ঋণ।
(১১) ব্যাংকের সংগৃহীত তহবিল (Bank Resurve Fund).

Deposit বা আমানত কি ?

Deposit এর অর্থ হলো Atthing Stored for Safe Keepring.

প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে Deposit হলো আমানত কারীদের কাছ থেকে নেয়া ব্যাংকের ঋণ। প্রচলিত ব্যাংকে আমানতকারী চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব এবং স্থায়ী হিসাবে বা মেয়াদী আমানতে টাকা ব্যাংকে আমানত রাখে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের উদ্দেশ্য থাকে সুদ এবং মুনাফা উভয়ই। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাব আমানত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক আমানতের নিরাপত্তা প্রদান পূর্বক আমানতকারীর কাছ থেকে ব্যবহারের অনুমতি পায়। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী একাউন্টে আমানত গ্রহণ করে। এতে আমানকারী এবং ব্যাংক পর্যায়ক্রমে পুঁজির মালিক এবং উদ্যোক্তা হিসাবে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন হয়, অথচ প্রচলিত ব্যাংকে এইরূপ সম্পর্ক হলো ঋণগ্রহিতা এবং ঋণদাতার।

বিভিন্ন প্রকার আমানত (Deposit) :-

(১) Demand Deposit ঃ- যে আমানত Depositor চাহিবামাত্র ব্যাংক দিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ এবং যার বিপরীতে চেক ইস্যু করে, সে সব আমানতকে Demand Deposit বলে। যেমন ঃ কারেন্ট একাউন্ট সাধারণ সেভিংস একাউন্ট।

(২) Time Deposit :- যে সব আমানত নির্দিষ্ট সময়ান্তে/মেয়াদান্তে প্রদেয় হয়, তাকে 'Time Deposit' বলে। এসব আমানতে চেক বই দেয়া হয় না। যেমনঃ মেয়াদী জমা, বন্ড ইত্যাদি।

(৩) কল ডিপোজিট বা কলমানি ঃ- ব্যাংক তার সাময়িক অর্থ সংকট নিরসনের জন্য স্বল্প সময়ের জন্য অন্য ব্যাংক থেকে যে অর্থ ধার করে, তাকে কল ডিপোজিট বা কলমানি বলে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) কস্ট ফ্রি ডিপোজিট ঃ- যে সব ডিপোজিটে ব্যাংক কোন মুনাফা দেয় না তাকে 'কস্ট ফ্রি ডিপোজিট' বলে। যেমন ঃ Payment Order, Demand Draft Payable, Current Account ইত্যাদি।
(৫) হাই কস্ট বিয়ারিং ডিপোজিট ঃ- যে ডিপোজিটে ব্যাংক উচ্চহারে মুনাফা প্রদান করে তাকে হাই কষ্ট বিয়ারিং ডিপোজিট বলে। যেমনঃ মেয়াদী জমা, বিবিধ বন্ড ইত্যাদি [১]।

প্রচালিত ব্যাংকের আমানত ঃ

প্রচলিত বা আধুনিক ব্যাংক সমূহ ৩ ধরনের আমানত গ্রহণ করে (১) চলতিহিসাব (২) সঞ্চয়ী হিসাব (৩) স্থায়ী হিসাব। মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়ে এই সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যায়। চলতি হিসাব এবং স্থায়ী হিসাব ১,০০০ /= টাকায় খোলা যায়। সঞ্চয়ী হিসাব অনেক রকমের হতে পারে। সঞ্চয়ী হিসাব এবং স্থায়ী হিসাবের টাকা বিনিয়োগ করতে পারে, কিন্তু চলতি হিসাবের টাকা বিনিয়োগ করতে পারে না। চলতি হিসাবে কোন সুদ দেয়া হয় না তবে সঞ্চয় এবং স্থায়ী হিসাবে সুদ প্রদান করা হয়। সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহক ব্যাংকিং সেবার সুযোগ পেলে ও স্থায়ী হিসাবে এমন কোন সুযোগ নেই। যাই হোক সুদী তথা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানব রচিত তথা শরীয়াহ তয়াক্কা। না করে নিয়ম-নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। এতে মানুষের কল্যান থাকতে ও পারে নাও থাকতে পারে। অর্থ সঞ্চয় ও অধিকতর মিতব্যয়িতা, মুনাফা অর্জন, পৌনঃপুনিক লেনদেন এবং সুদ এই সব হিসেবের উদ্দেশ্য।

ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি

বাংলাদেশে প্রচলিত সকল প্রকার ব্যাংকে হিসেব খোলার পদ্ধতি সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পদ্ধতি সমূহ এক ও অভিন্ন। প্রচলিত ব্যাংকিং এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হিসেব খোলার পদ্ধতি সমূহ /আমানত সংগ্রহের পদ্ধতি সমূহ একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। আধুনিক ব্যাংক সমূহ বিভিন্ন সুদের হারে এবং ব্যাংক লাভ-লোকসানের অংশীদারী ভিত্তিতে বিভিন্ন মেয়াদ আমানত গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন আমানত হিসেবের মাধ্যমে। গ্রাহক ভিবিন্ন ধরনের হতেপারে। যেমনঃ একক ব্যক্তিগত হিসেব, যৌথ হিসেব, একক মালিকানাধীন কারবার অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার, ক্লাব/সমিতি ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংক সমূহে মুদারাবা, মুশারাকা, ইত্যাদি হিসেব খোলা হয়। যাই হোক বাংলাদেশের আধুনিক এবং শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক সমূহের হিসাব খোলার পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-
* একজন গ্রাহককে ব্যাংক হিসেব খুলতে যে সমস্ত কাগজপত্র দেয় তা হলো (১) হিসাব খোলার ফরম (স্বাক্ষর কার্ড (৩) পে-ইন-স্লিপ।
* ব্যাংক গ্রাহককে যে সমস্ত তথ্য/নথি উপস্থাপন করতে পরামর্শ দেয়, তাহলো ঃ- (১) পরিচয় দানকারী সংগ্রহ (২) পার্সপোর্ট ২ কপি ছবি (১টি Opening Card এবং অপরটি Signeture এর জন্য) (৩) নমিনির ছবি/নমিনি নিয়োগ (বর্তমানে নমিনি নিয়োগ বাধ্যতামূলক) [২]।

একক ব্যক্তিগত হিসেব খোলার পদ্ধতি ঃ-

২০০২ সালের "মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন" প্রর্বতনের পর Bangladesh Bank নির্দেশ মোতাবেক গ্রাহক নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। (১) গ্রাহক চাকুরীজীবির ক্ষেত্রে চাকুরীদাতা/প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। (২) চাকুরীজীবি নয়, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রহণযোগ্য সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রদত্ত পরিচয় পত্র জমা দিতে হবে।
অথবা (৩) পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি লাগবে। (৪) গ্রাহকের নিকট থেকে তার Account Profile নিতে হবে। (৫) Profile এ তার বাৎসরিক আনুমানিক লেনদেনের রূপরেখা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয়দানকারী হওয়ার যোগ্যতা ঃ

(১) পরিচয়দানকারী অবশ্যই একই ব্যাংকের চলতি অথবা সঞ্চয়ী হিসাব সংরক্ষনকারী হবে হিসেবের বয়স কমপক্ষে ৬ মাস হতে হবে।
* হিসাব লেনদেন সন্তোষজনক হতে হবে।
* পরিচয়দানকারীর হিসাব পরীক্ষা শেষে ব্যবস্থাপক ঐ গ্রাহককে হিসেব খোলার অনুমোদন দেবেন।
(২) পরিচয়দানকারী গ্রাহকের ছবি সত্যায়িত করবেন।
(৩) Opening form এর পরিচয় দানকারী নির্দিষ্ট ঘরে স্বাক্ষর করবেন।
* উক্ত স্বাক্ষর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক অফিসার ভেরিফাই করবেন।
(৪) স্থায়ী আমানত হিসেব এবং ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কোন হিসাবধারী পরিচয় দানকারী হতে পারবে না।
(৫) প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তিগত পরিচয়ে পরিচিতি দিলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

হিসাব খোলার ধাপসমূহ ঃ

প্রত্যেক প্রকার আমানতী হিসাব খোলার জন্য পৃথক পৃথক হিসেব খোলার ফরম রয়েছে। একই ভাবে বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকের জন্য ও যথোপযুক্ত নির্ধারিত Opening Form রয়েছে।
১) Opening form গ্রাহক নিজ হাতে পূরণ করবেন।
* কোন ঘর খালি রাখা যাবে না।
* গ্রাহক নির্ধারিত স্থানে পরিচয়দানকারীর নাম, ঠিকানা, হিসাব নম্বর, লিখে পরিচয়দাকারী স্বাক্ষর করবেন।
* নমিনির ঘরে নমিনির নাম, ঠিকানা, বয়স, গ্রাহক নমিনী সম্পর্ক ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
* নমিনির ছবি গ্রাহক সত্যায়িত করবেন।
* Opening form-টি Manager (Bank) মনোযোগ সহকারে চেক করে সন্তোষজনক হলো 'আমি গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাকে হিসাব খোলার অনুমতি দিলাম'- লিখে স্বাক্ষর করবেন।
* গ্রাহকের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত (গ্রাহক) Account Profile আলাদা কাগজে ব্যাংক গ্রহণ করবে।
* Account Opening Register এ এন্ট্রি দিয়ে যে সিরিয়াল নাম্বার পাওয়া গেল, তাহলে গ্রহকের হিসাব নাম্বার। Opening form Signeture Card Pay-in-Slip-এ এই হিসাব নাম্বার বসবে। Pay-in-Saip-এ গ্রাহক নগদ টাকা জমা করে হিসাব খোলার চুক্তি সম্পাদন করবেন।

* ব্যাংকের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারের সমানে গ্রাহক নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে তিনটি স্বাক্ষর করবেন, যা উক্ত অফিসার ভেরিফাই করে সীল-স্বাক্ষর দিয়ে কার্ডের সঙ্গে ছবি লাগিয়ে কার্ডটি যথাস্থানে রাখবেন।
* Opeing form থেকে Name, Address, Account No, Name of Identefier, Address, Account No, Special Instruction (যদি থাকে) লিখে লেজারে হিসাব খোলা হবে। Pay-in-slip থেকে লেজার পোষ্টিং দেয়া হবে।
* গ্রাহককে চেক বই ইস্যু করা হবে এবং তার সিরিয়ালটি লেজারে লিখতে হবে।
* Checking officer লেজার চেক করার সময় লেজার হেডে, পরিচয়দানকারীর ঘরে, চেক সিরিয়ালে পূর্ণ স্বাক্ষর এবং ব্যালেন্সের ঘরে অনুস্বাক্ষর করবেন।
* গ্রাহকের পাস বইয়ে (যদি সঞ্চয়ী হিসাব হয়) ব্যালেন্স তুলে তাতে ব্যাংক অফিসার অনুস্বাক্ষর দিয়ে দিবেন।
* ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই গ্রাহককে এবং তার পরিচয় দানকারীকে Registered with AD তাকে ধন্যবাদ পত্র পাঠাবেন এবং AD form টি/রিসিটটি ফিরে এলে Opening form এর সাথে সংরক্ষণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

একক মালিকানাধীন কারবার ঃ

* বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ব্যাংকে জমা দিত হবে।
* হিসাবের ঠিকানার সাথে ট্রেড লাইসেন্সের ঠিকানার মিল থাকতে হবে।
* ব্যবসায়ের প্রতিনিধি হিসেবে কারবারের মালিক নিজে Opening form স্বাক্ষর করবেন। যেমনঃ- 'মেসার্স সুমিতা ট্রেডার্স' মালিক সুমিতা। এখানে তার ব্যক্তিগত ঠিকানা থাকবে।
* হিসাব পরিচয় দানকারীর ছবি এবং পরিচয়দানকারী লাগবে।

অংশীদারী কারবার ঃ-

১৯৩২ সালের অংশিদারী আইনের ৪নং ধারায় অংশীদারী কারবারকে সতায়িত করা হয়েছে এইভাবে 'সকলের দ্বারা পরিচালিত অথবা সকলের পক্ষে একজন কর্তৃক পরিচালিত কোন ব্যাবসায়ের লভ্যাংশ ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই হচ্ছে অংশীদারী কারবার'।

অংশীদারী কারবারে হিসাব খুলতে নিম্নোক্ত সনদ আবশ্যক ঃ-

(১) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, সত্যারিত কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
(২) পার্টনার শীপ ডীভ, যাতে সকল অংশীদার স্বাক্ষরিত হবে।
(৩) ব্যাংকের প্রেসক্রাইবড ফরমে ব্যাংক পার্টনারশীপদেরকে একটি পার্টনার শীপ লেটার দেবে। প্রত্যেক অংশীদার এতে স্বাক্ষর করবেন। এতে থাকবে হিসাব পরিচালনাকারীর নাম।
(৪) কারবারটি Registered হলে পরিচয় দানকারীর প্রয়োজন নেই (Unregistered হলে লাগবে)।
(৫) সকল অংশীদার কারবারের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে Opening form এ স্বাক্ষর করবেন।
(৬) ম্যানিজিং পার্টনারদের নাম উল্লেখ না থাকলে ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য ম্যান্ডেট লাগবে।
* ম্যান্ডেটে থাকবে ম্যানিজিং পার্টনারদের নাম, হিসাব পরিচালনাকারীর নাম ইত্যাদি।

যৌথ মূলধনী কারবার বা লিমিটেড কোম্পানী ঃ-

ব্যাংকে ঐ সমস্ত লিমিটেড কোম্পানী হিসেব খুলতে পারবে, যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় গড়ে উঠেছে। কোম্পানী আইন অনুসারে ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানীকে রেজিষ্টার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে রেজিষ্টিভূক্ত হতে হবে। রেজিষ্ট্রিভূক্ত করণ সার্টিফিকেট Certificate of Incoporation থাকতে হবে।। লিমিটেড কোম্পানী দুই ধরনের হয় । (1) Private limited company (2) Pablic limited company. এই দুই ধরনের কোম্পানীর বৈশিষ্ট্র নিম্নসরূপ ঃ-

ব্যাংকে লিমিটেড কোম্পানীর হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ-

বিভিন্ন লিমিটেড কোম্পানী ব্যাংকে হিসাব খুলতে চাইলে লাগবে ---
(১) মেমোর‍্যান্ডাম অব এসোসিয়েশন
(২) আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন
(৩) সার্টিফিকেট অব বোর্ড অব ডারেক্টরস মিটিং। ব্যাংকে রেজিলেশনটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে এটা মেমোর‍্যান্ডাম এবং আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের সাথে সম্মতিপূর্ণ কিনা।

Dhaka University Institutional Repository

ক্লাব/সমিতির ব্যাংকিং হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ-

জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ক্লাব এবং সমিতি একই ধরনের সংগঠন। এই সমিতি ব্যবসায়ী এবং অব্যবসায়ী উভয় প্রকার সংগঠন হতে পারে। যেমন ঃ আবাহনী ক্লাব লিঃ, কুমিল্লা সমবায় সমিতি ইত্যাদি ব্যবসায়ী সংগঠন। ১৮৬০ সালের সমিতি রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী সমিতি নিবন্ধিত হবে এবং ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন অথবা ১৯৪০ সালের সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী ক্লাব/ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোন ব্যবসায়ী ক্লাব সংগঠন বা সমিতি ব্যাংকে হিসেবে খুলতে চাইলে তাকে অব্যশই রেজিষ্ট্রার্ড হতে হবে। আর অব্যবসীয় সংগঠন হলে রেজিষ্ট্রার্ড না হলেও চলবে, তবে ঐ সমিতির হিসাবে ঋণ দেয়া যাবে না। কারণ তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। যদি সমিতিটি সমবায় সমিতির নামধারী- প্রতিষ্ঠান হয় তবে তাকে সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটধারী হতে হবে। সমিতির হিসাব খুলতে পয়োজনীয় দলিলাদি হচ্ছে নিম্নরূপ [৩] ঃ-

(১) বাই লস/ রুলস এন্ড রেগুলেশনের সত্যায়িত কপি।
(২) রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট (যদি থাকে)।
(৩) 'রেজুলিউশন অব ম্যানিজিং' কমিটির সত্যায়িত কপি। এতে থাকবে হিসাব খোলার জন্য মনোনীত ব্যাংকের নাম,হিসাব পরিচালনায় প্রদত্ত ক্ষমতা এবং হিসাব পরিচালনার অন্যান্য নির্দেশ । ব্যাংক কতৃর্ক রেজুলেশনটি পরীক্ষা করে দেখবে সমিতির বাই'ল অনুসারে এটা সঙ্গতি পূর্ণ কিনা।
(৪) হিসাব পরিচালনাকারীর ছবি।

চলতি,স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ –

নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণে হিসাব খোলা আবশ্যক, চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে গ্রাহক নিজ পছন্দ মত হিসাব খুলবে। তাছাড়া আমনতকারী কোন কারবার প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলে বাধ্যতামূলক ভাবে চলতি হিসাব খুলতে হয়। অবশ্য মেয়াদী হিসাবে ও টাকা জমা রাখা যায়।

চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ –

* হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তি ব্যাংক হতে চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার আবেদন পত্র সংগ্রহ করিবেন।
* "ব্যাংক কর্মকর্তা" আগ্রহী ব্যক্তিকে আবেদন পত্রের সঙ্গে নমুনা দস্তখতের কার্ড সরবরাহ করবেন।
* ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহককে ফরম পূরণে সহয়োগিতা করবেন।
* সংগৃহীত আবেদন পত্র এবং নমুনা স্বাক্ষর কার্ডটি যথা নিয়মে পূরণ করতে হয়।
* নমুনা দস্তখত কার্ডে আবেদনকারীর পূর্ন নাম লেখা ছাড়াও অন্তত তিনটি নমুনা স্বাক্ষর দিতে হয়।

আবেদন পত্রের সাথে নিম্মোক্ত দলিলপত্র ক্ষেত্র বিশেষ জমা দিতে হয় ঃ-

১। ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৩ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট ছবি।
২। কোম্পানী হলে স্মারক লিপি, নিবন্ধনপত্র, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র, বিবরনীপত্রের কপি।
৩। অংশীদারীর কারবার হলে চুক্তিনামার কপি।
৪। সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে উপবিধি।
৫। সামগ্রীক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের কপি এবং এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সত্যায়িত কপি আবেদন পত্রের সাথে ব্যাংকে জমা দিতে হয়।
* পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দিলিলসহ তা ব্যাংক ম্যানেজার বা হিসাব খোলার দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট জমা দিবে। ব্যাংক কর্মকর্তা জমাকৃত

Dhaka University Institutional Repository

আবেদনপত্রকারীকে ব্যাংক হিসাব খোলার অনুমতি প্রদান করে এবং তার নামে একটি হিসাব নম্বর বরাদ্দ করে ।

* ব্যাংক হিসাব খোলার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি সাথে সাথে ঐ নাম্বারে প্রাথমিক জমা দিতে হয়। চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে প্রাথমিক জমার পরিমান ১০০০ টাকা, সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ১০০টাকা। অবশ্যই বিভিন্ন ব্যাংকে এই প্রাথমিক আমানতের পরিমান ভিন্ন ভিন্ন করা হয়েছে ।

স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ-

যাদের প্রচুর অব্যবহৃত টাকা থাকে অথচ তাঁরা ঝুঁকিতে ব্যবসায় অনাগ্রহী তাদের জন্য স্থায়ী হিসাব উত্তম। এই হিসাব খোলার পদ্ধতি নিম্নরুপ ঃ

* আগ্রহী ব্যক্তি ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট থেকে হিসাব খোলার আবেদন পত্র সংগ্রহ করবেন।

* আবেদন পত্রটি যথাযথ পূরণ শেষে ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট জমা দিলে তিনি স্থায়ী হিসাব খোলার অনুমতি প্রদান এবং একটি জমা রশিদ সরবরাহ করেন।

* এই রশিদ স্থায়ী রশিদ নামে পরিচিত। এতে আমনতকারী এবং ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর/দস্তখত থাকে। মেয়াদ শেষে আমনতকারী রশিদটি ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক তাকে টাকা ফেরৎ দেবে।

উপরোক্ত যে কোন গ্রাহকের হিসাব খুলতে ব্যাংকে জমাকৃত দলিলাদি ব্যাংকারকে অবশ্যই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে হয়। দলিলাদি যাচাই বাচাইয়ের সময় নিম্মোক্ত কতগুলো বিষয় ব্যাংকারকে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ (১) দেশের প্রচলিত আইন (২) প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী (৩) নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা (৪) কাজের অভিজ্ঞতা (৫) ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা। এদিকে শরিয়য়াহ ভিত্তিক ব্যাংক সমূহ এই সব নিয়ম পদ্ধতি মেনে গ্রাহকের সততা, সৎ পথে উপার্জন, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় লক্ষ রেখে হিসাব খোলার অনুমোদন দেয়।

ব্যাংকে হিসাব খুলতে পরিচতির প্রয়োজন হয় কেন ?

আধুনিক ব্যাংকিং এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবস্থা দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং আইনের দ্বারা পরিচালিত হয় আসছে। গ্রহকে আচার-আচরন, আর্থিক সঙ্গতি, চরিত্র, সুনাম ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাগণের জানার কথা নয়। ফলে স্বভাবত কারনেই ব্যাংকার আমাতকারীর হিসাব খোলার পূর্বে পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। কারণ ব্যাংকে টাকা জমাকরণ, উত্তোলন, এবং ঋণগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রাহকের জালিয়াতির আশংকা রয়েছে। এই জন্য হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তিকে হিসাব খোলার আবেদন পত্রের নির্দিষ্ট স্থানে উক্ত ব্যাংকে হিসাব আছে এমন ৩ জন ব্যক্তির সনাক্তকৃত হতে হয়। পরিচতির মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকে গ্রাহকের প্রতারণা-জালিয়াতি করে পালিয়ে গেলে পরিচয় দানকারীর মাধ্যমে তাকে সহজে ধরা সম্ভব হয়। অন্যথায় পরিচায়দানকারীকেই ব্যাংক সেজন্য দায়ী করতে পারে [৪]।

ব্যাংক নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কেন ব্যবহার করে ?

ব্যাংক (সকল প্রকার ব্যাংক) সরবরাহকৃত যে ছাপানো কার্ডে গ্রাহক তার নাম এবং নমুনা স্বাক্ষর দান করে ,তাকে নমুনা স্বাক্ষর বা দস্তখত কার্ড বলে। এই কার্ডের সম স্বাক্ষরে গ্রাহক তার পরিবর্তী সকল ব্যাংকিং লেনদেন করবে। ব্যাংক অত্যন্ত সাবধানতায় এই কার্ড সংরক্ষণ করে এবং গ্রাহক চেকের দস্তখত নমুনা দস্ত খতের সাথে মিলিয়ে নেয়। ব্যাংক কর্মকর্তা এই নমুনা স্বাক্ষর এবং চেক স্বাক্ষরে গরমিল পেলে চেকটি ফেরত দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের পাস বই ঃ

দেশের প্রচলিত সকল প্রকার আধুনিক ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ সঞ্চয়ী হিসাবের লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য আমানত কারীকে যে ছোট হিসাবের বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংকের পাসবই বলে। একজন গ্রাহককে ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসবা খোলার সাথে সাথে এই বই সরবরাহ করে যাতে জমা ও উত্তোলনের হিসাব নিকাশ তারিখসহ এই বইয়ে লেখা থাকে। এই পাসবই ব্যাংকের খতিয়ানের অনুরূপ হয়। পাসবইয়ে টাকা জমা ও উত্তোলনের দৈনন্দিন হিসাব, চেক নম্বর ও তারিখ সহ লিপিবদ্ধ করা হয় ফলে জমাকৃত টাকার পরিমান জমাকারী অতি সহজে জানতে পারে। টাকা জমা হলে জমার ঘরে Credit এবং উত্তোলন করা হলে খরচের ঘরে Debit করা হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য সুবিধাজনক হিসাব ঃ-

ইসলামী ব্যাংক প্রবাসে অবস্থানরতঃ বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া নিম্নোক্ত হিসাব সমূহ বিশেষভাবে সুবিধাজনক অবস্থাতে চালু রেখেছে।
(১) মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (২) মুদারাবা মেয়াদী হিসাব (৩) মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড (৪) মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব (৬) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (FC/AC) প্রবাসীর উপার্জিত মুদ্রা গ্রহণে ইসলামী ব্যাংকের করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান ঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশদের জন্য তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলে সহজ ও নিরাপদে দেশে প্রেরনের জন্য করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউস সমূহ দ্বারা কার্যক্রম চালু রেখেছে। যেকোন প্রবাসী এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে অতি সহজে ড্রাফট ক্রয়/Electronic Transfer করতে পারেন এবং এই সব প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করলে সহজে ইসরঅমী ব্যাংকের উপর ড্রকরন নিশ্চিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে Draft/Electronict transfer Massage পাওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাপকের একাউন্টে টাকা জমা হবে।

নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের Correspondent Bank/Exchange house সমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন করছি ঃ- [৫]

মধ্য প্রাচ্য		অন্যান্য দেশ	
১।	আল-রাজী ব্যাংকিং এন্ড ইন্ভেস্টমেন্ট কর্পোঃ		UK: ১। এ, এন এক্সপেস লিঃ
২।	আল-রাজী কমার্শিয়াল ফরেন এক্সচেঞ্জ	২।	বার্কলেস ব্যাংক, PLC
৩।	সৌদি আমেরিকান ব্যাংক (Samba)	৩।	লয়েডস টি এস বি ব্যাংক
	সংযুক্ত আরব আমিরাত ঃ	৪।	কুশিয়ারা ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিঃ
১।	দুবাই ইসলামীক ব্যাংক		USA
২।	আল আনসারী এক্সচেঞ্জ এস্টাবলিস্টমেন্ট	১।	সিটি ব্যাংক, NA
৩।	লারী এক্সচেঞ্জ এস্টাবলিস্টমেন্ট	২।	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ, নিউইর্য়ক
৪।	ইউ.এই.এক্সচেঞ্জ সেন্টার	৩।	প্লাসিক এন কে কর্পোরেশন
৫।	হাবিব এক্সচেঞ্জ কোম্পানী		মালেশিয়া ঃ
৬।	গালফ্ এক্সপ্রেস কোম্পানী	১।	আর এইচ বি ব্যাংক বারহান মালেয়েশিয়া
৭।	আবুধাবী ইসলামী ব্যাংক	২।	ব্যাংক ইসলামী মালেয়েশিয়া বারহাদ
৮।	আল-মোনা এক্সচেঞ্জ, দাইরা		জাপান ১। ব্যাংক অব টোকিও মিতসুবিশি লিঃ
	কুয়েত ঃ (১) কুয়েত বাহরাইন	১)	সিঙ্গাপুর ঃ

	ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী (WLL)		
২।	ন্যাশনাল মানি এক্সচেঞ্জ (WLL)	২)	সিটি ব্যাংক এন এ
৩।	কুয়েত ফিন্যান্স হাউজ		আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ। (৬)
৪।	ডলার কো এক্সচেঞ্জ কোং লিঃ		মধ্য প্রাচ্য
৫।	বাহরাইন এক্সচেঞ্জ কোং (WLL)		ওমান ঃ
৬।	দি সিটি ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোং	১।	মডার্ন এক্সচেঞ্জ কোন ( )
৭।	ওমান এক্সচেঞ্জ কোম্পানী	২।	ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ( )
	কাতার ঃ- (১) ইসলামিক ব্যাংক		বাহারাইন
২।	ইস্টার্ণ এক্সচেঞ্জ কোং	১	দলিল এক্সচেঞ্জ
৩।	হাবিব কাতার ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোং	২	বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক ( )
২।	ইউনিয়ন এক্সচেঞ্জ কোং	৩	জিন্নজ এক্সচেঞ্জ কোং ( )

দ্রুত ও নিরাপদে দেশে টাকা পাঠানো ঃ

দেশের বর্তমান ইসলামী ব্যাংক সমূহ প্রবাসী বাংলাদেশের জন্য দ্রুত ও নিরাপদে দেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। যেমনঃ সৌদি আরব, ১৫ লক্ষাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী রয়েছে। বাংলাদেশর ইসলামী ব্যাংক দেশ টির ৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে টাকা ড্রয়িং চুক্তি সম্পাদন করেছে। প্রতিষ্ঠান ৫টি হলোঃ আলরাজী ব্যাংক, ব্যাক আল বিলাদ (ইনজায়), সৌদি আমেরিকান ব্যাংক (সামবা) আল জামিন এক্সচেঞ্জ কোম্পানী এবং আল আমুদী এক্সচেঞ্জ হাউজ। এই সব প্রতিষ্ঠানের থেকে Draft/Electronic Transfer করে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত-সহজে ও নিরাপদে দেশে টাকা পাঠানো যায়। এ ক্ষেত্রে নিয়মটি হলো ঃ প্রাপকের পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা ভোটার আইড নাম্বারের বিপরীতে টাকা পাঠিয়ে প্রেরক প্রাপককে জানাবে। প্রাপক মূল পাসপোর্টি, ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা ভোটার আই.ডি কার্ড দেখিয়ে পরিচয় নিশ্চিত করে টাকা গ্রহন করবে। তবে পাসপোর্ট নাম্বার আইডি নাম্বার এবং লাইসেন্স নাম্বার যথাযথ না লিখলে বা ভূল লিখলে টাকা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়।

বৈদেশিক আল-রাজি ব্যাংক, ব্যাংক আল বিলাদ, আল-জামিল কোম্পানী এবং আল-আমুদী এক্সচেঞ্জ হাউস ইসলামী ব্যাংকের যে কোন শাখার উপর ড্রাফট ড্র করে। সৌদি আমেরিকান ব্যাংক (Samba) ঢাকা-চট্টগ্রাম এলাকার বাইরে ইসলামী ব্যাংকের ৫৭ টি শাখার উপর ড্রাফট ড্র করে। ইসলামী ব্যাংকের প্রাপকের শাখার উপর ড্র করা না হলে ড্রাফট এর টাকা কালেকশন করতে বাড়তি সময় লাগে। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষ বাড়তি টাকা ও খরচ হয়, যা প্রাপকের একাউন্ট থেকে কেটে নেয়া হয়। প্রাপকের শাখার উপর কালেকশন না দেয়া এবং ড্রাফটে প্রাপকের নাম, হিসাব নাম্বার, ব্যাংক ও শাখার নাম সঠিক ভাবে না লেখা হলে Demand Draft এর টাকা পেতে বিলম্ব ঘটে।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আল-রাজী ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের
ক্ষেত্রে ১০০০ ডলার, আল-রাজী কমার্শিয়াল করেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে ৫০০ ডলারের বেশী টাকার ড্রাফট এ ২টি দরখাস্ত, আল-জামীল কোম্পানীর সকল ড্রাফট ২টি এবং সৌদি -আমেরিকান ব্যাংক (Samba)-র সকল ড্রাফট ১টি দরখাস্ত আছে কিনা তা প্রেরককে ভালভাবে দেখতে হবে । (অন্যান্য দেশ থেকে রেমিটান্স ট্রান্সফারের নিয়ামাবলী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে)।

ইসলামী ব্যাংক গুলোর আমানত/জমা হিসাব চিত্র ঃ ইসলামী ব্যাংকের জমা হিসাবগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) আল-ওয়াদিয়া হিসাব (২) মুদারাবা হিসাব

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক গুলো জনগনের কল্যাণ ও নৈতিকতা বিচার বিশ্লেষন সাপেক্ষে আল-ওয়াদিয়া, মুদারাবা, ইত্যাদি নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকের সঞ্চয় সমাবেশ ঘটে। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সঞ্চয় সামাবেশের হিসাব চিত্র উপস্থাপন করা গেল।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর হিসাব নিম্নরূপ ঃ- [৭]

১।	আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব	২।	মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
৩।	মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ হিসাব	৪।	মুদারাবা মেয়াদী হিসাব
৫।	মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব	৬।	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড হিসাব
৭।	মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন)	৮।	মুদারাবা মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব
৯।	মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট হিসাব	১০।	মুদারাবা মোহর জমা হিসাব
১১।	বিশেষ মুদারাবা আমানত হিসাব	১২।	মুদারাব বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকর লিঃ এর হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

১।	আল-ওয়াদিয়া হিসাব	৪।	মুদারাবা নোটিশ আমানত হিসাব
২।	মুদারাবা সঞ্চতি আমানত হিসাব	৫।	বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব
৩।	মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব	৬।	

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর হিসাব নিম্নরূপ ঃ

১। মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা হিসাব।
২। মুদারাবা স্বল্প নোটিশ জমা হিসাব
৩। মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব।
৪। বিশেষ জমা প্রকল্প নিম্নরূপ ঃ-
ক) মুদারাবা মাসিক মুনাফা হিসাব।
খ) মুদারাবা হজ্ব ওমরাহ্ সঞ্চয়ী হিসাব।
গ) ক্যাশ ওয়াকফ্ সার্টিফিকেট।

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন (E.C) এর হিসাব নিম্নরূপ ঃ

১। মুদারাবা সঞ্চয় জমা হিসাব।
২। মুদারাবা স্বল্প মেয়াদী জমা হিসাব।
৩। মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাইম ব্যাংক লিঃ (ইসলামী শাখার) এর হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

১। আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব।
২। লাভ-ক্ষতি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে জমা।
৩। লাভ-ক্ষতি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা।
৪। লাভ-ক্ষতি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদী জমা।
৫। লাভ-ক্ষতি অংশোদারিত্বের ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদী জমা।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ (Formal Sector) :

1. Mudaraba Monthly Profit Deposit A/c
2. Mudaraba Hajj/Umrah Saving A/c
3. Mudaraba Education Savings deposit Account
4. Mudaraba Special Savings (Penson) Scheme Account.
5. Mudaraba Millionaire Scheme Account.
6. Mudaraba Monthly SavingsBased term Deposit Account.
7. Mudababa Lakhopati deposit Scheme Account
8. Mudabab Double benefit deposit Scheme Account.
9. Mudabab Foreign currency term Depost Scheme Account.

ব্যহ্যিক দৃষ্টিতে সকল ইসলামী ব্যাংক গুলোর আমানত/সঞ্চয় সমাবেশ হিসাব সমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে নামকরণ করা হলেও ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় সমাবেশ পর্যালোচনা করলে হিসাব পদ্ধতি গুলোর সমন্বয় সাধন করে নিম্নোক্ত ৫ প্রকার হিসাব পদ্ধতি-ই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ঃ-

১) আল-ওয়াদিয়া হিসাব।
২) সাধরন মুদারাবা হিসাব।
৩) বিশেষ মুদারাবা হিসাব।
৪) মেয়াদী মুদারাবা হিসাব।
৫)বিশেষ মেয়াদী মাদারাবা হিসাব।

নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাব সমূহ এবং এদের নিয়মাবলী আলোচনা করা হলো।

সঞ্চয় ও আমানত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালায় সঞ্চয় বা পুঁজিগঠন এবং আমানত গ্রহণ নীতিমালা সমূহ সনাতনী ব্যাংকিং থেকে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত তথা শরীয়াহ মোতাবেক নীতির অনুসৃত।
নিম্নে আমি সঞ্চয় বা পুঁজিগঠন পদ্ধতি এবং আমানত গ্রহণ পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

*** আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ঃ** নিয়মাবলী [৮]

১) ব্যাংক শরীয়াহ মোতাবেক এই হিসাবের টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। এই হিসাবে কোন লাভ দেয়া হয়না। ব্যাংকের লেনদেন কালীন সময়ের মধ্যে একাধিবার টাকা জমা দেয়া ও উঠানো যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২) ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বা ব্যাংকের চলতি হিসাবধারীর পরিচিতিতে এই হিসাব খোলা যায়। হিসাব খোলার জন্য কমপক্ষে ৫০০/- টাকা জমা করতে হয়, অন্যথায় ব্যাংক চেক ফেরৎ দিতে পারে। এছাড়া সরকারী শুল্ক বাবদ প্রয়োজনীয় টাকা ও জমা রাখতে হবে।

৩) Minimum Balance (৫০০ টাকা) না থাকলে অর্ধ বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাংক Incidental Chaqee নিয়ে থাকে।

৪) হিসাব বন্ধ করার জন্য ৫০/- টাকা চার্জ আদায় করা হয়।

৫) চেক বই নেয়ার জন্য Requisition Slip ব্যবহার করতে হয়।

৬) চেকের মাধ্যমে টাকা উঠানো যায় (এক্ষেত্রে NI-ACT-এর সব ধারা প্রযোজ্য হবে)।

৭) চুরি বা খোয়া যাওয়া চেকের মাধ্যমে জালিয়াতি হলে ব্যাংক কোনক্রমে দায়ী হবে না।

৮) ভূলবশতঃ Stop Cheque এর মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হলে ব্যাংক দায়ী হয় না।

৯) প্রতি জুন এবং ডিসেম্বর মাসে ব্যাংক Excise duty আদায় করে।

১০) গ্রাহক সব ধরনের যোগাযোগের জন্য পুর্বে দেওয়া নমুনা স্বাক্ষর ব্যবহার করবেন।

১১) গ্রাহক ইচ্ছে করলে প্রতি মাসে Account Statement নিতে পারবেন।

১২) প্রত্যেক হিসাব ধারককে আলাদা আলাদা হিসাব নম্বর দেয়া হয়।

* টাকা জমা করার সময় নাম ও হিসাব নাম্বার সহ অন্যান্য বিবরন সঠিক ভাবে লিখতে হয় * Authorized Officer এর স্বাক্ষর ও Seal ছাড়া কোন জমা বৈধ হয় না। চেক Collection এর জন্য জমা করলে Cross করে দিতে হয় * Collection এর জন্য কমিশন ও Postage বাবদ টাকা আদায় করা হয়।

১৩) ব্যাংক হিসাব থেকে প্রয়োজনীয় টাকা আদায় করে নিতে পারে।

১৪) কোন কারন ছাড়া ব্যাংক হিসাব বন্ধ করতে পারে।

১৫) হিসাবে DR/CR ভূল হলে ব্যাংক উহা সংশোধন করতে পারে।

১৬) হিসাব বন্ধ করার সময় Unused চেকবই এর পাতা ব্যাংকে ফেরৎ দিতে হয়।

১৭) সকল প্রকার যোগাযোগ Post Office-এর মাধ্যমে হয়। Post Office এর ত্রুটির জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।

১৮) কোনরূপ চুক্তি না থাকলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নামে পরিচালিত হিসাবের অন্তর্গত এক বা একাধিক ব্যাক্তির মৃত্যু হলে হিসাবের অবশিষ্টাংশ অর্থ জ্রীবিত ব্যক্তি পেয়ে থাকেন এবং ব্যাংক উক্ত হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিনিয়োগ থাকলে পাওন টাকা জীবিত বাজীবিতগণ তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।

১৯) ব্যাংকের যে কোন নিয়মের পরিবর্তন গ্রাহকের জন্য মান্য করা বাধ্যতামুলক হয়ে থাকে।

২০। হিসাব ধারক তার হিসাবের জন্য Nominee করতে পারেন। গ্রাহকের মৃত্যু হলে Nominee প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের মাধ্যমে হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

Mudaraba (Deposit) Seavings Account:-
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নিয়মাবলী ঃ- (৯)

ইসলামী ব্যাংক আল-মুদারাবা-মুতলাক নীতির ভিত্তিতে জনসাধারনের অর্থ জমা রাখে। জমাকৃত অর্থ ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে জমাকারীকে সাহিব আল-মাল এবং ব্যাংকের বলে আলমুদাবির। নিয়মাবরী হলোঃ

১) কমপক্ষে ১০০/- টাকা দিয়ে এই হিসেব খোলা হয়।

২) ব্যাংকের নিকট গ্রহনযোগ্য যে কোন হিসাব ধারক এই হিসাবের পরিচয়দানকারী হতে পারে।

৩) ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ একক বা যৌথনামে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, Association, Socio- Economic Organization এর নামে এ হিসাব খোলা যায়।

৪) মুদারাবা নীতিতে ব্যাংক হিসাব জমা গ্রহণ এবং শরীয়াহ মোতাবেক বিনিয়োগ করে। প্রাপ্ত আয়ের ৬৫% জমাকারীদেরকে দেয়া হয়। এই হিসাবের Weightage হচ্ছে ০.৭৫।

৫) কোন হিসাবে ১০০/-টাকার নীচে Balance নেমে গেলে কোন লাভ দেয়া হয় না। উপরন্তু প্রতি জুন/ ডিসেম্বর মাসে Incidental charge কেটে নেয়া হয়।

৬) উক্ত হিসবে প্রতি জুন/ ডিসেম্বর মাসে Provisional rate এর লাভ দেয়া হয়, পরবর্তী Final Account হবার পর উক্ত হিসাবের টাকা Adgestment করা হয়।

৭) Final Account চুড়ান্ত হবার পূর্বে হিসাব বন্ধ হলে Provisional Rate এ Profit দেয়া হয় । Final Account এর লাভ বেশী হলে উক্ত লাভ Closed A/C এদেয়া হয়।

৮) লেনদেন চলাকালীন সময়ে এ টাকা জমা দেয়া যায়। মাসের ৬ থেকে শেষ তারিখের সর্বনিম্ন Balance এর উপর লাভ দেয়া হয়।

৯) এই হিসাব থেকে Incame Tax এবং Excise Duty কাটা হয় যা সরকারী হিসাবে জমা করা হয়।

১০) গ্রাহক ইচ্ছা করলে মাসে ১ বার হিসাব বিবরণী নিতে পারে।

১১) ব্যাংক বিনা নোটিশ/ কারণে যে কোন হিসাব বন্ধ করতে পারে।

১২) গ্রাহক হিসাব বন্ধের জন্য দরখাস্তের সাথে **Unused** Cheque Leaf দিতে হয়, হিগসাব বন্ধের জন্য ২০/- টাকা আদায় করা হয়।

১৩) চেক বইয়ের মাধ্যমে টাকা উঠানো যায।

১৪) নমুনা স্বাক্ষর এবং ঠিকানা পরিবর্তন হলে গ্রাহক অবশ্যই ব্যাংকের নিকট চিঠি দিয়ে অবহিত করবেন। Post office এর ভূল প্রাপ্তির জন্য Bank দায়ী হবে না।

১৫) মাসে সর্বাদিক চার বার এবং প্রতি মাসে জমাস্থিতির ২৫% অথবা ৫০,০০০/- টাকার মধ্যে যা কম সে পরিমান টাকা Notice ছাড়া উঠানো যায়, ইহার ব্যতিক্রম হলে সাতদিন পূর্বে Notice দিতে হয় । Notice হিসাবে লাভ দেয়া হয়, অন্যথায় লাভ দেয়া হয় না।

১৬) হিসাবের নিয়মের যে কোন পরিবর্তন গ্রাহক মানতে বাধ্য থাকবেন।

১৭। হিসাব ধারক Nominee নিয়োগ দিতে পারেন। হিসাব ধারকের মৃত্যুহলে Nominee নিম্ন কাগজপত্র দাখিল করে টাকা তুলে নিতে পারবেন। তখন নিয়মটি হবে এই ঃ-

ক) হিসাব ধারকের মৃত্যজনিত সনদপত্র

খ) Nominee-র Passport size সত্যায়িত ২ কপি ছবি।

গ) নামিনী কর্তৃক Indemnity Bond .

ঘ) নমিনীর পরিচয় দিতে পারবেন ব্যাংকের ২ জন Valued Client / ২জন officer/ ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা পৌর কমিশনার।

Dhaka University Institutional Repository

Mudaraba Savings Rural Development Scheme

মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (RDS) নিয়মাবলী

MS A/C এবং MS RDS A/C একই নিয়ম। তবে পার্থক্য সমূহ নিম্নোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট [১০]।

	MS A/C	MS RDS A/C
১।	১০০/- টাকার নীচে স্থিতিতে কোন মুনাফা দেয়া হয় না।	যে কোন স্থিতির জন্য মুনাফা দেযা হয়।
২।	চেক বই ছাড়া টাকা তোলা যায় না	চেক বই ছাড়া টাকা তোলা যায়।
৩।	প্রতি সপ্তাহে গ্রাহক টাকা জমা দিতে বাধ্য নয়।	প্রতি সপ্তাহে গ্রাহক কিস্তি জমা দিতে বাধ্য
৪।	গ্রাহকের অনুরোধে A/C Statement দেয়া হয়।	গ্রাহককে প্রতি সপ্তাহ পাশবই এন্ট্রি দিয়ে জমার টাকা নেয়া হয়।
৫।	Incidental Charge কাটা হয়।	Incidental Charge কাটা হয়।
৬।	মাসের ৬ তারিখ থেকে শেষ তারিখের নুন্যতম স্থিতির উপর লাভ দেয়া হয়।	মাসের যে কোন তারিখে জমার উপর লাভ দেয়া হয়।
৭।	Lien, Set off ছাড়া এই হিসাব থেকে টাকা তোলা হয়।	গ্রাহকের অন্য কোন দায় দেনা থাকা অবস্থায় এই হিসাব থেকে টাকা তোলা যায় না।
৮।	এই হিসাবে Kyc লাগে	এই হিসাবে Kyc লাগে না।

Mudaraba Special Notice Deposit A/C : -নিয়মাবলী

১) কমপক্ষে ২৫,০০০/- টাকা জমা দিয়ে MSND A/C খোলা যায়।
২) ব্যক্তি একক/যৌথ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কোম্পাণীর নামে এই হিসাব খোলা যায়।
৩) ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসাব ধারক এই হিসাবে পরিচিতি প্রদানকারী হবেন।
৪) MS A/C এর ভিত্তিতে এই হিসাব পরিচালিত হবে।
৫) এর Weghtage ০.৫৫ । গ্রাহক পাবে বিনিয়োগের লাভের ৬৫%।
৬) এই হিসাবে টাকা শরীয়াহ অনুসৃত নীতিতে বিনিয়োগ করা হয়।
৭) ২৫,০০০/- নীচে Blance নেমে গেলে লাভ দেয়া হয়না।
৮) Minimum Balance ২৫০০০/- টাকা না থাকলে Incidental Charge কাটা হয়।
৯) টাকা উঠাতে হলে ৭দিন পূর্বে Notce দিতে হয়, অন্যথায় Minimum Blance এর উপর লাভ দেয়া হয়।
১০) ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিনা কারনে/বিনা নোটিশে হিসাব বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে।
১১) গ্রাহক হিসাব বন্ধ করার জন্য Application এবং Unused Cheque Leaf ব্যাংকে জমা দিতে হয়।
১২) হিসাব বন্ধের জন্য ২০/ - টাকা Charge কাটা হয়।
১৩) ব্যাংক কর্তৃক যে কোন নিয়ম পরিবর্তন গ্রাহক মানতে বাধ্য থাকেন।
১৪) নমুনা স্বাক্ষর/ঠিকানার পরিবর্তন হলে ব্যাংকে অবহিত করতে হবে।
১৫) June এবং December মাসে Provitional rate এ লাভ দেয়া হয়, যা পরবর্তী চুড়ান্ত হিসাবের পর Adjust করা হয়।
১৬) চুড়ান্ত হিসাবের পূর্বে হিসাব বন্ধ হলে Provitional Rate এ লাভ দেয়া হয়। চুড়ান্ত হিসাবের পর লাভ বেশী হলে বেশী অংশটুকু গ্রাহকের হিসাবে দেয়া হয়।
১৭) লেনদেন চলাকালীন সময়ে টাকা জমা দেয়া যায়, দৈনিক স্থিতির উপর লাভ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮) Post office এর ভূলভ্রান্তির জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।
১৯) চেক বই ছাড়া টাকা উঠানো যায় না।
২০) সরকারী Icome Tax, Excise duty কাটা হয়।
২১) হিসাব ধারকের মৃত্যু হলে নমীনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলকরে হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারেন। এক্ষেত্রে (MS A/C এর নমীনির টাকা তোলার নিয়মটি কার্যকর হইবে)।

মুদারাবা মেয়াদী হিসাব নিয়মাবলী (১১)

১) ১০০০, ২০০০, ৩০০০, বা ১০০/- টাকার গুনিতক হিসাবে যে কোন অংকের টাকায় এই হিসাব খোলা যায়।
২) ৩, ৬, ১২, ২৪, ৩৬ মাসের মেয়াদে এই হিসাব খোলা যায়।
Weightage তার নিম্নরূপ ঃ- ৩ মাস = .৮৮
৬ মাস = .৯২
১২ মাস = .৯৬
২৪ মাস = .৯৮
৩৬ মাস = ১.০০
বিনিয়োগ আয়ের ৬৫% বন্টন হয়ে হিসাব ধারকের মধ্যে Weightage এবঙ বিনিবেঅগ আয় বন্টনের হার ব্যাংক এককভাবে নির্ধারণ করে।
৩) মুদারাবা নীতির ভিত্তিতেই এই হিসাব খোলা হয়।
৪) ব্যাক্তি বা যে কোন প্রতিষ্ঠান এই হিসাব খুলতে পারে।
৫) ব্যাংক শরীয়াহ মোতাবেক খাতে এই টাকা বিনিয়োগ করে।
৬) Post office এর ভূল ভ্রান্তির জন্য Bank দায়ী নয়।
৭) হিসাবের মেয়াদ পূর্তি হলে ও গ্রাহক না ভাঙ্গলে স্বয়ংক্রীয়ভাবে এই হিসাব Renewal হয়।
৮) সরকারী Income Tax Exciseduty এই হিসাব থেকে কাটা হয়।
৯) গ্রাহক ইচ্ছে করলে মুনাফার টাকা উঠাতে পারে। মুনাফা না উঠালে উহা আসল টাকায় পরিণত হয়ে যায়
১০) ৩ মাসের পূর্বে কোন হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা দেয়া হয় না। ৩ মাস পরে বন্ধ করলে ৩ মাসের মুনাফা বাদ দিতে হয়।
১১) Final Account এর পূর্বে এবং মেয়াদ পূর্তিতে হিসাব বন্ধ করলে Prevailing rate এ Profit দেয়া হয় এবং Final হিসাবের পর বাড়তি Profit এই হিসাবে দেয়া হয়।
১২) জমা রশীদটি গ্রাহক অবশ্যই স্বযতনে রাখবেন। হারিয়ে যাওয়া রশীদের মাধ্যমে কোন চুরি/জালিয়াতি ঘটলে ব্যাংক দায়ী হবে না। Indemnity Bord প্রদান করে Duplicate Receipt ইস্যু করা হয়।
১৩) জমাকারীর ঠিকানা পরিবর্তন ব্যাংকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।
১৪) গ্রাহক এই হিসাবে ব্যাংকের যে কোন পরিবর্তন মানতে বাধ্য থাকিবেন।
১৫) ব্যাংক যে কোন ধরনের (হিসাবের ব্যাপারে) ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে।
১৬) ২০০/- টাকা Service Chaque দিয়ে এই হিসাব থেকে কর্জ নেয়া যায়। তবে ঐ ব্যাংক কর্জের জন্য কোনরূপ লাভ দেয় না ।

মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব ঃ (১২)

নিয়মাবলী ঃ-
১) শুধুমাত্র একক নামে হজ্ব একাউন্ট করা যায়।
২) মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এই হিসেব খোলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩) এই হিসাবের মেয়াদ ১-২৫ বছর এবং কিস্তি ও আলাদা অংকের।

৪) ওয়েটেজ : ১.৩০ = ১ থেকে ১০ বছর
১.৩৫ = ১১-২৫ বছর । দৈনিক স্থিতির উপর লাভ বর্ষপুর্তিতে এই হিসাবে জমা করা হয়।

৫) হিসাবটি শাখা স্থানান্তরযোগ্য ।

৬) বন্ধ হিসাবে সঞ্চয়ী হিসাব হারে মুনাফা দেয়া হয়।

৭) হিসাবটি চলাকালীন (মধ্যবর্তী) সময়ে টাকা উঠানো যায় না ।

৮) মাসিক ১ কিস্তি জমা দেয়া হয় ।

৯) ৬ থেকে ২৫ তাং- এর মধ্যে কিস্তি জমা যোগ্য ।তবে আগাম কিস্তি ও গ্রহণযোগ্য ।

১০) গ্রাহক পরবর্তী কোন বছরে হজ্বে আগ্রহী হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হিসাবে সঞ্চয়ী হিসাবের মুনাফা দেয়া হয় ।

১১) যে কোন নাগরিক এই হিসেব খোলতে পারে ।

১২) A/C থেকে আয়কর Excise duty কাটা হয় । ১৩)পরপর (তিন)৩ কিস্তি টাকা জমা না দিলে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যায় । তখন জমাকৃত টাকায় সঞ্চয়ী হিসাব হারে মুনাফা দেয়া হয় । ১/২ কিস্তির টাকা বকেয়া সহ পরবর্তী কিস্তির সাথে জমা করলে হিসাবটি বলবৎ থাকবে ।

১৪) মেয়াদ শেষে জমা যদি হজ্বের ঐ বছরের খরচের চেয়ে কম হয় তবে বাকী টাকা এককালীন জমা করে হজ্ব করা যাবে । যদি মেয়াদ শেষে টাকা হজ্বের খরচের চেয়ে বেশী হয়, তবে অতিরিক্ত টাকা গ্রাহক ফেরৎ পাবে ।

১৫) গ্রাহকের মৃত্যু হলে নমীনি অথবা আইনগতঃ উত্তরাধিকারী ব্যক্তি সমুদয় টাকা উঠাতে পারবেন ।

১৬) নমুনা স্বাক্ষর ও ঠিকানা পরিবতনের বিষয় ব্যাংকে অবহিত করতে হবে ।

১৭) মেয়াদের পুর্বে কেউ হজ্ব করতে চাইলে, উক্ত হিসাবের জমাকৃত টাকার সাথে ঐ বছর নির্ধারিত হজ্বের টাকার অবশিষ্ট অংশ জমা করে হজ্ব সম্পাদন করতে পারবেন ।

১৮) ব্যাংক কতৃক যে কোন নিয়মনীতি পরিবর্তন করা হলে গ্রাহক তা মানতে বাধ্য থাকবে ।

MUDARABA SAVINGS BOND A/C
মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড হিসাব ঃ- (১৩)

১) ১৮ (আঠার) বছর বা তদুর্ধ যে কোন ব্যক্তি একক বা যৌথ নামে এবং অলাভজনক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৫/৮ বছর মেয়াদে-র বন্ড ক্রয় করতে পারবে। বন্ডের মান ১ হাজার, ৫ হাজার, ১০ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লক্ষ, ৫ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা।

২) অপ্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে অভিভাবক যৌথ নামে এই বন্ড ক্রয় করতে পারবেন। অপ্রাপ্ত প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর যৌথ স্বাক্ষরের ভিত্তিতে বন্ড যহা সময়ে ভাংগানো যায়।

৩) অপ্রাপ্তদের পক্ষে তাদের নাম ও বয়স উল্লেখ করে টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করে। পিতা/মাতা অভিভাবক এই বন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

৪) এই বন্ড জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৫) বিনিয়োগ আয়ের ৬৫% বন্ড হিসেবে প্রদান করা হয়।

বন্ডের Weightage নিম্নরূপ :- ৮ বছর মেয়াদী = ১.২৫,
৫ বছর মেয়াদী = ১.১০।

৬) মেয়াদের পূর্বে Bond নগদায়ন করলে ঃ ১ বছর পূর্বে কোন মুনাফা পাওয়া যায় না। ১ বছর পর কিন্তু মেয়াদের পূর্বে হলে কম Weightage এ মুনাফা দেয়া হয়। বন্ডের ক্ষেত্রে পুর্নাঙ্গ Weightage হার নিম্নরূপ ঃ-

১ বছরের মধ্যে	= ০ (শুন্য)
১ বছর পর কিন্তু ২ বছরের মধ্যে	= ০.৮০
২ বছর পর কিন্তু ৩ বছরের মধ্যে	= ০.৮৫
৩ বছর পর কিন্তু ৪ বছরের মধ্যে	= ০.৯০
৪ বছর পর কিন্তু ৫ বছরের মধ্যে	= ১.০০
৫ বছর পর কিন্তু ৬ বছরের মধ্যে	= ১.১০
৬ বছর পর কিন্তু ৭ বছরের মধ্যে	= ১.১৫
৭ বছর পর কিন্তু ৮ বছরের মধ্যে	= ১.২০
৮ বছর পর	= ১.২৫

৭) Final Account এর পূর্বে বন্ড নগদায়ন করলে Provisional rate-এ মুনাফা দেয়া হয়। Final Accoun এর পর মুনাফা বাড়লে বন্ড হিসেবে জমা করা হয়।
৮) বন্ডের মুনাফা বছরান্তে তুলে নিতে পারেন/ব্যাংক বর্ষ পূর্তিতে মুনাফা দেয়।
৯) বন্ডের মেয়াদ শেষ হলে উক্ত হিসাবে কোন মুনাফা দেয়া হয় না।
১০) বন্ড হিসাবের কোন রকম Renewal হয় না।
১১) Issue & Payment একই শাখা থেকে হয়।
১২) মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এবং ইসলামী শরয়িাহ মোতাবেক বিনিয়োগ করা হয়।
১৩) বন্ড ক্রয়কারীর মৃত্যু হলে তার নমীনি টাকা তুলতে পারবে প্রয়োজনীয় কাগপত্র দাখিল সাপেক্ষে।
১৪) নমীনি পরিবর্তন করা যাবে। গ্রাহকের পূর্বে নমীনি মারা গেলে Nomination বাতিল হবে।
১৫) ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয় ব্যাংকে অবহিত করাতে হবে।
১৬) ব্যাংক পরিবর্তীত নিয়ম গ্রাহকের মান্য করা বাধ্যতামূলক।

Mudaraba Special Savings (Penson) Scheme A/C
মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (প্রনশন) প্রকল্প হিসাব :- (১৪)

ডঃ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী তার Issue in islamic Banking selected papers (Islamic economics series-4) Chapter-4 এ লিখেছেন- Islam abhors injustice and exploiation and seeks to forge human relationships: On the besis a justice an co-operation a replacement of the unjust and exploitative institution of mterest by the just and co-operative arrangement of profit sharing (Mudaraba) is therefore a socio-economic as well as a mural and spiritual imperative. All men being equal brethern in the community of Allah. Let them face the uncertain ties of life equitably and share the consequences, good or bad.
১) ৬-২৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি জামা দিতে হবে। ২৫ তারিখে ছুটির তারিখ হলে পরদিন কিস্তি জমা দিতে হবে।
২) অগ্রিম কিস্তি নেয়া যাবে এবং উহার জন্য ব্যাংক মুনাফা ও দেবে।
৩) কমপক্ষে ১৮ বৎসরের আক্কেল জ্ঞানী লোক এই হিসেবে খুলতে পারে। তবে আইনত অভিভাবক Nominee এর পরিচারনায় নাবালক ও এই হিসাব খুলতে পারবে। গ্রাহকের মৃত্যুতে Nominee টাকা তুলতে পারবে। নাবালক নমীনি হলে আইনী অভিভাবক টাকা তুলবে।
৪) মুদারাবা নীতি জমা এবং শরীয়াহ বিধিতে বিনিয়োগকৃত এই টাকার ৬৫% মুনাফা গ্রহাকদের দেয়া হয়। Weightage হচ্ছে ৫ বছর মেয়াদের জন্য ১.১০ এবং ১০ বছর মেয়াদের জন্য ১.৩০।
৫) নমীনি না থাকলে বৈধ উত্তরাধিকার টাকা তুলবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬) হিসাবটি শাখা স্থান্তারযোগ্য তবে মেয়াদ পরিবর্তনযোগ্য নহে।
৭) ২৫.০০ টাকা Service Charge দিলে Account Close করা যাবে।
৮) সরকারী আয়কর (Tax) এবং Excise duty কাটা যাবে।
৯) ১ বৎসর পূর্ন হবার পূর্ণ Close করলে মূল টাকা ফেরতযোগ্য।
১০) ১ বৎসর অধিক কিন্ত ৫ বৎসরের কম সময়ে হিসাব বন্ধ হলে সঞ্চয়ী হারে-এ মুনাফা দেয়া হবে।
১১) ৫ বৎসরের বেশী কিন্তু মেয়াদ পুর্নের পূর্বে হিসাব বন্ধ হলে ৫ বছরের রেটে লাভ দেয়া হবে। বাকী সময়ের জন্য সঞ্চয়ী হারে মুনাফা দেয়া হবে।
১২) মেয়াদ পুর্তিতে গ্রাহক এককালীন অথবা কিস্তিতে টাকা তুলতে পারবেন। তবে কিস্তির ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী রেটে লাভ দেয়া হবে।
১৩) চলতি মাসের ২৫ তারিখে টাকা জমা না দিলে পরবর্তী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে বকেয়া সহ কিস্তি প্রদান করে হিসাবটি পূর্ণবেধ করতে হবে।
১৪) ৫ বছর মেয়াদের জন্য ৫ বার এবং ১০ বছর মেয়াদের জন্য ১০ বার পূনর্বেধ করা যাবে।
১৫) স্বয়ংক্রীয় হিসাব বন্ধের ৩ মাস পর হিসাবের স্থিতি উত্তোলনের জন্য গ্রাহককে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে Pay order এর মাধ্যমে স্থিতিনিবন্ধিত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো হবে। যার খরচ হিসাব থেকে কেটে নেয়া হবে।

হিসাব টি নিম্নরূপ ঃ-

Product = Days x Amount
Profit = Weightage x Profit Rate x Product ÷ 3,600 (for calculation of profit of deposit account)
Product x Rate of Return ÷ 3,6500 = Profit.
(For calculationg of profit of investment account)

Mudaraba Monthly Profit Deposit Saving A/C নিয়মাবলী ঃ-
মুদারাবা মাসিক মুনাকাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব নিয়মাবলী ঃ- (১৫)

১) যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ব্যাক্তি এই হিসেব খুলতে পারবে। ব্যাংক গ্রাহককে হস্তান্তর অযোগ্য একটি রশিদ দিবে হবে। মাসিক মুনাফা প্রাপ্তির জন্য গ্রাহক আলাদা একটি চলতি / সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হয়। মুনাফার টাকা Branch Transer যোগ্য।
২) কমপক্ষে ১.০০ লক্ষ টাকা বা তার গুনীতক এই হিসাবে জমা করা হয়।
৩) ৬৫% (শতাংশ) বিনিয়োগ আয় এই হিসাবে দেয়া হয়।
৪) হিসাবের মেয়াদ হবে ৫ বছর এবং নমীনি করা যাবে গ্রাহকের মৃত্যুতে পূর্ববর্নিত নিয়ম কার্যকর হবে।
৫) মুদারাবানীতি এবং শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত এই হিসাব থেকে excise duty, income tax আদায় করা হয়।
৬) মাসিক মুনাফা শুরু হবে আমানত গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী মাসের সংশ্লিষ্ট তারিখে।
৭) Provisional Rate এ মাসে মাসে মুনাফা দেয়া হয়, Final হিসাবের পর মুনাফা Adjust করা হয়।
৮) মেয়াদ পূর্তি হলে এই হিসাবের Weightage এর পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে। হিসাব খোলার ১ বছরের মধ্যে টাকা উত্তোলন করলে কোন মুনাফা দেয়া হয়না মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে এবং ১ বছরের পরে নগদায়ন হলে সঞ্চয়ী হিসাবের মুনাফা পাওয়া যাবে তবে পূর্বে প্রদেয় মুনাফা Adjust করা হবে।
৯) মেয়াদ পুর্তির ১৫ দিনের মধ্যে টাকা তুলে না নিলে হিসাবটি পরবর্তী ৫বছরের জন্য স্বয়ংক্রীয় ভাবে নবায়িত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০) নমীনি না থাকলে উত্তরাধিকারীরা টাকা পাবে।
১১) এই হিসাবের যে কোন পরিবর্তন গ্রাহক মান্যকরা বাধ্যতামূলক।
১২) বছরের হিসাব চুড়ান্ত হওয়ার পুর্বেই মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে বন্ধকৃত হিসাবে সেই বছরের লাভ সাময়িক ভাবে ঘোষিত হারে দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে ঘোষিত সংশ্লিষ্ট বছরের চুড়ান্ত লাভের হার বেশী হলে সেক্ষেত্রে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্ধিত লাভ প্রদান করা হবে।

Mudaraba Waqf cash deposit account : নিয়মাবলী ঃ-
মুদারাব ক্যাশ ওয়াকফ জমা হিসাব ঃ-

১) চুক্তির যোগ্য এমন যে কোন দেশী নাগরিক এই হিসাব খুলতে পারবে।
২) মুদারাবা ভিত্তিতে এই হিসাব জমা গ্রহণ করা হয়।
৩) ওয়াকিফের পক্ষে ব্যাংক এই Fund এর ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করবে।
৪) ওয়াকিফ এক সাথে অথবা প্রাথমিক ভাবে ৫০,০০০/- টাকা জমা দিয়ে ধীরে ধীরে এই তহবিল গড়তে পারবে। তবে কিস্তি হবে হাজার অংকের অথবা হাজার অংকের গুনিতক।
৫) নিয়ম মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রায় ও এই ফান্ড গড়ে তোলা যাবে।
৬) বিনিয়োগ আয়ের ৬৫% ওয়াকিফদের হিসাবে জমা করা হয়।
৭) এই হিসাবে সর্বোচ্চ হারে Weightage দেয়া হয়।
৮) ব্যাংক ব্যাবসায়ে লোকসান খেলে আসল টাকা হ্রাস পায়।
৯) অব্যবহৃত মুনাফা আসলের সাথে যোগ হবে এবং মুনাফা অর্জন করতে থাকবে।
১০) ওয়াকফ কমিটি ওয়াকিফের কোন জিজ্ঞাসা/অভিযোগের জবাব দেবে এবং কমিটির সিদ্ধান্তটিই চুড়ান্ত হিসাবে ধরে নেয়া হবে।
১১) চুড়ান্ত মুনাফা ঘোষনার পর ওয়াকিফের নির্দেশিত খাতে মুনাফা দিয়ে দেয়া হবে।
১২) ঘোষিত তহবিল সৃষ্টি হলে Certificate Issue করা হবে।
১৩) এই হিসাবে চেক ইস্যু করা যাবে না।
১৪) প্রয়োজনীয় খরচাদি হিসাব থেকে কেটে নেয়া যাবে। সরকারী পাওনাও কেটে নেয়া যাবে।
১৫) ওয়াকিফের নির্দেশিত Title এই হিসাবের শিরোনামে দেয়া হবে।
১৬) তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যাংক তালিকা বা নিজ ইচ্ছামত ওয়াকিফ পছন্দ করবে।
১৭) ওয়াকিফ শাখায় পরিচালিত অন্য হিসাব থেকে Cash waqf হিসাবে টাকা জমার সুযোগ পাবে।
১৮) ওয়াকফ তহবিল ব্যাবহারের উদ্দেশ্যে ওয়াকিফ সংশ্লিষ্ট শাখায় শাখায় এক/একাধিক চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবে, যাতে করে Waqf A/C এর মুনাফা ঐ হিসাবে জমা করা যায়।
১৯) হিসাব বন্ধকরণ, খোলা, যে কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখবে।
২০) ৫ বারের বেশী কিস্তি দেয়া বন্ধ রাখা যাবে না।
২১) ওয়াকফির মৃত্যু হলে তার ইচ্ছানুযায়ী মুনাফার টাকা খরচ করা যাবে।
২২) ঘোষিত ক্যাশ জমা দিতে আপারগতার ক্ষেত্রে শাখা ব্যাবস্থাপকে ওয়াকিফ জানাবে।
২৩) হিসাব খোলা সময়ে ওয়াকিফ তার ওয়াকফ-এর উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর মুনাফার টাকা কি করবে তার নির্দেশ দিবে। বিশেষভাবে নির্দেশিত না হলে ওয়াকফ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে ধরে নেয়া হবে।
২৪) ক্যাশ ওয়াকফের উদ্দেশ্যের তালিকা ঃ-
ক) পারিবারিক পুর্ণবাসন, খ) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, গ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ঘ) সামাজিক কার্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব ঃ

১) মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এই হিসাব খোলা হয়।

২) মোহর হিসাবের মেয়াদ ৫ এবং ১০ বছর।

৩) কিস্তির পরিমান : ৫০০, ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৪০০০, এবং ৫০০০/- টাকা।

৪) যে কোন সুস্থমস্তিস্কের বিবাহিত ব্যক্তি এই হিসাব তার স্ত্রীর নামে খুলতে পারে। তবে একজন স্ত্রীর নামে একটি হিসাব খোলা যাবে।

৫) হিসাব খুলতে যথাযথ পরিচয়দানকারী লাগবে।

৬) উভয়ের ২ কপি করে Passport Size ছবি এবং SS Card এ উভয়ের স্বাক্ষর দিতে হবে।

৭) স্ত্রীর সম্মতিতে ব্যাংক হিসাবটি শাখা স্থানান্তর করা যাবে।

৮) ৬-২৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি বা ২৫ তারিখ ছুটি হলে পরবর্তী দিনে কিস্তিজমা দেবে।

৯) গ্রাহককে Monthly Statement দিতে হবে। আগাম কিস্তি জমা দেয়া যাবে।

১০) ৫ টাকার Chaque এর বিনিময়ে গ্রাহকের নির্দেশে তার হিসাব থেকে Mohor হিসাবে কিস্তির টাকা স্থানান্তর করা যাবে।

১১) স্বামী চাইলে মোহরানার মেয়াদ পূর্তির আগে ও টাকা জমা দেয়া যাবে।

১২) কিস্তির টাকা ও মেয়াদ পরিবর্তন বা Renew করা যাবে না।

১৩) বিনিয়োগ আয়ের ৬৫% গ্রাহককে দেয়া হবে। Weightage হচ্ছে ৫বছরের জন্য ১.১০ এবং ১০ বছরের জন্য ১.৩০।

১৪) final Account এর পূর্বে কোন হিসাব Matured হলে Provitional rate এ লাভ দেয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে Final A/C হলে enhanced rate এ মুনাফা দেয়া হবে।

১৫) Income Tax এবং Exise duty এই হিসাব থেকে আদায় করা হয়।

১৬) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে নিয়োগকৃত নমীনি টাকা তুলতে পারবে।

১৭) মাসিক কিস্তি ২৫ তারিখের মধ্যে জমা না দিলে পরবর্তী মাসের ২৫ তারিখে বকেয়া সহ জমা দিলে হিসাব বন্ধ হবে না।

১৮) ১ বছরে পরপর ৩ কিস্তি বকেয়া হলে ৪র্থ মাসে বকেয়া সহ কিস্তি জমা দিলে হিসাবটি পুনরায় চালু হবে।

১৯) পুনঃ চালুর জন্য ৫ বছর মেয়াদী হিসাবে ৫বার এবং ১০ বছর মেয়াদী হিসাব ১০ বার সুযোগ পাবে।

২০) স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হবার ৩ মাস পরে গ্রাহককে নোটিশ করা হবে এবং তার চলতি অথবা সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা দিয়ে দেয়া হবে (Payment order/স্থানান্তরের মাধ্যমে) কিন্তু যদি Reasonable সময়ের মধ্যে ও কোন উত্তর পাওয়া না যায়, তবে Payment order গ্রাহকের Registered ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।

২১) গ্রাহক ২৫/- টাকা Charge দিয়ে হিসাব বন্ধ করতে পারবে। তবে উক্ত হিসাবে মুনাফা দেয়া হবে MSS A/C এর আলোকে যেমন ঃ (১) ১ বছরের মধ্যে বন্ধে কোন মুনাফা দেয়া হবেনা (২) ১ বছর পর কিন্তু ৫ বছরের পূর্বে বন্ধ করলে সঞ্চয়ী রেটে মুনাফা দেযা হবে (৩) ১০ বছর মেয়াদী হিসাবে ৫ বছর পর কিন্তু ১০ বছরের পূর্বে বন্ধ হয় তবে ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের মুনাফা দেযা হবে। (৪) মেয়াদ পূর্তির আগের গ্রাহক (স্ত্রী) একক স্বাক্ষরে সম্পূর্ণ টাকা তুলতে পারবে।

২২) বর্ষ পুর্তিতে এই হিসাবে মুনাফা দেয়া হয়।

২৩) কোন দম্পতি শুধুমাত্র একটি হিসাব খুলতে পারবে।

২৪) ঘোষিত বর্ধিত হারের মুনাফাও এই হিসাবে দেয়া হয়।

২৫) স্বামীর একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নামে আলাদাভাবে হিসাব খোলা যাবে।

২৬) ঠিকানা পরিবর্তন ব্যাংকে জানাতে হবে।

২৭) মোহর হিসাবে কোন কর্জ দেয়া হয়না।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ মুদারাবা আমানত ঃ-

নির্দিষ্ট কোন কারবার, বিশেষ কোন প্রকল্পে বা খাতে খাটানোর চুক্তিতে ইসলামী ব্যাংক যখন গ্রাহকের কাছ থেকে মুদারাবা ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে, সেই আমানতকে বিশেষ মুদারাবা আমানত বলা হয়।

মুদারাবা আমানতে কারবার বা সময়ের কোন শর্ত থাকে না ব্যাংক যে কোন খাতে এ অর্থ খাটাতে পারে এবং আমানতকারীগন ও পুর্বাহে নোটিশ দিয়ে তার আমানত তুলে নিতে পারে। মেয়াদী মুদারাবা আমানতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন কারবারের শর্ত থাকেনা, তবে সময়ের শর্ত থাকে। ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে যে কোন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। আমানতকারী মেয়াদ শেষে মুনাফা সহ অথবা লোকসান বাদ দিয়ে অর্থ তুলে নিতে পারে। আর বিশেষ মুদারাবা আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদের শর্ত থাকেনা, তবে কারবারের শর্ত করা হয়। ব্যাংক কেবল ঐ কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে।

বিশেষ মুদরাবা আমানত গ্রহণের করার সময় ব্যাংক গ্রাহকের সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে, তাদের অর্থ নির্দিষ্ট কোন কারবার যেমন ঃ- খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, বিশেষ কোন খাত যেমন ঃ- শিল্প খাত, বিশেষ কোন প্রকল্প যেমনঃ জাহাজ নির্মান প্রকল্পে খাঠাবে। এতে ব্যাংক অর্জিত মুনাফার নির্ধারিত অংশ আমানতকারী পাবে। আর লোকসান হলে আমানতকারী জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক লোকসান বহন করবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের শ্রম বৃথা যাবে।

মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব ঃ-

ইসলামী ব্যাংক সমূহ শুধুমাত্র ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অনুমোদিত শাখা সমূহে এ হিসাব খোলার নিয়ম চালু রেখেছে, মার্কিন ডলার, পাউন্ড ষ্টার্লিং অথবা যে কোন নির্বাচিত/গ্রহণযোগ্য মুদ্রায় এই হিসাব খোলা যায়। মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এই বিদেশে সেবাসকারী কর্মরত উপার্জনক্ষম বাংলাদেশী নাগরিক, বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশী নাগরিক এবং বিদেশে নিবদ্ধনকৃত ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী মিশন এবং তাদের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ এই হিসাব খুলতে পারে।

মুদারাবা বাসস্থান সঞ্চয় প্রকল্প হিসাব ঃ- এই সঞ্চয় পদ্ধতিটি সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর একটি জনকল্যানমূলক সঞ্চয় হিসাব প্রকল্প নিম্নে এই প্রকল্প হিসাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

নতুন সহস্বাদের এই স্বর্ণযুগে ও বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক হিসাবে Social Invesment Bank Ltd. দেশবাসীর এই গুরুত্বপূর্ন দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

সোস্যাল ইনভেষ্টম্যান্ট ব্যাংক লিঃ বাসস্থান সঞ্চয় প্রকল্প নামে ১৫ বছর মেয়াদী যুগোপযোগী এই প্রকল্পে গ্রাহক ব্যাংকে টাঃ ৫০০/, টাঃ ১০০০/ এবং টাঃ ২০০০/- মাসিক কিস্তি জমা করে ১৫ বছর মেয়াদান্তে লাভসহ যথাক্রমে আনুমানিক টাঃ ২,৬০,০০০/- টাঃ ৫,২০,০০০/- টাঃ ৭,৮০,০০০/- টাঃ ১০,৪০,০০০/- পেতে পারে। মেয়াদ পুর্তির পর গ্রাহক ইচ্চে করলে ব্যাংক থেকে প্রাপ্য সঞ্চিত অর্থের দ্বিগুণ পরিমান গৃহনির্মান বিনিয়োগ গ্রহণ করার ও সুযোগ গ্রহন করতে পারে।

সঞ্চয় প্রকল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী সমূহ ঃ-

১) আমানতকারী প্রকল্পটির নির্ধারিত হিসাব খোলার ফরম পূরণ করে জমা দেবে।

২) মাসিক জমার হিসাব টাঃ ৫০০/- টাঃ ১০০০/-, টাঃ ১,৫০০/- এবং টাঃ ২,০০০/- এবং উল্লেখিত পরিমাণ টাকার গুনিতক যে কোন পরিমাণ আমানত এই প্রকল্পের আওতায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩) জমাকারী মুদারাবা নীতিমালার আওতায় ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত আর্থিক কার্যক্রম বিনিয়োগ থেকে উপার্জিত আয়ের অংশ পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪) জমাকৃত টাকার উপর দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে তিন বছর মেয়াদী জমার Weightage ভিত্তিক দেয় মুনাফার চেয়ে ০.১৪ বেশী অর্থ্যাৎ ১.১৪ Weightage হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। প্রকৃত হিসাবানুযায়ী বৎসরান্তে মুনাফার অংক গ্রাহকের হিসাবে জমা করা হবে। তবে মেয়াদান্তে প্রকৃত প্রদেয় অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলিত অর্থের চেয়ে কমবেশী হতে পারে।

৫) যদি কোন কারণে পরপর মাসিক ৩ (তিন) কিস্তি জমা করা না হয় তবে এই হিসাব বাতিল বলে গণ্য হবে। হিসাব খোলার ৬ মাসের মধ্যে টাকা তুললে কোন মুনাফা দেয়া হবে না।

৬) হিসাব খোলাকালে জমাকারী নির্ধারিত কিস্তি পরবর্তীতে পরিবর্তনযোগ নহে।

৭) কিস্তি প্রতি মাসের ১৫ তারিখে (ছুটির কারণে পরবর্তী দিনে) জাম দিতে হবে। যে কোন ধরনের কিস্তির অগ্রিম জমা সব সময়ই গ্রহণযোগ্য।

৮) যদি আমানত কারীমেয়াদ পুর্তির (১৫ বছরের পূর্বে) টাকা তুলে নিতে চায়, তবে জমাকৃত টাকার উপর মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবের মুনাফার হার প্রযোজ্য হবে।

৯) বিধি মোতাবেক মুনাফা উপর দেয় কর, বাৎসরিক এক্সসাইজ ডিউটি ইত্যাদি আমানতকারীকে বহন করতে হবে।

১০) জমাকারীর নির্দিষ্ট ঠিকানা পরিবর্তন ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

১১) এই হিসাব অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামে ও কথা যায়।

১২) ৫ বৎসরান্তে সঞ্চয়কারী প্রয়োজনে আমানতের বিপরীতে ৮০% বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

১৩) মেয়াদান্তে ব্যাংক থেকে গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ আবেদন টি ব্যাংক বিবেচনা করবে।

১৪) গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষিত রেখে ব্যাংক বর্তৃপক্ষ যে কোন সময় বাসস্থান সঞ্চয় প্রকল্প সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারবে।

১৫) আমানতকারীর মৃত্যুতে প্রকৃত মনোনীত ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারবে। মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে উত্তরাধিকার প্রমাণপত্র নিয়ে আমানতকারীর আইনগত উত্তরাধীকারীকে প্রদান করা হবে।

১৬) আমানতের উপর অর্পিত আয়কর বা শুল্ক ধার্য্য হলে আমানত কারীর হিসাব থেকে তা প্রদান করা হবে।

মুদারাবা জমার উপর লাভ বন্টন নীতিমালা

জনগণের সঞ্চিত অর্থ ইসলামী ব্যাংক সমূহ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিনিযোগ করে থাকে। এই সব বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সার্বিক লাভ উক্ত জমাকারীদের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মাল মোতাবেক বন্টিত হয়।

কিন্তু প্রচলিত সকল ব্যাংক সমূহে ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব ও মেয়াদী হিসাবে জমা গ্রহণ করে, লাভ পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে। নিম্নে প্রচলিত ব্যাংকের ইন্টারেস্ট চিত্র দেয়া হলো ঃ

ব্যাংকের নাম	সঞ্চয়ী হিসাব	৩মাস ৬ মাস	৬ মাস-১বছর	১বছর	২ বছর	৩ বছর-৩ দুর্ধব
সোনালী ব্যাংক	৪.০০	৫.২৫	৫.৫	৬.০০	৬.২৫	৬.২৫
অগ্রণী ব্যাংক	৪.০০	৫.৭৫	৬.০	৬.৫০	৬.৭৫	৬.৭৪
রূপালী ব্যাংক	৮.০০-৪.৫০					(১৬)

অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী পদ্ধতি হিসাব ও মেয়াদী হিসাব পদ্ধতি চালু রেখেছে যাহা ইসলামী অনুসৃত নীতিতে পরিচালিত হয়। এই সকল হিসাবের টাকা ব্যাংক বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ ব্যাংক ও গ্রাহক ভাগ করে নেয়। এই সকল সঞ্চয়ী হিসাবের উপর ব্যাংক Weightage নির্ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করে। নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহক প্রাপ্তির মুনাফা ও Weightage দেখানো হলো ঃ

সঞ্চয়ী/মেয়াদী হিসাব সমূহ	গ্রাহকে প্রাপ্য লাভের	Weightage
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	৬৫৬%	০.৭৫
মুদারাবা SND হিসাব	৬৫%	০.৫৫
মুদারাবা মেয়াদী হিসাব	৬৫%	যথাযক্রমে .৮৮, .৯২, .৯৬, .৯৮, ১.০০.
মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব		১.৩০ এবং ১.৩৫
মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড হিসাব	৬৫%	০,০.৮০,০.৮৫, ১.২৫, ১.১০, ০.৯০, ১.০০,১.১৫, ১.২০, ১.১০ এবং ১.৩০
মুদারাবা সঞ্চয়ী পেনশন	৬৫%	১.১০ এবং ১.৩০
মুদারাবা মাসিক মুনাফা হিসাব	৬৫%	
মুদারাবা ওয়াকফ্ ক্যাশ হিসাব	৬৫%	
মুদারাবা মোহর সঞ্চয়ী হিসাব	৬৫%	১.১০ এবং ১.৩০

উপরোক্ত চিত্রদ্বয় থেকে এটা সুস্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, প্রচলিত/সুদী ব্যাংক সমূহ নির্ধারিত সুদে জামানত গ্রহণ করে এবং ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের জন্য আমানত গ্রহণ করে।

ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের লভ্যাংশ বন্টনের জন্য যে সকল নীতিমালা অনুসরন করে তা নিম্ন রূপ ঃ-

১) বিনিয়োগের অর্জিত আয়ের নির্ধারিত অংশ Mudaraba Depositor দের মধ্যে বন্টন করে।

২) বিনিয়োগ বহির্ভূত আয় (যেমনঃ কমিশন, Exchange, Survice charge লকার ভাড়া ইত্যাদি) ব্যাংকের আয়।

৩) মুদারাবা তহবিল সম্পর্ণরূপে বিনিয়োগ করার পর ইকুইটি ও অন্যান্য জমা থেকে বিনিয়োগ করা যায়।

৪) মাসের শেষ কর্মদিবসের স্থিতির ভিত্তিতে গড় নির্নয় পূর্বক মোট মুদারাবা জমার পরিমান বের করা হয়। উক্ত মোট জমা থেকে সংরক্ষণের গড় বাদ দিয়ে বিনিয়োগযোগ্য মুদারাবা তহবিলের পরিমান নির্নয় করা হয়।

৫) মোট বিনিয়োগ আয়কে ব্যাংকের ইকুইটি, মুদারাবা জমা এবং অন্যান্য জমার আনুপাতিক হারে জমা ও ইকুইটির মধ্যে বন্টন করা হয়।

৬) মোট বিনিয়োগ আয়ের মুদারাবা জমার অংশ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত উপায়ে বন্টিত হয়ে থাকেঃ (১) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ফি ২০% (২) বিনিয়োগ ক্ষতি সমতো সঞ্চতি ১৫% (৩) মুদারাবা জমাকারীগণ ৬৫%

৭) ইকুইটির উপাদান ঃ পরিশোধিত মূলধন সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, সাধারন সঞ্চিতি ইত্যাদি।

৮) ৩৬ মাস মেয়াদী মুদারাবা স্থায়ী জমাকে ভিত্তি ধরে বিভিন্ন জমার উপর Weightage (ভর) আরোপপূর্বক ৬৫% আয় Depositor দের মধ্যে বন্টিত হয়।

Weightage (ভর) আরোপ নীতিমালা ঃ

(ক) জমার মেয়াদ-কাল ঃ

১) জমার মেয়াদ যত বেশী হবে ঝুঁকি ও তত বেশী।

২) বেশী মেয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কারনে লাভ কমে যেতে পারে।

৩) মুদ্রাস্ফতীর কারণে ও সঞ্চিত অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪) মেয়াদোর্ত্তীনের পূর্বে জমা ফেরতের ক্ষেত্রে Depositor কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোষিত লাভের হারের চেয়ে কম হারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে লাভ পায় না।

৫) Risk এর বিবেচনায় বেশী মেয়াদী জমায় অপেক্ষাকৃত বেশী Weightage দেয়া হয়।

(খ) ব্যাংকিং সুবিধাদি ঃ-

বিশেষ মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা কম সেখানে Weightage বেশী। আবার যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা বেশী সেখানে Weightage কম।

(গ) অন্যান্য ব্যাংকের বিবেচ্য হার ঃ-

১) মুদারাবা Depositor দের ঘোষিত ৬৫% আয় ব্যাংক বাড়াতে পারে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা ঘোষনা ছাড়া কমানো যায় না।

২) বিভিন্ন হিসাবের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী মুনাফা হিসাব করা হয়।

৩) ব্যাংক নিরীক্ষকের নিরক্ষণের পর মুনাফার হার ঘোষনা করা হয়।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ- তথ্য সংগ্রহের বইসমূহ

১.ইসলামী ব্যাংকিং -এ,এ.এম হাবিবুর রহমান। ২. জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত লিফলেট, ইসলামী ব্যাংক হেড অফিস । ৩. সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা - ডঃ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, ১ম প্রকাশ-মার্চ-১৯৯৫. । ৪.ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি- আবদুর রকিব ও শেখ মোহাম্মদ । ৫. ইউনিক ব্যাংকিং -এ.কে.এম নূরুল ইসলাম । ৬. সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে- মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী । ৭. ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীয়াহ পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি- সম্পাদনায়ঃ- মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান,বি.এম হাবিবুর রহমান.৮.প্রাগুক্ত ৯. প্রাগুক্ত ১০. প্রাগুক্ত ১১.ইউনিক ব্যাংকিং-এ.কে এম নুরুল ইসলাম পৃ নং- ,১২. প্রাগুক্ত ১৩. প্রাগুক্ত ১৪. ডঃ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী তার Issue in islamic Banking selected papers (Islamic economics series-4) Chapter-4 ১৫ প্রাগুক্ত ১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের চুক্তি, জামানত গ্রহণ, বন্ধক ও ব্যাংক গ্যারান্টি

চুক্তি কি ও কেন ?

চুক্তি' শব্দটি ইসলামী ব্যাংকিং তথা ব্যাংকিং জগতে একটি অতি পরিচিত শব্দ। যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Aggrement তবে ব্যাংকিং চুক্তির ইংরেজী শব্দমালা হলো Letter of Acceptance (LA).
ইসলামে বাইয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। যার আভিধানিক গ্রহণযোগ্য অর্থ সমূহের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গিকার শব্দদ্বয় অতিব অর্থবহ। অঙ্গিকার রক্ষা করা ওয়াদা পালন করা, চুক্তি (ইসলাম অনুমোদিত পন্থায়) পরিপালন করা ইসলামের নির্দেশ। যার গ্রহণযোগ্য ইংরেজী শব্দ সমূহ হলো ঃ- To make a contract, Agreement, Arrangement, business deal ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন - 'হে ঈমানদার গণ! তোমরা চুক্তি সমূহ পূরন কর-(মায়িদাহ-১) । পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে -'আল্লাহর নামে অঙ্গিকার করার পর সে অঙ্গিকার পূরণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছো-(সুরা নাহাল -৯৯) [১]। চুক্তি এক প্রকার ওয়াদা, যা লিখিত হয় । ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন-' মুনাফিকের আলামত ৩টি :- ১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং। ৩) তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে -(বুখারী, মুসলিম) [২]।
সুতরাং উপরোক্ত কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, চুক্তি এক প্রকার ওয়াদা যা পালন করা আব্যশক এবং কর্তব্য ও বটে।

চুক্তির মৌলিক ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি ঃ-

চুক্তির ইংরেজী শব্দমালা Letter of Acceptance.। ইসলামী বাহক সমূহ জমা গ্রহণ, বিনিয়োগ সমূহ জমা গ্রহণ, বিনিয়োগ, জামানত, বন্ধক, বৈদেশিক বানিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি ব্যাংকিং খাতে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের চুক্তির সকল দিক শরীয়াহ অনুসৃত নীতিতে হওয়া বাঞ্জনীয় । এছাড়া চুক্তির সম্মত শর্তাদি সঠিকভাব লিপিবদ্ধ না হলে, ভবিষ্যতে ভুল বুঝাবুঝি বা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হলে, তাকে ইসলামী নীতি অনুসৃত চুক্তি বলা যাবে না। এইরূপ চুক্তির ফলস্বরূপ প্রাপ্ত আয় হালাল হবে না।

Letter of Acceptance এর শরীয়াহ প্রমাণ ঃ- পবিত্র কুরানুল কারীমের সুরা বাকারায় চুক্তির সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে ঃ- হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায় সঙ্গত ভাবে তা লিখে দিবে। লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিৎ তা লিখে দেয়া এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে, এবং লেখার মধ্যে বিন্দু মাত্র কম-বেশ না করে। অবশ্য ঋণ গ্রহিতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয় বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়; তবে তার অভিভাবক ন্যায় সঙ্গত ভাবে লিখবে। দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ হয় তবে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সাক্ষী কর-(সূরা বাকারা-২৮২, ২৮৩) [৩]।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয়াবলী ঃ-

উপরোক্ত কুরানী দলিল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে আমরা চুক্তির ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ পাই- (১) যে কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও আর্থিক লেনদেন শর্তাবলী লিখিত হওয়া উচিৎ। (২) চুক্তি সঠিক ভাবে লেখা অবশ্যক, যাতে ভবিষ্যতে বিরোধ না হয়। (৩) চুক্তি লেখকই চুক্তি লিখবে, অস্বীকার করা যাবে না। (৪) দেনাদার/ তার অভিভাবক/ উপযুক্ত প্রতিনিধি চুক্তির বিষয়বস্তু বলে দিবে।(৫) চুক্তিটি হবে DP.Note (৬) চুক্তিতে দেনার পরিমান, পরিশোধের মেয়াদ সুস্পষ্ট থাকতে হবে। (৭) চুক্তিপত্র সাক্ষীর সামনে হতে হবে। সাক্ষী হবে ২ জন পুং বা ১ জন পুং ২ জন মহিলা । স্বীকৃত স্বরূপ তারা চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবে । (৮) চুক্তি লিখন এবং সাক্ষী রাখা অবস্থা হলে বিশ্বস্ততার জন্য কোন জিনিস বন্ধক রাখতে হবে ।(৯) সাক্ষী গোপন করা যাবে না ।(১০) স্বাক্ষী লেখকদের ভয়-ভীতি প্রর্দশন বা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না । সুতরাং আমাদের ইসলামী ব্যাংক সমূহের গ্রাহকদের সাথ লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির শর্তাবলী চুক্তিপত্রে অবশ্যই লিখতে হবে [৪]।

চুক্তিপত্র ফলপ্রসু করার উপায় ঃ-

ইসলামী ব্যাংকের এই চুক্তিপত্র সমুহ যে সমস্ত কারণে ফলপ্রসু হয় না , সেগুলো প্রতিরোধ করাই এই চুক্তি পত্র ফলপ্রসু হবার প্রধান উপায়। তাছাড়াও ঃ- ১) চুক্তিপত্র পুরণে অনীহা দুরীকরণ । ২) নির্দিষ্ট স্থানে তারিখ, মেয়াদ, বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে । ৩) চুক্তিপত্রের সকল বিষয় গ্রাহককে বুঝিয়ে পুরণ করতে হবে । ৪) চুক্তিটি নির্ধারিত স্থানে হেফাজত করতে হবে । ৫) চুক্তিপত্র গ্রাহকের /তার প্রতিনিধির বোধগম্য ভাষায় হতে হবে । ৬) গ্রাহক নিজে ,ব্যাংক প্রতিনিধি, লেখক ,স্বাক্ষীগণ যথাস্থানে স্বাক্ষর করবে । ৭) কোন অবস্থাতেই চুক্তিবিহীন কোন লেনদেন করা যাবে না । ৮) ব্যাংক সরবরাহ-কৃত একাধিক চুক্তিপত্রের ফরমের প্রত্যেকটিতে গ্রাহকের স্বাক্ষর থাকতে হবে । ৯) অপুরণ-কৃত চুক্তিপত্রের ফরমের উপর অথবা অলিখিত জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, কার্টিজ পেপার, কাগজ ইত্যাদির উপর গ্রাহকের স্বাক্ষর রাখা শরীয়াতের পরিপন্থী [৫]।

বাণিজ্যিক আইন ঃ- ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান । এর অধিকাংশ কার্যক্রমই ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য লেনদেন ,পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত আইন কে বাণিজ্যিক আইন বলে । সুতরাং প্রত্যেক ব্যাংকিং কর্মকর্তার বাণিজ্যিক আইন সর্ম্পকে ধারণা থাকা আবশ্যক । এর প্রধান ও গুরুত্বপুর্ন শাখা হলো চুক্তি আইন। বানিজ্যিক আইনের শাখা সমূহ ঃ-

০১) চুক্তি আইন	০৬) বন্ধক সংক্রান্ত আইন
০২) ব্যাংকিং আইন	০৭) হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন
০৩) পণ্য বিক্রয় আইন	০৮) বীমা আইন
০৪) কোম্পানী আইন	০৯) পন্য পরিবহন আইন
০৫) অংশীদারী আইন	১০) ভাড়া চুক্তি আইন [৬]

চুক্তি আইন ও ইসলামী পন্থা ঃ-

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক চুক্ত বৈধ। তাই ইসলামী ব্যাকিং বিষয়ে চুক্তি আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে দায় সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট করিয়া যে সম্মতি সাধিত হইয়া থাকে, তাকেই চুক্তি আইন বলা হয়। স্যার ফ্রেডারিক পোলের মতে- ' আইনের দ্বারা বলবৎ যোগ্য প্রত্যেকটি সম্মতি ও প্রতিশ্রুতিকেই চুক্তি বলে'।

চুক্তি উপাদান ঃ- সম্মতিকে আইনে বলবৎ করতে হলে উহার নিম্মোক্ত উপাদান থাকতে হবে ঃ- ০১। প্রস্তাব উত্থাপন করবে একপক্ষ, অন্যপক্ষ গ্রহণ করবে। ০২। চুক্তিটির আইন সম্মত উদ্দেশ্য থাকতে হবে। ০৩। চুক্তি পক্ষের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে প্রতিদান থাকতে হবে। ০৪। সম্মতির অর্থ স্পষ্ট হলেই তা

আইনগত গ্রাহ্যতা পাবে। ০৫। দেশীয় তথা ব্যাংকিং আইনে স্বীকৃত ব্যক্তিই শুধুমাত্র চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য বিবেচিত হবে। ০৬। স্ব-ইচ্ছায়, স্বাধীনভাবে, নিজ সম্মতিতে চুক্তি করার পরিবেশ। ০৭। লিখিত ও নিবন্ধন ভুক্ত আইনত গ্রাহ্য চুক্তি হতে হবে [৭]।

চুক্তি প্রতারণার প্রতিকার ঃ-

চুক্তি আইনের ১৯নং ধারা অনুযায়ী প্রতারিত পক্ষ নিম্মোক্ত উপায়ে প্রতিকার পেতে পারে ঃ-
(১) চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা দিতে পারে। (২) ক্ষতিপুরণের জন্য মামলা দায়ের করতে পারে।
(৩) চুক্তি পালনে বাধ্য করতে পারে। যেমনঃ- কেউ বন্ধক দেয়া জমি প্রতারণা করে বিক্রয় করলে প্রতারিত ব্যক্তি প্রতারক কে বিক্রিত জমি বন্ধক মুক্ত করতে বাধ্য করতে পারে (প্রয়োজনে আইনের আশ্রয়ের মাধ্যমে)।

উত্তরাধীকারের চুক্তি পালন ঃ-

বিনিয়োগ গ্রহিতা বিনিয়োগ পরিশোধের পূর্বে মারা গেলে ঐ বিনিয়োগের অর্থ তার উত্তরাধিকারী গণ পরিশোধকরিতে বাধ্য। তবে ঐ উত্তরাধিকারী ব্যাক্তিগত ভাবে দায়ী নন। সুতরাং ব্যাংকের উচিৎ বিনিয়োগ প্রদান কালেউত্তরাধীকারীগণের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নেয়া যেতে পাওে এবং সে মোতাবেক চুক্তি পালন করা যেতে পারে **ব্যাংকের জামানত গ্রহণ এবং বন্ধক**

জামানতের সংজ্ঞা ঃ- ব্যাংকের গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করে । এটি মুলত জনগণেরই র্অথ / সম্পদ। যা খাটিয়ে ব্যাংক নিজে এবং জনগণকে মুনাফা দেয় । সুতরাং ব্যাংকের বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংক গ্রাহকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ কিংবা ব্যক্তিগত গ্যারান্টি সংরক্ষণ করে , একেই জামানত বলে ।

জমানত কেন নেয়া হয় ঃ-

জনগণের র্অথ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক এবং জনগণ উভয় পক্ষ মুনাফা লাভ করে । তাই জনগণের লভ্যাংশ এবং মুলধনের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক অবশ্যই অর্থের নিরাপত্তার্থে বিনিয়োগের বিপরীতে Security আবশ্যক । নিম্নে জামানত গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল ঃ-
(১) ব্যাংক বিনিয়োগের র্অথ ফেরত পেতে জামানত গ্রহণ করে । (২) গ্রহিতার অবহেলা গড়ি-মসি (র্অথ পরিশোধার্থে) দুর করণার্থে । (৩) গ্রহীতার সর্তকতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে । (৪) জামানত বিনিয়োগ ঝুঁকি কমায় এবং ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা কওে । (৫) বিনিয়োগকে সুষ্ট ভাবে ব্যবহার ও উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহরে সহায়তা দান করে । (৬) তৃতীয় পক্ষের জামানত নিলে জামানত দাতা বিনিয়োগ গ্রহীতার উপর ব্যাংকের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে ।

ইসলামী ব্যাংক চিন্তবিদ এ,এ, এম হাবিবুর রহমান জামানত কে ৬ (ছয়) ভাগে ভাগ করেছে [৮] । যথাঃ-
১। Real Security (প্রকৃত জামানত) ২। Cash Security (নগদ জামানত)
৩। Goods Security (দ্রব্য জামানত) ৪। Primary Security (প্রাথমিক জামানত)
৫। Collateral Security (সহযোগী জমানত)
৬ । Additional Security (অতিরিক্ত জামানত)
নিম্নে জামানতের এই মৌলিক ভাগ সমুহ আলোচনা করা গেল ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রকৃত জামানত (Real Security) ঃ- অনেকেই ব্যবসায়ীক সততা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে প্রকৃত জামানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২। নগদ জামানত (Cash Security) ঃ- ব্যাংক কতৃক দ্রব্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কৃত দ্রব্যের বাজার মুল্যের উঠানামা বা পণ্য ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক ঐ দ্রব্যের বিপরীতে ক্যাশ সিকিউরিটি দার করে থাকে ।

৩/ দ্রব্য জামানত (Goods Security) ঃ- ব্যাংকিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিপরীতে পণ্য সামগ্রী সিকিউরিটি হিসেবে রেখে গ্রহীতার প্লেজ (Pledge) দলিলে স্বাক্ষর রাখে এবং হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে উক্ত পণ্যে ব্যাংকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়,একে বলা হয় Goods Security বা দ্রব্যের জামানত।

৪/ প্রাথমিক জামানত (Primary Security) ঃ- প্রাথমিকভাবে জামানতের অতিরিক্ত হিসেবে বিনিয়োগ নিশ্চয়তার জন্য যে জামানত নেয়া হয়, তাকে ব্যাংকের ভাষায় Primary Security বা সহযোগী জামানত বলে ।

৫/ (Additional Security) ঃ- বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যাংকের নিশ্চয়তা বৃদ্ধির জন্য জামানত বৃদ্ধি করণকে অতিরিক্ত জামানত বা Additional Security বলে।

জামানত গ্রহণে বিবেচ্য বিষয়ঃ- [৯]

জামানতটি কতটা গ্রহণযোগ্য এবং বিনিয়োগ নিরাপত্তায় কতটা যথেষ্ট হবে তা বিবেচনা করে জামানত গ্রহন করা দরকার। তাই জামানত গ্রহণ কালে ব্যাংকে নিম্মোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করে দেখা দরকার ঃ-

(১) জামানতে গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability) ঃ- বিনিয়োগের বিপরীতে আইন সম্মত গ্রহনযোগ্যতা-থাকতে হবে।

(২) মালিকানা (Owner Ship) ঃ- জামানত কৃত সম্পত্তির পুর্ণ মালিকানা জামানত দাতার থাকতে হবে ।

(৩) জামানতের বিক্রয়যোগ্যতা (Market ability) ঃ- জামানতের অবস্থান এবং বিক্রয়যোগ্যতা (সহজেই) ব্যাংকের বিবেচনায় থাকতে হবে ।

(৪) জামানতের দায় মুক্ততা (Non-Encumbrance) ঃ- রেজিষ্টেরী অফিস তল্লাশী-নামা নিয়ে জামানতটির দায়-মুক্ততার ব্যাপারে ব্যাংক নিশ্চিত হবে ।

(৫) মুল্যের স্থিতিশীলতা (Price Stability) ঃ- অস্থিতিশীল বা ক্ষরিঞ্চু জামানতের ব্যাপারে ব্যাংক অতিমাত্রায় সর্তক থাকতে হবে ।

(৬) পর্যাপ্ততা (Adequacy) ঃ- প্রয়োজনে জামানত বিক্রি করে বিনিয়োগের র্অথ মুনাফা সহ ফেরৎ আসার ব্যপারে ব্যাংকের সজাগ দৃষ্টি থাকতে হবে ।

(৭) মূল্য নির্ধারণ (Price Determition) ঃ- ব্যাংক বিনিয়োগ ঝুঁকি থেকে বাঁচতে জামানতের অতি-মুল্যায়ণ করা থেকে বিরত থাকবে ।

(৮) জামানতের মান (Quality) ঃ- জামানতের ভাল অবস্থান, ভালো মান ব্যাংকের বিবেচ্য ।

(৯) সার্মথ্য (Ability) ঃ- ব্যক্তির যোগ্যতা ও স্বচ্ছলতা বিচার এক্ষেত্রে আবশ্যক ।

(১০) সততা (Honesty) ঃ- ব্যক্তিগত বা তৃতীয় পক্ষের জামানতের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সততা বিচার বিবেচনায় রেখে ব্যাংক জামানত নেবে ।

জামানত যুক্ত এবং জামানত মুক্ত ঋণ পার্থক্য ঃ -

ব্যাংক সমুহ বিনিয়োগকৃত / ঋনের নিরাপত্তায় জন্য জামানত গ্রহন করে । তবে তার্সব ক্ষেএে প্রযোয্য নহে । এর ফলে জামানতের খেনুকরন করা হয়েছে ।

জামানত যুক্ত জামানত মুক্ত ঋনের প্র্যাথক্য নিম্মাক্ত ছকে দেখান হলো ঃ- [১০]

জামানত যুক্ত ঋণ	জামানত মুক্ত ঋণ
১) ঋণের / বিনিয়োগ কৃত অর্থ/ পণ্যের বিপরীতে	১) যাতে ব্যাংক জামানত সংরক্ষণ করে না, তাহাই

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি বা অব্যশিক জামানত সংরক্ষণ কে জামানত যুক্ত ঋণ বলে।	জামানত মুক্ত ঋণ।
২) এই ঋনের ঝুঁকি কম ।	২) এই ঋণের ঝুঁকি বেশী ।
৩) খেলাপের মাত্রা বেশী ।	৩) ঋণ খেলাপ কম হয় ।
৪) অধিকতর নিরাপত্তার দাবিদার ।	৪) অপেক্ষা কৃত কম নিরাপদ ।
৫) ব্যাংক এই জামানতে বেশী মুনাফা পায় ।	৫) তুলনামূলক ভাবে কম মুনাফা পায় ।
৬) মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এই জামানত ঋণ দেয়া হয়	৬) স্বল্প মেয়াদে এই ঋণ দেয়া হয় ।
৭) তুলনামূলক ভাবে বেশী ঋণ বরাদ্দ হয় ।	৭) মঞ্জুরীকৃত ঋণ কম হয় ।
৮) গ্রহীতার পরিশোধে ব্যর্থতায় জামানত কৃত সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ব্যাংকে অর্থ আদায় করতে পারে ।	৮) ব্যর্থতায় ব্যাংক আদালতের আশ্রয় নিতে পারে ।
৯) পুরাতন, নতুন উভয় ধরনের মক্কেল কে ব্যাংক এই ঋণ প্রদান করে ।	৯) ব্যাংক আস্থাভাজনে পুরানো গ্রাহক কে এই ঋণ প্রদান করে।
১০) খেলাপী ঋণের আদায় সম্ভাবনা বেশী ।	১০) আদায় করা কষ্টকর ।
১১) পরিচালনা ব্যয় অপেক্ষা কৃত বেশী ।	১১) পরিচালনা ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ।

সিকিউরিটির উপর চার্জ সৃষ্টির পদ্ধতি ঃ-

দেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহ বিনিয়োগ কালে গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য, ক্যাশ জমি ও দালান কোঠা মেশিন-পত্র , শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি সিকিউরিটি বা জামানত হিসাবে গ্রহণ করে। এসব সিকিউরিটির উপর ব্যাংক তার স্বত্ব বা দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) (Pledge) প্লেজ ঃ- বিনিয়োগ গ্রহিতা কতৃক কোন অস্থাবর সম্পদের বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখাকে প্লেজ Pledge বলে।

প্লেজ কৃত মালামালের ক্ষেত্রে ঃ-

১) মালামাল ব্যাংক দখলে থাকলেও এর মালিকানা বিনিয়োগ গ্রহীতার।
২) বিনিয়োগ গ্রহীতার খরচেই ব্যাংক এ মালামাল রক্ষণাবেক্ষন করবে।
৩) বিনিয়োগ গ্রহিতার খরচেই মালামাল পাহারা ও ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা থাকবে।
৪) গ্রহিতা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতায় ব্যাংক গ্রহিতাকে নোটিশ দিয়ে ঐ মালামাল বিক্রি করে পাওনা পরিশোধ করবে।
৫) বিক্রিয়-লব্দ অর্থ ব্যাংকের পাওনায় যথেষ্ট না হলে অবশিষ্টের জন্য গ্রহিতা দায়ী।
৬) ব্যাংক অবহেলায় প্লেজ মালের ক্ষতি হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে।

মর্ট গেজ (Mortgage) ঃ-

বিনিয়োগ গ্রহিতা কর্তৃক কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকার ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করাকে মর্ট গেজ (**Mortgage**) বলে। আমাদের দেশে ২ ধরনের মর্টগেজ পরিলক্ষিত হয় ঃ- ১) রেজিষ্টার্ড মর্টগেজ, ২) ইকুইটিব্যল মর্টগেজ।

১। রেজিষ্টার্ড মর্টগেজ বা ইংলিশ মর্টগেজ ঃ- এতে একটি দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পদের অধিকার ব্যাংকের নামে রেজিষ্ট্রি করে দেয়া হয়। দলিলে প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহিতার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কোর্ট অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ সম্পদ বিক্রি করে পাওনা শোধ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সম্পদের দখলে দাতার কাছে থাকলে ও সম্পদের অধিকার ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২। ইকুইটিব্যল মর্টগেজ ঃ- বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির কেবলমাত্র মূল দলিল মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব টাইটেল ডিউ (MDTD) এর মাধ্যমে ব্যাংকের কাছে জমা রাখাকে ইকুটিবাল মর্টগেজ বলে। গ্রহিতার দেনা পরিশোধ না করলে সম্পদের উপর ব্যাংকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু একটি অনুমতি ব্যতিত ব্যাংক সম্পদ বিক্রি করতে পারে না। ব্যাংকে Power of Authority দেয়া থাকলে বিক্রি করতে পারে। গ্রাম্য জমি, বসত বাড়ীর ইকুইটিব্যল মর্টগেজ হয় না ।

দ্বিতীয় বন্ধক (second Mortgage) ঃ-

কোন সম্পত্তি কোন ব্যাংকের কাছে রেজিষ্টার্ড মর্টগেজ থাকা অবস্থায় অন্য কোন ব্যাংকের নিকট দ্বিতীয় বার মর্টগেজ হলে একে second Mortgage বলে। এই জাতীয় মর্টগেজ ব্যাংক সাধারনত : গ্রহণ করে না। কারণ এতে ব্যাংকের ঝামেলা পোহাতে হয়।

Creation of further charge ঃ-

কোন বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে কোন সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে বন্ধক থাকা অবস্থায় গ্রাহক যদি পুনরায় অতিরিক্ত কোন বিনিয়োগ নেন বা পূর্বের বিনিয়োগকে নবায়ণ করেন, তবে বন্ধকী সম্পত্তির উপর পরবর্তী বিনিয়োগের বিপরীতে যে চাঁজ বা ব্যাংকের অধিকার সৃষ্টি করা হয়, তাকে further charge বলে । further charge দলিল মূলতঃ মর্টগেজ কৃত সম্পত্তির পুনরায় মর্টগেজ করার একটি দলিল।

শহর অঞ্চলের শাখাগুলো বিনিয়োগের অনুন্য ১০% বা ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে যেটি কম, সে পরিমান টাকার জন্য সম্পদের উপর Registerd Mortgage করবে, এবং অব অবশিষ্ট ৯০% বিনিয়োগের জন্য Eavniable Mortgage করবে। পল্লী শাখাসমূহ মোট বিনিয়োগের ১০% বাদে অবশিষ্ট (১০০-১০)= ৯০% বিনিয়োগের জন্য বন্ধক কৃত সম্পদের উপর further charge সৃষ্টি করবে। পল্লী অঞ্চলে Eavniable Mortgage করা ঠিক হবে না ।

হাইপোথিকেশন ঃ-

হাইপোথিকেশন কেবল অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইরুপ সম্পত্তির দখলদার, বিনিয়োগ গ্রহিতা দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষ উক্ত সম্পত্তির উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে । অর্থ্যাৎ বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি গ্রাহকের নিজের দখলে রেখে সম্পদের উপর ব্যাংকের অধিকার প্রদানকে হাইপথিকেশন বলে।

প্লেজ, হাইপোথিকেশন ও মর্টগেজের মধ্যে পার্থক্য [১১] ঃ-

প্লেজ	হাইপোথিকেশন	মর্টগেজ
১) অস্থাবর সম্পত্তিতে প্রযোজ্য ।	১)অস্থাবর সম্পত্তিতে প্রযোজ্য	১) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেএে প্রযোজ্য ।
২) ব্যাংক দখলে মালামাল থাকে ।	২) বিনিয়োগ গ্রহিতার নিকট মালামাল থাকে	২) বিনিয়োগ গ্রহিতার নিকট সম্পত্তি থাকে ।
৩) সম্পত্তির মালিকানা গ্রহিতার ।	৩) সম্পত্তির মালিকানা গ্রহিতার ।	৩) রেজিষ্টার্ড মর্টগেজ সম্পত্তির মালিকানা ব্যাংকের থাকে ।
৪) প্লেজের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে কোর্ট অনুমতি ছাড়া সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনা আদায় করতে পারবে ।	৪) এই ক্ষেত্রে কোর্ট অনুমতি সাপেক্ষে সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংক পাওনা আদায় করবে ।	৪) ইকুইট্যবল মর্টগেজ কোর্ট অনুমতি সাপেক্ষে সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংক পাওনা আদায় করবে ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক গ্যারান্টি

Guarantee এর সংজ্ঞা ঃ-

ইংরেজী Guarantee এর আভিধানিক অর্থ অঙ্গীকার , প্রতিশ্রুতি , জামিন ইত্যাদি । সাধারণতঃ ব্যাংক সমুহ তার মক্কেলের পক্ষে তৃতীয় পক্ষের নিকট লিখিত অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে । তা Bank Guarantee নামে পরিচিত ।

এক্ষেত্রে Bank হচ্ছে Guarantee বা জামিনদাতা , গ্রাহক হচ্ছে চৎরহপরঢ়ধষ Principal Detor বা মুল দেনাদার । তৃতীয় পক্ষ Bank Beneficiary বা সুবিধা ভোগী । সুতরাং Guarantor তার Principal Detor এর পক্ষে তাদের (গ্রাহকের) দায় পরিশোধ বা র্কম সম্পাদন জনিত ব্যর্থতা অসর্মথতা ইত্যাদি কারণে তৃতীয় Beneficiary কে তাদের পাওনা ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য যে লিখিত ওয়াদা , অঙ্গীকার , বা প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে Bank Guarantee বলা হয় ।

Guarantee এর পক্ষ ও বিষয় ঃ -

গ্যারান্টির ক্ষেত্রে ৩ (তিন) টি পক্ষ রয়েছে । যথা ঃ-

১) Guarantee / Security (গ্যারান্টি দাতা বা জামিন দার)
২) Principal Detor (মুল দেনাদার)
৩) Bank Beneficiary / Creditor (পাওনা দার / সুবিধা ভোগী)

গ্যারান্টি পত্রে যে সব বিষয়বলী লিপিবদ্ধ করতে হয় , তা নিম্নরুপ ঃ

সহজ ও প্রাঞ্জন ভাষায় লেনদেন (ভবিষ্যৎতের) র্কম সম্পাদনের বিস্তারিত বিবরিন লিখতে হয় , যাতে দ্বৈত বা ব্যাখা মুলক শব্দ বাখ্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার পরিহার করতে হবে । বিবরণে যে সব বিষয়াবলী থাকবে ঃ- (১) পণ্য বা সেবা-র্কমের বিবরণ (২) পরিমান (৩) সম্পাদনের সময় (৪) পক্ষগণের নাম (৫) ঠিকানা (৬) স্বাক্ষর (৭) গ্যারান্টির মেয়াদ (৮) গ্যারান্টির আবেদন পত্র ও (১০) মঞ্জুরী পত্র ইত্যাদি ।

গ্যারান্টির প্রকারভেদ (Kinds of Guarantee) ঃ-

Pincipal Debitor এর প্রয়োজনে এবং Binifaciary চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন উদেশ্য Bank কতৃক Garantee প্রদান করা হয়ে থাকে । সাধারণতঃ Bank প্রদানকৃত Guarantee সমুহ নিম্নরুপঃ

1) Tender/ Bid Guarantee (for earnest money security money).
2) Performance Guarantee.(1.Good Performance Under Taken Guarantee 2. Good Performance Of Job Guarantee)
3) Shipping Guarantee.
4) Advance payment Guarantee.
5) Customs Guarantee 6) Return Of Bond Deduction Guarantee 7) Payment Under Taken Guarantee 8) Miscellaneous Guarantee ইত্যাদি (১২) ।

নিম্নে Guarantee সমুহের আলোচনা করা হল ঃ-

1) Tender /Bid Guarantee ঃ- সরকারী সংস্থা / প্রতিষ্ঠান , কর্পোরেশন কোম্পানী সমুহ তাদের বিভিন্ন প্রকল্প, সেবা , পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি জন্য Tender অহবান করে । Tender শর্তানুযায়ী Tender প্রদান করী পক্ষকে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হয় । । এই গ্যারান্টিই Tender /Bid Guarantee

2) Per For Mance Guarantee :- বিশেষ র্কায বা চুক্তি সম্পাদানের সাথে সম্পৃক্ত গ্যারান্টিই হলো Performace Guarantee । ঝুঁকি বেশী হওয়ায় ব্যাংক সমুহ এই গ্যারান্টির বিপরীতে Good Surety নিয়ে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

3) Shippins Guarantee :- জাহাজীদলিল পত্র ব্যতিরেকে পণ্য ছাড় করণের জন্য Shippins কোম্পানী সমুহকে যে গ্যারন্টি প্রদান করা হয় , তাকে Shippins Guarantee বলা হয় । জাহাজী দলিল পত্র খোয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি ফেনি কাঠকর , বেশী কার্যকর ।

4) Advance payment Guarantee :- কাজ আরম্ভের আগে প্রয়োজনীয় মালা-মাল , সেবা , যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ও অন্যান আনুষঙ্গিক কার্যদ্দি সম্পাদনে জন্য ঠিকাদারদের অনেক সময় অর্থের প্রয়োজন হয় । এই অর্থ প্রদানের জন্য সরকারী সংস্থা / প্রতিষ্ঠান, কর্পারেশন, কোম্পানী, সমূহ / সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জামানত হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টির শর্তারোপ করে ।এই ধরনের লেনদেনে ব্যাংক প্রদত্ত গ্যারান্টিই Advance payment Guarantee বলে ।

5) Customs Guarantee :- কখনো কখনো importen-গণ আমদানি কৃত মালামালের শুল্ক নগদ পরিশোধ করতে অসর্মথ হলে মালামাল ছাড় করনের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ আরোপিত শুল্ক ভবিষ্যতে কোন

র্নিধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের নিশ্চয়তা বা জামিনের জন্য শর্ত আরোপ করে থাকে ।

এই সংক্রান্ত বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুকুলে ব্যাংক প্রদত্ত নিশ্চয়তা বা অঙ্গীকার পত্রকে Customs Guarantee বলে ।

Bank Guarantee: ইস্যু সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ-

Bank Guarantee ইস্যুর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কি পরিমান জামানত গ্রহণ করতে হবে, তা ঐ ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা মোতাবেক বাধ্যতামূলক ভাবে Issuiny Branch কে মানতে হয় । সাধারনত ব্যাংক সমূহ তাদের principal Debtor দের অনুরোধে Benficary/Creditor এর অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে। যে সমস্ত প্রয়োজনে Principal Debtor তার ব্যাংকারকে ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য অনুরোধ করবে তা হলোঃ- দরপত্র প্রদান, কর্ম সম্পাদনের নিশ্চয়তা, কার্যারম্ভের পূর্বে অগ্রিম নিশ্চয়তা কার্যাদেশ প্রাপ্তি শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মালামাল ছাড়করণ ইত্যাদি। Bank Guarantee প্রদানের পূর্বে Debtor এর যে সমস্ত বিষয়াবলী যাচাই বাচাই করবে তা হলোঃ-principal Debtor এর সততা, সচ্ছালতা, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকার পালনের সদিচ্ছা সংশিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ইত্যাদি।

Bank Guarantee তে ঝঁকির মাত্রানুযায়ী Debtor এর কাছ থেকে নগদ অথবা সহায়ক জামানত নেয়া হয়। এই জামানত Debtor র ব্যর্থতা বা অসমর্থতার কারণে নেয়া হয়। Beneficary-র দাবি উপস্থাপনের সাথে সাথে ব্যাংকে গ্যারান্টির শর্তানুযায়ী গ্যারান্টির মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

মাত্রাতিরিক্ত ঝুকির ক্ষেত্রে ১০০% নগদ জামানতের বিপরীতে ও ব্যাংক গ্যারান্টির শর্তানুযায়ী গ্যারান্টির মূল্য পরিশোধ করতে হয়। Bank Guarantee প্রদান করা হয়। প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে Bank Guarantee ইস্যুর বিপরীতে নিজস্ব Commission/Service Charge আদায় করা হয়।

Bank Guarantee নবায়ন ঃ- Beneficiary পক্ষের চাহিদা বা সম্মতি মোতাবেক এবং Principal Debtor এর অনুরোধে ব্যাংকের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ, পরিমাণ ইত্যাদি বৃদ্ধি সহ যুক্তিসঙ্গত সংশোধন করতে পারে। তবে এই জন্য ব্যাংক নির্ধারিত Commission/Service Charge আদায় করতে পারবে।

Guarantee-র মূল্য পরিশোধ/নগদায়ন ঃ- Prinicpal Debtor এর ব্যর্থতা বা অসার্থতার কারণে Beneficiary কর্তৃক গ্যারন্টির মূল্য নগদায়নের জন্য উপস্থাপিত হলে, যদি দাবিটি যুক্তি সঙ্গত এবং গ্যারান্টির শর্ত মোতাবেক হয়, তবে তা গ্রাহককে / Principal Debtor কে অবহিত করে তাৎক্ষনিক ভাবে পরিশোধিত হওয়া উচিৎ। সংশ্লিষ্ট নগদ জামানত থেকে গ্যারান্টির মূল্যপরিশোধিত হবে। জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত মূল্য ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করে তা Debtor এর কাছ থেকে প্রচলিত

নিয়মানুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্যারান্টি যেই প্রকারেরই হোক না কেন, তার জামানত গ্যারান্টির মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

গ্যারান্টির রদবদল ঃ- যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্যারন্টি রদ বদল করা যেতে পারে, সেগুলো নিম্নরুপ ঃ-

(১) Beneficiary কর্তৃক লিখিত সম্মতিসহ মূল গ্যারান্টিটি ফেরত আসলে ।

(২) মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যারান্টি ফেরত না পাওয়া গেলে বা নবায়নানুরোধ না থাকলে নিম্নলিখিত সাধারন পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করে গ্যারান্টি রদ করা যেতেপারে ঃ

* ১৫ দিনের মধ্যে Beneficiary পক্ষকে মূল গ্যারান্টি ফেরত দেয়ার অনুরোধ করতে হবে।
* অনুরোধপত্রের অনুলিপি করতে হবে। (পৃথক পত্রের মাধ্যমে ও অনুরোধ করা যেতে পারে)।
* নির্ধারিত সময়ে গ্যারান্টি যথাযথভাবে release সহকারে পাওয়া গেলে।
* নির্ধারিত সময়ে গ্যারান্টি যথাযথভাবে Beneficiary-র পত্রসহ পাওয়া গেলে।
* নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে।
* অনুরোধ পত্রে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তে গ্যারান্টির কার্যকারিতা বাতিল হওয়ার উল্লেখ থাকতে হবে।
* গ্যারান্টি রদকরার পর Beneficiary ও principal Debtor কে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
* মূল গ্যারান্টি ফেরৎ পাবার পরই সকল জামানত ফেরৎ দেয়া উচিত।
* মূল গ্যারান্টি ফেরৎ পাওয়া না গেলে নগদ ও সহায়ক জামানত ফেরৎ দানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

উপরোক্ত রদ বদল নীতিমালা পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে ভিন্ন রকম হতে পারে [১৩]।

ব্যাংকের নাম
ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য আবেদন পত্র -------- ছবি

ব্যবস্থাপক
--------- ব্যাংক লিমিটেড
----------------- শাখা

মুহতারাম,
আসসালামু আলাইকুম।
আপনার ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে টাকা ------------------------------------ টাকা মাত্র এর একটি ব্যাংক গ্যারান্টি সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী -------------- অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তে আমার/আমাদের পক্ষে ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করছি।

১।	ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ	ঃ টাকা :
২।	ক. নগদ জামানত	ঃ টাকা :
	খ. সহায়ক জামানত	ঃ টাকা :
৩।	যার অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হবে তাদের নাম ও ঠিকানা	ঃ মেসার্স --
৪।	গ্যারান্টির মেয়াদ	ঃ ------- মাস (মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ....)

Dhaka University Institutional Repository

৫। উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নেবর্ণিত তথ্যাবলী আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য প্রদান করছি ঃ

১। আবেদনকারী গ্রাহকের নাম (প্রতিষ্ঠান) ঃ
২। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ
(টেলিফোন নম্বরসহ)
৩। কারখানার ঠিকানা ঃ
৪। ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ
৫। ব্যবসার বিবরণ ঃ
৬। প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ একক মালিকানা/অংশীদারী/যৌথ মূলধনী (প্রাঃ)/পাবলিক লিঃ/অন্যান্য

মালিক/অংশীদার/পরিচালকের নাম	বয়স	পিতা/স্বামীর নাম *	বর্তমান ঠিকানা
১	২	৩	৪

স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কারিগরী প্রশিক্ষণ/যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সামাজিক কার্যাবলী
৫	৬	৭	৮	৯

* বিঃ দ্রঃ বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা উভয়ের নাম

৮। শাখা অফিস (যদি থাকে)

৯। অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান
(টেলিফোন নাম্বারসহ)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মালিকের নাম, পিতার নাম, বয়স ও ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)	ব্যবসায়ের বিবরণ	মূলধন	ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	ব্যাংকের দায় দেনা প্রকৃতি ও অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

Dhaka University Institutional Repository

১০। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ (একক মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

(ক) দোকান/শো-রুমের মূল্য ঃ টাকা
(যদি খরিদ করা থাকে)

(খ) কারখানার জমির মূল্য ঃ টাকা

(গ) কারখানার ইমারতের মূল্য ঃ টাকা

(ঘ) মেশিনপত্রের মূল্য ঃ টাকা

(ঙ) আসবাবপত্রের মূল্য ঃ টাকা

(চ) মজুত মালের মূল্য ঃ টাকা
(স্টক রিপোর্ট সংযুক্ত)

(ছ) বিবিধ পাওনা
(বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট ঃ টাকা

বাদ ঃ বিবিধ দেনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

সর্বমোট ঃ টাকা

১১। ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ ১.০০ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব হলে অথবা যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ঃ
৩ (তিন) বৎসরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট সংযুক্ত

১২। অন্যান্য সম্পদ (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

১৩। ট্রেড লাইসেন্স নং ও মেয়াদ ঃ

১৪। (ক) টি, আই, এন ঃ

১৫। ব্যবসায়ে/শিল্প/বাণিজ্যে যতদিন যাবত নিয়োজিত এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ঃ

১৬। মালিক/অংশীদারবৃন্দ/ ডাইরেক্টরদের/ গ্যারেন্টরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ ঃ

	সম্পত্তির বিবরণ								
নাম	মৌজা	দাগ নং	খতিয়ান নং			মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং	জমির পরিমাণ	ইমারতের বিবরণ	আনুমানিক
			সি, এস	এস, এ	আর, এস				

১৭। আবেদনকারী গ্রাহকের দায়দেনার বিবরণ ঃ

(ক) অত্র ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার নিকট দেনা ঃ টাকা

(খ) অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ টাকা
(বিস্তারিত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)

(গ) অন্যান্য দায়দেনা ঃ টাকা

(ঘ) প্রদেয় বিল ঃ টাকা

মোট ঃ টাকা

১৮। প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নগদ ঃ টাকা
(খ) কাউন্টার গ্যারান্টি ঃ টাকা
(গ) সহায়ক জামানতের বিবরণ ও মূল্য ঃ টাকা
(সম্পত্তির মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত) ঃ
(ঘ) ব্যক্তিগত জামানত ঃ জনাব -----

১৯। পূর্বের ব্যাংকের নাম; হিসাব নং ও হিসাব বিবরণী ঃ
২০। আবেদনকারী গ্রাহকের ব্যবসায়িক সুনাম ঃ
২১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ক্ষমতা ঃ
২২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের জমি, মেশিনারিজ ইত্যাদি অন্য ব্যাংকে দায়বদ্ধ কি-না?

তারিখ ঃ ------------- ------------

গ্রাহকের সিল ও স্বাক্ষর
হিসাব নং ঃ
হিসাব খোলার তারিখ ঃ

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১. ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।
২. সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৩. পূর্ববর্তী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।
৪. সম্ভাব্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী (Short feasibility report)।
৫. অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।
৬. যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিট।
৭. যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত (Resolution)- এর সত্যায়িত কপি।
৮. টিআইএন-এর সত্যায়িত কপি।
৯. সুবিধা/বিনিয়োগ পারফরমেন্স-এর সিট, যদি থাকে।
১০. অন্যান্য।

448492

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

স্বাক্ষর -----

ব্যাংকের নাম
------------ শাখা

সূত্র নং --------- তারিখ ঃ ----------ইং

মেসার্স/ জনাব -------------

মুহতারাম
আসসালামু আলাইকুম।

বিষয়ঃ আপনার/আপনাদের পক্ষে এবং মেসার্স -------------- অনুকূলে টাঃ -------------- (টাকা-----------) এর ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর মঞ্জুরীপত্র।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার/আপনাদের ---------------- তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স --------------------- অনুকূলে টাকা --------------------- (টাকা ------------)-এর একটি ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর জন্য ব্যাংক আপনাদের অনুকুলে নিম্নোক্ত শর্তাসাপেক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টির সুবিধা মঞ্জুর করেছেন।

১।	ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ	ঃ	টাকা ------
২।	যার অনুকুলে ইস্যু করা হবে	ঃ	
৩।	উদ্দেশ্য	ঃ	
৪।	মেয়াদ	ঃ	-------- মাস (----- তারিখ পর্যন্ত)

৫। জামানত ঃ

ক) নাগদ ঃ

খ) কাউন্টার গ্যারান্টি ঃ

গ) সহায়ক জামানত ঃ

ঘ) অন্যান্য জামানত ঃ

অ) জনাব ------------------ এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

৬। আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র সম্পাদন/জমা প্রদান করতে হবে-

(ক) ডি, পি, নেট

(খ) ডি,পি, নোট ডেলিভারি লেটার

(গ) লেটার অব অথরিটি

(ঘ) কাউন্টার গ্যারান্টি

(ঙ) ব্যক্তিগত জামানত

(চ) মূল টাইটেল ডিডস ও অন্যান্য দলিল (সিএস, এসএ, আরএস পর্চা, খাজনা রসিদ, সংশ্লিষ্ট বায়ডিড
ইত্যাদি)।

(ছ) জমি বন্ধকী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি (মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব টাইটেল ডিডস, এফিডেভিট ইত্যাদি)।

(জ) অন্যান্য দলিল (ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী)

৭। নগদায়ন/আদায়/ক্ষতিপূরণ ঃ

ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য উপস্থাপিত হলে আপনি/আপনারা প্রয়োজনীয় অর্থ আপনাদের চলতি হিসেবে চাহিবামাত্র জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায়, আপনার নামে বিনিয়োগ/সাসপেন্স হিসাব ডেবিট করে গ্যারান্টির দাবি পরিশোধ করা হবে। দাবি পরিশোধের তারিখ থেকে ব্যাংক পাওনা খরচাদিসহ আপনাদের নিকট হতে আদয় না হওয়া পর্যন্ত দৈনিক -----------% হারে লাভ/ভাড়া জরিমানাসহ মূল টাকা ফেরত দিতে আইনত বাধ্য থাকবেন।

৮। অন্যান্য শর্ত/শর্তাবলী ঃ

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ আপনার/আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদসঙ্গে সংযুক্ত অত্র অনুমোদনপত্রের কপিটি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে ফেরত দান এবং জামানতসহ অন্য দলিল পত্রাদি সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করছি।

মা-আসসালাম।

উল্লেখিত শর্তাদি গ্রহণ করে অত্র অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

গ্রাহকের স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) ও তারিখ
(কোম্পানীর সিলসহ)

ব্যবস্থাপক

ব্যাংক গ্যারান্টি নিশ্চিতকরণ

তৃতীয় কোন ব্যক্তি/পক্ষ দেনা পরিশোধের অক্ষমতায় তার দেনা ব্যাংক ঐ দেনা পরিশোধের অঙ্গীকার করলে তাকে Bank Guarantee বলে। ব্যাংক গ্যারান্টির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট রয়েছেঃ

১) Bank Guarantee জামানত হিসাবে কাজ করে।
২) গ্যারান্টির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে।
৩) গ্যারান্টির প্রদান কারীর দেনা পরিশোধ অপারগতায় ব্যাংক দেনা পরিশোধ করে।
৪) গ্যারান্টিতে নিশ্চিতকরণ দেনাটুকু গ্যারন্টার দায়বদ্ধ থাকে।

জামিন বা গ্যারান্টি

ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২ এর ৯নং চুক্তির ১২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, এটি এমন চুক্তি যেখানে তৃতীয় পক্ষ দেনাদারের অক্ষমতায়, দেনাপরিশোধ করার অঙ্গীকার করে। বিনিয়োগ গ্রহিতা ব্যাংকের দেনা পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ব্যাংক জামিনদারের নিকট হতে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ইনডেমনিটি

যে চুক্তি তে এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করে, তাকে ইনডেমনিটি বলে।

গ্যারান্টি এবং ইনডেমনিটির পার্থক্য ঃ-

গ্যারান্টি	ইনডেমনিটি
১। গ্যারান্টিতে তিন টি পক্ষ থাকে।	১। ইনডেমনিটিতে দুটি পক্ষ থাকে।
২। পাওনা আদায়ের নিশ্চয়তায় গ্যারান্টি নেয়া হয়।	২। ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ইনডেমনিটি নেয়া হয়।
৩। দেনা পরিশোধের মূল দায়িত্ব দেনা দারের।	৩। ইনডেমনিটি দাতার মূলদায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

Lien বা ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব ঃ
পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারের দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দেনাদারের কোন সম্পত্তি আটক রাখার অধিকারকে লিয়েন বা পূর্বস্বত্ত বলে। যদি কেউ Term Deposit Receipt ব্যাংকে লিয়েন রেখে কোন বিনিয়োগ সুবিধা নেয়, তবে ঐ রশিদের উপর ব্যাংকের বিশেষ পূর্বস্বত্ত রয়েছে। আবার ব্যাংক তার পাওনার বিপরীতে গ্রাহকের স্বাভাবিক লেনদেন যেমন চেক, মেয়াদী জমার রশিদ বিল বা অন্য কোন মালামাল আটক করলে সেটা হবে ব্যাংকের সাধারণ পূর্বস্বত্ব। তবে ব্যাংকের হেফাজতে রাখা মূলবান সম্পদ বা বিনিয়োগের বিপরীতে রাখা প্লেজের মালামালের উপর ব্যাংক অন্য কোন হিসাবের পাওনা আদায়ের জন্য লিয়েন প্রয়োগ করতে পারে না।

আইন সম্মতভাবে দলিল সম্পাদন (Documentation)

১৮৮২ সালের ব্যাংকিং সাক্ষ্য আইনের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, কোন বিষয়কে সাক্ষ্য প্রমানের জন্য লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন বস্তুর উপর অক্ষর, অংক বা চিহ্নদ্বারা অথবা উহাদের একাধিক উপায়ে ব্যক্ত বা বর্ণনা করাকে দলিল বলে। আইনানুযায়ী দলিলাদি তৈরী করাকেই Documentation বলে।
আইন সম্মতভাবে দলিল সম্পাদিত হলে ব্যাংক নিম্নরূপ দলিলাদি ভোগ করেঃ
১। বিনিয়োগ গ্রহিতা ও গ্যারান্টির কে এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়।
২। এটি লিখিত প্রমাণ বিধায় লেনদেনে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয় না।
৩। জামানতের উপর সৃষ্ট ব্যাংকের স্বত্ব বর্ণনা করে।
৪। ব্যাংকের কাছে বন্ধককৃত/Mortgage করা জামানত কে চিহ্নিত করে।
৫। ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এতে বিভিন্ন শর্তারোপ করা হয়।
৬। বিনিয়োগ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ইহা কোর্টে প্রাথমিক সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

Documeantation সম্পাদনে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় ঃ
১) Date: দলিল কখনোই আগাম বা ভবল তারিখে হবে না।
২) Writing: হাতে লেখা একই সময়ে একই ব্যাক্তি একই কালিতে লিখবে।
৩) Legal Capacity: দলিল সম্পাদনকারীর দলিল সম্পাদনে বৈধ সামর্থ্য থাকতে হবে।
৪) Alteration: দলিলে কাটাকাটি না হওয়াই উত্তম।
৫) Witness : কিছু কিছু দলিলে সাক্ষ্য থাকা আবশ্যক। যেমনঃ Mortgage দলিল,স্থাবর সম্পত্তির দলিলের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন সাক্ষী প্রয়োজন হয়। Prommissory Note, letter of Guarantee, pledge/Hypothecation চুক্তিতে সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না।
৬) Stamping: প্রচলিত আইনানুযায়ী দলিলে প্রয়োজনীয় Stamp লাগাতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ষ্টামবিহীন দলিলে জরিমানা সহ প্রয়োজনীয় Stamp লাগালে কোর্ট তা গ্রহণ করলেও প্রতিশ্রুতি পত্র, বিনিময়বিল, ঋণের স্বীকৃতিপত্র Stamp বিহীন হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে [১৪]।

Charge Document পরিচিতি ও ব্যবহার :-
ইসলামী ব্যাংক সকল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট চুক্তিপত্র করে নেয়, যেমনি ভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও" (সূরা বাকারা-১৮২) নিম্নে কতিপয় Charge Document এর পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো ঃ
১) Agreement : ব্যাংক বিনিয়েঅগের পূর্বে গ্রাহকের সঙ্গে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করে। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, ইজারা চুক্তি ইত্যাদি। চুক্তিতে কমপক্ষে ২ জন সাক্ষী স্বাক্ষর করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২) Dp Note : Dp Note হচ্ছে Demand Promissory note. যা শর্তহীন প্রতিপত্র বিনিয়োগ গ্রহীতা DP Note স্বাক্ষর করে ব্যাংকের অর্থ পরিশোধের একটি শর্তহীন অঙ্গীকার প্রদান করে।

৩) Dp Note Delevary letter : গ্রাহকের স্বেচ্ছায় Dp Note ব্যাংকের কাছে ব্যাবহার করেছে তা প্রমানর্থে Dp Note এর forwarding letter হিসাবে DP Note Delevary letter ব্যবহার করা হয়।

৪) Letter of continuity : ইতিপূর্বে Dp Note এর মাধ্যমে গ্রাহক ব্যাংকের অর্থ পরিশোধের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা অব্যাহত থাকবে, তা ব্যাংক অবহিত হয়।

৫) বিনিয়োগ বিতরণপত্র ঃ এই পত্রের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায় যে, ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধক্রমেই বিনিয়োগ প্রদান করেছে।

৬) Letter of Instalment : গ্রাহক কিস্তির টাকা পরিশোধে বাধ্য এই মর্মে গ্রাহক ব্যাংকের কাছে ঘোষনা দেয়।

৭) Trust Receit : ব্যাংকের মূল্য পরিশোধ ছাড়াই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে মালামাল বা মালামালের দলিল হস্তান্তর করে। তখন গ্রাহকের নিকট থেকে Trusty Receit স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। যাতে গ্রহীতার মালামাল গ্রহণ এবং অঙ্গিকার করে যে মালামাল সংরক্ষণ মালামাল বিক্রর পর মূল্য পরিশোধ বা বিক্রয় না করিতে পারিলে ও ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করিবে।

৮। মঞ্জুরীপত্র ঃ গ্রাহক আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক বিনিয়োগ মঞ্জুর করিলে। মঞ্জুরী পত্রের দুটি কপি গ্রাহকের নিকট প্রেরন করবে, যাতে বিনিয়োগের শর্তবলী উল্লেখ থাকবে। শর্তাবলী গ্রহণযোগ্য সাপেক্ষে গ্রাহক নিজ স্বাক্ষরিত পত্রটি ব্যাংকে ফেরত দেয় । যা ব্যাংকের প্রামান পত্র কপি হিসাবে ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

৯। পন্য বন্ধক চুক্তি ঃ গ্রাহক কর্তৃক বিনিয়োগ সিকিউরিটি হিসাবে পণ্য বন্ধক রাখলে , ব্যাংক ও গ্রাহক একটি পণ্য বন্ধক চুক্তি সাক্ষর করে । যাতে ব্যাংক পন্য বিক্রয় করে গ্রাহক দেনা আদায়ের অধিকার পায় ।

১০) Lettre of Hypothcca tion :
গ্রাহক নিজ দখলের অস্থাবর সম্পত্তি বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে ব্যাংকের অধিকারে রাখতে চাইলে Letter of Hy pothe cation স্বাক্ষর করে ব্যাংকে জমা দেন।

১১) Memorendtm of deposit of Title did : বিনিয়োগ সিকিউরিটি হিসাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির মালিক ঐ সম্পত্তির দলিল ব্যাংকে জমা রাখার ইচ্ছা করলে এ Memorendum স্বাক্ষর করে। এই স্বারকে গ্রাহক স্বীকৃতি দেয় যে, প্রয়োজনে ব্যাংক পাওনা আদায়ে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে।

১২) Memorendun of further charge : কোন সম্পত্তি বিনিয়োগ সিকিরিউটি হিসাবে ব্যাংকের কাছে বন্ধক থাকা অবস্থায় গ্রাহক যদি পুনরায় কোন বিনিয়োগ নেন তবে বন্ধকী সম্পত্তির উপর পরর্বতী বিনিয়োগের বিপরীত যে চার্জ সৃষ্টি করা হয় তাকে further charge বলে। Memorandum of further charge হলো একটি স্মারক [১২]।

১৩) প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হলফনামা ঃ এই হলফনামায় সম্পত্তির মালিক আদালতে হলফ করে বলবেন যে, তার সম্পত্তি ঝামেলা মুক্ত এবং কোথাও বন্ধক দেয়া হয় নাই। তিনি বিনিয়োগের বিপরীতে বন্ধক হিসাবে সম্পত্তির দলিল জমা দিয়েছেন, তা ও হফল করে বলবেন।

১৪) Personel Guarantee: কোন ব্যাক্তি দেনাদারের পক্ষে দেনা পরিশোধের গ্যারন্টি দেয়াই হলো Personel Guarantee বিনিয়োগ গ্রহিতা ব্যাংক দেনা পরিশোধ না করলে ব্যাংক গ্যারন্টরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
গ্রহণ করিতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের নিয়মাবলী ঃ

ব্যাংক বিনিয়োগ সিকিউরিটি হিসাবে কোন স্থাবর সম্পদ বন্ধক নেয়ার ক্ষেত্রে নিন্ম লিখিত পদক্ষেপ থাকে ।

ধ. পরির্দশন ঃ সরজমিনে ঐ স্থাবর সম্পতি পরিদর্শন করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

ন. সাইট প্লানঃ মৌজা ম্যাপের কপিতে জমির অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে ।

প. মুল্যায়ন সার্টিফিকেটঃ বানিজ্যিক ভূমি, কৃষি জমি বাজার মুল্য - এই বিষয় সমূহ বিবেচনা করে কোন ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক জমি ও দালানের আলাদা আলাদা মুল্যায়ন সার্টিফিকেট নিতে হবে । ব্যাংক বিক্রয় এর ক্ষেত্রে forced sale value এক হবে, তা উল্লেখ্য করতে হবে ।

ফ. মূল দলিল ঃ বন্ধকী সম্পদের মূল দলিল ব্যাংক বন্ধক নিবে ।

ব. বায়া দলিলঃ দলিলের ধারাবাহিকতা বুঝার জন্য র্সবক্ষেত্রে মূল দলিলের পূবর্বতী দলিল গুলোর ব্যাংক গ্রহণ করা উত্তম ।

ভ. নন ইনক্যামব্রগম সার্টিফিকেট ঃ উক্ত সম্পতি অন্য কোথাও বন্ধক নাই, এই মর্মে রেজিষ্টি অফিস থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে ।

ম. পরচা ঃ ভূমির জরিপ (C, B/B, A/R, S) এ জমির মালিকের নাম রের্কড ভূক্ত পরচা ব্যাংক গ্রহণ করবে । পরচার বাহিরে মালিক হতে হলে , হয় তার দলিল থাকবে নতুবা পৈত্রিক সূত্রে মালিক হবে ।

য. মিউটিশন পরচাঃ C, S/S, A/ R, S পরচার বাহিরে ক্রেতা বিক্রয় সূত্রে সামরিক ভাবে যে পরচা নিজের নামে করে তাকে মিউটিশন বলে, এটাও ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে ।

র. সীমানা র্নিধারণ ঃ যৌথ মালিকানার সম্পত্তি বন্ধক দিতে হলে সীমানা র্নিধারণ করে SKetch Map সহ বন্ধকনামা দলিল সম্পাদন করে ।

ল. হালনাগাদ খাজনার রশিদ ঃ খাজনার রশিদ জমির মালিকানা এবং দখলের একটি প্রমাণ বিধায় ব্যাংক তা নিয়ে থাকে ।

শ. উকিলের আইনগত মতামত ঃ দলিলের ধারাবাহিকতা এবং মালিকানায় ক্রটি নেই মর্মে উকিলের মতামত সাপেক্ষে ব্যাংক এই সম্পতি বন্ধক নিবে ।

ষ. গ্রহণ শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হলফ নামা : মালিকানায় ক্রটি নেই এবং জমি অন্যত্র বন্ধক নেই মর্মে বন্ধক দাতা হলফ নামা করবে ।

স. Memorandum of deposit of titleidid : এই স্বারক এর মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে বন্ধক দাতা স্বইচ্ছায় দলিলটি ব্যাংকে বন্ধক রেখেছেন ।এ স্বারকটি সম্পত্তির মালিক ব্যাংকে জমা দিবেন ।

হ. Mortgage did: Registerd Mortgage করতে হলে আলাদা Mortgage দলিল করে তা রেজিষ্ট্রি করে নিতে হবে [১৬] ।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

১.আল কোরআন, সূরা নাহাল ঃ আয়াত-৯৯.২.সহী বোখারী ও মুসলিম শরীফ, বাবুল------.৩.আল কোরআন, সূরা নাহাল ঃ আয়াত- ২৮২-২৮৩..৪.ইসলামী ব্যাংকিং-এ.এম. হাবিবুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করন , জানুয়ারী ২০০৪. ৫.প্রাগুক্ত.৬.ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি আবদুর রকিব, শেখ মোহাম্মদ, ১ম প্রকাশ ,আল আমিন প্রকাশন.পৃঃ-১১৬..৭.প্রাগুক্ত , (৪) পৃঃ- ২৩৮. ৮.প্রাগুক্ত , (৪) পৃঃ- ২০২. ৯.প্রাগুক্ত , (৪) পৃঃ- । ১০. উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং - ডঃ এ. আর .খান । ১১ প্রাগুক্ত , (৪) পৃঃ-২০৮-২০৯ ১২. ইউনিক ব্যাংকিং এ. কে. এম নূরুল ইসলাম, ১ম প্রকাশ- ডিসেম্বর-২০০৫. পৃঃ-১০৩. ১৩. প্রাগুক্ত (৬) ১৪. প্রাগুক্ত , (৪) পৃঃ ১৫ প্রাগুক্ত ১৬ ইসলামী ব্যাংকিং-এ.এম. হাবিবুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করন , জানুয়ারী ২০০৪ পৃঃ- ।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ

Conventional এবং Islami Bank সকল প্রকার ব্যাংকেই Investment শব্দটি সুপরিচিত। যার অর্থ হচ্ছে বিনিয়োগঃ অর্থ হোক আর পন্য হোক, ব্যাংকের বিনিয়োগ-ই হলো মুনাফা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। তবে Conventional Bank এর বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং Islami Bank বিনিয়োগ পদ্ধতি একই অর্থে নহে। ইসলামী ব্যাংক যে কোন প্রকল্পে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পূর্বে অবশ্যই তার সম্ভাবতা, আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্প পরিচালকের যোগ্যতা, সততা, ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ইসলামী দিক বিচার বিশ্লেষণ করে।

Nabel Nassif তার Key note Paper: Islamic Bank is around the word-এ লিখছেন। The Banking system Within the islamic discipline Lays emphasis on, that not Confines itself Only to, the Elimintation of fixed pre-determined rate of interest. It allows for the replacement of interest by return obtained from investment activities and operations that actually generate extra wealth.[১]

সুতারাং এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগে সুদের কোন চিহ্ন থাকবে না, তবে Aggremrnt হবে ইসলামী বিধান মোতাবেক।

Investment সম্পর্কে Nabel Nassif তার একই পুস্তকে লিখেছেন-

Accroding under Islamic Banking all Banking activities are necessarily related to movement of or investment in goods, equipments, projects and other tangible business activites etc, as opposed to conventional Banking where interest is considered to be the return on money irrespective of the utilization and generation of any effective and real growth of capital through investment.[২]

সাধারনতঃ ৩টি প্রধান পদ্ধতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। তা হলোঃ
(ক) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি (খ) অর্থায়ন পদ্ধতি (গ) ইজারা পদ্ধতি

তাছাড়া ও ইসলামী ব্যাংক নিম্নে বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে তাদের তহবিল বিনিয়োগ করে থাকে ঃ- (১) শরীয়াহ্ অনুমোদিত পন্থায় (২) সহজে বিনিময়যোগ্য পন্থায় (৩) সামাজিক আকাঙ্খা স্বীকৃত (৪) বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের মধ্যে সম্প্রসারন (৫) নিরাপত্তা (৬) লাভ জনক ক্ষেত্রে।

বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ-

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় শরীয়াহ নির্দেশিত পন্থায় ব্যাংক সমূহ বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। যেহেতু ইসলামে ব্যাবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষনা করেছে-সেহেতু ব্যবসা ভিত্তিক বিনিয়োগই ইসলামী ব্যাংক করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক সমূহের বিনিয়োগ কে প্রধানত ঃ ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা ঃ-

(ক) ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ-

১। বাই-ই- মুরাবাহা (নগদ বিক্রয়)
২। বাই-ই- মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়)
৩। বাই-ই-সালাম (অগ্রিম বিক্রয়)

(খ) মালিকানায় অংশিদারিত্ব পদ্ধতিঃ-

১। মুদারাবা (স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ)
২। মুশারাকা (লাভ- লোকাসানে অংশিদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগ)

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মালিকানা অংশিদারিত্ব বা শিরকাতুল মিলক এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় [৩]।

সর্বপরি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

(১) বাই-মুদারাবা পদ্ধতি (Trust finance, partnership)
(২) বাই-মুশারাকা পদ্ধতি (Participation financing /Equity financing)
(৩) বাই-মুরাবাহা পদ্ধতি (Cost plus Sales)
(৪) বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি (Sale under deffered payment)
(৫) বাই-সালাম পদ্ধতি (forward purchase)
(৬) ইজারা পদ্ধতি (Leasing)
(৭) কিস্তিতে বিক্রয় (Instalement Sale)
(৮) ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয় (Hire Futrchaee/Hire Purchase Under Shirkatul Melk)
(৯) নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ (Investment Auctioning)
(১০) সরাসরি বিনিয়োগ (Direct investment)
(১১) অন্যান্য বিনিয়োগ (Others investment)
(১২) কর্জে হাসান (Quard). [৩]

বাই-মুরাবাহা বিনিয়োগ (General) : (চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়) ঃ-

বাই-মুবারাহা আরবী শব্দ শব্দটি যথাক্রমে বাই এবং বিরুন শব্দদ্বয় থেকে উৎপত্তি। বাই অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং রিবুন অর্থ সম্মত মুনাফা, অতিরিক্ত, বাড়তি লাভ ইত্যাদি, সুতরাং বাই-মুরাবাহা হচ্ছে লাভের ভিত্তিতে বিক্রয়।

Text Book on Islamic Banking এবাই মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ- Bai-murabha may be defined as a contruct between a buyer and a seller under which the seller sells certair specific goods permissible under Islamic shaiah and the law of the land to the buyer at a cost plus an agreed upon profit payable today or on same date in the future in lump sam or by installments. [৪]

ফতোয়ায়ে আলমগীরি ৫ম খন্ডে মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ- প্রথমোক্ত মূল্যের উপর কিছু পরিমান বেশী নিয়া বিক্রয় করা । মোট কথা- যেখানে ব্যাংক চুক্তি মোতাবেক গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে তৃতীয় কোন পক্ষ হতে কোন হালাল দ্রব্য ক্রয় করে, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে ক্রয় মূল্যের সাথে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে, ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রয় করে, তাকে বাই-মুরাবাহা বলে [৫]।

উদাহরণঃ- মেসার্স রোজিনা মেসাস আফছানার কাছ থেকে ১০০ টন কয়লা ক্রয় করে দিতে IBBL কে আবেদন করলে। মেসার্স আফছানা প্রতি টন ২০০০/-- ধরে একটি দরপত্র প্রদান করলো। IBBL বাজার দর যাচাই করে মেসার্স রোজিনা আবেদন মঞ্জুর করলে। মেসার্স আফছানা প্রতি টন ২৩০০/- হারে ব্যাংকের কাছ থেকে ক্রয় করতে রাজি হল এবং ০১ বছরের মধ্যে Payment দিয়ে সমূদয় কয়লা Delivery নিবে বলে ব্যাংকের সাথে চুক্তি করলো। এই বিনিয়োগের কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ ঃ-

(১) মেসার্স আফছানা টন প্রতি ২০০০/- হিসেবে ১০০ টন কয়লা IBBL কে দরপত্র ইস্যু করবে।
(২) কয়লার মূল্য পরিশোধ পূর্বক IBBL মেসার্স আফছানা কাছ থেকে কয়লা গ্রহণ করবে।
(৩) বাজার দর উত্থান-পতনে ও মেসার্স রোজিনা ২৩০০/= টন হিসেবে IBBL-থেকে নিতে বাধ্য থাকিবে।
(৪) IBBL-ও মুল্য বাড়তে-বাড়তে বা অন্যত্র পুনঃবিক্রি করতে পাওে না।
(৫) বিক্রির মুল্য-ক্রয়মুল্য = লাভ পরিমান IBBL- অবশ্যই মেসার্স রোজিনা কে জানাবে
(৬) মেসার্স রোজিনা চুক্তিবদ্ধ সময়ে না লিলে IBBL-ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে ।
(৭) ০১ বছরের পূবেই মালামাল Delivery নিলে ব্যাংক রিবেট করতে পারে বিনিয়োগটি মেয়াদোত্তীর্ন হলে ব্যাংক যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর মালামাল নিলামে বিক্রয়সহ গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারবে।

বাই-মুরাবাহার শরয়ী বিধান ঃ-

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বাই-মুরাবাহার ইসলামী শরীয়ার বিধান বলী নিম্মরুপঃ-

(১) ক্রয় বিক্রয় মাল Commodity (মুদ্রার অংক না হয়ে পন্যে) হতে হবে।
(২) পন্যের বিক্রয় মুল্যটি মুদ্রার অংকে নির্ধারণ হবে।
(৩) মুল্য পরিশোধ ও মালামাল হস্তান্তর মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হবে।

(৩) বাই-মুদ্রা প্রচলিত থাকলে, চুক্তি নির্ধারিত মুদ্রায় বিক্রয় মুল্য পরিশোধ্য।
(৪) ক্রয় বিক্রয় চুক্তি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে হতে পারবে না।
(৫) ২টি পক্ষ থাকতে হবে:- (ক) ক্রেতা (২) বিক্রেতা (ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে)।
(৬) ব্যংকের ক্ষেত্রে ৩টি পক্ষ থাকবে ঃ-(ক) পন্যের বিক্রেতা, (খ) ব্যাংক (১ম ক্রেতা), (গ) গ্রাহক (২য় ক্রেতা)।
(৭) ক্রেতা বিক্রেতার প্রস্তাব ও গ্রাহন দ্বরা চুক্তি সম্পদিত হবে।
(৮) পণ্যটি প্রয়োজনীয়, হালাল এবং উপকারী হতে হবে।
(৯) পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি থাকা বাঞ্চনীয় (বাসালাম অন্য মাসয়ালা)
(১০) পন্য হস্তান্তর যোগ্য এবং পরিচিত (ক্রেতার নিকট) হতে হবে।
(১১) চুক্তি সম্পদন পক্ষদ্বয় বুদ্ধিমান হতে হবে।
(১২) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রোর মালিকানা থাকা আবশ্যক।
(১৩) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্রেতা দখলের পূর্বেই বিক্রয় করতে পারে।
(১৪) মালের প্রকৃতি গুনাগুন Sale Price ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
(১৫) ব্যাংক কর্তক গ্রাহকের নিরছানাধীন পন্যক্রয় করে পুনঃবার গ্রাহককে বিক্রিকয়তে পারবে না।
(১৬) ব্যাংক কর্তক পন্য সরবরাহ না দিয়ে ক্রেতাকে নগদ অর্থ প্রদান করত : লেনদেনের শর্ত মোতাবেক অতিরিক্ত প্রদান করলে তা সুদ বলিয়া গণ্য হবে।
(১৭) ক্রীত মালামাল ক্রেতা ব্যাংক নিজ দখলে এনে পরে বিক্রয় দেবে।
(১৮) নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মুল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা মাল হস্তান্তর করতে বাধ্য নয়।
(১৯) চুক্তি নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত আদায় সুদ হবে।
(২০) পণ্যের প্রকৃত মুল্য, মুনাফা ও অন্যান্য খরচ চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে এবং ক্রেতা জানতে চাওয়া মাত্র বিক্রেতা তা জানতে বাধ্য থাকবে।
এছাড়া অন্যান্য বিধানবলী ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান মোতাবেক কার্যকর হওয়া বাঞ্চনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুরাবাহা বৈধ হবার শর্ত ঃ-

১) বিক্রিত বস্তুটি মুদ্রাজাতীয় হতে পারবে না। ২) লাভের পরিমান জানা থাকতে হবে। ৩) উভয় বিক্রির একই বস্তু হতে হবে। ৪) প্রথম যে দামে জিনিসটা ক্রয় করা হয়েছিল সেই দামটি মিসলী হতে হবে। ৫) বিক্রেতার ধোকা প্রমাণিত হলে ক্রেতা বস্তুটি ফেরৎ দিতে পারবে এবং বিক্রেতা উহা ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবে।

মুরাবাহার প্রকারভেদ ঃ- মুরাবাহা দুই প্রকার ঃ-

১) Ordinary Bai-Murabaha : এতে ক্রেতা-বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কেনা-বেচা হয় মালামাল বিক্রয়ের সম্পূর্ন ঝুঁকি বিক্রেতার থাকবে।

২) Bai-Murabaha on order and promise : এই পদ্ধতিতে ৩টি পক্ষ উপস্থিত থাকে। তারা হলো ঃ- ক্রেতা, বিক্রেতা এবং ব্যাংক [৬]।

মুরাবাহা পদ্ধতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা শর্ত ঃ-

১) মালামাল নিজ দখলে আসার পর ব্যাংক গ্রাহককে হস্তান্তর করবে।

২) হারাম পন্যের ব্যবসা করা যাবে না।

৩) পন্য-ক্রয়মল্য +অন্যান্য খরচ সহ লাভ সংযোজিত চুক্তিতে উল্লেখ থাকেত হবে।

৪) ব্যাংক ক্রেতা, বিক্রেতা এবং বাস্তবে একটি পন্য থাকতে হবে।

৫) চুক্তির মেয়াদের মধ্যে গ্রাহক মালামাল নিতে বাধ্য থাকবে।

৬) চুক্তিতে মালের নাম, পরিমান, সরবরাহের স্থান সময় (মুল্য পরিশোধের), আনুষাঙ্গিক খরচাদি কে বহন করবে, তা উল্লেখ থাকতে হবে।

৭) গ্রাহক মেয়াদের মধ্যে মালামাল না নিলে ব্যাংক পন্য নিলামে বিক্রি করে গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাবে (Adjustmimt) করবে।

৮) লেটার অব প্লেজ স্বাক্ষর করে গ্রাহক বিনিয়োগের জামানত হিসাবে উক্ত পন্য ব্যাংকের কাছে রাখতে পারে।

৯) বাজার ধরে বিক্রিতে ব্যাংক সমুদয় পাওয়া আদায় না হলে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের বিরুদ্ধ অহিনানগ ব্যাবস্থা নিতে পারবে।

১০) গ্রাহকের অঙ্গসংগঠন থেকে মালামাল কিনা যাবে না।

১১) মুনাফা শুধুমাত্র একবারই নির্ধারণ করা যাবে।

১২) গ্রাহক একসাথে/কিস্তি করে ও পণ্য Delivery নিতে পারবে।

১৩) ব্যংক প্রয়োজনে বন্ধক ও নিতে পারবে।

১৪) কৃত চুক্তি কার্যকর হলে উহা আর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় না।

১৫) Personal guarantees or Cash secwdty ও নেয়া যাবে।

১৬) ব্যাংক তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পন্য ক্রয় ও গ্রহন করতে পারবে, ইহা সর্ম্পূন আলাদা চুক্তিতে হবে।

১৭) গ্রাহক গ্রহণ পূর্ব সকল দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের উপর বর্তাবে।

১৮) ব্যাংক ইচ্ছে করলে গ্রাহককে ও Begins agent করতে পারে। তবে ইহা হবে ভিন্ন চুক্তিতে। গ্রাহক Buying agent হিসাবে কাজ করলে মালামাল অবশ্যই ব্যাংকের নিকট বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

Bai-Murabaha (post Import) :-
Domistic market থেকে মালামাল ক্রয় করে Client এর নিকট বিক্রি করলে উহা হয় Murabaha Investment আর যে মুরাবাহার Goods-Import করে আনতে হয়, তাকে Murabaha post import (MP. Investment) বলে। নিম্নে এর Major Feature আলোচনা করা হলো।

Importer তার নিজস্ব fund এর অবাবে Port তথা Custom থেকে Imported goods clearance করতে না পারলে Importer Bank এর নিকট MP-Investment এর জন্য আবেদন করে। Bank এর আবেদন মঞ্জুর করলেই MP-Investment এর সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, Consignment আসার ৪৫ দিনের মধ্যে Custom Authority এর থেকে Imported goods clear করতে হবে। নতুবা Custom Authority customs act- এর১৬৭ (৮) এবং সংশোধিত ৪২ (৮২) সেকশন বলে মালামাল বিক্রি করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে Bank বাধ্য হয়ে custom authority এর মালামাল ছাড় করে নেয় এবং তখনি MP-Investment A/C create করে। Bank Import Bill পাওয়ার ৭দিনের মধ্যে উহা Scrutinise করবে এবং Importer কে Bill পরিশোধের জন্য নির্দেশ দিবে। Importer ব্যাংকের নির্দেশ বরহেলাপ করে, তখন forced clearance এর মাধ্যমে ব্যাংক MPI-Investment create করবে।

অবশ্য পূর্ব অনুমতি থাকলে Imported Grids এর জন্য foreign Curreney Purchase-এর তারিখ থেকে MPI-Investment কার্যকলারী হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক CFR Valme, FCC Add confirmation charge duty vat, E & F Commission transportation charge, godwr rent, Insurance, Conveyance & godowr staff দের বেতনাদি আদায় করে। ব্যাংক সাধারনতঃ ১ বছরের জন্য MP-Investment করে থাকে। অন্যান্য Investment এর মত MP-Investment এ ও Rebate দেয়া হয়। Import documents discrepant হলে Client এর Acceptance নিতে হয়।

মুরাবহা Post Import এ পন্যের বিক্রয় মূল্য হিসাব পদ্ধতি ঃ-

Calculatin of sale price of MP Goods:

A. CFR value, fce, Add-confirmation
Charges & other charges if any
say US$ 10000/- @ Tk. 50/- equv. Tk. 50000/-

B. Duty, Vat C&F agent commission,
Transportatio charges, godown rent,
Insurance, conveyes & other expresses say Tk. 50000/-

C. Bank profit for one year Considering
Party's security Tk. 100000/- @ 15% Tk. 67500/-
Total sale price (A+B+C) Tk. 617,500/-

profit to be Calculated as under

$$\frac{R \times 1 \times T}{100 \times 360} \text{ ie } \frac{15 \times (550000-100000) \times 360}{100 \times 360} = \text{Tk. } 67500/-$$

Where R = Rate of Return (Say 15%)
I = Actusl Investment (Considerıng Party`s Security)

Dhaka University Institutional Repository

T = Time period for investment (Say 1 year)
if the party takes delivery of the consignment 3 Months prior to the due date, he may be allowed rebate, Calculated as under

$$\text{Rebate Amount} = \frac{R \times 1 \times T}{100 \times 360} \text{ ie } \frac{15 \times (550000 \times 100000 \times 90}{100 \times 360} = \text{Tk } 16875.$$

Where R = Rae of Return
I = Actual Banks investment
T = Rebate time (hare 3 Months) [৭]

মুরাবাহা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ঃ-

ব্যাংক প্রথমতঃ ক্রয়মূল্য পণ্যের ইনভয়েস মূল্যের সাথে আনুসাঙ্গিক খরচ যোগ করে পন্যের ক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য বের করবে।

গ্রাহক সিকিউরিটি হিসাবে ঐ পণ্য ব্যাংকে বন্ধক রাখলে চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক বিক্রয় মূল্যের অতিরিক্ত, গুদাম ভাড়া, পণ্যের ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম এবং গোডাউন গার্ডের বেতন ও গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করবে। গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ে মালামাল খালাস করে না নিলে মেয়াদেত্তীর্ন সময়ের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে মূল্যের অতিরিক্ত ক্ষতিপুরন আদায় করতে পারবে।

মুরাবাহা পণ্যের খরচ ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ ঃ

{(পণ্যের ক্রয়মূল্য + গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রয় পর্ব ব্যাংকের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ) +ব্যাকের মুনাফা টাকা } = বিক্রয়মূল্য।

মুরাবাহা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

১) প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য ব্যাংক প্রদত্ত ১টি হিসেবে আই ডি কার্ড থাকবে।
২) প্রতিটি বিনিয়োগের আলাদা আলাদ নম্বর প্রদান করতে হবে।
৩) প্রতি বিনিয়োগের জন্য আলাদা আলাদা বিনিয়োগ নাম্বারের ভিত্তিতে ব্যাংক পর্যায়ক্রমিক ভাউচার করবে।

Bai-murabaha bills of exchange (General) :-

ব্যাংক এক্ষেত্রে Importer এর অনুকুলে বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য Letter of credit খুলে সেইমোতাবেক বিদেশী Exporter পন্য Shipment করে পন্যের Documents সমূহ Importer এর ব্যাংকে Payment পাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। Bank এই-documents পাবার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বিদেশী Exporter কে Payment দিয়ে দেয় । এটাকে Bai-Murabaha Import Bills বলা হয় [৭]।

Dhaka University Institutional Repository

বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ (বাত মূল্যে বিক্রয়) ঃ-

বাই-মুয়াজ্জাল শব্দটি আরবী শব্দ। শব্দদ্বয় যথাক্রমে 'বাই' এবং আজল শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। বাই অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং আজল অর্থ নির্ধারিত সময়। সুতরাং বাই-মুয়াজ্জাল হচ্ছে ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা। অর্থ্যাৎ ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তি তে মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্য সামগ্রী বিক্রি করাকেই 'বাই-মুয়াজ্জাল' পদ্ধতি বলে।

পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেন-'যদিও আল্লাহ বেচা কেনাকে বৈধ ও সুদ কে অবৈধ করেছেন (আয়াত-২৭৫)। আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য বাকীতে খরিদ করে নিজের লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। সুতরাং বাকীতে কেনাবেচা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, মূল্য পরিশোধের তারিখে নির্ধারিত থাকতে হবে ।

বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য/শর্তাবলী ঃ-

১) ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে।
২) চুক্তিতে পণ্যের নাম, সংখ্যা, গুনাগুন, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান, সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।
৩) চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।
৪) ব্যাংক বিক্রয় চুক্তির পর দ্রব্যের মালিকানা ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেবে।
৫) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য নয়।
৬) মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করলেও মূল্য বৃদ্ধি মুনাফা বাড়ানো যাবে না।
৭) ব্যাংক পণ্যের মালিকানা নিশ্চিত এবং বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে গ্রাহককে পণ্য দেবে।
৮) গ্রাহক/ক্রেতা শুধুমাত্র বিক্রয়মূল্য জানবে। ক্রয়মূল্য মুনাফা ও অন্যান্য খরচাদি জানতে ব্যাংক বাধ্য নয়।
৯) বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে ব্যাংক এবং ক্রেতার সম্মতি থাকতে হবে।
১০) ব্যাংক গ্রাহক/ক্রেতার নিকট থেকে সহায়ক জামানত হিসাবে Fixed asset/Liquid asset/বন্ধক/Lien নিয়ে থাকে যার মূল্য বিনিয়োগ কৃত টাকার চেয়ে অধিক।
১১) নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক পণ্য নিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক বিক্রয় মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারে না। তবে ক্ষতিপূরন আদায় করতে পারে। এই ক্ষতিপূরণ ব্যাংক জনকল্যাণ খাতে ব্যয় করে।
১২) এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা লোকসান দিয়েও পণ্য বিক্রি করতে পারে।

বাই মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল এর পার্থক্য ঃ-

বাই-মুরাবাহা	বাই-মুয়াজ্জাল
১) ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়মূল্য ও মুনাফা পৃথক উল্লেখ করে মোট বিক্রয়মূল্য ক্রেতাকে জানাতে হয়।	১) ব্যাংক কর্তৃক ক্রেতাকে শুধুমাত্র বিক্রয়মূল্য জানানো হয়।
২) ক্রয়মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারন করা হয়।	২) বিনা লাভে বা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে অথ্যাৎ লোকসানের ভিত্তিতে ও পণ্য বিক্রয় হতে পারে।
৩) মূল্য নগদ অথবা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।	৪) শুধুমাত্র বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ ঃ-

গ্রাহকের কাংখিত পন্যটি মালিকানায় আনার জন্য ব্যাংকের সমুদয় খরচ (যেমন ঃ পণ্যের ক্রয়মূল্য, পরিবহন খরচ, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি) বিবেচনায় এনে ব্যাংক পণ্যের একটি ক্রয়মূল্য বের করবে। ক্রয়মূল্য ও ব্যাংকের স্বাভাবিক মুনাফার আলোকে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পন্যের একটি বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করবে এবং চুক্তি মোতাবেক ক্রেতা/গ্রাহক ঐ মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। তবে একবার নির্ধারিত চুক্তিমূল্য বাড়ানো-কমানো যাবে না।

বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ হিসাব সংরক্ষণ ঃ-

বাই-মুরাবাহা এবং বাই-মুয়াজ্জাল হিসাব সংরক্ষণ প্রায় অনুরূপ। পার্থক্যটুকু হলো পণ্য যেহেতু গ্রাহক নিবে, সেহেতু পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোন খরচ বিনিয়োগ হিসাবে ডেবিট করার প্রয়োজন হয় না।

বাই মুয়াজ্জাল RDS :-

RDS হলো Rural development scheme গ্রাম বহুল বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর ভাবে হাতে নিয়েছে। যা ইতি মধ্যেই প্রমানিত হয়েছে।

RDS বাই-মুয়াজ্জালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ-

ইসলামী ব্যাংক গ্রাম বা অঞ্চল নির্বাচন করে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপ ঃ-

১) নির্বাচিত শাখার ১০-কিঃ মিঃ এর মধ্যে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা।
২) ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণ।
৩) উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
৪) কর্ম সংস্থান ও আয়বর্ধন খাতে গ্রামীণ যুবকদের বিনিয়োগ প্রদান।
৫) বিপন্নদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
৬) গ্রামে খাবার পানি এবং গৃহায়নের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান।
৭) আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে ব্যাংক নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করে ঃ-
ক) সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা (খ) কৃষি-অকৃষি খাতের প্রাপ্যতা গ) নিম্ন আয়ের লোকের আধক্য, নির্বাচিত আদর্শ গ্রামে Base lime Server করা এরপর ৪র্থ পৃষ্টায় লেখা হবে।

বিনিয়োগ যারা পাবেন ঃ-

* বর্গাচাষী * বিপন্ন ব্যক্তি * অকৃষি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি * কৃষিকাজে নিয়োজিত কৃষক, যার সর্বোচ্চ আধা একরের বেশী জমি নেই। * আদর্শ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা * অন্য ব্যাংক বা সংস্থার ঋণ গ্রহীতারা RDS এর বিনিয়োগ পাবেন না।

বিনিয়োগ খাত সমূহ ঃ-

১) ফসলাদি আবাদের জন্য
২) পুকুরে মৎস্য চাষ
৩) অকৃবিজ উৎপাদন খাত, সেবা, ব্যবসা, দোকানদীর. ফেরী, নাসরী, পতপালন সহ ৩৪৩টি আর্থিক কার্যক্রম।

৪) সেচ খাত
৫) সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য
৬) হস্তচালিত নলকূপ সরঞ্জাম
৭) রিকশা, ভ্যান, গ্রামীণ পরিবহনের জন্য
৮) গৃহ নির্মান সামগ্রী

এখানে উল্লেখ যে, উপরোক্ত উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্ত যারা সঠিক ও সুষ্টুভাবে পরিশোধ করবে শুধুমাত্র তারাই অন্যান্য বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্য বিবেচিত হবে (৮)।

BAL-MUZZAL RDS এর নিয়মাবলী ঃ-

গ্রুপের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যরা একে অপরের জামিনদার। গ্রাহককে ব্যাংকের মূল বিনিয়োগের উপর লাভ ও ঝুঁকি তহবিল দিতে হয়।
জামানত ঃ-
১) Group guarantee
২) পুকুরে মৎস্য চাষ ও কৃষি, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত নেয়া হয়।

সঞ্চয়ী হিসাব ঃ প্রত্যেক সদস্যকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে ৫ টাকা হিসাবে জমা রাখতে হয়। এই হিসাবের জন্য কোন চেক বই ইস্যু করা হয়না। গ্রাহকের অন্য কোন দায় দেনা না থাকলে এই হিসেব থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে। যে কোন ধরনের Balance এর উপর মুনাফা দেয় হয়।

বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি ঃ-

১) সাপ্তাহিক সভায় field officer কিস্তির টাকা আদায় করবেন।
২) Field officer এই প্রকল্পের তত্ত্বাধায়ক/পরিচালক।
৩)

আবেদনের নিয়মাবলী ঃ-

বিনিয়োগ প্রত্যাশী ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন। Field Officer, প্রকল্প অফিসার এবং ব্যবস্থাপক সাহেব উপযুক্ত মনে করলে গ্রাহক বিনিয়োগ সুবিধা পাবেন।

Rebate :- যে গ্রাহক ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিয়োগের টাকা পরিশোধ করেন, তিনি নির্দিষ্ট হারে Rebate (dedut-বাদ) পেয়ে থাকেন। তবে RDS-এ Compensación (ক্ষতিপূরণ) আরোপ করা হয় না।

বাই-মুয়াজ্জাল

Back to Back Import L/C :- রপ্তানী যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য রপ্তানী কারক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ Back to Back L/C- এর মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানী করে। যেমনঃ- পোশাক শিল্প পোশাক

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনের জন্য Back to Back L/C- এর মাধ্রমে বিদেশ থেকে বোতাম, কাপড়, সূতা ইত্যাদি Import করে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে রপ্তানী কারক প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানীতে ব্যর্থ হয়। তখন ব্যাংক Back to Back L/C- এর মাধ্যমে Import কৃত কাঁচামালের মূল্য বিদেশী ব্যাংকে পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার মোকাবেলায় Back to Back L/C- খোলার সময়ই ব্যাংক গ্রাহকের সাথে একটি বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি স্বাক্ষর করে নেয়। এই চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে আমদামী কৃত কাঁচামাল হস্তান্তর করা হয়।
যদি রপ্তানীকারক স্বাভাবিক রপ্তানীতে সক্ষম হয়। তবে রপ্তানী আয় হতে আমদামী দায় মেটানো হয়। যদি গ্রাহক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যাংক ঐ চুক্তির আওতায় বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ হিসাবে ডেবিট করে আমদানী দায় পরিশোধ করে থাকে। গ্রাহক পরবর্তীতে নতুন ভাবে রপ্তানী করে, রপ্তানী মূল্য থেকে অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে বাই-মুয়াজ্জাল দায় পরিশোধ করে দেন।

বাই-মুয়াজ্জাল Back to Back Bills

Exporter গন export করতে ব্যর্থ হলে তখনই BB L/C (Import) এবং Payment দিতে হয় কেননা Back to Back Bill-টির বিপরীতে Bank Acceptance দিয়ে থাকে, যা Export proceeds থেকে Realise করা হয় না।
Exporter তার Export goods তৈরীর জন্য বিদেশ থেকে Raw Materials Import করে Finished goods তৈরী করে। কিন্তু কোন কারনে এই Ultimate export না হলেও Import payment টাকা Bank এর জন্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক। যেহেতু Export proceeds থেকে Import Bill Payment করা সম্ভব হয় না, সেহেতু Bank নিজস্ব Fund থেকে Payment of Import Bill দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক Finished goods এর মালিক হয়ে উহা Exporter এর নিকট বিক্রি করে। ইহার মেয়াদ ১ বছর বা ৫ বছর ও হতে পারে। Finished goods (exportable) এর Sate proceeds BB Bills এ জমা করা হয়। Exporter কর্তৃক Exportable goods বিক্রি করতে না পারলে Bank সরকারী অনুমোদন নিয়ে উক্ত মালামাল বিক্রির ব্যবস্থা করেন। Exportable goods এর sale proceeds দ্বারা BB Bills এর দেওনা পরিশোধ পূর্ণ না হলে Bank তার client এর বিরুদ্ধে মামলা করে টাকা আদায় করে [৯]।

বাই সালাম এবং ইসতিসনা

ক্রয় বিক্রয়ের ইসলাম অনুমোদিত ও বিশুদ্ধ মৌলিক শর্ত হলো, বিক্রিতব্য জিনিস বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কবজায় থাকবে। এই শর্ত মোতাবেক -
১) বিক্রিতব্য জিনিসটি বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং অস্তিত্বে আসে নি, ক্রমন জিনিস বিক্রিকরা যাবে না।
২) বিক্রিতব্য জিনিসে বিক্রেতার মালিকানা থাকবে, সুতরাং বিদ্যমান জিনিসের মালিকানাহীনতায় বিক্রি করা যায় না।
৩) বিক্রিতব্য জিনিস বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কজায় থাকতে হবে।
ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়তের ব্যাপক নীতিমালা থেকে শুধুমাত্র ২টি পদ্ধতি ব্যতিক্রম। সেগুলো হলো ঃ- (১) বাই-সালাম এবং (২) ইসতিসনা এই উভয় প্রকার বিশেষ ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির বিনিয়োগের ইসলামী নীতিমালা আলোচনায় বাই-সানামের পরই ইসতিসনা-র আলোচনা করা হয়েছে।

বাই-সালেমের প্রাথমিক কথাঃ- বাই-সালাম হলো Foward buying and selling. অথ্যাৎ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। এই পদ্ধতিতে মূল্য নগদ এবং বিক্রিতব্য জিনিস/পণ্য পরিশোধে বিলম্বিত হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতাকে

'Rabbus salam' এবং বিক্রেতাকে 'Muslami Alaihi' বলা হয়। রাসুল (সঃ) স্বয়ং এরূপ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান এবং শর্তসাপেক্ষে সালাম চুক্তির অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-রাসুল (সঃ) যখন মদীনায় পদার্পন করেন তখন মদীনাবাসীগন ১,২, এবং ৩ বৎসর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করত। তা দেখে রাসুল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, সে যেন নির্ধারিত পরিমান নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে করে। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু-দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

প্রাচীন ইসলামী যুগে আরব ব্যবসায়ীগন সুদ নিষিদ্ধতার পরিপালন করে forward buing & Salling এর মাধ্যমে বিভিন্ন মালামাল আমদানী রপ্তানী করতো। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা অগ্রিম মূল্যে কেনার ফলে মূল্য কম দিতে হয়, আর বিক্রেতা অগ্রিম মূল্য পেয়ে যায়। যা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপকার। তবে এই পদ্ধতি কঠিন শর্তযুক্ত যা ইসলামে পরিপালন অবশ্যক। এইরূপ বাই-পদ্ধতিকে অন্য নাম Bai-Salaf নামে ও অভিহিত করা হয়।

বাই সালাম বিনিয়োগ (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) ঃ-

সালাম শব্দের অর্থ হলো সুনির্দিষ্ট সময় ও সম্পদের চুক্তিতে অগ্রিম মূল্য প্রদান করা। বাই সালাম হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। কোরান পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ- হে মুমিনগণ। যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য লেনদেন কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রেখো (বাকারা-২৮২)। এখানে লেনদেন বলতে সালাম কে বুঝানো হয়েছে। বাই সালামের জন্য নির্দিষ্ট পরিমান, মাপ, ওজন ও সময়ের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে। ইজমা দ্বারা ও এর বৈধতা স্বীকৃত।

এই পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রেতা অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেয় এবং বিক্রেতা ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে চুক্তি অনুসারে পণ্য সরবরাহ করে। এই পদ্ধতিটি বাই মুয়াজ্জালের ঠিক বিপরীতে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে পণ্যের ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা হচ্ছে পন্যের বিক্রেতা। সাধারণতঃ কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে চলতি মূলধন যোগানের জন্য এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

Example :- ১ জন কৃষকের জমি আছে কিন্তু চাষাবাদের মূলধন নেই। কৃষক ব্যাংকের নিকট আবেদন করলো, বীজ, সার কীটনাশক ক্রয়ার্থে তাকে নগদ ১০,০০০/- টাকা প্রদান করা হোক। বিনিময়ে সে ৩ মাস পর ব্যাংকে ১০ কুইন্টাল ধান দেবে। এটা হলো ব্যাংকের নিকট কৃষকের অগ্রিম বিক্রি চুক্তি/আবেদন। ব্যাংক এতে সম্মত হল এটিই বাই-সালাম বিনিয়োগ।

বাই-সালামের শর্তাবলী /বৈশিষ্ট্য ঃ-

১) অগ্রিম ক্রয়, priec paid in advance, goods deferred.
২) ব্যাংক এবং বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে।
৩) বিক্রিত পণ্য ফেরৎ দেয়া-নেয়া হবে না।
৪) চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমান, গুনাগুন, দাম, দাম পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি, পণ্য সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন, পরিবহন খরচ, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি শর্ত সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৫) চুক্তিপত্রে মালের মূল্য উল্লেখ থাকবে এবং তা পরিশোধ করতে হবে।
৬) পণ্যের মূল্য এবং লাভ পৃথক ভাবে উল্লেখ কর জরুরী নয়।
৭) চুক্তি ভিত্তিক পণ্যটি নিম্নোক্ত যে কোন প্রকার হতে পারে ঃ-
ক) মাকীলাত বিশেষ পাত্র দ্বারা মাপা হয় ।
খ) মাওযুনাত পাল্লা দ্বারা মাপা হয় ।
গ) মাযরুয়াত গজ বা মিটার দ্বারা পরিমান যোগ্য বস্ত্র।
ঘ) মা' দুদাত সংখ্যায় পরিমান নির্ধারন করা হয়, বস্তুগুলো ব্যবধান খুবই কাছাকাছি হতে হবে।
৭) পণ্যটি বাজারে সহজলভ্য এবং নির্ধারণযোগ্য হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮) হস্তান্তরের স্থানের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।
৯) বিক্রেতা যথাসময়ে পন্য সরবরাহে ব্যর্থতার কারনে ক্রেতার ক্ষতিপুরন বিক্রেতা দিতে বাধ্য থাকবে।
১০) পণ্য নিশ্চিত প্রাপ্তিয়ার্থে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে বন্ধক নিতে পারবে।
১১) পণ্যটি বর্তমান থাকতে পারবে না।
১২) জমি বা রিয়েল এসটেটের বেলায় ক্রেতা তৃতীয় পক্ষ বা বিক্রেতার নিকট ও পণ্যটি বিক্রি করতে পারবে।
১৩) বাই-সালামে উৎপাদিত হয় নি এমন পণ্য অগ্রিম বিক্রি করা যাচ্ছে এই শর্তে যে, পন্যের পরিমান ও গুনাগুন নির্ধারণ থাকতে হবে। পরিমান নির্ধারন ব্যতিরেকে যদি কোন পন্য উৎপাদনের পূর্বে বিক্রি করে তবে তা বৈধ হবে না।

বাই-সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ

১) পণ্যটি গ্রাহকের মাধ্যমে বিক্রি হবে। চুক্তিতে এই শর্ত থাকবে।
২) ব্যাংক ক্রয়মূল্য নির্ধরণে মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে জোর দিবে।
৩) গ্রাহকের Export L/C এর বিপরীতে রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংক বাই-সালামের আওতায় ক্রয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ L/C এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্রব্যের দাম, সরবরাহ সময় ইত্যাদি নির্ধারন করবে।
৪) স্থানীয় মৌসূম ফসল ক্রয় করে এই পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করা যায়।
৫) ব্যাংক যথা সময়ে ক্রকৃত পণ্য Delevary নিবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেবে যাতে কাঙ্খিত মুনাফায় বিক্রি করতে পারে।
৬) বিক্রেতা যথাসময়ে দ্রব্য সরবরাহে ব্যর্থতায় ব্যাংকের যে জোন ক্ষতি বিক্রেতা বহন করতে হবে।
বাই সালাম এবং বাই মুয়াজ্জালের পার্থক্য ঃ-

বাই-সালাম	বাই-মুয়াজ্জাল
১) চুক্তির আলোকে বিক্রেতা অগ্রিম বিক্রয়মূল্য গ্রহণ করে ।	১) পণ্য মূল্য বাকীতে পরিশোধের শর্ত থাকে ।
২) ব্যাংক কর্তৃক বিক্রেতাকে পণ্যমূল্য ও মুনাফা জানানো জরুরী নয়।	২) ব্যাংক কতৃক ক্রেতাকে শুধুমাত্র বিক্রয় মূল্য জানানা হয়।
৩) ব্যাংক লোকসানে পড়তে ও পারে, মুনাফা ও হতে পারে।	৩) লাভ-লোকসান উভয় হতে পারে।
৪) বিক্রেতা নির্ধারিত সময়ান্তে ব্যাংকে পন্য সরবরাহে ব্যর্থতায় ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।	৪) মূল্য পরিশোধ সময় সীমা বাড়ানো গেলেও ক্রয়মূল্য মুনাফা ও অন্যান্য খরচাদি অপরিবর্তিত থাকে।
৫) পন্য নিশ্চিত প্রাপ্তিয়ার্থে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে বন্ধক নিতে পারে	৫) বিনিয়োগের আর্থিক মূল্যের চেয়ে বড় ধরনের জামানত ব্যাংক ক্রেতার নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারে।

Bai-Salam preshiepment (Finance) :-
বাংলাদেশ LDC (least Develop countries) হওয়াতে Foreign exchange হচ্ছে Export এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। রপ্তানীর উদ্দেশ্যে রপ্তানী পন্য সংগ্রহ তৈরী করার জন্য অর্থায়নকে Pre-shipment finance বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Exporter তার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানীর জন্যে রপ্তানীযোগ্য পণ্য সংগ্রহ/তৈরী করার জন্য ব্যাংকের নিকট থেকে বিনিয়োগ সুবিধা নিয়ে থাকে। এই সুবিধাকেই Pre-shipment finance বলে। কাঁচামাল ক্রয়, finished goods তৈরী ফ্যাক্টরীর ভাড়া, শ্রমিকদের বেতনাদি, যানবাহন ভাড়া, কোটা ক্রয় (বিলুপ্ত) খাত সমূহ এই finance এর খরচের খাত। ব্যাংক Export L/C এর FOB value-এ ৯০% পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। Islami Bank বাই-সালাম Mode-এ Preshipment finance প্রদান করে। এটা Short term investment (৬ মাস মেয়াদী)। কিন্তু পাটজাত দ্রব্যের বেলায় ইহার মেয়াদ ২৭০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে [১০]।

বাই-সালাম Parallel :- যদি বাই-সালাম চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোন বিক্রেতার সাথে প্রথম চুক্তির অনুরূপ মালামাল সংগ্রহের জন্য অন্য একটি পৃথক সালাম চুক্তি সম্পাদন করে তবে দ্বিতীয় চুক্তিটি কে Parallel সালাম বলে।

Parallel সালাম ঃ-

যদি বাই সালাম চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোন বিক্রেতার সাথে প্রথম চুক্তির অনুরূপ মালামাল সংগ্রহের জন্য অন্য একটি পৃথক সালাম চুক্তি সম্পাদন করে, তবে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে Bai-Salam Parallel বলে।

ইসতিসনা
(দেশ ভিত্তিতে ক্রয়)

ইসতিসনার অর্থ ঃ-

ইস্তিসনা শব্দটি আরবী শব্দ থেকে উদ্ভুত শব্দের অর্থ শিল্প ইসতিসনার অর্থ কোন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী তৈরী করে বিক্রি করা।

ইসতিসনার সংজ্ঞা ঃ-

অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রী তৈরী করে বিক্রয় করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোন উৎপাদনকারী/বিক্রেতার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্য ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইস্তিসনা বলে।

Parallel ইসতিসনা ঃ-

ফরমায়েশকৃত মালামাল বিক্রেতা নিজেই তৈরী করবে। যদি চুক্তিপত্রে এমন কোন শর্ত না থাকে, তবে বিক্রেতা তা সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট চুক্তিকৃত মালামালের অনুরূপ মালামাল সংগ্রহ বা বিনিময়ে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে Parallel ইস্তিসনা বলে। সাধারনতঃ প্রথম চুক্তি বাস্ত বায়নের জন্য Parallel ইস্তিসনার প্রয়োজন হয়।

ইসতিসনার শর্তাবলী ঃ-

১) ইসতিসনার অন্যতম শর্ত হলো শরীয়াহ নীতি অনুযায়ী চুক্তি।
২) চুক্তির সাক্ষী ২ জন পুং বা ১জন পুং ও ২জন মহিলা হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩) পণ্যের নাম, বিবরণ, একক ও মোট দাম সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে।
৪) মূল্য তাৎক্ষনিক পরিশোধ না হলে সময় ও পরিশোধ পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
৫) পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
৬) মালের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট শর্তে থাকতে হবে।
৭) মালামাল সরবরাহ কিস্তিতে বা চুক্তি মেয়াদের মধ্যে এককালীন দেয়া-নেয়া যেতে পারে (চুক্তি মোতাবেক)।
৮) চুক্তিমতে বিক্রেতা সম্পুর্ন বা আংশিক মালাাল সরবরাহে ব্যর্থতায় অগ্রিম গৃহীত সম্পূর্ন বা আংশিক মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।
৯) উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে নয়, বরং মোট মূল্য চুক্তিপত্রে উল্লেখ্য থাকলেই চলবে।

ইস্‌তিস্‌না চুক্তির বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ-

১) Both delivery of goods and payment of price may be deferred.
২) Manufacturing and construction শিল্পে গ্রগণযোগ্য।
৩) এই চুক্তিতে মালামালের অস্তিত্ব ছাড়াই বেচা কেনা সংঘটিত হয়।
৪) বিক্রির জন্য প্রস্তুতকৃত মালামাল ইস্‌তিস্‌না নিয়মে বেচা কেনা বৈধ হবে না।
৫) তবে তখন বাই-মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জালের মাধ্যমে বেচাকেনা হতে হবে।
৬) উৎপাদন ব্যায় নির্বাহে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭) মালামাল সরবরাহ এবং মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত হতে পারে।
৯) তাৎক্ষনিক মূল্য পরিশোধ জরুরী নয় তবে অগ্রিম/কিস্তিতে ও পরিশোযোগ্য।
১০) ক্রেতা ভবিষ্যতে নির্ধারিত তারিখে/কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে পারে।
১১) এ পদ্ধতির কার্যক্রম শুরু হলে কোন পক্ষই চুক্তি বাতিল করতে পারে না [১১]।

বাই-সালাম এবং বাই-ইসতিসনার পার্থক্য ঃ-

বাই-সালাম	বাই-ইস্‌তিস্‌না
১) চুক্তি সম্পাদনকালে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ হয়।	নির্ধারিত মূল্য এককালীন, অগ্রিম, কিস্তিতে, মেয়াদের মধ্যে/ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ে, মেয়াদের পরে নির্ধারিত সময়ে এককালীন/কিস্তিতে, ইত্যাদি নিয়মে চুক্তিমতে মূল্য পরিশোধ হতে পারে।
২) চুক্তি একবার কার্যকর হলে তা কোন পক্ষই এককভাবে বাতিল করতে পারে না।	উৎপাদন শুরুর পূর্বে যে কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে।
৩) উৎপাদন ছাড়া মালামাল অন্য উপায়ে সংগ্রহ করে সরবরাহ করা যায়।	ফরমায়েশ মোতাবেক মালামাল তৈরী করে সরবরাহ করতে হয়।
৪) মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরী।	মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরী নয়।

মুদারাবা বিনিয়োগ (স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে মুনাফা অংশিদারিত্বে বিনিয়োগ)

মুদারাবা হচ্ছে পুঁজির মালিক এবং উদ্যোক্তার সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের ব্যাংকিং বিনিয়োগ ব্যবস্থা। এতে ২টি পক্ষ থাকে, একপক্ষ মুলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ তার শ্রম, মেধা, সময়, অভিজ্ঞতা কাজে

লাগিয়ে ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক হলো "সহিব আল-মাল এবং উদ্যেক্তা হবেন মুদারিব"।

বাংলাদেশে প্রবর্তিত partnership law -1932 এর ৪ ধারা অনুযায়ী 'A partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them action for all

মুদারাবা নামকরণ ঃ- মুদারাবার শব্দিক অর্থ চলাফেরা করা। ব্যবসায়ের উদ্যেক্তা যেহেতু ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য ছুটোছুটি করেন এবং তার চলাফেরা বাতৎপরতাই যেহেতু ব্যবসায়ের মূল চালিকা শক্তি, সেহেতু ফকীহগন এই জাতীয় ব্যাংকিং ব্যবসাকে মুদারাবা বিনিয়োগ বলে অভিহিত করেন। নবী করিম (সাঃ) নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মুদারির হিসাব হয়রত খাদিজা (রাঃ)-এর ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত Partnership Law-1932 এর 4ধারা অনুযায়ী- A Partnership Is The Relation Between Persons Who Have Agreed To Share The Profit Of A Business Carried On By Or Aby Of Them Acting For All [১২] ।

মুদারাবার শ্রেণী বিভাগ ঃ

মুদারাবা বিনিয়োগ ২ প্রকার। যথা ঃ (১) মুদরাবা মূতলাক (২) মূদারাবা মুকাইয়াদা।
মুদারাবা মূতলাক ঃ- যে মুদরাবা চুক্তিতে ব্যবসায়ের ধরন, পরিধি, ব্যবসায়ের স্থান, সময়সীমা ইত্যাদি নির্দিষ্ট থাকে না, তাকে মুদরাবা মূতলাক বলে মুদারাবা মূতলাকে উদ্যেক্তা ব্যবসায়ীক স্বার্থে কর্মচারী নিয়োগ, অন্যত্র পুঁজি খাটানো, অফিস ভাড়া, ঋণ গ্রহ, ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে দেশ ভ্রমন ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে।

মুদারাবা মুকাইয়েদা ঃ- যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসায়ের ধরন, পরিধি কারবারের স্থান, অংশীদারের নাম ও সংখ্যা বিনিয়োগ নেয়া হয়, ঋণ দেয়া-নেয়া নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তাকে মুদারাবা মুকাইয়েদা বলে। এক্ষেত্রে মুদারীব বা উদ্যেক্তাগন চুক্তির শর্তানুসারে ব্যবসা পরিচালনা করতে বাধ্য থাকেন।

মুদারিবার শর্তাবলী ঃ-

১) চুক্তিঃ- 'সাহেব উল-মাল' বা ব্যাংক এবং উদ্যেক্তা বা মুদারীবের মধ্যে ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি কারবারের মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হয়।
২) মূলধন ঃ ব্যাংক মুদারাবা কারবারের মূলধন সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে মুদরীবের কাছে পূর্বের কোন পাওনা কারবারে মূলধন হিসাবে গন্য করা যাবে না।

৩) কারবার পরিচালনার দায়িত্ব ঃ- চুক্তির শর্তানুসারে মুদরীব (উদ্যেক্তা) ব্যবসা পরিচালক, স্বাভাবিক কার্য পরিচালনায় সাহেব-আল-মালের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

৪) লভ্যাংশ বন্টন ঃ- 'সাহেব উল-মাল' এবং 'মুদারীব' উভয়ের চেষ্টার ফসল হিসাবে প্রাপ্ত মুনাফা চুক্তি মোতাবেক শতকরা হার নির্ধারিত থাকতে হবে। তবে কোন পক্ষের মুনাফা নির্ধারিত থাকবে না। চুক্তিতে যদি পুঁজির মালিক মুনাফার ১৫০০ টাকা পাবে, এভাবে নির্দিষ্ট উল্লেখ্য থাকে, তবে এটি একটি বাতিল চুক্তি।

৫) লোকসানের দায় ঃ- মুদারীবের ব্যবসা ক্ষেত্রে সার্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্বেও লোক সান হলে পুঁজির মালিকই তা বহন করবে। মুদারীবের আর্থিক কোন ক্ষতি হবে না, এক্ষেত্রে ব্যাংকের শ্রম বৃথা যাবে

৬) ঋণ দান ও ঋণ গ্রহন ঃ- ব্যাংক বা সাহেব-উল-মালের অনুমতি ছাড়া মুদারীব অন্য কারো কাছ থেকে ঋণগ্রহণ এবং কাউকে ঋণ প্রদান করতে পারবে না।

৭) আর্থিক দায় ঃ- এই কারবারের আর্থিক দায় সাহেব-আল-মালের পূঁজির সমান। অতিরিক্ত দায়ের জন্য মুদারীব দায়ী হবেন।

৮) তৃতীয় পক্ষ থেকে পুঁজি সংগ্রহ ঃ- ব্যবসা পরিচালনা কৃত ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে অন্য সাহেব-আল-মালের কাছ থেকে পুঁজি নিয়ে একত্রিত পুঁজিতে ব্যবসা পরিচালনা করা যায়।

৯) ধারে ক্রয়-বিক্রয় ঃ এটি ব্যবসায়ের সাধারণ একটি নিয়ম। সাহেব উল-মালের অনুমতি ছাড়া ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারলে ও ব্যাংক বা সাহের-আল মালের নিষেধ থাকলে তা করা যাবে না।

১০) মুদারাবা চুক্তির অবসান ঃ- সাহেব-উল-মাল এবং মুদারীব উভয়ের সম্মতিতে চুক্তি বাতিল করলে বা যে কোন একজন মারা গেলে চুক্তিটি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।

১১) অর্থ বন্টন ঃ- মুদরাবা কারবার শেষ হলে সাহেব-উল-মাল এবং মুদারীব অর্জিত মুনাফা নির্ধারিত শতকরা হারে ভাগ করে নিবে।

* পূঁজির মালিক তার পুঁজি ফেরৎ নিবে
* লোসানে পূঁজির মালিক লোকসান বাদে অবশিষ্ট পুঁজি ফেরৎ নিবে এবং
* মুদারীব তার শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে।

মুদারাবা কারবারে মূল নির্ধারণ প্রক্রিয়া ঃ

মুদারাবা ব্যাবসায় 'মুদারিব' এবং 'সাহেব আল-মাল' এর মধ্যে চুক্তি করার সময়ই মুনাফা বন্টন ফয়সালা করা হয়। এতে উভয়ের অর্জিত মুনাফার ১/২ বা ১/৩ ইত্যাদি ৩০% বা ৫০% হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে নির্ধারিত টাকার অংক নির্ধারন করা (৫০০ বা ১০০০ টাকা উল্লেখ করা) ইসলামী নীতির পরিপন্থী।

চাহিদা ও যোগান ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ বিত্র ঃ

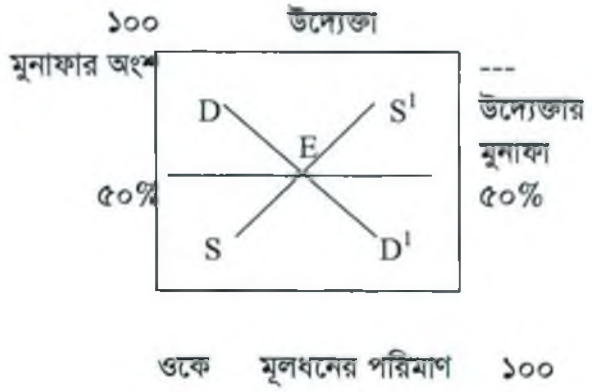

চাহিদা ও যোগান শক্তি দ্বারা মুনাফা বা দাম নির্ধারিত হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র ২ জন ব্যক্তি বিবেচনা করে DD^1 এবং SS^1 চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারন করা যায়। উপরের চিত্রে DD^1 নিম্নগামী রেখা এবং SS^1 উর্ধ্বগামী রেখা ইহারা E বিন্দুতে ছেদ করে তথায় ৫০% হারে উদ্যোক্তা ও মুলধনের মুনাফা বন্টিত হয়। লোকসান হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি সাহিবুল মালে বহন করবে। উৎপাদনশীলতা সমন্বিত চাহিদা ও দুষ্প্রাপ্যতা সমন্বিত যোগান কে যথাক্রমে চাহিদা ও যোগান বলে [১৩]।

ব্যাংকের নাম

মুদারাবা বিনিয়োগের আবেদনপত্র (নমুনা)

ছবি

ব্যবস্থাপক

....ব্যাংক লিমিটেড

-.. শাখা

.... ।

মুহ্তারাম

আস্সালামু আলাইকুম ।

আমি/আমরা .... বছর যাবৎ পাইকারী/খুচরা ব্যবসায়ে/.................. শিল্পে নিয়োজিত আছি এবং উক্ত ব্যবসা / শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করছি ।

১ । বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

২ । বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ টাকা

৩ । সম্ভাব্য বার্ষিক মুনাফা ঃ টাকা .... (সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসেবে সংযুক্ত)

৪ । মুনাফা বন্টনের প্রস্তাবিত হার ঃ

		অনুপাত (%)
(ক)	ব্যাংক	
(খ)	নিজ	
(গ)	মোট	

৫ । ব্যবসায়ের তথ্যাবলী ঃ

(ক) গ্রাহকের/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

(খ) ব্যবসায়ের ঠিকানা ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ, যদি থাকে)

(গ) ব্যবসায়ের ধরন ঃ

(ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ

(ঙ) বিগত ৩ বছরের ব্যবসায়ের ফলাফল ঃ

	সন --------------	সন --------------	সন --------------
	টাকা	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়			
মোট বিক্রয়			
মুনাফা			

৬ । প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ একক মালিকানা/অংশীদারী/যৌথ মূলধনী (প্রাঃ)/পাবলিক লিঃ/অন্যান্য ।

মালিক/অংশীদার /পরিচালকের নাম	বয়স	পিতা/স্বামীর নাম *	বর্তমান ঠিকানা
১	২	৩	৪

স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কারিগরী প্রশিক্ষণ/যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সামাজিক কার্যাবলী
৫	৬	৭	৩	৪

* বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা উভয়ের নাম ।

৭ । শাখা অফিস (যদি থাকে)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৮। অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ)

প্রতিষ্ঠানের নামও ঠিকানা	মালিকের নাম, পিতার নাম ও বয়স	মালিকের ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)	ব্যবসায়ের বিবরণ	মূলধন	ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা	ব্যাংকের দায় দেনা প্রকৃতি ও অবস্থা

৯। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ঃ (একক মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

অ) সম্পত্তিসমূহ ঃ

(ক) ব্যবসায়িক জমির মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা
(খ) ব্যবসায়িক ইমারতের মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা
(গ) যন্ত্রপাতির মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা
(ঘ) দোকান/শো-রুমের মূল্য ঃ টাকা
(যদি খরিদ/পজেশন ক্রয় করা থাকে)
(ঙ) আসবাবপত্রের মূল্য ঃ টাকা
(চ) মজুত মালের মূল্য (স্টক রিপোর্ট সংযুক্ত) ঃ টাকা
(ছ) বিবিধ পাওনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা
(জ) ব্যাংকে জমা (ব্যাংক বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা
(ঝ) অন্যান্য (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট সম্পত্তি ঃ টাকা

আ) বাদ ঃ দায়-দেনাসমূহ ঃ

(ক) অত্র ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ টাকা
(খ) অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ
(বিস্তারিত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)
(গ) বিবিধ দেনাদার ঃ টাকা
(ঘ) অন্যান্য দায়দেনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট দায়-দেনা ঃ টাকা

নীট বিনিয়োগ (অ-আ) ঃ টাকা

১০। বিনিয়োগ-এর পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ হলে অথবা যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ঃ

১১। অন্যান্য সম্পদ (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা
১২। ট্রেড লাইসেন্স নং ও মেয়াদ ঃ
১৩। (ক) টি, আই, এন ঃ
(খ) বর্তমান বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা
(গ) গত বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা
১৪। মালিক/অংশীদারবৃন্দ/ডাইরেক্টরদের/গ্যারেন্টরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ ঃ

সম্পত্তির বিবরণ									
নাম	মৌজা	দাগ নং	সি, এস	এস, এ	আর, এস	মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং	জমির পরিমাণ	ইমারতের বিবরণ	অনুমানিক মূল্য

১৫। প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ

(ক) সহায়ক জামানতের বিবরণ ও মূল্য ঃ
(সম্পত্তির মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত)
(খ) ব্যক্তিগত জামানত ঃ

১৬। পূর্বের ব্যাংকের নাম, হিসাব নং ও হিসাব বিবরণী ঃ
(যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১৭। ব্যবসায়ের দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অন্য ব্যাংকে দায়বদ্ধ কি-না?

তারিখ ঃ------------- ---------------
গ্রাহকের সিল ও স্বাক্ষর

হিসাব নং ঃ

হিসাব খোলার তারিখ ঃ

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১। ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।
২। সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৩। পূর্ববর্তী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।
৪। অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।

Dhaka University Institutional Repository

৫। যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিট।

৬। যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত (Resolution)-এর সত্যায়িত কপি।

৭। আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (Tax payer's identification number)- সহ আয়কর আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদপত্রের (Certificate)-এর সত্যায়িত কপি।

৮। অন্যান্য

স্বাক্ষর --------------------------

সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুত		বিক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ বিবরণ এবং দাম)	
ক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ, বিবরণ এবং দাম)		সমাপনী মজুত	
ক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
বিক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
মুনাফা		ক্ষতি	

মঞ্জুরী কৃত অনুমোদন কারী

ব্যাংকের নাম

------------------- শাখা

সূত্র নং ----------------

মেসার্স/ জনাব ---------------

মুহতারাম,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

বিষয়ঃ মুদারাবা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র (নমুনা)।

আপনার/আপনাদের ------------------- তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার/আপনাদের অনুকূলে মুদারাবা পদ্ধতিতে টাকা --------------- (টাকা --) বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে।

১. বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ টাকা ---------------

২. বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

৩. বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ

৪. জামানত ঃ

মুদারাবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য আপনাকে/ আপনাদের নিম্নবর্ণিত জামানতসমূহ প্রদান করতে হবে ঃ

(ক) সহায়ক জামানত ঃ

নিম্ন তফসিলভুক্ত----------- শতাংশ জমি (দালান কোঠাসহ, যদি থাকে) মূল্য টাকা-------------- এর বন্ধকঃ

১।

২।

৩।

খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত জামানত ঃ

(১) জনাব ---
পিতা ---
ঠিকানা ---

(২) জনাব ---
পিতা ---
ঠিকানা ---

৫. আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত দলিল-পত্রাদি সম্পাদন/জমা প্রদান করতে হবেঃ

(ক) মুদারাবা চুক্তি নামা (Mudaraba Agreement)
(খ) ডি. পি. নোট
(গ) ডি. পি. নোট ডেলিভারি লেটার
(ঘ) লেটার অব কনটিনিউটি
(ঙ) লেটার অব এ্যারেঞ্জমেন্ট
(চ) মূল টাইটেল ডিডস ও অন্যান্য দলিল (সিএস, এসএ, আরএস পর্চা, ডিসিআর, নির্দায় পত্র, খাজনা রসিদ, বায়া-ডিড ইত্যাদি)
(ছ) জমি বন্ধকি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি
(জ) অন্যান্য দলিল (ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী)।

৬. বীমা ঃ

আপনাকে/আপনাদেরকে যমপক্ষে ক্রমিক নং ১-এ বর্ণিত মোট বিনিয়োগ ও তার উপর অতিরিক্ত আরো ১০% এর সমপরিমাণ টাকার অবশ্যই অগ্নি, দাঙ্গা ও ধর্মঘট, বন্যা ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিজনিত ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি ব্যাংক মর্টগেজ ক্লজসহ কভার করে ব্যাংকের তালিকাভূক্ত বীমা কোম্পানী থেকে বীমা করতে হবে-যা মুদারাবা কারবারের ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে সমন্বয় হবে।

৭. হিসাব চূড়ান্তকরণঃ

মেয়াদ শেষে অথবা চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে আপনাকে/আপনাদেরকে ব্যবসায়ের হিসাব তৈরি করে মেয়াদপূর্তির/চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের পর ------ দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত হিসাব যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত করা হবে।

৮. লাভ ভাগাভাগি/ক্ষতি বহন অনুপাত ঃ

(ক) হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত হারে লাভ বন্টিত হবে ঃ

ব্যাংক ---------- %
গ্রাহক ---------- %

(খ) যদি আপনার/আপনাদের অবহেলাজনিত অথবা আপনার/আপনাদের দ্বারা চুক্তির পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে আপনাকে/আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করতে হবে। অন্যথায়, ব্যাংক সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করবে।

৯. ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার ------- দিনের মধ্যে ব্যাংকের যাবতীয় পাওনা আপনার/আপনাদের নামে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। স্বীকৃত লাভ/ক্ষতি ও ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যাংকের বিনিয়োগের সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যাংকের পাওনা নির্ধারিত হবে।

১০. ক্ষতিপূরণ ঃ

কোনো পক্ষ মুদারাবা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১১. অন্যান্য শর্ত/ শর্তাবলী ঃ

ক)

খ)

গ)

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ আপনার/ আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদসঙ্গে সংযুক্ত অত্র অনুমদনপত্রের অনুলিপি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করত ফেরত দান এবং জামানতসহ অন্যান্য দলিল-পত্র সম্পাদন করার অনুরোধ করছি, অন্যথায় এই মঞ্জুরী পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

মা-আস্‌সালাম।

উল্লেখিত শর্তাদি স্বীকার করে অত্র অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

ব্যবস্থাপক

গ্রাহকের স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) ও তারিখ
(কোম্পানীর সিলসহ)

ব্যাংকের নাম

মুদারাবা চুক্তিপত্র (নমুনা)

বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প

-----------------------------------শাখা, ------------------ যার প্রধান কার্যালয় -- ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪)- এর আওতায় বাংলাদেশ নিবন্ধিত।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

-----------------------------------পিতা--

মাতা----------------------------------স্বামী--

সাং----------------------------------ডাকঘর--

থানা----------------------------------জেলা --

পেশা---------------------------------।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে--- ব্যবসা / শিল্পে অংশগ্রহণে সম্মত হয়ে গ্রাহকের অনুকূলে মুদারাবা বিনোয়োগের মঞ্জুরীপত্র প্রদান করে যা গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে ঐকমত্য পোষণপূর্বক অদ্য -------------------------ইং তারিখ ------------------------(স্থানে) সুস্থ শরীরে স্বতস্ফুর্তভাবে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগনের সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করে।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১. --- ব্যবসায়/ --- উৎপাদ ও বিপণন-এর জন্য মুদারাবা কারবারটি ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২. সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/শিল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ -----------------টাকা (টাকা --)। উক্ত বিনিয়োগের সম্পূর্ণ ব্যাংক যোগান দেবে।

৩. গ্রাহক ও তার/তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালিত হবে এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাহকের। তবে ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এ জন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি ব্যবসা/শিল্পের যে কোনো স্থানে/কর্মকান্ডে প্রবেশ করতে পারবে।

৪. ব্যবসা/শিল্পের মেয়াদ আগামী -------------------ইং তারিখ পর্যন্ত ---------------- বছর।

৫. প্রতি বছর ----------------------ইং তারিখে এবং/অথবা মেয়াদ শেষে হিসাবপত্র উক্ত তারিখের অথবা মেয়াদের পর ----- দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট জমাপূর্বক উভয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত করা হবে।

৬. চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে ব্যাংকে তার ---------- শর্তাংশ এবং গ্রাহক % পাবে হিসাব চূড়ান্ত হবার দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের আনুপাতিক লভ্যাংশ ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে মুদারাবা হিসেবে জমা দেবে। মেয়াদ শেষ হলে গ্রাহককে উক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ উক্ত মুদারাবা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দেবে।

৭. গ্রাহকের দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণ, মঞ্জুরীপত্র ও অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাবলি ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ে/শিল্পে ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহক বহন করবে এবং ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোন নির্ধারিত সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর ---------- দিনের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় বিনিয়োগ গ্রাহককে তার/তাদের নামে ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

৮. ৭নং ক্রমিকে বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হলে তা ব্যাংক বহন করবে। এক্ষেত্রে ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর ------------- দিনের মধ্যে ক্ষতি বাদ দিয়ে ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহক তার/তাদের নামে রক্ষিত ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দেবে।

৯. মেয়াদপূর্তির আগে কোনো অনিবার্য কারণবশত অতবা ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদ মূল্যায়িত হবে এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহক ঐ সম্পত্তি নিবে। তবে উভয়ের সম্মতিতে সম্ভব হলে ঐ সম্পদ উপযুক্ত মূল্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রি করে হিসাব চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খরিদ্দার সংগ্রহ ও বিক্রির দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১০. ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে -------------ইং তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র নং ----------- এর যাবতীয় শর্তাদি অত্র চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে যা পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য থাকবে।

১১. অত্র চুক্তি অথবা বর্ণিত মঞ্জুরীপত্রের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১২. অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে।

প্রথম পক্ষ
ব্যাংক এর পক্ষের

স্বাক্ষীগণ ঃ

১। নাম.....................................
পিতার নাম ....
ঠিকানা ....
....

ব্যবস্থাপক
............................শাখা
(ব্যাংকের সীল ও স্বাক্ষর)

স্বাক্ষর ....

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা বিনিয়োগ

মুশারাকা শব্দটি আরবী "শিরকাত বা শরীকাত থেকে উৎপত্তি। তাই মুশরাকা বিনিয়োগ আলোচনার পূর্বে শিরকাত সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। আইনের ভাষায় কোন ব্যবসায়ে ২ বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মিলন ঘটলে এই শিরকাত। ইসলামী ব্যাংকার এবং অর্থনীতি বিদদের নিকট শিরকাত শব্দের তুলনায় মুশারাকা শব্দটি ব্যাপক পরিচয় লাভ করেছে। ফলে শিরকাত শব্দের তুলনায় মুশারাকা শব্দার্থ সীমিত হওয়া শর্ত ও ব্যাপক ব্যবহার হয়ে আসছে। মুশারাকা বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট দলিল হলো ঃ- "আল্লাহ তায়ালা বলেন - I am the third in a partnership of two but if one betray the others, I withdraw from the partnership"- (Al-Bakara-283) ।

শিরকাতের মুশারাকা শ্রেণীবিভাগ ঃ-

রেখা চিত্রের মাধ্যমে আমি শিরকাতের প্রকারভেদ তুলে ধরলাম ঃ- [১৪]

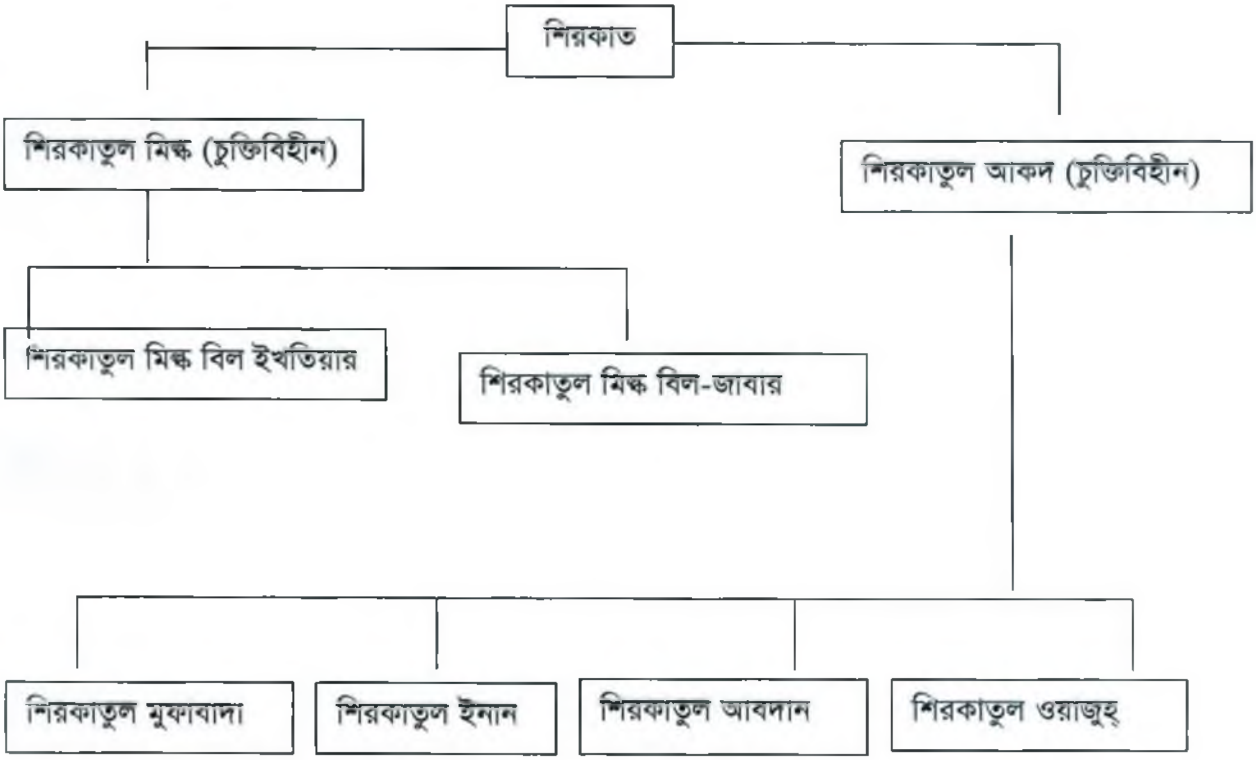

উপরোক্ত প্রতিটির সংজ্ঞা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-

শিরকাতুল মিল্ক (চুক্তি বিহীন) ঃ- চুক্তিবদ্ধ না হয়ে দুই বা ততোধিক ব্যাক্তির যৌথ কোন সম্পত্তির মালিক হলে তাকে চুক্তিবিহীন শিরকাতুল মিল্ক বলে ।

শিরকাতুল মিল্ক (চুক্তিভিত্তিক) ঃ- চুক্তিবদ্ধ হয়ে দুই বা ততোধিক ব্যাক্তির যৌথ কোন সম্পত্তির মালিক হলে তাকে চুক্তিভিত্তিক শিরকাতুল মিল্ক বলে ।

Dhaka University Institutional Repository

শিরকাতুল ইনান ঃ- অংশীদরগণ যখন কারবারে অসমান পুঁজির যোগান দেয়, ব্যবস্থাপনায় আসম অংশ নেয়, লাভের ক্ষেত্রে অসম অংশ নেয়, এবং লোকসানের ক্ষেত্রে পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করে, তখন তাকে শিরকাতুল ইনান বলে। ব্যাংক সাধারনতঃ শিরকাতুল ইনানের ভিত্তিতেই বিনিয়োগ করে।

শিরকাতুল মুফাওয়াদা ঃ- সম-পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ, সম লাভ-লোকসান অংশীদার হয়ে যখন যৌথ ব্যবসা পরিচালনা করা হয়, তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা বলে।

শিরকাতুল ছানাই বা আবদান ঃ- একই পেশার দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ করাবার, যার প্রাপ্ত আয় চুক্তিভিত্তিক বন্টন করে নেয়, এমন ব্যবসা-ই শিরকাতুল ছানাই।

শিরকাতুল ওয়াজুহ্ ঃ- যখন অংশিদারদের সুনাম, সত্তা ও ভ্রিাস্বস্ততা পুঁজি হিসাবে কাজ করে এবং তারা বাকীতে পণ্য ক্রয় করে, তা বিক্রিয়-তে অর্জিত মুনাফা চুক্তির ভিত্তিতে বন্টন করে নেয়, একেই শিরকাতুর ওয়াজুহ বলে।

চুক্তির ভিত্তিতে মুশারাকা ২ প্রকার ঃ-

(১)স্থায়ী (Parmanent) (২) অস্থায়ী (Decreasing) বা ক্রমহ্রাসমান-(Diminishing)

<u>মুশারাকার কতিপয় বৈশিষ্ট্য/ শর্ত ঃ-</u>

১) কারবার শুরুর পূর্বে একটি চুক্তি হবে, যাতে পুঁজির পরিমান, লাভ ক্ষতির বন্ঠন, করবার পরিচালনার যাবতীয় বিষয়/ দায় শর্ত উল্লেখ থাকবে।
২) চুক্তি নির্দিষ্ট মুনাফা নয়, বরং মুনাফা প্রাপ্তির হার উল্লেখ থাকবে।
৩) লোকসান অবশ্যই পুঁজির অনুপতিক হারে হবে।
৪) সকল পার্টনার কারবারে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় (কারণ একে অন্যের প্রতিনিধি) ।
৫) অংশিদার, অথচ ব্যবসার কর্মকতা-কর্মচারী, এদের কে নির্ধারিত বেতন দেয়া যাবে।
৬) সকল অংশিদারের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১জন অংশিদার তা পরিচালনা করিতে পাবে।
৭) কোম্পানীর সম্পদের বিপরীত বন্ধক নেয়া যাবে, কিন্তু মুনাফা ও পুঁজির বিপরীতে কোন জামানত নেয়া যাবে না।
৮) সকল অংশিদারকে অবহিত করিয়ে যে কোন অংশিদার পুঁজি প্রত্যাহার করতে পারবে।
৯) ব্যাংকের ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যস্থাপনা চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে লোকসান হলে গ্রাহক দায়ী থাকবে।
১০) একজন অংশিদার কোম্পানীর পুঁজির আমানতদার।
১১) ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক অনুমোদন ছাড়া গ্রাহক লোকসানে পন্য বিক্রিকরতে পারবেনা।
১২) গ্রাহক কে হিসাব পত্র যথাযথ সংরক্ষন করতে হবে।
১৩) ব্যাংক নিজে বা মনোনীত ফার্ম দ্বারা হিসাব Andit করতে পারবে।
১৪) 'লাভের বিপরীতে ঝুঁকি'- নীতিতে মুশারাকা কারবার পরিচালিত হয়।
১৫) নির্ধারিত হার বা নির্ধারিত/অনির্ধারিত অংক মুনাফা বন্টনের ভিত্তি হতে পারে না।
১৬) উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মুশারাকার বিলুপ্তি ঘটে।
১৭) অংশীদারের মৃত্যুতে অযোগ্য বিবেচিত অংশিদারের কারনে মুশারাকার বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

<u>মুশারাকা হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ</u>

ব্যাংক নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে মুশারাকা বিনিয়োগ হিসাব সংরক্ষন করবে ঃ-

(ক) মুশারাকা বিনিয়োগ প্রদান কালে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ডেবিট ঃ Partys A/C (গ্রাহকের equify-র টাকা)
ক্রেডিট ঃ Musharaka Investment A/C (In Chients name)
ডেবিট ঃ Musharka Investment A/C (Cost of goods)
ক্রেডিট ঃ Pay order (AWCA of supplier)

ডেবিট ঃ Musharaka Investment A/C (Other expenditure)
ক্রেডিট ঃ Concerned other expenses (Like-Conveyance, postage, Transport)

(খ) মালামাল বিক্রয়কালে (At the time of selhing of goods)
ডেবিট ঃ Cash/ক্রেতার হিসাব
ক্রেডিট ঃ Musharaka Investment A/C

(গ) নীট লাভ হলে (If Balance in musaraka Investment A/C is in credit Balance)
ডেবিট ঃ Musaraka Investment A/C
ক্রেডিট ঃ Client's A/C (Clients profit)
ক্রেডিট ঃ Income A/C Musharaka (Bank's profit)

(ঘ) লোকসান হলে (In Case of Loss)
ডেবিট ঃ Income A/C (Musharaka A/C)
ডেবিট ঃ Clients A/C (পুঁজি অনপাতে)
ক্রেডিট ঃ Musharaka Investment A/C

মুদারাবা ও মুশারাকা প্রার্থক্য [১৫] ঃ-

মুশারাকা	মুদারাবা
১) সকল অংশিদার পুঁজির যোগানদার ২) মুশারাকাই সকল অংশিদার ইচ্ছা করলেই কারবার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। ৩) লোকসানের দায় সকল অংশিদারের ৪) অংশিদারগণের দায়ভার সীমাহীন ৫) মুশারাকার সকল সম্পদ অংশীদারগনের যৌথ মালিকানার। সুতরাং লাভ না হলেও সম্পদের বর্ধিত মূল্যাংশ সকলে পাবে।	(১) এক পক্ষ পুঁজি যোগান, অপর পক্ষ শ্রমদাতা। এ ক্ষেত্রে যোগানদার সাহেব আল-মাল। (২) পুঁজির মালিক কারবারে অংশ নেয় ন্য। মুদারিব কর্তৃক কারবার পরিচালিত হয়। ৩) মুদারীব লোকাসানের আর্থিক দায় বহন করে না। সাহেব-আল-মাল বহন করে। তবে অবহেলা, অব্যবস্থাপনার জন্য মুদারীর ও দায় বহন করবে। ৪) সাহেব-উল-মাল মুদারিবকে ঋণ গ্রহনের অনুমতি না দিলে তার দায় তার মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে। ৫) মুদারিব শুধু লাভের অংশীদার। সে সম্পদের বর্ধিত মুল্যাংশ পাবে না, তা 'সাহেব আল-মাল' পাবে। [১৪]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের নাম

মুশারাকা বিনিয়োগের আবেদনপত্র (নমুনা)

ছবি

ব্যবস্থাপক
....ব্যাংক লিমিটেড
-... শাখা
.... ।

মুহ্তারাম
আস্সালামু আলাইকুম ।
আমি/আমরা .... বছর যাবৎ পাইকারী/খুচরা ব্যবসায়ে/.................. শিল্পে নিয়োজিত আছি এবং উক্ত ব্যবসা / শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করছি ।

১ । বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

২ । বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ

		অনুপাত (%)
(ক)	ব্যাংক	
(খ)	নিজ	
(গ)	মোট	

৩ । সম্ভাব্য বার্ষিক মুনফা ঃ টাকা ....
(সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসেবে সংযুক্ত)

৪ । মুনাফা বন্টনের প্রস্তাবিত হার ঃ

		অনুপাত (%)
(ক)	ব্যাংক	
(খ)	নিজ	
(গ)	মোট	

৫ । ব্যবসায়ের তথ্যাবলী ঃ
(ক) গ্রাহকের/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
(খ) ব্যবসায়ের ঠিকানা ঃ
(গ) ব্যবসায়ের ধরন ঃ
(ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ
(ঙ) বিগত ৩ বছরের ব্যবসায়ের ফলাফল ঃ

	সন ----------	সন -----	সন ----
	টাকা	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়			
মোট বিক্রয়			
মুনাফা			

৬ । প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ একক মালিকানা/অংশীদারী/যৌথ মূলধনী (প্রাঃ)/পাবলিক লিঃ/অন্যান্য ।

মালিক/অংশীদার/ পরিচালকের নাম	বয়	পিতা/স্বামীর নাম *	বর্তমান ঠিকানা
১	২	৩	৪

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কারিগরী প্রশিক্ষণ/যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সামাজিক কার্যাবলী
৫	৬	৭	৮	৯

* বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা উভয়ের নাম ।

৭। শাখা অফিস (যদি থাকে)

৮। অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ)

প্রতিষ্ঠানের নামও ঠিকানা	মালিকের নাম, পিতার নাম ও বয়স	মালিকের ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)	ব্যবসায়ের বিবরণ	মূলধন	ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা	ব্যাংকের দায় দেনা প্রকৃতি ও অবস্থা

৯। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ঃ (একক মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

অ) সম্পত্তিসমূহ ঃ

(ক) ব্যবসায়িক জমির মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা
(খ) ব্যবসায়িক ইমারতের মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা
(গ) যন্ত্রপাতির মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা
(ঘ) দোকান/শো-রুমের মূল্য ঃ টাকা
(যদি খরিদ/পজেশন ক্রয় করা থাকে)
(ঙ) আসবাবপত্রের মূল্য ঃ টাকা
(চ) মজুত মালের মূল্য (স্টক রিপোর্ট সংযুক্ত) ঃ টাকা
(ছ) বিবিধ পাওনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা
(জ) ব্যাংকে জমা (ব্যাংক বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা
(ঝ) অন্যান্য (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট সম্পত্তি ঃ টাকা

আ) বাদ ঃ দায়-দেনাসমূহ ঃ

(ক) অত্র ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ টাকা
(খ) অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ
(বিস্তারিত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)
(গ) বিবিধ দেনাদার ঃ টাকা
(ঘ) অন্যান্য দায়দেনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট দায়-দেনা ঃ টাকা
নীট বিনিয়োগ (অ-আ) ঃ টাকা

১০। বিনিয়োগ-এর পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব হলে অথবা যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরী---- হিসাব বিবরণী ঃ

১১। অন্যান্য সম্পদ (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

১২। ট্রেড লাইসেন্স নং ও মেয়াদ ঃ টাকা

১৩। (ক) টি, আই, এন ঃ
(খ) বর্তমান বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা
(গ) গত বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা

১৪। মালিক/অংশীদারবৃন্দ/ডাইরেক্টরদের/গ্যারেন্টরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ

নাম	মৌজা	দাগ নং	সি, এস	এস, এ	আর, এস	মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং	জমির পরিমাণ	ইমারতের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য

১৫। প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ

(ক) সহায়ক জামানতের বিবরণ ও মূল্য ঃ
(সম্পত্তির মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত)
(খ) ব্যক্তিগত জামানত ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৬। পূর্বের ব্যাংকের নাম, হিসাব নং ও হিসাব বিবরণী ঃ
(যে ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য)

১৭। ব্যবসায়ের দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অন্য ব্যাংকে দায়বদ্ধ কি-না?

তারিখ ঃ-------------

গ্রাহকের সিল ও স্বাক্ষর

হিসাব নং ঃ

হিসাব খোলার তারিখ ঃ

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১। ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।
২। সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৩। পূর্ববর্তী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।
৪। অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১। ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।
২। সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৩। পূর্ববর্তী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।
৪। অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।
৫। যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিট।
৬। যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত (Resolution)-এর সত্যায়িত কপি।
৭। আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (Tax payer's identification number)- সহ আয়কর আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদপত্রের (Certificate)-এর সত্যায়িত কপি।
৮। অন্যান্য

স্বাক্ষর ---------------------------

সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুত		বিক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ বিবরণ এবং দাম)	
ক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ, বিবরণ এবং দাম)		সমাপনী মজুত	
ক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
বিক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
মুনাফা		ক্ষতি	

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের নাম

-------------------- শাখা

তারিখ ঃ--------------ইং

সূত্র নং -------------
মেসার্স/জনাব -----------------

মহতারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

বিষয় ঃ মুশারাকা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র (নমুনা)

আপনার/ আপনাদের ------------------তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার/ আপনাদের অনুকূলে মুশারাকা পদ্ধতিতে টাকা ----------------(টাকা------------------- -------------------------বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে।

১. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (ব্যাংক ও গ্রাহক)	ঃ টাকা--
২. বিনিয়োগের উদ্দেশ্য	ঃ
৩. মূলধন সরবরাহ অনুপাত	ঃ ব্যাংক- টাকা ---------------------------------- (মোট বিনিয়োগর) ------------------------%) গ্রাহক টাকা----------------------------------- (মোট বিনিয়োগর) ------------------------%)
৪. বিনিয়োগ বিতরনণ	ঃ আপনা/আপনাদের মূলধন ব্যাংকের মুশারাকা হিসাবে জমা দেয়ার পর উক্ত বিনিয়োগসহ ব্যাংকের বিনিয়োগ মুশারাকা কারবারে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যাবে।
৫. বিনিয়োরেগ মেয়াদ	ঃ

৬. জামানত ঃ

মুশারাকা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্ন বর্ণিত জামানত সমূহ প্রাদান করতে হবেঃ-

ক) সহায়ক জামানত ঃ

নিম্ন তফসিরভুক্ত ------------- শতাংশ জমি (দালান কোঠাসহ, যদি থ কে) মূল্য টাকা ----------------এর বন্ধক ঃ

১।
২।
৩।

খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত জামানত ঃ

১। জনাব --
পিতা --
ঠিকানা --

২। জনাব --
পিতা --
ঠিকানা --

৭. আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পাদন/জমা প্রদান করতে হবে ঃ

(ক) মুশারাকা চুক্তিনামা (Musharaka Agreement)
(খ) ডি. পি. নোট
(গ) ডি. পি. নোট ডেলিভারি লেটার
(ঘ) লেটার অব কনটিনিউটি
(ঙ) মূল টাইটেল ডিডস ও অন্যান্য দলিল (সি এস, এস এ, আর এস পর্চা, ডি সি আর, নির্দায় পত্র, খাজনা রসিদ, বায়া-ডিড ইত্যাদি)
(চ) জমি বন্ধকী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি
(ছ) অন্যান্য দলিল (ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী)।

৮. বীমা ঃ আপনাকে/আপনাদেরকে কমপক্ষ ক্রমিক নং ১-এ বর্ণিত মোট বিনিয়োগ ও তার উপর অতিরিক্ত আরো ১০%-এর সমপরিমাণ টাকার অবশ্যই অগ্নি, দাঙ্গা ও ব্যাংক মর্টগেজ ক্লজসহ কভার করে ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানী থেকে বীমা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. হিসাব চূড়ান্তকরন ঃ

মেয়াদ শেষ অথবা চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে আপনাকে/আপনাদেরকে ব্যবসায়ের হিসাব তৈরি করেপূর্তির/চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের পর ------ দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত হিসাব যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত করা হবে।

১০। লাভ ভাগাভাগি/ক্ষতি বহন অনুপাত ঃ

(ক) হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত হারে লাভ বন্টিত হবে ঃ

ব্যাংক --------- --------%

গ্রাহক ---------- --------%

(খ) যদি আপনার/আপনাদের অবহেলাজনিত অথবা আপনার/আপনাদের দ্বারা চুক্তির পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে আপনাকে/আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করতে হবে। অন্যথায়, ব্যাংক ও আপনার/আপনাদের মধ্যে মূলধন অনুপাতে ক্ষতি বন্টিত হবে।

১১. ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার --- দিনের মধ্যে ব্যাংকের যাবতীয় পাওনা আপনার/আপনাদের নামে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। স্বীকৃত লাভ/ক্ষতি ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যাংকের বিনিয়োগের সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যাংকের পাওনা নির্ধারিত হবে।

১২. ক্ষতিপূরণ ঃ

কোনো পক্ষ মুশারাকা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারি পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩. অন্যান্য শর্ত/শর্তাবলী ঃ

ক)

খ)

গ)

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ আপনার/আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদসঙ্গে সংযুক্ত অত্র অনুমোদনপত্রের অনুলিপি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করত ফেরত দান এবং জামানতসহ অন্যান্য দলিলপত্র সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করছি, অন্যথায় এ মঞ্জুরীপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

মা-আস্‌সালাম।

আপনার বিশ্বস্ত

ব্যবস্থাপক

উল্লেখিত শর্তাদি স্বীকার করে অত্র অনুমোদন পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

....

গ্রাহকের স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) ও তারিখ
(কোম্পানীর সিলসহ)

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের নাম------

মুশারাকা চুক্তিপত্র (নমুনা)

বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প

-- ব্যাংক লিমিটেড,

--শাখা,

------------------------------- যার প্রধান কার্যালয় ---------------------------
ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানীর আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪)-এর আওতায় বাংলাদেশ নিবন্ধিত।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

----------------------------------- পিতা -------------------------------------
মাতা -------------------------------- স্বামী ---------------------------------
সাং ---
ডাকঘর ------------------------------- থানা -----------------------------------
জেলা --------------------------------- জাতি -----------------------------------
ধর্ম ------------------------------------ পেশা -------------------------------- ।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে -- ব্যবসা/শিল্পে অংশগ্রহণে সম্মত হয়ে গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র প্রদান করে যা গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে ঐকমত্য পোষণপূর্বক অদ্য ---------------- ইং তারিখে --------------- (স্থানে) সুস্থ শরীরে স্বতস্ফূর্তভাবে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করে।

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১। -- ব্যবসায়/--উৎপাদন ও বিপণন-এর জন্য মুশারাকা কারবারটি ইসলামী শরীয়াহ্ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২। সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/শিল্পের মোট মূলধনের পরিমাণ ------------------------------ টাকা (টাকা --)। উক্ত মূলধনের ---------------% অর্থাৎ -------------------------------------টাকা (টাকা --) গ্রাহক যোগান দেবে।

৩। ব্যবসা/শিল্পের বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকের ইতোপূর্বে বিনিয়োগকৃত তহবিল (যদি থাকে), তা গ্রাহকের শেয়ার মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪। গ্রাহক ও তার/তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালিত হবে এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাহকের। তবে ব্যাংক প্রয়োজনবোধ সময়ে-সময়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এ জন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি ব্যবসা/শিল্পের যে কোনো স্থানে/কর্মকান্ডে প্রবেশ করতে পারবে।

৫। ব্যবসা/শিল্পের মেয়াদ আগামী --------------------ইং তারিখ পর্যন্ত ---------- বছর

৬। প্রতি বছর -----------ইং তারিখে এবং/অথবা মেয়াদ শেষে হিসাবপত্র উক্ত তারিখের অথবা মেয়াদের পর --------- দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট জমাপূর্বক উভয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত করা হবে।

৭। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে ব্যাংক তার --------- শতাংশ এবং গ্রাহক ------- শতাংশ পাবে। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার ------- দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের অনুপাতিক লভ্যাংশ ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে মুশারাকা হিসেবে জমা দেবে। মেয়াদ শেষ হলে গ্রাহকের উক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মূলধনও উক্ত মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। গ্রাহকের দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণ, মঞ্জুরীপত্র ও অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাদি ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ে/শিল্পে ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহক বহন করবে এবং ৬নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো নির্ধারিত সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর .... দিনের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় মূলধন গ্রাহককে/তার তাদের নামে ব্যাংকের মুশারাকা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

৯। ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হলে তা ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধন অনুপাতে বহন করবে। এক্ষেত্রে ৬নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর .... দিনের মধ্যে ব্যাংকের মূলধন থেকে আনুপাতিক ক্ষতি বাদ দিয়ে বাকি মূলধন গ্রাহক তার/তাদের নামে রক্ষিত ব্যাংকের মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

১০। মেয়াদপূর্তির আগে কোনো অনিবার্য কারণবশত অথবা ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদ মূল্যায়িত হবে এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহক ঐ সম্পত্তি নিবে। তবে উভয়ের সম্মতিতে সম্ভব হলে ঐ সম্পদ উপযুক্ত মূল্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রি করে হিসাব চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খরিদ্দার সংগ্রহ ও বিক্রির দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১১। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে .... ইং তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র নং .... এর যাবতীয় শর্ত অত্র চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে যা পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য থাকবে।

১২। অত্র চুক্তি অথবা বর্ণিত মঞ্জুরীপত্রের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩। অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে।

প্রথম পক্ষ

১) সাক্ষীগণ--------

নাম------------------

পিতার নাম-----------

ঠিকানা---------------

স্বাক্ষর-----------------------

--------------ব্যাংকের পক্ষে

ব্যাবস্থাপক ------------

-----------শাখা

(ব্যাংকের সীল ও স্বাক্ষর)

২ ।

নাম-----------------

ঠিকানা---------------

পিতার নাম-----------

স্বাক্ষর-------------

দ্বিতীয় পক্ষ

--------------------এর পক্ষে

মালিক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত
অংশীদার / পরিচালক বৃন্দ
(সীল ও স্বাক্ষর)

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা ব্যবসায়ে দাম নির্ধারণ ঃ-

মুশারাকা (বা শিরকাতুল ইনানের) ব্যবসায় অংশীদারদের সবাই মুলধনের অংশ যোগান দিতে হয়। এক্ষেত্রে ২টি মতামত আছে ঃ-

১। শাফেয়ী ও মালিকি মাযহাবের মতে অংশিদারগণ যে যে অনুপাতে মোট মূলধনের যোগান দিবে তার অবদানের ভিত্তিতে মুনাফা ভাগ হবে। যদি কোন অংশীদার ২৫% মুলধনের যোগানদাতা মুনাফার ২৫% অংশ পাবে। ক্ষতি হলেও একই হারে ক্ষতি বহণ করতে হবে।

২। হানাফী ও হাম্বালী মতামত ঃ- এই মাযহাব মতে মুনাফা অংশ এবং মূলধনের অংশ দর কষাকষির ভিত্তিতে এক নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন ও মুনাফার অংশ আলাদা বলে বন্টন রেখা ৪৫% উপরে অথবা নীচে অবস্থান করবে। নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া যায় ঃ-

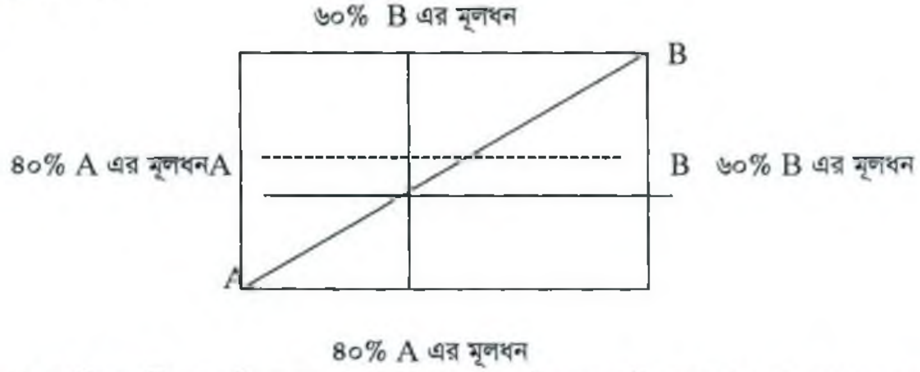

মনেকরি, A ও B অংশিদার নীচের ভূমি অক্ষে A এর মূলধন এবং উপরের ভূমি অক্ষে B এর মূলধন দেখানো হলো। উভয়ের মূলধন সমষ্টি (৬০+৪০)% = ১০০%
বামের খাড়া অক্ষে A এর মুনাফা এবং ডানের খাড়া অক্ষে B এর মুনাফার অংশ দেখানো হয়েছে। ৪৫%উর্ধ্বগামী রেখা দ্বারা বন্টন বুঝানো হয়েছে। এই রেখার যে কোন বিন্দু মুলধন ও মুনাফার নির্দেশক মনে করি, A মূলধনের ৪০% এবং B ৬০% মুলধন যোগানদেয়। চিত্রে R বিন্দুতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। এক্ষেত্রে শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবে A ও **B মুনাফা ও মুলধন অনুপাতে পাবে আবার ক্ষতি হলেও তা একই অনুপাতে লোকসান দিবে। হানাফী ও হাম্বালী মাযহাবে A এর অংশ অর্ধেকের বেশী, তাই রেখাটি ৪৫% লাইনের উপরে। অর্ধেকের কম হলে নীচে থাকবে।**

ইজারা ঃ বিনিয়োগ

Hire বা ভাড়াই হলো ইজারা। ইজারার আভিধানিক অর্থ হলো ঃ- পারিশ্রমিক, উপস্বত্ব বিক্রয় । পরিভাষায়-কোন বিনিময়ের ভিত্তিতে উপস্বত্ব ভোগ বা উপকৃত হবার আকদ্ বা চুক্তিকে ইজারা বলা হয়। স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় বা তৈরী করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়াই হচ্ছে ইজারা পদ্ধতি। যেমন ঃ- জমি, বাড়ি, গাড়ি, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে এর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কিন্তু নষ্ট, নিঃশেষিত বা রূপান্তরিত হয়ে যায় না। তাছাড়া এর মালিক লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহণ করে এই সব সম্পদ ক্রয় বা তৈরী করেছে । কাজেই অন্যকে ব্যবহার করতে দিয়ে বিনিময়ে ভাড়া আদায় করা বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ-' তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক ভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক পন্থায় বিনিময় হলে ভিন্ন কথা- (সুরা ঃ- আয়াত -----)। তবে স্থায়ী প্রকৃতির নয়, রূপান্তরিত হয়ে যায়, তা ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করতে দেয়া যায় না। যেমনঃ টাকা। এই ভাড়া মানে সুদ, আর সুদ হারাম।

ইজারা বৈধ হবার শর্ত ঃ- ইজারা বৈধ হবার ২টি শর্ত রয়েছেঃ (১) পারিশ্রমিক জানা থাকতে হবে (২) উপ-স্বত্বের পরিমাণ জানা থাকতে হবে।

ইজারার প্রকারভেদ ঃ- ইজারা তিন প্রকার যথা ঃ-

(১) আর্থিক ইজারা ঃ-স্থায়ী সম্পদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া দেয়া হলে তাকে আর্থিক ইজারা বলে। এক্ষেত্রে চুক্তিটি অবাতিলযোগ্য। আর্থিক ইজারা দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী হতে পারে। ব্যাংক এরূপ ইজারা দিলে সম্পত্তির উপর ব্যাংকের মালিকানা বহাল থাকবে।

(২) ব্যবহারিক ইজারা ঃ স্বল্প মেয়াদের জন্য বাতিল যোগ্য ইজারাকে ব্যবহারিক ইজারা বলে। যেমন ঃ Taxi ভাড়া , নৌকা ভাড়া ইত্যাদি। এ জাতীয় ইজারায় সম্পদের মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় মালিকের।

(3) ইজারা বিল বাই/ Hire Purchase Under Sirkatul Melk (HPSM) ঃ- ইজারা গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া বস্তুটির ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে যদি ক্রয়মূল্যও পরিশোধ করে, তখনই "ইজারা বিল বাই"-এর উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথ মালিকানায় একটি সম্পদ ক্রয় করে। গ্রাহক একটি ভাড়া নেয়। ভাড়ার টাকা এবং মূলধনের টাকা ক্রমান্বয়ে কিস্তিতে পরিশোধ করতে থাকে। এই নিয়মে কিস্তি পরিশোধ করতে করতে গ্রাহক যতক্ষণে সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা পায় , ততক্ষণে ব্যাংকের সমুদয় অংশ পরিশোধ হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় Hire Purchase Under Sirkatul Melk (HPSM) । মূলতঃ যৌথ-মালিকানা, ভাড়া দেয়া ও বিক্রয়- এই ৩টির সমন্বয়ের চুক্তি-ই হলো Hire Purchase Under Sirkatul Melk [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

HPSM এর Instalament নির্ধারণ পদ্ধতি (কিস্তি) ঃ-

Instalement শব্দের অর্থ কিস্তি। কিস্তি নির্ধারন (HPSM এর ক্ষেত্রে) নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়ঃ-

First Principal + Last Principal Rate of Return ÷ 24 = Rent.

EXAMPLE ঃ (১৭)

Principal = 100000 /-
Period = 96 Months
Rate of Return = 15%
100000 ÷96=1041.66 (Principal Amount)
Rent =[{(100000+1041.66) ×15%} ÷24]
=[{(101041.66 ×15%}÷24]
= [15156.24÷24]
= 631.51 /=
Instalement = (631.51+1041.66) /=
= 1673.17 /=

HPSM এর বৈশিষ্ট্য ঃ-

(১) ব্যাংকের ক্রমহ্রাসমান Equity-র উপর ভাড়া নির্ধারিত হবে।

(২) ক্রমান্বয়ে কিস্তিপরিশোধে ব্যাংক Equity কমার সাথে সাথে গ্রাহকের Equity ও মালিকানা বাড়তে থাকে।

(৩) ব্যাংকের Equity কমার কারনে ভাড়া ও কমতে থাকে।

(৪) অনাদায়ী ভাড়ার উপর ভাড়া ধার্য করা যায় না।

(৫) চুক্তির মাধ্যমে অঙ্গিকারাবদ্ধ সম্পদটির ভাড়া ও মূলধনের টাকা পরিশোধের পরই ব্যাংক বাস্তবে সম্পদ বিক্রয় ও হস্তান্তর করবে।

(৬) এটি মুশারাকা পদ্ধতি হওয়া সত্বেও এই পদ্ধতির বিপরীতে প্রদেয় বিনিয়োগ পুরোপুরি সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত সম্পদ ব্যাংকের নামে থাকে। যা Hpsm পদ্ধতি সামঞ্জস্যহীন।

(৭) HPSM চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক মূলপরিশোধ সাপেক্ষে বস্তুটি বিক্রয়ের অঙ্গীকার করে।

(৮) সম্পদের মালিকানা ঝুকি গ্রহকের ব্যাংকের Equity এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

(৯) ব্যাবহারের সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

(১০) প্রথম যে দিন ব্যাংক ভাড়াপোযোগী বস্তুটি হস্তান্তর করবে, সেদিনেই ভাড়া কার্যকর হবে। এই খানে Hpsm এর Instalment সংযুক্ত হবে।

ভাড়া হিসাবকরণ এবং সমন্বয় পদ্ধতি ঃ-

ক) প্রথম ডিসবার্সমেন্ট থেকে, সম্পদ গ্রাহকের কাছে ব্যবহার যোগ্য অবস্থায় বুঝে নেয়া পর্যন্ত সময় কালকে Gestation period বলা হয়। এ অন্তবর্তী কালীন সময়ে সম্পদের ব্যবহার যোগ্যতা বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক গ্রাহক একমতে সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে ও ধরতে পারে। তখন হিসাবটি হবে ঃ

ডেবিট ঃ Investment and Hpsm asset

ক্রেডিট ঃ Un-earned Income on HPSM Asset.

খ) গ্রাহকের পরিশোধিত টাকা থেকে প্রথমে Others expenditure, বাকী টাকা থেকে পাওনা ভাড়া, বাদ বাকী টাকা থেকে আনুপাতিক হারে মূল পাওনা ও ভাড়া আদায় করা হবে।

গ) Hire Purchase রিয়াল স্টেটের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ইকুইটির উপর ভাড়া ধার্য করা হলেও মাসিক গড় ভাড়া আদায় করা যেতে পাওে । কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ধার্যকৃত ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ভাড়া কম আদায় করতে হবে। নিম্নোক্ত formula টি গড় ভাড়া নির্ধারক ঃ-

Average Monthly Rent = (1x R) ÷ 2400

Where 1 = Principal + (Principal ÷ Period Of Investment Inmonth)

Dhaka University Institutional Repository

R= Rate Of Return.

Example, [১৮]

If Principal = 90,000 /= & Rate of Return = 15.5% and period of investment in month = 30.

Then, 1 = { 90,000 + (90,000 ÷ 30)}/-= 93,000/-

Therefore, Average Rent Per Month = {(93,000 x 15.5%) ÷ 2400} = 600.625

(ঘ) HPSM পদ্ধতিতে ভাড়া নির্ধারিত হয় Bank Equity-র উপরে। গ্রাহক ব্যাংক Equity যতদ্রুত পরিশোধ করবে, তাকে তত কম ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

(ঙ) ভাড়া ও কিস্তির পরিমান নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ধার্য করা হবে ঃ-

* Principal Amount of Instalement =Principal Amount ÷No. of Instalement

- Principal Excluding Gestation Period =
- $\frac{\text{Principal Amount + Principal Amount of Instalement} \times \text{RR} \times \text{No. of Instalement}}{12 \times 100 \times 2}$

(চ) প্রদত্ত টাকা ভাড়ার খাতে আনুপাতিক হারে বন্টনের নিয়ম [১৯]ঃ-

Amount to be Appropriate toward Rent =

$$\frac{\text{Amount Repaid} \times \text{Monthly Rent}}{\text{Principal Amount of Instalment + Montly Rent.}}$$

Hire Purchase |এবং HPSM এর পার্থক্য ঃ-

Hire Purchase	Hpsm
(১) গ্রাহক ব্যাংকের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ শেষে সম্পদের মালিক হন। (২) গ্রাহক একই হারে ভাড়া আদায় করতে হয়। (৩) গ্রাহক কোন কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোন অতিরিক্ত ভাড়া বাদে ঐ পরিমান টাকা পরিশোধ করা যায়। (৪) কিস্তির টাকা আলাদাভাবে জমা করা হয়।	(১) গ্রহীতা ব্যাংকের মূলধনের যে পরিমান টাকা পরিশোধ করে, ঠিক সে পরিমান মালিকানা গ্রহীতা পাবে। (২) ক্রমান্বয়ে ব্যাংক মালিকানা কমেযায় এবং ভাড়া ও কমে আসে। (৩) কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের মালিকানা বেশী থেকে যায় । সেই জন্য ব্যাংক মালিকানা অনুপাতে ভাড়া আদায় করে। (৪) HPSM -এর কিস্তির টাকা মূল বিনিয়োগ হিসাবেই জমা করা হয়।

অন্যান্য বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ-

জনসংখ্যার বিপুল অংশের জন্য ব্যাংকের সামাজিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক সম্প্রতি অর্থলগ্নীর কয়েকটি নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

১) ক্ষুদ্র যানবাহন বিনিয়োগ প্রকল্প। ২) চিকিৎসকদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প ৩) পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প ৪) কৃষি সরজাম প্রকল্প ৫) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প ৬) গৃহ সামগ্রী প্রকল্প ৭) হকারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প (বাস্তবায়নাধীন) ৮) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্প ৯) স্বল্প ব্যয়ে গৃহায়ণ প্রকল্প ১০) হাঁস মুরগী পালন প্রকল্প ১১) হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ১২) মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড প্রকল্প ১৩) কার বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১৪) মিরপুর সিল্ক উইভারস ইনভেষ্টমেন্ট স্কীম ।

কার্যকর বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রয়াসে সুপারিশ ঃ-

বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক দারিদ্রতা, সামাজিক অসাম্য, সামাজিক অবিচার, সম্পদের কুক্ষিগতকরণ, অস্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি। এই সব সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে পারে।

ক) শিক্ষাখাত ঃ- (১) শিক্ষা শেষে পরিশোধের স্বার্থে অর্থায়ন (২) বৃত্তিমুলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেওয়া এবং
(৩) মহানগরী এলাকায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থলগ্নী করা ।

খ) স্বাস্থ্য খাত ঃ- (১) চাকুরীজীবি ব্যক্তিদের হাসপাতাল ব্যয় নির্বাহে অর্থ যোগান দেয়া।
(২) ক্লিনিক এবং ডিসপেনসারীতে অর্থ যোগান দেয়া

গ) ঋণদান কেন্দ্র ঃ- পল্লী এলাকায় (বিশেষভাবে)
(১) ভাড়ার ভিত্তিতে দেয়ার জন্য সেচ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ভাড়ার ভিত্তিতে কৃ[illegible] করা।

(৩) ভাড়ার ভিত্তিতে কৃষকদের জন্য স্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।

ঘ) গৃহ নির্মাণ খাত ঃ-

১) নিয়মিত ভাড়া আদায়ের শর্তে স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য Housing ব্যবস্থা ।

২) সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশনে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে নিজ মালিকানাধীন আবাস উন্নয়নে অর্থ যোগান দেয়া।

৩) ভূসম্পত্তি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ব্যাংক স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষে গৃহনির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে। এই সমস্ত কর্মসূচী নিম্ন আয়ের গ্রুপগুলোর জন্যে পরিচালিত হতে হবে।

ঙ) যোগযোগ খাতে ঃ-

১) বেসরকারী যোগাযোগ খাতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে।

২) কতিপয় সহায়ক দলিল/নিশ্চয়তা পত্রের মাধ্যমে বিদেশ গামীদের বিমান টিকেট বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

চ) পল্লী ব্যাংকিং ঃ-

১) ইসলামী ব্যাংক পল্লী জনবহুলতা বিবেচনা করে পল্লী ব্যাংকিংচালু করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকের সফল বিনিয়োগ ধনী দরিদ্র্যের ভারসাম্য বজায় রেখে সর্বশ্রেণীর জন্য কল্যাণকর ও উৎপদানমুখী হোক, এটাই কাম্য।

বিশেষ কিছু বিনিয়োগ গ্রাহক ও ব্যাংক ঃ-

যারা ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারে তারাই ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারে। তবুও বিশেষ কিছু গ্রাহকের ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা ও নিয়মকানুনের ব্যাপারে ব্যাংকারদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।

নিম্নে এই সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করছিঃ-

অপ্রাপ্তদের বিনিয়োগ প্রদান ঃ- অপ্রাপ্ত কে এককভাবে বিনিয়োগ দিলে ব্যাংক জটিলতা সৃষ্টিতে আইনানুগ ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে নিতে পারে না। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে সে বিনিয়োগ নিলে যৌথ ভিত্তিতে জটিলতায় ব্যাংক আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে।

যৌথ হিসাবে বিনিয়োগ প্রদান ঃ এই হিসাবের সকলকে যৌথভাবে ব্যাংকের নিকট Applicatin করতে হবে। তারা সবাই দেনার দায়ীদার হবে। কেউ মারা গেলে তার উত্তরাধিকারগণ ও দায়ী থাকবেন।

ফার্মের নামে বিনিয়োগ প্রদান ঃ-

ব্যাংক ফার্মে বিনিযোগের ক্ষেত্রে ফার্মের মালিক ব্যক্তি হিসাবে নয়, বরং মালিক হিসাবে চার্জ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করবেন। তার স্বাক্ষর, পদবী সহ সীল ব্যবহার করবেন। ফার্মে বিনিয়োগ অর্থ, ফার্মের মালিকের ব্যক্তিগত হিসাবে লেন-দেন করা যাবে না।

অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ ঃ-

এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আবেদনপত্রে এবং চার্জ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করার ক্ষমতা পত্রে সকল অংশীদারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। অংশীদারী প্রত্যেকে ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে সকল দেনার দায়ীদার বিধায় ব্যাংকে সকলে স্বাক্ষর দেবে। এই কারবারের সম্পত্তি বন্ধক নিতে বা কারবারের পক্ষ থেকে গ্যারান্টি নিতে হলে সকল অংশীদারীর ম্যান্ডেট (ক্ষমতা নামা) থাকতে হবে।

অব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ প্রদান ঃ-

এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কোন রেজুলেশন এবং ব্যাংক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা বন্ধকের ব্যবস্থা থাকলে স্কুল, কলেজ , মাদ্রাসা, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদিকে বিনিয়োগ দেয়া বিবেচনা করা যেতে পারে।

লিমিটেড কোম্পানরি নামে বিনিয়োগ প্রদান ঃ-

কোম্পানী আইন ১৯১৩ এর ১০৯ ধারা মতে কোম্পানীর কোন সম্পদ বন্ধক দেয়া হলে বা কোম্পানীর উপর কোন চার্জ সৃষ্টি করা হলে তা অবশ্যই ২১দিনের মধ্যে Register Of Joint Stock Company-র কাছে রেজেষ্ট্রি করতে হবে। এই জন্য ব্যাংক কোম্পানী লিঃ কে বিনিয়োগ দিতে নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত হয়:

(১) কোম্পাণীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের রেজুলেশন ।

(২) কোম্পানী এবং মালিকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ।

(৩) কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং 'বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স ' থেকে মালিকের কোম্পানী প্রদত্ত ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ, যাতে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতিতে না পড়ে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পরে।

সমবায় সমিতিকে বিনিয়োগ প্রদান ঃ

ব্যাংক ঐ সমবায় সমিতির Co-operative society-র Register-এ অনুমোদিত বিনিয়োগ গ্রহণ সীমা (সর্বোচ্চ) জানাতে হবে। তাছাড়াও সমিতির বিনিয়োগ, সন্তোষ জনক বন্ধক এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টির ভিত্তিতে ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিবে।

বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচন ঃ-

গ্রাহক নির্বাচন ব্যাংকের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ । সঠিক বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় করা ব্যাংকের জন্য অত্যাবশ্যক ঃ-

(১) বিনিয়োগ গ্রাহকের ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা বিষয়টি ব্যাংক জানতে হবে। ঝুঁকিপুর্ণ খাতে বিনিয়োগ না দেয়াই উত্তম ।
(২) গ্রাহকের অতীত লেনদেন বিষয়টি ব্যাংকে জানাতে হবে।
(৩) গ্রাহকের সততা বিবেচনা করা দরকার।
(৪) ব্যাংক ভাল গ্রাহকের কাছ থেকে নতুন গ্রাহক সম্পর্কে জানবে।
(৫) গ্রাহকের ব্যবসার অবস্থানগত অনুকুল/প্রতিকুল অবস্থা ব্যাংক পর্যবেক্ষন করতে হবে।
(৬) গ্রাহককে সার্বিক আর্থিক অবস্থা ব্যাংকে সরেজমিনে তদন্ত করা আবশ্যক।
(৭) নির্দিষ্ট ব্যাবসায় হঠাৎ লাভজনক অবস্থা দেখে হুজগ প্রবন ব্যবসায়ীকে বিনিয়োগ প্রদান ব্যাংকের ঠিক হবে না।
(৮) আত্মমর্যাদাহীন ব্যাক্তিকে বিনিয়োগ না দেয়াই উত্তম।
(৯) যৌথ পরিবারে ব্যাংক বিনিয়োগ অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ।
(১০) ব্যাংক ব্যাবসায়ীর প্রতারনার শীকার হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে।
(১১) সমজাতীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঐ ব্যবসায়ী সম্পর্কে ব্যাংক তথ্য গ্রহণ করবে।

এই ভাবে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচনে সঠিক পন্থা অবলম্বন করলে ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রচুর বৈধ মুনাফা অবশ্যম্ভাবী।

বৃহদাংক বিনিয়োগ ঃ-

কোন ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫% বা তদুর্ধ পরিমান বিনিয়োগকে বৃহদাংক বিনিয়োগ বলা হয়। এই বিনিয়োগ ক্ষেত্রে Bangladesh Bank তার পূর্বানোমোদন আবশ্যকতা রহিত করেছে। কোন ব্যাংক ২৫% এর বেশী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ দিতে পারবে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগ মোট মূলধনের ৬০% এর অধিক হতে পারবে না। তাছাড়া শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত সীমা অনুযায়ী বৃহদাংক বিনিয়োগ মঞ্জুর করতে পারবেঃ-

শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ %	বৃহদাংক বিনিয়োগ %
৫%	৫৬%
৫% থেকে ১০%	৫২%
১০% থেকে ১৫%	৪৮%
১৫% থেকে ২০%	৪৪%
২০% এর বেশী	৮০%

বিনিয়োগ Appllcation প্রসেসিং

ব্যাংক কোন গ্রাহকের বিনিয়োগের Application পাবার পর নিম্ন লিখিত প্রদক্ষেপগুলো নিয়ে আবেদনটি মঞ্জুর অথবা বাতিল করতে পারে।

(১) Client's Application :- গ্রাহকের একটি Current A/C এই ব্যাংকে থাকতে হবে। তিনি ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে বিনিয়োগের জন্য Application করবেন । এই Application এ গ্রাহক তার প্রতিষ্ঠান পরিচিতি, ব্যবসায়ে বিনিয়োগ, লাভ-লোকসানের অবস্থা, আর্থিক অবস্থা, প্রার্থিত বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত লাভ এবং প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ ইত্যাদি ব্যাংকে অবহিত করবেন।

(২) Regulation of Board: ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করার প্রস্তাব সম্বলিত বোর্ডের রেজুলেশন কোম্পানীর ক্ষেত্রে দাখিল করতে হবে।

(৩) Picture : সদ্য তোলা প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছবি Application এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) Trade Lichances : হালনাগাদ নবায়ণ কৃত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা/,সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত Trade Lichance এর কপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৫) Balance Sheet : যৌথ মূলধনী কারবার /অন্যান্য গ্রাহকের বেলায় বিগত তিন বছরের Balance Sheet দাখিল করতে হবে।

(৬) Asset's Diclaration: গ্রাহক তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটি বিবরণী তার প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ঘোষণা দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) Liability Position: পুরাতন গ্রাহকের ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যাংক পাওনার বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তাবের সঙ্গে সংযোগ করবে।

(৮) Income Tax Certificate: গ্রাহক এই সনদপত্রটি ব্যাংকে জম দেবে।

(৯) জমির মূল্যায়ন পত্র ঃ গ্রাহক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রদত্ত তার প্রস্তাবিত সিকিউরিটির একটি মূল্যায়ন পত্র (জমি-ইমারত মূল্য আলাদা প্রদর্শন) জমা দেবে ।

(১০) ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ঃ গ্রাহক নিজস্ব সম্পত্তি বিনিয়োগ (পরিমান) ঘোষণা ও ব্যাংকের কাছে পেশ করবেন।

(১১) বিগত বছরের আয় ব্যয়ের খতিয়ান ঃ- বিগত বছর গ্রাহকের বিনিয়োগ কৃত টাকা এবং লাভের হিসাব ব্যাংকের কাছে উপস্থাপন করবেন।

(১২) বিগত বছরের Performance : পুরাতন গ্রাহকের ক্ষেত্রে গ্রাহক বিনিয়োগকৃত টাকা পরিশোধের সময় এবং তা থেকে ব্যাংক প্রাপ্ত মুনাফার প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

(১৩) গ্রাহক সম্পর্কে অন্যান্য ব্যাংকের গোপনীয় মতামত ঃ গ্রাহকের অন্য ব্যাংকে দায় দেনা আছে কিনা, তার লেনদেন কেমন, এইসব Report অন্য ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

(১৪) পণ্যের ইনভয়েস ও মার্কেট রিপোর্টঃ চালানে উল্লেখিত পণ্যটির মূল্যের সাথে বাজারের মূল্য সামঞ্জস্য কিনা, বাজার মূল্য স্থিতিশীল নাকি নিম্নমুখী, দ্রব্যটি পচনশীল কিনা, যে কোন সময় বিক্রয়যোগ্য কিনা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে তা বিবেচনায় আনতে হবে।

(১৫) Stock Report : গ্রাহক ব্যবসায়ের মালামালের একটি Stock Report ব্যাংকে জমা দেবে এবং Stock এর উপর ব্যাংকের লিয়েন অথবা ঐ মালামাল ব্যাংকের কাছে Pledge রাখার নিশ্চয়তা দেবে। ব্যাংক কর্মকর্তা এর পরিদর্শক।

(১৬) প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পদ পরিদর্শন : ব্যাংক কর্মকর্তা প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পদ পরিদর্শন করে এর অবস্থান, বাজারমূল্য নিশ্চিত হয়ে মূল্যায়নপত্র প্রদান করবেন।

(১৭) CIB Inquiry form : ব্যাংক বিনিয়োগ দেয়ার পূর্বে CIB Inquiry Form Bangladesh Bank এ প্রেরণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত গ্রাহক নামে অন্য ব্যাংকে ঋণ থাকা না-থাকা নিশ্চিত করবে।

(ক) CIB-1A-র মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের, (খ) CIB-2A-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মালিকের, এবং CIB-3A-র মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতার অঙ্গ সংগঠন/ সিস্টার কনসার্নের দায়-দেনা সহ তথ্যাদি Banker's Bank থেকে চাওয়া হয়।

(১৮) অন্যান্য ঃ- বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ সংস্থা থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। যেমন ঃ- শিল্পখানা করতে মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তরের অনুমতি, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি, বিদ্যুৎ বোর্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত অনুমতি পত্রও ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।

(১৯) Appraisal Report : উপরে উল্লেখিত কাগজপত্র-সহ ব্যাংকের Appraisal Report form পূরণ করে প্রয়োজনীয় মন্তব্য ও সুপারিশ সহ বিনিয়োগ প্রস্তাবটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।

(২০) মঞ্জুরীপত্র Advice: প্রস্তাবটি ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাখা ব্যবস্থাপক নতুবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করার পর গ্রাহকের কাছে ২কপি মঞ্জুরী পত্র প্রেরণ করবে।

(২১) Purchase Schedule ;- ব্যাংকে প্রতিনিধি সরবরাহকারী হতে মালামাল বুঝে নিয়ে ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে আসবে। গ্রাহক Purchase Schedule-এ সই করে ব্যাংকের কাছ থেকে মালামাল বুঝে নিবে। প্রয়োজনে পুনরায় ব্যাংকের কাছে বিনিয়োগের Security হিসাবে Pledge রাখবে [২০]।

বিনিয়োগ পুনঃ তফসীলিকরণ (Re-Scheduling)

যেসকল বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিশোধ সুচী অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য ঐ সকল বিনিয়োগ পুনঃ তফসীলি করণের ক্ষেত্রে নিম্ন রূপ নীতিমালা অনুসরন করতে হবেঃ

(ক) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অনূন্য ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০% এই দুয়ের মধ্যে যা কম তা নগদে পরিশোধ করলে প্রথমবার পুনঃ তফসীলি করনের জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে।

(খ) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অনূন্য ৩০% অথবা মোট বকেয়ার ২০%, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম তাহাই নগদে পরিশোধের পরেই দ্বিতীয়বার পুনঃ তফসীরকরণের জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে । যে সব বিনিয়োগের কোন পরিশোধসূচী নেই ,তবে পরিশোধের Expiry Date (সর্বশেষ তাং) এবং Limit (বিনিয়োগ সীমা) আছে, ,কে চলমান বিনিয়োগ বলে। যে সব Liability ব্যাংক কর্তৃক দাবী করার পর পরিশোধ যোগ্য হয় অথবা যদি কোন Contingent Liability (শর্তসূচক দায়) পরবর্তীতে Forced Loan এ রূপান্তরিত হয়, তবে তা তলবী বিনিয়োগ।

চলমান এবং তলবী বিনিয়োগের পুনঃ তফসীলি করণের ক্ষেত্রে Down Payment এর হার হবে নিম্নরূপঃ-

মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের পরিমাণ	Down payment
১ কোটি টাকা পর্যন্ত	১৫%

Dhaka University Institutional Repository

১৫কোটি টাকা কোটি টাকা হতে পর্যন্ত	[illegible]% (তবে [illegible] লক্ষ টাকার কমনয়) ।
৫কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্বে	৫% (তবে ৫০ লক্ষ টাকার কম নয়) ।

CIB- FORM সংক্রান্ত আলোচনা

CIB- এর অভিব্যক্তি হলো Credit Information Boreau । এই নামে Bangladesh Bank এ একটি সেল রয়েছে। এই সেল দেশের সকল প্রকার Bank থেকে CIB-1,2,3,4 এবং ৫ এর মাধ্যমে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং সংগ্রহীত তথ্য বিভিন্ন ব্যাংকে সরবরাহ করে। নিম্নে CIB form সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করছি ঃ

CIB-1 ঃ- এ ফরমে ঋণ গ্রহীতার ফার্ম, কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবারহ করা হয়।

CIB-2 ঃ- এ ফরমে ঋণ গ্রহীতার ফার্ম, কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠানের মালিকদের তথ্য সরবারহ করা হয়।

CIB-3 ঃ- এ ফরমে ঋণ গ্রহীতার ব্যবসা এদের সহকারী/ সহযোগী ও সিস্টার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

CIB-4 ঃ-গ্রহিতার ঋণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এ ফরমে সরবরাহ করা হয়।

CIB-5 ঃ- এ ফরমে ঋণ জামিনদারদের বিবিধ তথ্য সরবরাহ করা হয়।

CIB form ‡প্ররণের সাধারন নিয়মাবলী ঃ-

(১) নতুন যে কোন গ্রাহক CIB-1, CIB-2, CIB-3, CIB-4, এবং CIB-5 যথাযথ পূরন করে ঐ Bank Head Office এর মাধ্যমে Bangladesh Bank পাঠাতে হবে।

(২) পুরাতন গ্রাহকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র CIB-4 পূরণ করতে হবে, তবে অন্যান্য ফরমের ক্ষেত্রে তথ্যের পরিবর্তন হলে তা ঠিক ঐ ফরমেই পাঠাতে হবে।

(৩) ১ কোটি বা তদুর্ধ বকেয়া ঋণের জন্য CIB-4 মাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) ১ লক্ষের উপর এবং ১ (এক) কোটির কম বকেয়া ঋণের জন্য ও ত্রৈমাসিক CIB-4 From প্রেরণ করতে হবে।

(৫) প্রতিটি ঋণের পরিমান লক্ষ টাকায় পুরণ করে CIB- Form-এ দেখাতে হবে।

(৬) বাতিল কৃত ঋণ গ্রহীতার এবং ছাড় কৃত জাবিদারের নাম, ঠিকানা সম্বলিত তালিকাটি Head Office এ জমা দিতে হবে। Bank Hrad Office ঐ তালিকাটি CIB -তে পুরণ করে Bangladesh Bank-এ পাঠাবে (২১)।

<u>বিনিয়োগ সংক্রান্ত Statement (লিখিত বিবৃতি)</u>

সকল প্রকার ব্যাংক শাখা তাদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত Statement সমূহ উক্ত Bank head oftice- এ প্রেরণ করে থাকে। এই Statement সমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

a) **Monthly Statement**
b) **Quarterly Statements**
c) **Half-yearly Statement**
d) **Yearly Statement**

<u>নিম্নে Statement সমূহ তুরে ধরা হলো ঃ</u>

A) Monthly Statement ঃ-

(1) শ্রেণী বিন্যাস এবং খেলাপী বিনিয়োগ আদায় সম্পর্কিত মাসিক বিবরণী

(2) Consolidated monthly overdue position. (3) Monthly Statment of Rebate allowed. (4) Monthly credit schedule of taka one crore & above. (5) CIB-1, 2,3,4, & 5 for T.K 1.00 crore & above. (6) Monthly position of investment (7) শীর্ষ ২০ খেলাপী বিনিয়োগ গ্রহীতার বিবরণী(8) Client wise monthly statement of out standing investment for Tk. 1.00 crore & above but bellow Tk. 10.00 crore. (9) Client wise monthly statement of out standing investment for Tk. 10.00 crore & above. (10) Client wise monthly statement of HPSM investment. (11) Client wise monthly statement of investment excluding HPSM & investment under special scheme. (12) Monthly summarise statement of investment under special scheme. (13) Party wise & Dealwise consolidated quarterly statement of investment allowed against fertilizer. (14) Monthly report on the activities of branch task force for recovery of overdue & classified investment of the branch.

Dhaka University Institutional Repository

(B) Quarterly Statment:-

(১) Quarterly Statsment of CIB- 1, 2, 3,4 & 5 One for Tk. 1.00 Lac & above but below Tk. 1.00 Crore,

(২) অন্য ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত সুবিধা/বিনিয়োগের ত্রৈমাসিক বিবরণী।

(৩) Quarterly CL Statement (৪) Quarterly Statement of Bank Guarantee.

(৫) ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ঋণের (বিনিয়োগ) ত্রৈমাসিক বিবরণী।

(৬) Quarterly Statement of Sectorwise, mode wise position of Investment (both regular & overdue)

(৭) Quarterly Statement Showins recevery agamat overdne accounts Since regularized by way of rescheduling & extension of time.

(৮) শ্রেনী বিন্যাসিত ঋণ ও আগামের আদায়/ অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক বিবরণী। (৯) Quartery Stantement of working capital investment in industrial sector.

(১০) Quarterly statement of investment (Size, Sector, Area, Economic purpose and security wise)

(১১) Quarterly statement of classified investment.

(C) Half Yearly Statement:-

(1) Statement Of Modewise/Itemwise Outstanding Investment.

(2) শ্রেণী বিণ্যাসিত ঋণ/ আগাম আদায়/ সমন্বয়/ অবলোপন সংক্রান্ত অর্ধ বার্ষিক বিবরণী।

(D) Yearly Statement:-

আগামের অর্থনৈতিক খাতওয়ারী পরিসংখ্যাণ [২২]।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

(১) Noble nassif এর key note paper :-islamic banking around the world (সংগৃহিত ঃ এম.ফিল থিসিস পেপার, রোজিনা আক্তার, ইসলামি স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) (২) প্রাগুক্ত (৩) ইউনিক ব্যাংকিং- এ.কে.এম নূরুল ইসলাম (৪) প্রাগুক্ত (৫) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ- (৬) ইউনিক ব্যাংকিং- এ.কে.এম নূরুল ইসলাম পৃঃ-১১৩ (৭) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ-৩৩৯ (৮) ইউনিক ব্যাংকিং- এ.কে.এম নূরুল ইসলাম, পৃঃ- (৯) ইউনিক ব্যাংকিং- এ.কে.এম নূরুল ইসলাম, পৃঃ-৭৭. (১০) ইউনিক ব্যাংকিং- এ.কে.এম নূরুল ইসলাম, পৃঃ- (১১) ইসলামী ব্যাংকিং- এ শরীয়াহ পরিপালন পদ্ধতি - সম্পাদনায়ঃ-মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বিএম হাবিবুর রহমান পৃঃ- (১২) জেনারেল ব্যাংকিং ঃ নীতিমালা ও প্রয়োগ- মুহাম্মদ মুবারক হুসাইন, পৃঃ-১৯৪. (১৩) ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি - আবদুর রকিব, শেখ মোহাম্মদ, পৃঃ-৮৩. (১৪) ইসলামী ব্যাংকিং- এ শরীয়াহ পরিপালন পদ্ধতি-সম্পাদনায়ঃ-মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বিএম হাবিবুর রহমান পৃঃ-৭২ . (১৫) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ- (১৭) ইসলামী ব্যাংকিং- এ ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ- ১৮৬ (১৮) ইসলামী ব্যাংকিং- এ ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ- ১৮৭ (১৯) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ- ১৮৭ (২০) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ- ২১) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ ২২) ইসলামী ব্যাংকিং- এ.এম.হাবিবুর রহমান , পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী বিনিয়োগ
(বিশেষ প্রকল্প)

সাধারণ বাণিজ্য ও শিল্পখাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ব্যাংক ভিত্তিক এই সকল প্রকল্প সমূহের শিরোনাম ও শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন রকম।

Islami Bank Bangladesh Ltd. এর এই বিশেষ প্রকল্প সমূহ ৩ ভাগে বিভক্ত ঃ (১) সমাজ সেবা মূলক প্রকল্প (২) জনকল্যাণ-মূলক প্রকল্প এবং (৩) ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও এর জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ।

Al-Arafah Islami Bank এর বিশেষ প্রকল্প গুলো হলো ঃ- (১) কাঙ্খিত সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প (২) মসজিদ-মাদ্রাসা বিনিয়োগ প্রকল্প (৩) ক্ষুদ্র ব্যাবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প (৪) বিশেষ পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প এবং (৫) পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প ।

Social Investment Bank Ltd.-এর বিশেষ প্রকল্প হলো ঃ- (১) পরিবার শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২) মসজিদ সম্পত্তি উন্নয়ণ প্রকল্প (৩) মসজিদ ও ছোট মার্কেট প্রকল্প (৪) ফিজিওথেরাপী সমগ্রী ক্রয় প্রকল্প এবং (৫) গৃহস্থালী সামগ্রী প্রকল্প ।

Prime Bank এবং Exim Bank এর প্রকল্প সমূহ হলো ঃ-(১) শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প (২) মাসিক কিস্তি-ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প (৩) মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প এবং (৪) কর্মাস ক্রেডিট স্কিম।

যাই হোক , ইসলামী ব্যাংকসমহের প্রকল্প (জনকল্যাণ মূলক) সমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্প (২) গৃহ-সামগ্রী প্রকল্প (৩) ডাক্তারের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প (৪) পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প (৫) গাড়ী বিনিয়োগ প্রকল্প (৬) ক্ষুদ্র-ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প (৭) মাইক্রো-ইন্ডাষ্ট্রিজ বিনিয়োগ প্রকল্প (৮) কৃষি যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ প্রকল্প (৯) গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প (১০) রিয়েল-এস্টেট বিনিয়োগ কর্মসুচী (১১) মিরপুর রেশম তাঁতীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প (১২) পোলট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং (১৩) ক্ষুদ্র পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প [১]।

ইসলামী ব্যাংকের কল্যানমুখী বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠীত দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক (IBBL) বাংলাদেশ লিঃ কতৃক পরিচালিত মানব কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ-

আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন টানাপোড়নের সংসার। তাছাড়া সীমিত আয়ের চাকুরীজীবির পক্ষে প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী যেমন ঃ রেফ্রিজারেটর,ওয়ারড্রোব,টিভি, প্রেসার কুকারের মত জিনিস ক্রয় করা সম্ভব হয় না । আই বি বি এল ১৯৯৩ সাল থেকে চালু করা গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ।

গৃহ সামগ্রীর ধরন/তালিকা ঃ

ফ্রিজ	টু-ইন- ওয়ান	ওভেন ,	সি আই সিট	শিক্ষামূলক সরঞ্জাম
টিভি	থ্রি- ইন ওয়ান	টোষ্টার	সেলাই মেশিন	বই পত্র
রেডিও	এয়ারকুলার	ব্লেন্ডার	ওয়াশিং মেশিন	জেনারেটর
IPS	সোফাসেট	নলকূপ	আলমিরা	মোটরসাইকেল
UPS	প্রেসার কুকার	মোবাইল	স্বর্নালংকার	এয়ারকন্ডিশনার

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সরঞ্জমাদি ও অন্যান্য সামগ্রী যা গৃহনির্মাণে অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত ।

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা ঃ-

নিম্মোক্ত প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আবেদন করতে পারবে । * সরকারী প্রতিষ্ঠান * আধা- সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান * সশস্ত্র বাহিনী, বিডিয়ার, পুলিশ ও আনসার * ব্যাংক ওআর্থিক প্রতিষ্ঠান * বহুজাতিক কোম্পাণী * আন্তর্জাতিক আর্থিক ও সাহায্য সংস্থা * universty , Govt. school , College , এবং Senior Madrasha-র শিক্ষকবৃন্দ * স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত পাবলিক কোম্পানী লিঃ * প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ইত্যাদিতে স্থায়ীভাবে কর্মরত িশিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ (২) ।

বিনিয়োগের বিশেষ দিক সমূহ ঃ

বিনিয়োগের মেয়াদকাল	সর্বোচ্চ ২ বৎসর .
বিনিয়োগের পদ্বতি	বাই- মুয়াজ্জাল
বিনিয়োগ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	• সীমিত আয়ের লোকদের গৃহসামগ্রী ক্রয়ে সহায়তা । • এদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ণ । • এদের সুন্দর ও সৎ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি ।
গ্রাহকের ইকুইটি	মোট মূল্যের নূন্যতম ২৫%
বিনিয়োগের পরিমাণ	• ডাক্তার, প্রকৌশলী, চার্টাড একাউন্টার, স্থপতি । • এফ.সি.এম.এ-র জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিমাণ ঃ- • ঢাকা মেট্রোপলিটন ঃ সর্বোচ্চ ৩(তিন) লাখ টাকা । • অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহর ঃ সর্বোচ্চ ২(দুই) লাখ টাকা । • অন্যান্য পৌর এলাকা ঃ সর্বোচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা । • ১০০% মুদারাবা মেয়াদী আমানত ঃ ২(দুই) লাখ টাকা । • ১০০% মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ঃ ২ (দুই) লাখ টাকা । • অন্যান্য শ্রেনীর জন্য ঃ ১ (এক) লাখ টাকা । • শিক্ষক ও পেশাজীবির জন্য ঃ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ)হাজার টাকা । • ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ঃ সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা ।
বিনিয়োগ সুবিধা	• বিনিয়োগকালে ব্যাংক পাওনার ৫০% নিয়োমিতভাবে পরিশোধ করলে ঐ গ্রাহক পুনরায় নব্য সামগ্রীর জন্য একই সময়ে বিনিয়োগ সুবিধা পাবে। • গ্রাহকের আয়ের ৫০% এর বেশী মাসিক কিস্তি হয় না। • ব্যাংক বিশেষ সুবিধা বিবেচনা সাপেক্ষ গ্রাহককে দেয় ।
ব্যাংক বিনিয়োগ বিতরণের নিয়ম	• মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ গ্রাহক তার ইকুইটি ঐ শাখায় জমা দেবে । • ঐ শাখা ৭ দিনের মধ্যে কাঙ্খিত সামগ্রী ক্রয় করে গ্রাহককে সরবরাহ করবে । • ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র ব্যাংকের নামে মালিকানা নিশ্চিত করণ করা হবে । • ব্যাংক সমূহ পাওনা আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে চলে যাবে ।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি	• গ্রাহক ব্যাংকের মুনাফাসহ মাসিক কিস্তিতে ২ বছরের মধ্যে আদায় করবে । • কিস্তি প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিশোধ্য । • চাকরীরত গ্রাহক তার কিস্তি নিজ বেতন কর্তনের মাধ্যমে ব্যাংকে প্রেরণ করতে পারে । • গ্রাহক সরঞ্জাম প্রাপ্তির পরবর্তী মাস থেকে কিস্তি দেবে । • প্রতিটি কিস্তির জন্য ব্যাংকের অনুকূলে ২৪টি পোষ্টডেটেড চেক গ্রাহকের থেকে নেয়া হয় ।
বিনিয়োগ আবেদনের নিয়োমাবলী	• ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে । • আবেদকারীর প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশনামা থাকবে । • ফরম ও স্কিম নিয়মাবলী পুস্তিকা ঐ শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হয়।
রিস্ক ফান্ড গঠন	• বিনিয়োগ পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ঐ বিনিয়োগ হিসাবে ডেবিট করে এ প্রকল্পে ব্যাংকে একটি ফান্ড সৃষ্টি করা হয় , যাতে ব্যাংক নিশ্চিত হয় ।
বিনিয়োগ তত্বাবধান	• এই বিনিয়েগের সার্বিক তত্বাবধানে ইসলামী ব্যাংক কমিশনের ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ঃ- • ইবনে সীনা গ্রুপ ইনভেষ্ট কোম্পানী লিঃ । • মের্সাস আনুদীপ সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ । • ক্রিসেন্ট কনসলেটেন্টস এবং • ফয়সাল ইনভেষ্টমেন্ট ফাউন্ডেশন ।
অন্যান্য নিয়মাবলী	• গ্রাহক চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন করবে । • সম-পেশার / পরিবারের ব্যক্তির ব্যক্তিগত গ্যারান্টি থাকবে । • মাসিক কিস্তি পরিশোধের অঙ্গিকার-নামা থাকবে । • ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে অভিভাবক ও টিচারের (১জন) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি থাকবে। • গ্রাহক পরপর ৩ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতায় সরঞ্জামাদী ব্যাংকের নিজ তত্বাবধানে চলে যাবে। • সরঞ্জামের যাবতীয় বর্ধিত খরচ গ্রাহকের। • সরঞ্জামের যাবতীয় মেরামত ও সংরক্ষণ খরচ গ্রাহকের। • গ্রাহকের অবহেলায় সরঞ্জামের ক্ষতি হলে বা ধ্বংস হলে মুনাফাসহ গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। • ব্যাংকের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি এর পরিদর্শক। • গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তন অবশ্যই ব্যাংক শাখাকে জানাতে হবে। • এই বিনিয়োগ গ্রহনের সাথে সাথে গ্রাহককে বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদন সহ অন্যান্য কাগজাদি স্বাক্ষর করতে হবে। • ওয়েজ আর্নারদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সরকারী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি আবশ্যক।

২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত গৃহসামগ্রী প্রকল্পে ২৭,০১০ জন গ্রাহককে বিনিয়োগ দেয়া হয় ১৩৭১.৩১ মিলিয়ন টাকা। ২০০৬ সালে ২৭,৩৪৯ জনকে বিনিয়োগ দেয়া হয়েছিল ৬৯৯.৯৫ মিলিয়ন টাকা [৩]।

ডাক্তারের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশে চিকিৎসার মত একটি বিশেষ মৌলিক অধিকার থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি বঞ্চিত। এই দেশে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব ব্যাপক। তাই ইসলামী ব্যাংকের এই বিনিয়োগ প্রকল্পটি কল্যানমুখী।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে এই বিনিয়োগের রূপরেখা/চিত্রায়িত করে দেখানো হলো ঃ-

বিনিয়োগ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	এই প্রকল্প নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেঃ সিটিস্ক্যান মেশিন, MRI ,আল্ট্রাসাইড মেশিন, প্যাথলজিক্যাল যন্ত্রপাতি, X-Rany যন্ত্রপাতি, ইসিজি যন্ত্রপাতি, বায়ো-ক্যামেস্ট্রি এনালাইজার, এম্বুলেন্স, সার্জিক্যাল অপারেটিং যন্ত্রপাতি, মটর সাইকেল, ডেন্টাল চেয়ার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সহ বিভিন্ন রোগ নির্ণায়ক ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি।
বিনিয়োগ পদ্ধতি	Hire Perchase under Sirkatul Milk. Bai –Muzzal.
ইকুইটি	* নতুন ডাক্তার ঃ নূন্যতম ১০% । * প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক / ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ঃ নূন্যতম ৩০% * প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নূন্যতম ২০%
বিনিয়েগের পরিমাণ ও সময়কাল	• জেলা শহরে নিয়োজিত ডাক্তার ঃ সর্বোচ্চ ৫ লাখটাকা , সর্বোচ্চ ৫ বছর। • উপজেলা শহরে নিয়োজিত ডাক্তার ঃ সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা , সর্বোচ্চ ৫ বছর। • আধুনিক ও উন্নত বিশেষজ্ঞ /কলসাল্টেন্ট চিকিৎসক ঃ- * সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা , সর্বোচ্চ ৫ বছর । দ্বিগুণ বিনিয়োগ ও পেতে পারে। • বেকার নবীন ডাক্তার গ্রুপের সরঞ্জমাদি ক্রয়ে ঃ প্রতিজনকে ৫ লক্ষ টাকা হিসাবে ৫ জনের গ্রুপকে ২৫ লক্ষ টাকা , সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য।
বিনিয়োগ - প্রাপ্তির যোগ্যতা	• মেডিকেল গ্রাজুয়েট যারা জেলা/উপজেলায় ক্লিনিক করতে আগ্রহী। • অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার অথচ সরঞ্জামাদি সংগ্রহে ব্যর্থ। • বিশেষজ্ঞ ও কলসালটেন্ট ডাক্তারের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে। • নব্য ডাক্তারদের গ্রুপ ক্লিনিকের সরঞ্জামাদি ক্রয়ে । এবং • ডেন্টিষ্ট, শিশু বিশেষজ্ঞ , চক্ষু বিশেষ জ্ঞদের অগ্রাধিকার।
বিনিয়োগের পরিশোধ পদ্ধতি	• মাসিক কিস্তিতে এই বিনিয়োগ পরিশোধ করতে হয়। • ব্যাংক গেষ্টেশন পিরিয়ড ধার্য কওে দেয় । • গেষ্টেশন পিরিয়ড শেষে প্রথম কিস্তি শুরু হয়। • গ্রাহক পরপর ৩ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতায বিনিয়োগ সরঞ্জামাদি ব্যাংকের তত্ত্বধ্বানে নিতে পারে।
আবেদনের নিয়মাবলী	• ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আগ্রহী প্রার্থী ডাক্তার আবেদন করবে। • ব্যাংক যাচাই পূর্বক বিবেচনা সাপেক্ষে তা মুঞ্জুর করবে। • প্রয়োজনীয় জামানত সংক্রান্ত কাগজাদি মঞ্জুরীকৃত আবেদনের সাথে দিবে ।
অন্যান্য নিয়মাবলী	• বিনিয়োগকৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জামাদির মালিকানা ব্যাংকের। • বিনিয়োগ সরঞ্জামের সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংক জামানত/বন্ধক নিবে। • পারসোনাল গ্যারান্টির বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ডাক্তার সার্টিফিকেটের মূলকপি বিনিয়োগ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক জামানত রাখে। • নতুন ডাক্তাদের বিশ্বস্থ পার্সোনাল গ্যারান্টি দিতে হয়। (8)

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র ব্যাবসা বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ- বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং জনশক্তির সঠিক ব্যবহার না করার কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। দরিদ্র অর্থের অভাব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে এ দেশের কর্মক্ষম যুবসমাজের দক্ষতা, কর্মোদ্যম, বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই আই.বি.বি.এল কল্যাণমুখী ক্ষুদ্র ব্যাবসা বিনিয়োগ প্রকল্প নামক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

নিম্নে এই বিনিয়োগ পদ্ধতির রূপরেখা চিত্রায়িত হলো ঃ-

বিনিয়োগ খাত	• গবাদি পশু-পাখি • কৃষি প্রক্রিয়া করণ • শিল্প ও বিবিধ বনায়ন • মৎস্য চাষ • ব্যবসা/দোকান • পরিবহণ এবং • সেবা সহ বিবিধ খাতে এই বিনিয়োগ দেয়া হয়।
গ্রাহকের ইকুইটি	• হায়ার পারচেছ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ২০%। • বাই-মুয়াজ্জাল (টি আর) এর জন্য প্রযোজ্য নহে।
বিনিয়োগ এলাকা	• অবস্থিত শাখার সাধারণতঃ ১০ কিঃ মিঃ পরীসীমার মধ্যে এই বিনিয়োগ দেয়া হয়। • সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ব্যাংক এই এলাকা ২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বাড়াতে পারে।
বিনিয়োগের পদ্ধতি মেয়াদকাল	• হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ঃ- সর্বোচ্চ ২৪ মাস। • বাই-মুয়াজ্জাল (টি আর) সর্বোচ্চ ঃ ১২ মাস।
বিনিয়োগের পরিমাণ	• ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শাখা ঃ- গ্রাহক প্রতি সবোর্চ্চ টঃ ১,০০,০০০/-। • বিভাগীয়/জেলা সদরের শাখা ঃ গ্রাহকপ্রতি সর্বোচ্চ টঃ ৭৫,০০০/-। • বিভাগীয় ও জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য শাখা ঃ- সর্বোচ্চ টঃ ৫০,০০০/-।
বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি	• হায়র পারচেজ এর জন্য ঃ- মাসিক কিস্তিতে। • বাই-মুয়াজ্জাল (টি আর) এর জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক/ এক কালীন মেয়াদ পুর্তির তারিখের মধ্যে এক সাথে। • টাঃ ৩০,০০০/- পর্যন্ত পার্সোনাল গ্যারিন্টির ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তিতে। • মাসিক কিস্তির পরিমাণ উল্লেখ করে গ্রাহক স্বাক্ষরিত পোষ্টডেটেড চেক ব্যাংকে জমা দিতে হয় (বিনিয়োগের পুরো সময়)।
আবেদনের নিয়মাবলী	• বিনিয়োগ প্রার্থী ব্যাংক নির্ধারিত হারে ফরমে আবেদন করবে। • প্রার্থী একটি চলতি হিসাব (দৈনিক বিক্রয়ের টাকা জমার জন্য) খুলবে। • প্রার্থী একটি মুদারবা সঞ্চয়ী হিসাব (বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের জন্য) খুলবে। • শাখা আবেদন ফরম মূল্যায়ণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
বিনিয়োগ তত্ত্বাবধান	• মাঠ পর্যায়ে (ব্যাংক কর্তৃক) সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। • গ্রাহককে বার্ষিক নির্ধারিত হারে তত্ত্বাবধায়ক ফি জমা দিতে হয়।
বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা	• গ্রাহক ঐ ব্যাংক শাখা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। • তার বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও বিক্রয় কেন্দ্র থাকা আবশ্যক। • ব্যবসা ছাড়াও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং সেবা খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

	• প্রার্থীকে কর্মোৎসাহী , উদ্যোগী ,উদ্যমী , ব্যবসা পরিচালক হতে হবে। • ব্যবসায়ী , অথচ পুঁজি সীমিত , এমন গ্রাহক বিনিয়োগ সুবিধা পাবে।
বিনিয়োগের অন্যান্য নিয়মাবলী	• ৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রুপের একে অন্যের গ্যারান্টার। • গ্রুপের সবাই বিনিয়োগ পরিশোধে দায়বদ্ধ। • ব্যাংক বিনিয়োগ পরিমাণের উপর নির্ধারিত বার্ষিক হার আদায় করে ' রিস্ক ফান্ড ' গঠন করে , যা গ্রাহকের পরিশোধ ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিতে পারে। • গ্রাহক কতৃক (চেক ইস্যুহীন) সঞ্চয়ী হিসাব খুলে ব্যাংকে জমা গড়ে তুলতে হয় , যা পরবর্তীতে ব্যাংক ক্ষতিপূরন হিসাবে পেতে পারে। • ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ- ব্যাংক গ্রহণযোগ্য ২জন সম্মানিত ব্যক্তির পার্সোনাল গ্যারান্টি লাগে। মালের বর্তমান-ভবিষ্যৎ ষ্টক হাইপোথিকেশন ব্যাংকের নামে থাকে। যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদিও মালিকানা ব্যাংকের নামে থাকে । • ৩০০০ টাকার উপরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ- সম্পত্তি ব্যাংক গ্যারান্টার । [৫]

গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান একটি । গৃহায়ন ব্যাবস্থা বিভিন্ন আঞ্চলে বিশেষ করে শহরে প্রকট । নিম্ন-মধ্যবৃত্ত, মধ্যবৃত্ত, এমনকি চাকরি জীবি ও পেশা জীবিদের যথাক্রমে দানের উদ্দেশ্যে আইবিবিএল গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। নিম্নে এর রূপরেখা আলোচনা করা হল ঃ -

বিনিয়োগর টার্গেট এলাকা ঃ বর্তমানে ব্যংকের একটি টার্গেট এলাকা ঃ- (১) ঢাকা মেট্রেপলিটন (২) চট্রগ্রাম মেট্রেপলিটন (৩) রাজশাহী মেট্রেপলিটন (৪) খুলনা মেট্রেপলিটন এবং (৫) সিলেট পৌর এলাকা। ব্যংকের পরবর্তী টার্গেট ঃ- জেলা সদর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ- হায়ার পারভেজ অন্তার শিরকাতুল মিল্ক।

বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ- সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির মেয়াদ সাধারণতঃ ১৫ বছর।

বিনিয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ-

বিনিয়োগ পরিধি ও পরিমান	• গৃহনির্মাণ সম্পত্তিটি ঐ এলাকার রাজউক, আরডিএ, সি.ডি.এ , কে.ডি.এ-র অনুমোদিত হতে হবে। • নতুন বাড়ি নির্মাণ এপার্টমেন্ট/ ফ্ল্যাট ক্রয় এবং নির্মিত/ নির্মিতব্য বাড়ি সম্প্রসারণ/ নির্মাণ করতে এই বিনিয়োগ প্রদান। • সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রাপ্তির পরও কোন গ্রাহকের ব্যাংকে টি.ডি.আর মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড, তফসীলি ব্যাংকের মেয়াদী আমানত, ওয়েজ আর্নার বন্ড, আই.সি.বি ইউনিট সার্টিফিকেট, ব্যাংক গ্যারান্টি ও জাতীয় প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র-র জামানতের বিপরীতে ব্যাংক জামানত মুল্যের সম পরিমাণ (১০০%) প্রদান করে । • বিনিয়োগের পরিমান নিম্নরূপভাবে সীমাবদ্ধ ঃ- (১) গ্রাহক নিজ জমিতে নতুন বাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে ঃ- ব্যাংক মোট বিনিয়োগের ৬০% দেয় , কোনভাবেই ৬০ লক্ষ টাকার বেশী নয়। (২) এপার্টমেন্ট্ , ফ্ল্যাট বা নির্মিত বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঃ- ব্যাংক মোট বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৬০% দেয় , যা কোনভাবেই ২০ লক্ষ টাকার বেশী নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের জামানত	• নির্মিতব্য/ নির্মিত ভবন/ বাড়ী/ এপার্টমেন্ট/ ফ্ল্যাট ব্যাংকের নিকট মর্টগেজ থাকে । • গ্রাহক তার স্বামী /স্ত্রী ও সাবালক সন্তানের ব্যাক্তিগত গ্যারান্টি দিতে হয়। • বিনিয়োগ গ্রাহক ও তার পোষ্য অপরিশোধিত বিনিয়োগ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা দিতে হবে।
বিনিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী	• মুঞ্জরীকৃত বিনিয়োগের অর্থ Pay Oeder- এর মাধ্যমে নির্মাই সামগ্রী গ্রাহককে প্রদান করে। এ ব্যাপারে লক্ষণীয় সমূহ নিম্নরূপ ঃ- * ঐ শাখায় গ্রাহকের ইকুইটি জমা দিতে হয়। * গ্রাহক বিনিয়োগের সমর্থনে দালিলিক প্রমাণ পেশ করতে হয়। * যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত বৈধ প্ল্যান দাখিল করতে হয়। * গ্রাহকের প্রকৃত বিনিয়োগ মূল্যায়ণ আবশ্যক। * মর্টগেজ বিক্রয়চুক্তি ও অন্যান্য দলিল ব্যাংকের তালিকাভূক্ত আইনজীবি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
ব্যাংকের পাওনা আদায়ের নিয়মাবলী	• গেস্টেশন পিরিয়ড শেষে মাসিক কিস্তি শুরু হয়। • প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে চেকের মাধ্যমে কিস্তি আদয় করতে হয়। • মাসিক কিস্তি উল্লেখ করে পোস্টডেটেড চেক ব্যাংকে জমা দিতে হয়। • গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধ ব্যর্থতায় ভাড়া গ্রহীতার থেকে ব্যাংক মাসিক ভাড়া গ্রহণের জন্য গ্রাহক একটি আম্-মোক্তার নামা ব্যাংকে দিবে। • প্রচলিত নিয়মে ব্যাংক বিনিয়োগের উপর ভাড়া ধার্য করতে পারে। • নিয়মিতর গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিয়ম মাফিক লাভ/ ভাড়ার উপর Rebate দেয়।
বিনিয়োগের আবেদনের নিয়মাবলী	• ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে ঐ এলাকার গ্রাহক আবেদন করবে। • ব্যাংক সম্ভাব্যতা ও লাভজনক খাত যাচাই সাপেক্ষে তা মঞ্জুর করবে। • মঞ্জুরীকরন/ প্রত্যাখ্যান অধিকার ব্যাংকের ।
গ্রাহকের যোগ্যতা	• **নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই বিনিয়োগ সুবিধা আবেদন করতে পারে ঃ-** • *প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা * বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক * সরকারী , আধা-সরকারী স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা * বহুজাতিক কোম্পাণী * আন্তর্জাতিক সংস্থা * সাহায্যদাতা এজেন্সি * খ্যাতনামা পাবলিক লিঃ কোম্পাণীর কর্মকর্তা * গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ও প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবি (বিদেশে ও দেশে কর্মরত)। • **অন্যান্য দিক সমূহ ঃ-** • চাকুরী জীবির অবসর গ্রহণের পূর্বে চাকরীর মেয়াদ ৪ বছর হতে হবে । • নির্মতব্য বাড়ীর জমি গ্রাহকের নিজস্ব হতে হবে । • ইজারাকৃত সম্পত্তি আইনসিদ্ধ ভাবে ব্যাংক বন্ধক রাখার যোগ্য হতে হবে । • ব্যাংক অনুসৃত নীতিমালাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে ।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ- এ প্রকল্পটির নাম মুদারাবা বাস্থান সঞ্চয় প্রকল্প । ১৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটির ৫ বছর অতিবাহিত হবার পর প্রয়োজনে গ্রাহক ৮০% বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। তবে হিসাব খোলার পর পরপর ৩টি কিস্তি জমা না দিলে হিসাবটি বাতিল হবে । ৮০% বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়মে আবেদন করতে হয় [৬]।

রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম ঃ-

দেশের সকল পৌর এলাকায় অবস্থিত শাখার কমান্ড এরিয়ার মধ্যে এই বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। গৃহায়ন প্রকল্পের বাইরে অন্যান্য চাকুরী জীবি, পেশা জীবি ও ব্যবসায়ীদের বাড়ী নির্মাণ, নির্মিত বাড়ি মেরামত ও বর্দ্ধিত-করন, ব্যবসা কেন্দ্র/ বিপনী বিতান নির্মাণ, এ্যাপার্টমেন্ট/ ফ্ল্যাট নির্মাণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ-

ইসলামী ব্যাংক শিল্পখাতে প্রসাবের লক্ষ্যে বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। যে সব উদ্যেক্তা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহী , তারা ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

বিনিয়োগের বিভিন্ন বিষয়াবলী নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-

বিনিয়োগ খাতসমূহ	* খাদ্য ও কৃষি নির্ভরশীল * বনজ ও অসবাবপত্র শিল্প * প্লাষ্টিক শিল্প * রাবার শিল্প * প্রকৌশল শিল্প * রাসায়নিক শিল্প * চামড়া শিল্প * সেবা শিল্প * বস্ত্র শিল্প * পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প * কম্পিউটার প্রযুক্তি শিল্প * হস্তশিল্প * বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প * মৎস্য ও পশুপালন খামার * কাগজ শিল্প * ছিদ্রযুক্ত ইট * ছাদের টাইলস ইত্যাদি যে কোন ক্ষুদ্রশিল্প-সহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।
বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা	বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে গ্রাহকের যে সব যোগ্যতা থাকবে তা নিম্নরূপ ঃ * শিল্পকার্য পরিচালনর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্ণ দক্ষ/আধাদক্ষ * সনদপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারী আগ্রহী ব্যাক্তি। * শিল্প সম্পর্কিত জ্ঞান-সম্পন্ন ও উদ্যেগী শিক্ষিত বেকার যুবক। * প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ওয়েজ আর্নারগণ * BMRE- এর জন্য আগ্রহী ক্ষুদ্র শিল্প মালিক/উদ্যেক্তা। * দেশী নাগরিক হতে হবে এবং দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করতে হবে। তবে গ্রাহক প্রয়োজনে ২৫% বিদেশী কাঁচামাল ব্যবহার করতে পারে। * খেলাপী বকেয়া দেনাদার এই বিনিয়োগে গ্রাহক হতে পারবে না।
ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ	* যন্ত্রপাতির মূল্যের ৭০% বা * যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট ব্যায়ের ৬০% এর মধ্যে যেটি কম ব্যাংক সেই পরিমাণ বিনিয়োগ করে। * ব্যাংকের বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা * গ্রাহকের নিজস্ব সম্পত্তির মূল্যের সাথে নগদ বিনিয়োগ যোগ করে গ্রাহকের ইকুইটি হিসাব করা হয়।
ঝুঁকি তহবিল গঠন	বিনিয়োগের পরিমানের উপর নির্ধারিত বার্ষিক হারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে ঝুঁকি তহবিল গঠন করা হয়। যাতে ব্যাংক বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো যুক্তি-সঙ্গত ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে।
বিনিয়োগ এলাকা	ব্যাংক শাখার ২০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে এই বিনিয়োগ দেয়া হয়।
তত্ত্বধায়ক পদ্ধতি	উক্ত ব্যাংক শাখাই এই বিনিয়োগের তত্ত্বাবধায়ক ।
বিনিয়োগের পদ্ধতি	*মূলধন যন্ত্রপাতিঃ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক *কাঁচামাল ঃ বাই মুরাবাহা (টি, আর)।
বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি	* হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ঃ মাসিক/পাক্ষিক/সাপ্তাহিক কিস্তি * মুরাবাহা ঃ নির্ধারিত কিস্তি অথবা এককালীন
বিনিয়োগের	* মূলধনী যন্ত্রপাতি ঃ- ৫ (পাঁচ) বছর (চুক্তিসঙ্গত গেস্টেশন পিরিয়ড ব্যতীত) * কাঁচামাল ঃ- ১

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদকাল	(এক) বছর বিনিয়োগ বিতরনের তারিখ থেকে)।
বিনিয়োগের জামানত	* বিনিয়োগ নিরাপত্তাই স্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত জামানত (ব্যাংকের)। * ব্যাংকের সম্পূর্ন পাওনা পরিশোধ পূর্ব পর্যন্ত যন্ত্রপাতি/কাঁচামালের মালিকানা ব্যাংকের। * কারীগরী , শিক্ষিত বেকারদের মূল সনদপত্র ব্যাংকে জমা দিতে হয়। * যোগ্যতা সম্পন্ন ও আগ্রহী অথচ জামানতে অপারগ, এমন অভিজ্ঞ মেধাবীদের জন্য ২ জন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির গ্যারান্টি সাপেক্ষে ২ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। * মজুত পণ্য বিনিয়োগ Adjustment হবার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের দায়বদ্ধ।
বিনিয়োগের উদ্দেশ্য	* কাঁচামাল ক্রয় * মূলধন হিসাবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ * প্রয়োজনীয় চলতি মুলধনের যোগান (৭)।

পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্প (RDS) ঃ-

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পল্লী খাত একটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার । এখানে বিশান জনগোষ্টি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এছাড়াও গ্রাম এবং শহরের মধ্যে আয়-ব্যয় ও সম্পদের গগণচুম্বী পার্থক্য ও সুষম বন্টনের অভাবে গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিক ভাবে স্থবির ও স্থথ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ- (অই.বি.বি.এল) তার নির্ধারিত শাখা সমূহের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ/ বিবরাবলী/ বিভিন্ন দিক ঃ-

আদর্শ গ্রাম নির্বাচন	ব্যাংকের প্রত্যেক নির্ধারিত শাখা তার ১৬ (ষোল) কিঃ মিঃ এর মধ্যে এক বা একাদিক আদর্শ গ্রাম নির্বাচনকালে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করে ঃ- * কৃষি-অকৃষি খাতে প্রাপ্যতা * সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা * নিম্ন আয়ের লোকের অধিক্য । প্রাথমিক ভাবে নির্বাচনের পর ঐ গ্রামে Base-line servey করা হয়।
বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা	• কৃষক, যার সর্বোচ্চ আধা একর জমির বেশী নাই। • বর্গাচাষী * বিপন্ন ব্যক্তি * আদর্শ গ্রামের নির্বাচিত স্থায়ী বাসিন্দা * ভূমিহীন, যার আধা-একর জমির বেশী নেই-এমন ব্যক্তি। * অন্য ব্যাংক/ সংস্থার ঋণগ্রহিতাগণ এই বিনিয়োগ পাবেন না।
বিনিয়োগ পদ্ধতি	এই বিনিয়োগ খাতকে নিম্নরূপ যে কোন এক বা একাধিক বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয় ঃ- * মুদারাবা * মুশারাকা * বাই-মুয়াবাহা * বাই-মুয়াজ্জাল * বাই-সালাম * হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ।
বিনিয়োগ তত্ত্বধান	* ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুপারভাইজার সৃষ্ঠ এই বিনিযোগের পরিচালক।
বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি	Field supervier এর সাপ্তাহিক বৈঠকে বিনিয়োগ প্রকৃতি ও ধরণানুসারে দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে।
হিসাব খোলা আবশ্যক	* প্রত্যেক গ্রাহক বাধ্যতামূলকভাবে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে । * এ হিসাবে কোন চেক বই ইস্যু করা হয় না। * সাপ্তাহিক ৫/- টাঃ হিসেবে জমা করতে হয়। * অন্য দায়-দেনা মুক্ত গ্রাহক এই হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারে।
ব্যাংক ধার্যকৃত	৭% (ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৫%) ।

লাভ।	
গ্রুপ গঠন ও সভার নিয়মাবলী	* ৫ জনের সমন্বয়ে যথাসম্ভব একই পেশাজীবির গ্রুপ গঠিত হয়। * গ্রুপে ১ জন লিডার ও ১ জন ডেপুটি লিডার থাকে। * গ্রাহক গ্রুপ সদস্যদের দায়-দেনা নিশ্চিত করে। * লিডার ও সুপারভাইজার গ্রুপ সদস্যদের আর্ন্তভূক্তি/ অপসারণ করে থাকে। * সর্বনিম্ন ২টি ও সর্বোচ্চ ৬টি গ্রুপ মিলে ১ টি বড় গ্রুপ গঠন করা হয়। * বড় গ্রুপ প্রতি সপ্তাহে ০১ বার কেন্দ্রে সভা করে। * ব্যাংকের Field supervier- সভা পরিচালক। * সভার গ্রাহক নির্বাচন সম্পন্ন হয়। * সভায় প্রয়োজনীয় খাতে জমা আদায় ও পাস বই ইস্যু করা হয়। * নির্বাচিত গ্রাহদের প্রয়োজনীয় কাগজাদি সরবরাহ করা হয়। * প্রত্যেক সদস্যই পরস্পরের গ্যারান্টার। * প্রত্যেক সদস্যই একে অন্যের তদারকদার এবং সহযোগী।
জামানত গ্রহণ	* প্রত্যেক গ্রুপই বিনিয়োগে একে অন্যের পার্সোনাল গ্যারান্টি দিতে হয়। *মাছ চাষ , কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতির সহায়ক জামানত নেয়া হয়।
বিনিয়োগের উপর লাভ ও চার্জ	গ্রাহক ব্যাংকের নীট বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত হারে মুনাফা ও ঝুঁকি তহবিল বহন করে থাকে।
বিনিয়োগ আবেদনের নিয়মাবলী	* ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে প্রত্যাশী ব্যাক্তি গ্রুপের মাধ্যমে আবেদন করবে * সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্বাচিত আদর্শ গ্রাম ভূক্ত ব্যক্তি হওয়া। আবশ্যক * ব্যাংক বিবেচনা সাপেক্ষে আবেদন মুঞ্জুর/ না-মুঞ্জর করতে পারে।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ণ ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আই.বি.বি.এল ১৯৯৫ সালে চালুকৃত এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ১৬ কিঃ মিঃ পরিসীমার মধ্যে গ্রাম নির্বাচিত করে ক্রমান্বয়ে আদর্শ গ্রামে রূপান্তর করে। বর্তমানে (২০০৭ পর্যন্ত) ব্যাংকের ১২৯ টি শাখার মাধ্যমে ৬১টি জেলার ২২২টি থানার আওতাভূক্ত ১০,০২৩ টি গ্রাম এই প্রকল্পাধীন। এ প্রকল্পের অধীনে ৩৪৩ টি নির্বাচিত অকৃষিজ আর্থিক কার্যক্রমে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। কৃষি ও অকৃষি খাতে বিনিয়োগসীমা ১০,০০০/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে (৮)।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের গত ৫ (পাঁচ) বছরের প্রকল্পের ডাটা নিম্নরূপ (৯) ঃ-

বিবরণ	২০০৩	২০০৪	প্রবৃদ্ধি	২০০৫	প্রবৃদ্ধি	২০০৬	প্রবৃদ্ধি	২০০৭	প্রবৃদ্ধি
গ্রাম	৩৭০০	৪২৩০	১৪%	৪৫৬০	৮%	৮০৫৭	৭৭%	১০০২৩	২৪%
কেন্দ্র	৫৫১৪	৬৩৮৪	১৬%	৮৫২৬	৩৪%	১৫৩২১	৮০%	১৮৮৯৭	২৩%
সদস্য(মহিলা)	১২২৬৩৭	১৫৩৬৫৭	২৫%	২০৪৩৯৮	৩৩%	৩৭৬৮০৯	৮৪%	৪৫৯৮৮৫	২২%
মোট সদস্য	১৩০৪৬৫	১৬৩৪৬৫	২৫%	২১৭৪৪৫	৩৩%	৪০৯৫৭৫	৮৮%	৫১৬৭২৫	২৬%
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	২৯২৩৫৯	৪২১৬৮০	৪৪%	৬০৩৩৩০	৪৩%	৯৩০৩১২	৫৪%	১৩৯৬৯.০১	৫০%
ডবনিয়োগ স্থিতি	৫৭০.৮৮	৫৯০.০০	৩৮%	১১০৬.৫০	৪০%	২,২৪২.২১	১০২%	২,৮৮৪.৬৬	২৯%
আদায় হার	৯৮%	৯৯%	----	৯৯%	----	৯৯%	-----	৯৯%	----
সদস্যদের সঞ্চয়	২২৮.৭৪	৩২২.৫০	৪১%	৪৫৯.১০	৪২%	৭২৭.৬৭	৫৮%	১,০৫৩.৫৬	৪৫%
টিউবয়েল বিতরণ	২,৫১৯	৩,৪০০	৩৫%	৪,৪২১	৩০%	৫,৫২৫	২৫%	৬,২৪২	১৩%
স্যানেটারী ল্যাট্রিন	৯৬৮	১,৫০৯	৫৬%	২,২০৪	৪৬%	৩,১৪৭	৪৩%	৩,৫৫১	১৩%
ফিল্ড অফিসার সংখ্যা	৬৫৯	৭৩১	১৪%	৮৬৮	১৯%	১,৪৩৬	৬৫%	১,৮১৯	২৭%
সদস্য (পুরুষ)	৭,৮২৮	৯,৮০৮	২৫%	১৩,০৪৭	৩৩%	৩২,৭৬৬	১৫১%	৫৩,৮৪০	৭৩%

Dhaka University Institutional Repository

কার বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ

ব্যাবসায়ী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠত পেশাজীবি এ শ্রেনীর লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজস্ব উৎস থেকে এক-কালীন সম্পূর্ন মূল্যের বিনিময়ে কার ক্রয় করতে পারে না। এই জন্যই এই সমস্ত লোকদের অতি প্রয়োজনীয় পরিবহণটি সহজ শর্তে চাহিদা মোতাবেক প্রাপ্তির লক্ষ্যে আই.বি.বি.এল কার বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে।

কার বিনিয়োগ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সমূহ ঃ-

বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা	নিম্ন লিখিত সংস্থা সমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নির্বাহীগণ ২টি ক্যাটাগরীতে এই বিনিয়োগ পেতে পারে , যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-
	ক্যাটাগরী-'ক'
	* সরকারী প্রতিষ্ঠান * বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পেশাজীবি শিক্ষক * বিডিআর , পুলিশ, আনসারের কমিশন প্রাপ্ত অফিসার * আধা-শাসিত ও স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থা * কর্পোরেশন * ব্যাংক সমূহ * আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীবৃন্দ * বহুজাতিক কোম্পনীর নির্বাহীবৃন্দ * মেডিকেল কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক , ডাক্তার ,ইঞ্জিনিয়ার , চার্টাড এ্যাকাউন্টার * খ্যাতনামা প্রাইভেট কোম্পানী সমূহের নির্বাহীবৃন্দ (পার্সোনেল গ্যারান্টি ও কর্পোরেট গ্যারান্টি সহ) ।
	ক্যাটাগরী- "খ"
	* বড় কোম্পানী ও সুবিখ্যাত ব্যাবসায়ী সংস্থার নির্বাহী/পরিচালক * আই বি বি এল-এর ভালো গ্রাহক গণ। * সন্তোষজনক আয়ের অন্যান্য পেশাজীবি গ্রুপ সদস্য । * মেট্রোপলিটন এলাকার বাড়ীর মালিক (যারা পর্যাপ্ত ভাড়া পায়) ।
	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
	* উভয় ক্যাটাগরীর গ্রাহকের বয়স ২৭ থেকে ৫০ এর মধ্যে হবে। * চাকুরীজিবির কমপক্ষে ৫ বছর চাকুরীর মেয়াদ হবে। * সকল ক্ষেত্রে গ্রাহক কিস্তির টাকা পরিশোধের সামর্থ্য থাকতে হবে। * ব্যাংক অযোগ্য মনে করলে প্রস্তাব বাতিল ও করতে পারবে।
বিনিয়োগের ধরন	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ।
বিনিয়োগ পরিধি	* গাড়ির মুল্যের ৭০% ব্যাংক এবং ৩০% গ্রাহক দিতে হয়। * ব্যাংক সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা বিনিয়োগ দেয়। * গাড়ির রেজিষ্টেশন, ইন্সুরেন্স ব্যাংকের নামে করতে হয়। * যাবতীয় সার্ভিস গ্রাহক গ্রহণ করবে।
গ্রাহকের ইকুইটি	গাড়ী হস্তান্তরের পূবেই গ্রাহক গাড়ী মূল্যের ৩০% ব্যাংকে জমা দিতে হয়।
বিনিয়োগ মেয়াদ	* নতুন গাড়ীর ক্ষেত্রে ৫ বছর * রিকন্ডিশন গাড়ীর ক্ষেত্রে ৪ বছর * পূর্বে যা হস্তান্তর হবে যেইদিন সেইদিন থেকে মেয়াদ শুরু হবে।
বিনিয়োগ হস্তান্তর	ব্যাংক অনুমোদিত মূল্য উপস্তাপিত দরপত্র অনুযায়ী সরাসরি গাড়ী সরবরাহ-কারীকে প্রদান করে । তবে নিম্ন-লিখিত তথ্যাদি পূরণ করতে হয়ঃ- * ইকুইটির টাকা গ্রাহক ব্যাংকে জমা দিতে হবে। * বিনিয়োগ Documents সহ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবে । * অনুমোদনের শতমতে জামানত/সহায়ক জামানত প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ তত্ত্বাবধান ও তদারকী	* ব্যাংক যাবতীয় কার্য সম্পাদনে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারে। * গাড়ীর হেফাজত, অবস্থান , গ্যারেজ ইত্যাদির তদারকী এজেন্ট করবে। * গ্রাহক ভাড়াসহ যাবতীয় খরচ বহন করতে হয়। * গ্রাহক দায়িত্বে থাকালীন ক্ষতির জন্য গ্রাহক নিজেই দায়ী।
বিনিয়োগ যে ভাবে পরিশোধ করতে হয়।	* হস্তান্তর পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মাসিক ভাড়া সহ মাসিক কিস্তিতে ঃ- * প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে কিস্তি আদায় করতে হয়। * বিনিয়োগ পুর্ণ মেয়াদের জন্য মাসিক কিস্তি উল্লেখ করে অগ্রিম তারিখযুক্ত চেকের মাধ্যমে একযোগে ব্যাংকে জমা দেবে। * মাসিক কিস্তি কোনক্রমেই গ্রাহকের মাসিক আয়ের বেশী হবে না।
গাড়ীর ইন্সুরেন্স	গ্রাহকের গাড়ীর কমপ্রিহেনসিভ ইন্সুরেন্স করতে হয়। যাতে বিনিয়োগ মেয়াদের সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি কভার করে।
রেজিষ্টেশন	* গাড়ি কেবল ব্যাংকের নামেই রেজিষ্টেশন হবে । * সকল কিস্তি চার্জসহ আদায়ের পর গ্রাহকের নামে রেজিষ্টেশন হস্তান্তর করতে হবে।
বিনিয়োগের জামানত	এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক নিম্নবর্ণিত জামানত গ্রহণ করে ঃ-
বিনিয়োগের জামানত	'ক' ক্যাটাগরির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঃ * গ্রাহকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি * যথাযথ কর্তৃপক্ষের গ্যারান্টি * গ্রাহক নিয়োগকর্তা প্রদত্ত সার্টিফিকেট (বেতন উল্লেখ সহ) । * গ্রাহক অপারগতায় বেতন কর্তনের মাধ্যমে ব্যাংক কিস্তি দেয়ার চুক্তি-নামা গ্রাহক দিতে হবে। * পেশাজীবি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি থাকবে।
	'খ' ক্যাটাগরির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঃ
	* জমি বন্ধক * ব্যাংক গ্যারান্টি * আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট/জাতীয় সঞ্চয়পত্র / টি.ডি.আর / কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেট (যা ব্যাংকের নামে ট্রান্সপার-কৃত) ব্যাংকে জমা দিতে হয়।
নির্ধারিত শাখা	* বিভাগীয় ও জেলা সদরে অবস্থিত সকল শাখা।
কারের ধরন, ক্রয়পদ্ধতি এবং আবেদনের নিয়মাবলী	* আমাদানী-নীতি মোতাবেক বিখ্যাত ব্রান্ডের নতুন গাড়ী। * ৪ (চার) বছরের অধিক পুরাতন নয়, এমন রিকন্ডিশন্ড গাড়ী । * গ্রাহক ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবে । * আবেদনপত্রের সঙ্গে ৩টি প্রকৃত কার ডিলার/ দরপত্র পেশ করতে হয়। * ব্যাংকের এই প্রকল্পে নিযুক্ত তত্ত্বাবধানকারী এজেন্ট এই ব্যাবসায় জড়িত থাকতে পারবেন না। * চাকুরীজীবির ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের যথাযথ সুপারিশ থাকতে হয়। * ব্যাংক যে কোন প্রস্তাব অনুমোদন ও বাতিল করার ক্ষমতা রাখে [১০]।

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ-

আমরা এখনো এ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পুর্ণতা অর্জন করতে না পারায় বিদেশ থেকে আমদানী করছি। সনাতন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ সার ব্যবহার প্রভৃতি-ক্ষেত্রে কৃষির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে আই.বি.বি.এল কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে এই প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা/ বিষয়াবলী/ নিয়মাবলী আলোচনা করা হলো ঃ

যে সব কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ করা হয়	* পাওয়ার টিলার * পাওয়ার পাম্প * মাড়াই কল * শ্যালো টিউবওয়েল * গ্রাহক চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য সরঞ্জাম ।
বিনিয়োগ এলাকা	* মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ইসলামী ব্যাংক শাখা সমূহ শাখার ১৫ মাইল পরিধির মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়।
বিনিয়োগ মেয়াদ	২ (দুই) বছর।
বিনিয়োগ পদ্ধতি	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ।
গ্রাহকের ইকুইটি	* গ্রাহককে কৃষিযন্ত্রের মূল্যের ২০% ইকুইটটি প্রদান করতে হয়। * ব্যাংক অনুমোদিত রেজিষ্টার্ড এন.জি.ও-র তত্বধানে প্রকল্পে ১০%। * কৃষি যন্ত্র স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক ব্যায় গ্রাহকের।
বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে গ্রাহকের যোগ্যতা	* কর্মঠ গ্রামীণ বেকার যুবক শিক্ষিত, নিরক্ষর কৃষক এবং এটিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহনে ইচ্ছুক ব্যাক্তি। * এস.এস.সি বা অনুর্ধ্ব শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার। * শারীরিক, মানসিক ভাবে সক্ষম সরঞ্জামটি কৃষিকাজে চালাতে দক্ষ । * বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছর কিন্তু সুস্বাস্থ্য কৃষক হতে হয়। * ব্যবসায়ীক মনোভাব থাকা ব্যক্তির বয়স ১৮ থেকে ৪৫ পর্যন্ত মিথিলযোগ্য । * শিক্ষিত/ স্বল্প-শিক্ষিতের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত।
আবেদনের নিয়মাবলী	* আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। * ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবে। * ব্যাংক শাখার ১৫ মাইলের মধ্যে হতে হবে। * বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া/ না-দেয়া ব্যাংকের ইখতিয়ার।
জামানত গ্রহন	* বিনিয়োগ অংকের মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি জামানত দিতে হয়। * জেনারেল পাওয়ার অব এটর্নী দিতে হয়। * গ্রাহক সম্পত্তি জামানতে অক্ষমতায় পার্সোনাল গ্যারান্টি (২ জনের) দিতে হয়। * গ্রাহককে প্রদত্ত সরঞ্জাম ব্যাংক পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের মালিকানায় থাকে।
বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি	* বছরে ৪ কিস্তিতে বিনিয়োগের টাকা পরিশোধ করতে হয়। * শাখা (ব্যাংক) ব্যবস্থাপক কিস্তির অংক ও সময় নির্ধারণ করেন। * ফসল লাগানোর সময়ের উপর কিস্তি নির্ভর করে।
অন্যান্য নিয়মাবলী	বিনিয়োগের উপর ২ বছরের জন্য একসাথে ২% এই হিসাবে ডেবিট করে রিস্ক ফান্ড গঠন করা হয় (ক্ষতিপূরণ/ সমন্বয়ের জন্য)। সংশিষ্ট ব্যাংক শাখা ঔ বিনিয়োগের তত্ত্বাবধায়ক । মাঠ পর্যায়ে শিক্ষিত বেকার যুবককে ব্যাংক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। গ্রাহকের নিকট থেকে তত্ত্বাবধান ফি (২%) আদায় করা হয। সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংক গ্রাহককে নিয়ে মাসিক সভা করে [১১]।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা, পরিবহন সমস্যা লাঘব , সীমিত আয়ের স্বচ্ছল চাকুরীজীবি ও পেশা-জীবিদের নিজস্ব যানবাহন ক্রয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে আই.বি.বি.এল পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। আই.বি.বি.এল দুই প্রকার পরিবহন ব্যবস্থার বিনিয়োগ করে ঃ- (১) সড়ক পরিবহন (২) নৌ-পরিবহন।

নিম্নে এই বিনিয়োগ প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়াবলী তুলে ধরা হলো ঃ-

পরিবহনের ধরন	সড়ক পরিবহন
	* বাস, ট্রাক, মিনিবাস * প্রাইভেট কার, মাইক্রো বাস * জীপ * অটো-রিক্সা, টেম্পো, পিক-আপ , ভ্যান * এ্যাম্বুলেন্স ।
	নৌ-পরিবহন
	* অনধিক ৮০০ টনের সমূদ্রগামী ভ্যাসেল* সর্বোচ্চ ৫০০ টনের কার্গো ভ্যাসেল। * যাত্রীবাহী লঞ্চ।
টার্গেট গ্রুপ/ প্রতিষ্ঠান	* পরিবহন ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান * পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তি/ ব্যবসায়ী/ প্রতিষ্ঠান * সরকারী ,আধা-সরকারী, স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা * পরিবহন ব্যবসায়ে ইচ্ছুক যোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান* প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক ও হাসপাতাল * প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা * বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক , ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার। * ক্ষুদ্র পরিবহন ব্যবসায় সফল/ ব্যবসায়ে আগ্রহী বিশ্বস্থ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান নৌ-পরিবহন ব্যবসায় সফল ব্যবসায়ী ।
বিনিয়োগের মেয়াদ	পরিবহন হস্তান্তর কাল থেকে ৩ (তিন) বছর ।
বিনিয়োগ পদ্ধতি	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ।
প্রকল্পভূক্ত এলাকা	* ব্যাংকের সকল শাখাই সড়ক পরিবহন বিনিয়োগ দিতে পারে। * নৌ-বন্দর এলাকার শাখা সমূহ ও শুধুমাত্র এই বিনিয়োগ দেয় ।

ব্যাংক বিনিয়োগ ও গ্রাহকর ইকুইটি	পরিবহনের ধরন	ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ	গ্রাহকের ইকুইটি
	* মাইক্রোবাস, জীপ, প্রাইভেট কার	৭০%	৩০%
	* বাস, ট্রাক, মিনিবাস	৬০%	৪০%
	* নৌ-পরিবহন	৫০%	৫০%
	* অটোরিক্সা/ টেম্পো/ পিক-আপ ভ্যান/ এ্যাম্বলেন্স ।	৫০%	৫০%

	* চাকুরীজীবীর ক্ষেত্রে মাসিক বেতনের ৫০% এর বেশী হবে না।
আবেদন ও বিনিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী	* ব্যাংক নির্ধারিত ফরমে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সহ শাখায় আবেদন করতে হয়। * গ্রাহক ইকুইটি ও নগদ জামানত ব্যাঙকে জমা রাখতে হয় । * ব্যাংক বিবেচনা সাপেক্ষে আবেদন মঞ্জুর/ না-মঞ্জুর করতে পারে। * বিনিয়োগ পূর্বে গ্রাহক মর্টগেজ সহ দালিলিক নিয়ম সম্পাদন করবে। * মুল্য নির্ধারণ ক্ষেত্রে পরিবহনের শুধুমাত্র চেসিস ও বডি নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়।
বিনিয়োগের জামানত	* ভাড়াসহ বিনিয়োগ পরিশোধ পূর্ব পর্যন্ত পরিবহনের মালিকানা ব্যাংকের। * স্থায়ী সম্পত্তি সহায়ক জামানত। * কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সম/উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পার্সোনাল গ্যারান্টি (সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)।

Dhaka University Institutional Repository

	* নিয়োগকর্তা/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপকের পার্সোনাল গ্যারান্টি (বেসরকারী পাবলিক লিঃ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।
বিনিয়োগের অন্যান্য নিয়মাবলী	* ব্যাংক নিযুক্ত এজেন্ট পরিবহন পরিদর্শক হবেন । * বিনিয়োগের উপর ভাড়া ধার্য করা হয় । * য়থাসময়ে বা তৎপূর্বে ভাড়া-সহ কিস্তি সমুদয় পরিশোধে নিয়ম- মাফিক ভাড়ার ওপর রিবেট প্রদান করা হয় । *পরিবহনের যন্ত্র/ মেরামতের দায় / ব্যয় গ্রাহকের । * পরিবহনের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য গ্রাহক দায়ী । *পরিবহনের পূর্ণ ক্ষতি / ধ্বংসে গ্রাহক ব্যাংকের পূর্ন পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন । * পরিবহনের রেজিস্ট্রেশন ব্যাংকের নামে করা হয় । * প্রতি বছর সবকিছুর নবায়ন-সহ যাবতীয় খরচ গ্রাহকের (যেমন: রুট পারমিট , ফিটনেস , বীমা , প্রাথমিক ট্যাক্স , টোকেন ইত্যাদির খরচ) ।
ব্যাংকের বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি	* ব্যাংক নির্ধারিত জেস্টেশন পিরিয়ড শেষেই মাসিক কিস্তি শুরু হয় । * বিনিয়োগের পূর্ণ মেয়াদকালের মাসিক কিস্তি উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোষ্ট ডেটেড চেক 'ব্যাংকে' জমা দিতে হয় । * প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্লেখিত চেকের মাধ্যমে মাসিক কিস্তি জমা দিতে হয়। * গ্রাহক পরপর ৩ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতায় ব্যাংক পরিবহন ফেরত নিয়ে অন্যত্র বিক্রি / হস্তান্তর করে পাওনা আদায় করতে পারে । * পরিবহন বিক্রয় / হস্তান্তরের পরও যদি ব্যাংকে পাওনা থাকে তবে গ্রাহক তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন [১২] ।

এছাড়া ও ইসলামী ব্যাংক নিম্মোক্ত কল্যাণমূলক, শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজ সেবার মাধ্যমে যথাযথ ভাবে করে যাচ্ছে ।

ট্রেনিং ও উন্নয়ণ ঃ ব্যাংক তার স্বতন্ত্র নীতিমালার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারদেরকে দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তুলতে ১৯৮৪ সালে Islami Bank Training and resource Academy (IBTRA) প্রতিষ্ঠার করে। এই ব্যাংক নির্বাহীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে Exicutive Development programmee করে থাকে। ১৯৯৮ সাল থেকে এই একাডেমী Islami Deploma Banking Corse চালু করেছে।

Envirnmental Conciesness: বর্তমানে ব্যাংকের প্রায় ৯৫০ টি চলমান প্রকল্প ২২টি শিল্প খাতে সবুজ শিল্পায়ন কাজ করে যাচ্ছে পরিবেশ দুষন রোধ সর্বোচ্চ যত্নবান হবার নির্মিত্তে Dying and printi প্রকল্পে ETP (Enployentment Plant) স্থাপনের মাধ্যমে মাটি ও পানি দুষন মুক্ত রাখতে সচেষ্ট। IBBL এর অর্থায়নে সকল ইটের ভাটায় ১২০ ফিট চিমনী করে বায়ু দুষন রোধ করার প্রচেষ্টা চলছে। গ্যাসোলিন/ CNG Filing Station স্থাপনে IBBL বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন ঃ এক্সপ্লোসিভ বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস বিভাগ, রূপান্ত রিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অনাপত্তি সনদ (NOC) গ্রহণ নিশ্চিত করে।

সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রম ঃ **City Dhaka Corporation** এর সৌন্দর্য বর্ধনে কার্যক্রমের অধীনে IBBL রাজারবাগ ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত রাস্তায় সুন্দর চারা ও গাছ রোপন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজ সেবা [১৩] **ঃ-**

আর্তমানবতার সেবা ও সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীণ (১৯৮৩ সাল) থেকে "ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" অত্যন্ত সুনামের সহিত সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। আয়বর্ধক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ ও পুর্নবাসন, শিক্ষা, মানবাহিতৈষী, নৈতিকতা শিক্ষা ও বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে সফলতার সহিত এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। নিলে এর কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা গেল ঃ-

আযরর্ধনমূলক কার্যক্রম ঃ মানুষের আয় বর্ধিত করণে Bank Foundation কর্তৃক পরিপালিত কার্যক্রম হলো ঃ- (১) রিক্সা প্রদান (২) সেলাই শিক্ষা প্রকল্প (৩) পোল্ট্রি প্রকল্প (৪) পল্লী স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষা প্রকল্প (৫) দুগ্ধবর্তী গাভী উৎপাদন (৬) আত্নকর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প (৭) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প (৮) ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প।

স্বাস্থ্য সেবা ঃ-

Islami Bank Hospital : দেশের বিভিন্ন বিভাগে সর্বমোট ৬টি Islami Bank Hospital সাধারন জনগণের সাধ্যের মধ্যের মূল্যে মেডিসিন, সার্জারী, ধাত্রীসেবা, শিশু, নাক-কান-গলা, ইউরোলজী, নিউরোসার্জারী, চর্ম, চক্ষু, অর্থোপেডিক, কার্ডিওলজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

Islami Bank Commiunity Hospital : দেশের বিভিন্ন জেলায় সর্বমোট ৬টি Islami Bank Cominunity Hospital রয়েছে। তাছাড়া, ফেনী, নওগাঁ ও ময়মনসিংহে আরো ৩টি কমিউনিটি হাসপাতালের কার্যক্রম অচিরেই আরম্ভ হতে যাচ্ছে।

ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির ঃ আর্থিক অক্ষম এবং দরিদ্র রোগীর যথাযথ চক্ষু চিকিৎসা পেতে Bank foundation কর্তৃক "ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির" প্রকল্প রয়েছে। দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠির পাশাপাশি অবস্থা সম্পন্নরাও খুব সহায়ক মূল্যে চিকিৎসা গ্রহন করে। সর্বশেষ ২০০৭ সালে ৩০০ জনকে সেবা দেয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ Bank foundation প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু দাতব্য চিকিৎসালয়ে এ্যালোপ্যথি এবং অন্যগুলোতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান করেছে। এখানে বিনামূল্যে ও চিকিৎসা প্রদাণ করা হয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ রাজশাহীতে Islami Bank Medical Colege সন্তোষজনকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে এগিয়ে চলেছে। ১ম থেকে ৪র্থ ব্যাচের ক্লাস পূর্নদ্যেমে চলছে (রাজশাহীর নওদাপাড়ায়)।

Nursing Training Institute ঃ- Islami Bank Health and Techonology Institute রোগীদের যথাযথ ডায়গনসিসের বিষয়ে বিবেচনা করে (IBBL) কর্তৃক রাজশাহীতে Islami Bank Institute of Health Technology Institatue নামে একটি Health Technology Institute প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্রমবর্ধমান দক্ষ মেডিকেল টেকনোজিষ্টের চাহিদা পুরনার্থে এই ইনষ্টিটিউটের Course সমূহ হলো ঃ- (১) ফার্মেসী (২) ডেনটিষ্ট (৩) রেডিওলজি ও ইমেজিং (৪) প্যাথোলজী। সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে ৪ বছর মেয়াদী Deploma Course-এর অনুমতি দিয়েছে।

ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী : আই.বি.বি.এল এবং তার সকল Islami Bank Hospital এবং Islami Bank Comminuty Hospital এর সহায়তায় ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

Islami Bank Institute of Technology (IBIT) ঃ- বেকার যুবকদেরকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান কারিগরী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৫টি Islami Bank Institute of Technology (IBIT) রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২টি, সিলেট, চট্টগ্রাম ও বগুড়ার IBIT -সমূহ Bangladesh Technology Education Board কর্তৃক নিবন্ধন ভুক্ত হয়েছে।

Islami Bank International School and College : দেশের নতুন প্রজন্মকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে IBBL এর Bank Foundation কর্তৃক (১৪৭, গ্রীনরোড) ঢাকায় একটি Islami Bank International School and College প্রতিষ্ঠা করে।

Dhaka University Institutional Repository

Islami Bank Model School and College :- ২০০৭ সালে ঢাকার মিরপুরে Islami Bank Foundation-তত্ত্বাবধানে ''Islami Bank Model School and College প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিক শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রম ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়।

মানবিক সাহায্য প্রকল্প ঃ ব্যাংক ফাউন্ডেশন কতৃক নিম্নোক্ত মানবিক সাহায্য প্রকল্প পরিচালিত হয় ঃ * এতিমখানা স্থাপনা ও পরিচালনা * দারিদ্র মহিলাদের জন্য বিবাহের আর্থিক সাহায্য * ঋণগ্রস্থদের জন্য সাহায্য করা * দুঃস্থ ও দুর্যোগ আক্রান্তদের সহায়তা প্রভৃতি।

ত্রাণ ও পুর্নবাসন প্রকল্প ঃ Bank Foundation কর্তৃক প্রাকৃতিক দুযোর্গ, বন্যা, ঝড়, টর্নেডো, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুর্নবাসন করা হয়। ২০০৭ সালে বর্নায় ক্ষতিগ্রস্থদের ১.৫০ কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী সহ Islami Development Bank (IDB) প্রদত্ত ২ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার, ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রদত্ত ৩৬ লক্ষ টাকা, এবং ব্যাংক কর্মচারীদের ১ দিনের বেতন প্রদান করা হয়। ঘুর্নিজড় সিডর আক্রান্তদের মধ্যে ৩ কোটি টাকার ত্রানসামগ্রী Islamic Development Bank- এর মাধ্যমে ২ লক্ষ ডলার, ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০ লক্ষ টাকা, প্রধান উপদেষ্টার তহবিলে ৫০ লক্ষ এবং সেনাপ্রধান তহবিলে ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বৃত্তি মূলক কার্যক্রম, মডেল ফোরকানিয়া মক্তব প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ সংস্কৃতিক কেন্দ্র (রাজশাহীতে), দুঃস্থ মহিলা পুর্নবাসন কেন্দ্র (ঢাকা-মিরপুর), দূর্গতিদের জন্য সার্ভিস সেন্টার এর ইসলামী ব্যাংক ক্রাফট এন্ড ফেশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনকল্যান মূলক কাজে (ব্যাংক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে) নিয়োজিত রয়েছে। ব্যাংক ফাউন্ডেশনের যাকাতের অর্থায়নের পরিচালিত বিশেষ প্রকল্প সমূহ হলো ঃ- ১) দুংস্থ মহিলা পুর্নবাসন কেন্দ্র ২) দাত্যব চিকিৎসালয় ৩) ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষন ৪) শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প ৫) বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র ৬) আর্দশ ফোরকানিয়া মক্তব ৭) ইসলামী হোমেওপ্যাথি ক্লিনিক ৮) ভ্রম্যমান লাইবেরী প্রকল্প ৯) খাতনা ক্যাম্প ১০) চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র ।

আইবিবি এম-এল S.M.E বিনিরোগ [১৪] **ঃ-**

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর SME খাত আর্থ সামাজিক উন্নযণ, কর্ম সংস্থান, বৃদ্ধি এবং দেশের GPD-তে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাংকটির Investment For SMES এর নিয়মাবলীতে স্পষ্ট বলা আছে 'IBBL is a multi product financial institution based on Islamic shariah offering a board spectrum of Financial assistance to the Institutional and individual client' . অর্থাৎ IBBL শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত একটি বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রয়োজন মোতাবেক বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে ইসলামী ব্যাংক জনকল্যানমূলক বিভিন্ন খাতের আওতায় SME বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। সমাজের নিম্নবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত সহ বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে SME পদ্ধতি গুরুপূর্ন ভূমিকার দাবিদার। ব্যাপক কর্সসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে SME এর ভূমিকা বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ধরণ ঃ-

ক্রমকি নং	বিনিয়োগের ধরণ	মোড
০১।	মেয়াদী বিনিয়োগ	HPSM
০২।	চলতি মূলধন	বাই-মুরাবাহ/বাই-মুযাজ্জাল
০৩।	ব্যবসা বিনিয়োগ	বাই-মুরাবাহা/ বাই-মুযাজ্জাল

Dhaka University Institutional Repository

SME- বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ-

SME খাত থেকে বিনিয়োগ পেতে হলে প্রার্থীকে নিম্মোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক ঃ-

(১) এক মালিকানা / যৌথ মালিকানা / প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ।

(২) যাদের ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিশোধ করার মত যথেষ্ট নগদ প্রবাহ (cash flow) সামর্থ্য আছে।

(৩) যাদের উৎপাদিত পণ্যের সুনির্দিষ্ট বাজার আছে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

(৪) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জনবল, যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

SME খাত সমূহ ঃ- ইসলামী ব্যাংক নিম্মোক্ত খাত সমূহে SME বিনিয়োগ করে থাকে।

১।	উৎপাদনশীল খাতা	খাদ্য কৃষিজাত, চামড়া, বস্ত্র, হস্তশিল্প, ইলেকট্রনিক্স এবং পুনঃ প্রক্রিয়াজাত করণ।
২।	ট্রেডিং	আমদানী ও রপ্তানী খাতসহ সকল ধরণের শরীয়াহ অনুমোদিত পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা
৩।	সেবা	টেলিকমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্ট, ইনফরমেশন টেকনোলজী, হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

SME বিনিয়োগের অন্যান্য দিক সমূহ ঃ-

বিনিয়োগের ধরণ	সময় সীমা	লভ্যাংশ/ভাড়ার হার	জামানত
মেয়াদী বিনিয়োগ	সর্বোচ্চ ৫ বছর	বর্তমানে এই হার ১৪-১৫%	ব্যবসার ধরন ও বিনিয়োগের প্রকারভেদ ও পরিমানের ভিত্তিতে জামানতের চাহিদা নিরূপিত হয়।
চলতি মূলধন / ট্রেডিং	সর্বোচ্চ ১ বছর	এটা পরিবর্তনশীল ও অন্যান ব্যাংকের সাথে সামাঞ্জ	

SME বিনিয়োগে প্রশিক্ষন পদ্ধতি ঃ-

আই বি বি এল SME উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে নিম্নে কিয়দাংশ পদ্ধতি আলোচনা করা হইল ঃ-

ক্ষুদ্র ঋণের অনুপম দৃষ্টান্ত ঃ- ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের উন্নয়ণ স্বম্ভব এটা প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে একটি অনুপম দৃষ্টান্ত হলো ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরুস্কার বিজয়ী ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার প্রবক্তা ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতি ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামে-এ 'নবযুগ তেভাগা সমবায় সমিতি' গঠন করেই মূলতঃ গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। যে ঋণ/বিনিয়োগ পদ্ধতিটি বর্তমান বিশ্বে মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বের ২৩টি উন্নয়নশীল দেশ এই ব্যবস্থা চালু করেছে। সুদমুক্ত ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিটি ও জনকল্যাণে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এই সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাত ইসলামী ব্যাংকের জন্য যেমনি লাভজনক তেমনি সমাজ ও জনগনের জন্য মঙ্গলজনক ও বটে।

যাই হোক, Bangladesh Bank কর্তৃক Guide line মোতাবেক IBBL ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১ জানুঃ ২০০৬ ইং হতে Small Enterprise এবং Consumer Investment division (SECID) নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করেছে। এ ছাড়া ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ Project Investment division (P.I.D) এবং General Investment division (G.I.D) এর মাধ্যমে মাঝারী উদ্যোক্তাগণের অর্থায়ন করে থাকে। ২০০৬ সালের মোট নিয়োগের ১৬.৬৪% ছিল (১৮.৯০২

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়ন) SME বিনিয়োগ। SME বিনিয়োগের এই বিপুল পরিমান প্রমাণ করে যে, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, জনগনের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে SME এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কল্যানমুখী বিনিয়োগ প্রকল্পের বিগত ৫বছরের ডাটা ঃ-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০০৩ সাল	২০০৪ সাল	২০০৫ সাল	২০০৬ সাল	২০০৭ সাল
০১।	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫৭০.৮৮	৭৮৯.৯৭	১,১০৬.৪৭	২,২৪২.২২	
০২।	গৃহসামগ্রী প্রকল্প	৯১০.৯১	৮৭৮.৭৬	৭৮২.০৯	৬৯৯.৯৫	
০৩।	ডাক্তারদেও বিনিয়োগ প্রকল্প	১০১.০১	৮৫.৫৪	৬৪.৪২	৩৩.৩৮	
০৪।	ঈরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প	২,৩১১.৬০	২৪৪২.১৬	২,৯৪৭.৩৮	২,৬৯৮.৮৮	
০৫।	গাড়ী বিনিয়োগ প্রকল্প	৩৩.৫৮	৩০.৩০	২৭.৭৫	২৩.৫৪	
০৬।	ক্ষুদ্রব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প	৩৯৫.৭৫	৫০১.২৬	৬২৯.৮১	৭৬৮.৪৫	
০৭।	মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ বনিয়োগ প্রকল্প	১০.১০	১৭.১৮	১০.২১	৬.২৪	
০৮।	কৃষি উপকরন বিনিয়োগ প্রকল্প	১২.৭৬	১৪.৬৯	১২.৫৩	১১.৯৪	
০৯।	গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প	৬৬১.৫৬	৬৭২.১০	৬০৯.৭৮	৫০৬.৭৫	
১০।	রিয়েল এষ্টেট বিনিয়োগ কর্মসূচী	৩,৪১৮.৮৫	৪,৭১৩.৭০	৫,৮৫৯.৭৫	৬,৫৮২.৮৫	
	উপ- মোট (প্রকল্প বিনিয়োগ) =	৮,৪২৭.০০	১০,১৪৫.৬৬	১২,০৫০.১৯	১৩,৫৭৪.২০	

<u>তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-</u>

(১) ইসলামী ব্যাংকিং - এ.এ.এম হাবিবুর রহমান , পৃষ্ঠা-

(২) ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি - আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ. এবং PRD (IBBL) Published-June, 2006.

(৩) Annual Report -2007, Ibbl

(৪) PRD (IBBL) Published-Sep;, 2002.

(৫) PRD (IBBL) Published-June, 2006. ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি.

(৬) PRD (IBBL) Published-June, 2006. ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি

(৭) PRD (IBBL) Published-June, 2006. ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি

(৮) PRD এর RDS (IBBL), Published-June, 2006.

(৯) Annual Report -2007, IBBL

(১০) PRD (IBBL) Published-June, 2006.

(১১) ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি - আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ.

(১২) PRD (IBBL) Published-June, 2006.

(১৩) যাকাত ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন- প্রকাশনায়ঃ- ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, সেপ্টে; -২০০৫.

১৪ দৈনিক যুগান্তর -২৪ ফেব্রুঃ, ২০০৯.

১৫. PRD (IBBL) Published-June, 2006.

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়
বিনিয়োগ / ঋণের শ্রেণীবিন্যাসও প্রভিশনিং

বিনিয়োগ / ঋণের শ্রেণীবিন্যাস কি?

প্রচলিত ব্যাংক সমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহ প্রদত্ত বিনিয়োগ/ঋণের কিয়াদাংশ অনেক সময় অনাদায়ী থেকে যায়। এই অনাদায়ী বা মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণকে তার সময়সীমা অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ঋণের এই শ্রেনীকরণ কেই ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বলা হয় [১]।

সর্ব প্রথম ১৯৮৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর Bangladesh Bank এর ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ৪১ নম্বর সার্কুলার জারি করে সকল তফসীলি ব্যাংকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করতে নির্দেশ দেয়া হয়। ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নিয়মনীতিকে আন্তর্জাতিক মানের করার সমপর্যায়ে আনয়নে Bangladesh Bank কর্তৃক আবার বিসিডি সার্কুলার নং- ২০ তারিখ- ২৭-১২-১৯৯৪ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারে পরের ৪ বছরের সময়কে মোট ৫টি পর্যায়ে চিহ্নিত করে ক্রমাগত কঠোর নিয়ম আরোপ করা হয়। সর্বশেষ বি আর পি পি সার্কুলার নং-০৯ তারিখ ১৪-০৫-২০০১ইং এর মাধ্যমে উক্ত বিআর পিডি সার্কুলার নং- ১৬/১৯৯৮ এর নিয়ম কানুনের আংশিক সংশোধন করা হয় [২]।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে প্রচলিত ব্যাংক সমূহের জন্য ঋণ শ্রেণী বিন্যাস ও প্রভিশনিং যেমনি গুরুত্বপর্ণ তেমনি ইসলামী ব্যাংক সমূহের জন্য ও তাদের বিনিয়োগ শ্রেণী বিন্যাস ও প্রভিশনিং গুরুত্বপূর্ন ও অবশ্য পালনীয়।

বিনিয়োগ/ঋণের প্রকারভেদ [৩] ঃ-

২০০১ সালের Bangladesh Bank সংশোধিত নীতিমালা অনুয়াযী প্রচলিত ব্যাংকের সকল "ঋণ ও আগাম " তথা ইসলামী ব্যাংকের সকল ঋণ/বিনিয়োগ কে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়োছে ঃ-

(ক) চলমান বিনিয়োগ ঋণ (Continuous) (খ) তলবী বিনিয়োগ/ঋণ (Demand Loan) (গ) মেয়াদী বিনিয়োগ ঋণ (Fixed term) (ঘ) স্বল্প মেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ / ঋণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ঋণ (Short term agricultural and Micro Investment/Credit)

(ক) চলমান বিনিয়োগ ঋণ (Continos) :- সে সকল ঋণ/বিনিয়োগ কোনো সুনির্দিষ্ট পরিশোধ সুচী ছাড়াই লেনদেন করা যায়, তবে বিনিয়োগ/ঋণ পরিশোধের Expirydate/Duedate of payment এবং বিনিয়োগ/ঋণ সীমা (Limit) নির্ধারিত থাকে, এগুলোই চলমান বিনিয়োগ/ঋণ। যেমনঃ- বই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, MPI ইত্যাদি। চলমান বিনিয়োগ/ঋণকে CL-2 ফরমে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়।

(খ) তলবী ঋণ/বিনিয়োগ (Demand) ঃ- সে সকল বিনিয়োগের / ঋণ ব্যাংক কর্তৃক দাবি করার পর পরিশোধযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ঐ সকল বিনিয়োগ/ঋণকে তলবী বিনিয়োগ/ ঋণ বলা হয়৷৷ যেমনঃ- Forced Investment/ Loan, PAD, FBP/FBN, MPI, MURA, IBP General L/C ইত্যাদি। তলবী বিনিয়োগ / ঋনকে CL-3 Form এ শ্রেনীবিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

গ) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ (Fixed term) :- যে সকল বিনিয়োগ/ঋণ একটি নির্দিষ্ট পরিশোধ সুচী অনুযায়ী পরিশোধ যোগ্য, তাকে মিয়াদি বিনিয়োগ/ঋণ বলে। ৫ বছরের কম মেয়াদের ক্ষেত্রে CL-4 এবং ৫বছরের বেশি মেয়াদের জন্য CL-5 Form এ শ্রেণী বিন্যাস করা হয়।

ঘ) স্বল্প মেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ / ঋণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ / ঋণ ঃ- বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বার্ষিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় তালিকাভুক্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণ সমূহই এই বিনিয়োগ/ঋণের আওতাভূক্ত। কৃষিখাতে প্রদত্ত ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগ/ঋণ অনুর্ধ্ব ১০ হাজার টাকার ক্ষুদ্র ঋণ অনুর্ধ্ব ১২ মাসে পরিশোধ যোগ্য,

মাইক্রোক্রেডিট কে বোঝানো হয়েছে, তা অকৃষি বিনিয়োগ/ঋণ, স্বনির্ভর বিনিয়োগ/ঋণ তাঁতবিনিয়োগ/ঋণ ব্যাংকের নিজস্ব প্রকল্প বিনিয়োগ/ঋণ বা RDS যে নামেই হোক। একে CL-6 form এ শ্রেণী বিন্যাস করা হয়।

সময়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগ/ঋণের শ্রেণীবিভাগ ঃ-

ক্রমিক নং	শ্রেণী বিন্যাসের ধরণ	মেয়াদোত্তীর্ণ সময়কাল
১।	অশ্রেণীকৃত/Unclassified (U.C)	০৬ মাসের কম
২।	নিম্নমান/ Swostandard (S.S)	০৬ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ০৯ মাসের কম
৩।	সন্দেহ জনক/Doubtful (D.F)	০৯ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১২ মাসের কম
৪।	মন্দ ক্ষতিজনক/Bad Loss (B.L)	১২ মাস বা তদূর্ধ্ব [৪]

উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগ/ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ এবং ঋণ শৃঙ্খলা জোরদার করণের পাশাপাশি ঋণ শ্রেনীবিন্যাসের পদ্ধতি ও সহজীকরনের প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বিনিয়োগ/ ঋণ শ্রেণীকরণের ভিত্তি ঃ- ০২ টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ/ঋনের শ্রেনীবিন্যাস করা হয়। যথাঃ-

১। বস্তুগত মাপকাঠি (Objective Criteria)
২। গুনগত মান (Qualitative Judgement)

বস্তুগত মাপকাঠি ঃ-

১) যে কোন চলমান ঋন/বিনিয়োগ Expirydate এরমধ্যে পরিশোধ/নবায়িত না হলে, পরদিন হতে তা Overdue হবে। উক্ত বিনিয়োগ/ঋন বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০০১ সময়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস মতে unclassified, Substandard, Doubtful, এবং Bad Loss (UC, SS, DF এবং BL) বলে গণ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২) উক্ত বি আর পিডি সার্কুলার নং- ০৯/২০০১ অনুযায়ী কোন তলবী ঋণ/বিনিয়োগ ব্যাংক কর্তৃক দাবিকরার তারিখ/বাধ্যতামূলক ঋণ সৃষ্টির তারিখ হতে ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৯ মাসের কম সময় অপরিশোধিত থাকলে Substandard হবে। এভাবে সময়ের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাসানুযায়ী Doubtful এবং Bad Loss এ গণ্য হবে।

৩) বি আর পিডি সার্কুলার ১৬/১৯৯৮ এর বিধান মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যে মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ-

* সর্বোচ্চ ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য এবং ৫ বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য।

সর্বোচ্চ ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণের ক্ষেত্রে ঃ-

১। ৬টি কিস্তি খেলাপী/সমমানের বা অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ/ঋণটি Substandard হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

২। ১২টি কিস্তি/ ১২ মাসে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ/ঋণটি Doubtful হিসাবে শ্রণীবিন্যাসিত হবে।

৩। যদি কিস্তি খেলাফির পরিমাণ ১৮ মাস প্রদত্ত কিস্তির সমান বা অধিক হলে বিনিয়োগ/ ঋণটি Bad Loss হবে।

৫ বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ/ ঋণের ক্ষেত্রে ঃ-

১। কিস্তি খেলাপী ১২ মাস বা অধিক হলে বিনিয়োগ/ঋণটি Substandard হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিতহবে।

২। কিস্তি খেলাপী ১৮ মাস/সমান বা অধিক হলে বিনিয়োগ/ঋণটি Doubtful হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হবে।

৩। কিস্তি খেলাপী ২৪ মাসের সমান/অধিক হলে বিনিয়োগ/ঋণটি Bad Loss হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগটি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য হলে ৬ মাসের প্রদেয় কিস্তি হবে ৬ মাসের মাসিক কিস্তির যোগফলের সমান । অণুরূপে ২টি ত্রৈমাসিক কিস্থির যোগফল সমান একটি ৬মাসের প্রদেয় কিস্থি অথবা ১টি ৬ ম্মাসিক কিস্তির সমান টাকা।
৪। স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ ঋণ চুক্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোখিত না হলে তা অনিয়মিত হিসাবে গণ্য হবে। এই অনিয়মিত বিনিয়োগ/ ঋণ হিসাবে ১২ মাস, ৩৬মাস অথবা ৬০ মাস, সময় অতিক্রাত হলে তা যথাক্রমে Substandard, Doubtful, এবং অথবা Bad Loss হিসাব শ্রেণী বিন্যাসিত হবে।

* গুণগত মান (Qualitative Judgement) ঃ-

যে কোন চলমান বা তলবী মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণ Objective criteria-র ভিক্তিতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য হউক বা না হউক, পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ দেখা দিলে তা গুনগত মানের ভিক্তিতেই শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ ঃ- ধরা যাক, কোন বিনিয়োগ/ঋণ বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে Substandard হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস্ত হয় অর্থ্যাৎ এর Fxpiry date ৬মাস অতিক্রান্ত ৯মাস কিন্তু পুর্ণ হয় নাই, এমতাবস্থায় গ্রহিতার মৃত্যু হয়েছে অথবা নিখোঁজ রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত মানের ভিত্তিতে বিনিয়োগ/ ঋণ Bad Loss হিসাবে বিবেচিত হবে। এছাড়া ও বিনিয়োগ/ঋণ গুণগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করণের কারণ সমূহঃ

* প্রতিকুল অবস্থার কারণে গ্রহিতার মূলধন ক্ষতিগ্রস্থ হলে।

* ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকালের বিবেচ্য বিষয়সমূহের পরিবর্তন ঘটলে।

* জামানতের মূল্য হ্রাস পেলে।

* প্রতিকুল অবস্থার কারণে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে।

* অযৌক্তিক ভাবে/বারবার কোন বিনিয়োগ/ঋণ পুনঃ তফসীলিকরণ করা হলে।

* পুনঃ তফসীলিকরণ বিধিমালা ভঙ্গ হলে।

* বিনিয়োগ/ঋণ আদায়ের জন্য মামলা করা হলে।

* বিনিয়োগ/ঋণ সীমা প্রায়শই অতিক্রম করার প্রবনতা পরিলক্ষিত হলে।

* উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যাতিত কোন ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা হলে।

* ব্যাংকের বিবেচনায় গ্রহিতা ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য হলে।

উপরে বর্ণিত যে কোন কারণে/অন্য কোন কারণে
* বিনিয়োগ/ঋণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনায় যথাযথ প্রদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিযে গুনগত মানের ভিত্তিতে Substandard শ্রেণী বিন্যাস করা যায়।

* যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনে ও যদি বিনিয়োগ/ঋণটি সম্পূর্ণ পরিশোধ অসম্ভব হয় তবে উহাকে Doubt ful হিসাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়।

* সর্বাত্বক প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ/ঋন আদায়ের সম্ভাবনা না থাকলে তা গুনগত মানের ভিত্তিতে Bad loss হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হয়।

শ্রেণী বিন্যাসিত বিনিয়োগের মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপুরন হিসাবায়ন ঃ-

* কোন বিনিয়োগ / ঋণ Substandard ev Doubt ful হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হলে উক্ত হিসাবে Profit/ Rent/ Compensation Suspense আরোপ করা যাবে। কিন্তু উহা আয় হিসাবে বা নিয়মিত হিসাবে নয়, বরং স্থগিত হিসাবে (স্থানন্তরিত) সংরক্ষন করতে হয়। ঐ হিসাবে কোন Profit / Rent/ Compensation Substandard Suspense আরোপ করা।

* কোন বিনিয়োগ / ঋণ Bad Loss হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হওয়া মাত্রই যায় না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে Profit / Rent / Suspense আরোপ করে এগুলো সহ মোট বকেয়ার উপর মামলা দায়ের করা যায়। আরোপিত Profnt / Rent / Suspens স্থগিত হিসাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

* শ্রেণী বিন্যাসিত বিনিয়োগ / ঋণ বা অংশ আদায় হলে অর্থ্যাৎ বিনিয়োগ/ঋণ হিসাবে প্রকৃত জমা সংঘটিত হ উক্ত জমা হতে প্রথমে অনারোপিত এবং আরোপিত Profit/Rent/Compensation suspense আদায় করতে হয়। অতঃপর আসর বিনিয়োগ সমন্বয় করতে হয়।

শ্রেণী বিন্যাসকৃত বিনিয়োগের সর্বশেষ চিত্র ঃ-

বাংলাদেশের সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে Investment একটি উল্লেখযোগ্য খাত। আধুনিক/সুদী ব্যাংকিং খাতে একে ঋণ বলা হলে ও ইসলামী ব্যাংক সরাসরি ঋণ দান করে না। বরং বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা করে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের শ্রেণীবিন্যাসকৃত বিনিয়োগের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ-

	2004	2005	2006
Classified Investment decreased	17.63%	13.55%	
Foreign Commercial Bank	1.50%	1.26%	
Nationalised Commercial Banks	25.30%	21.35%	
Specialized Bank	42.86%	34.87%	
Conventional private Commercial Bank			
Private Commercial bank (Including Islamic Baning	8.53%	5.62%	
Islamic Bank Bangladesh Ltd.	6.53%	3.09%	

(৫)

সাম্প্রতিক সময়ে IBBL সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস (৬) ঃ-

IBBL এর ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে সকল প্রকার শ্রেণী বিন্যাস এবং সাম্প্রতিক প্রকাশিত ২০০৬ সালের সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ-

সম্পদের ধরণ	২০০৭	২০০৬	২০০৫
অ-শ্রেণীকৃত	১৪০,৬৭৪,৫৮৯,৫৯৫	১০৯,৬৭৭,৩৭২,১২৯	২,৪০২,৬৪৭,০৭০
সন্দেহ জনক	৩৩১,০৮৫,০০০	৫১৫,০৮৪,০০০	৩৩,২৬৯,৩৪৩
মন্দ/ ক্ষতি	২,৬৫৩,৬৮৪,০০০	২,৪৮৪,৪৯৪,০০০	১,৪২৫,০০০
মোট =	১৪৩,৬৫৯,৩৫৮,৫৯৫	১,১২৬,৭৬৯,৫০১,২৯	২,৪৩৭,৩৪১,৪১৩

পুনঃ বিশ্রেণী করণ (De-classification) :-

গুনগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীকৃত ঋনের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তবে ঐ বিনিয়োগ/ঋণ পুনঃ বিশ্রেণীকৃত (Declassify) করা যেতে পারে।

প্রভিশন সংরক্ষন কি?

প্রভিশনের অন্য নাম প্রবিধান।

ব্যাংক সমূহ জনগণ থেকে আমানত/জমা (Deposit) সংগ্রহ করে তা ব্যবসায়ীদের মাঝে বিনিয়োগ করে বিধায় জনগণের আমানত কে ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য আনাদায়ী ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রাখতে হয়। একেই প্রভেশন সংরক্ষণ বলে।

প্রভেশনের হার সমূহ (Rate of Provision) (৭):-

	শ্রেনীবিন্যাসের ধরণ	স্বল্প মেয়াদী কৃষিও ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে	অন্যান্য সকল ঋনের ক্ষেত্রে
Unclassified	অশ্রেণীকৃত (UC)	৫%	১%
Sub-Standard	নিম্নমান (SS)	৫%	২০%
Doubtful Investment	সন্দেহজনক (DF)	৫%	৫০%
Bad/Loss Investment	সন্দ/ক্ষতিজনক (BL)	১০০%	১০০%

উপযুক্ত / যোগ্য জামানত (Eligible Security) (৮):-

উপযুক্ত জামানত হিসাবে Bangladesh Bank নিম্নোক্ত জামানত সমূহকে অর্ন্তভূক্ত করেছে ঃ-

নং	খাত / দিক সমূহ	জামানত %
১।	বিনিয়োগ/ঋণের বিপরীতে লিয়েনকৃত জামানতের	১০০%
২।	ব্যাংকে গচ্ছিত স্বর্ণ/স্বর্ণালংকারের বাজার মূল্য	১০০%
৩।	লিয়েনকৃত সরকারী/বন্ড/সঞ্চয় পত্রের মূল্য	১০০%
৪।	সরকারী বা Bangladesh Bank প্রদত্ত Guarantee	১০০%
৫।	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রাণাধীন রক্ষিত সহজে বিপণনযোগ্য পণ্যের বাজার মূল্যের	৫০%
৬।	জমাকৃত জমি ও ইমারতের বাজার মূল্যের	৫০%

Provision for other asset অন্যান্য সম্পদের উপর Provision:-

ব্যাংক তার অন্যান্য সম্পদ যেমন ঃ Suspense A/C Expenditure A/C Stamps in hand, Advance against expenditure, Advance Rent, Stock of Stationer, Advance Deposit, Legal expenses প্রভৃতি হিসাবের উপর Provision করে, এক্ষেত্রে Rate of Provision বিভিন্ন রকম হয়।

প্রভিশনের ভিত্তি নিরূপণ ঃ- (Base of provision) :- বিনিয়োগ / ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হলো প্রভিশনের ভিত্তি নির্ধারণ করা। প্রভিশনের ভিত্তি নির্ধারক সুত্র ঃ {(SS+DF+BL) এর মোট বকেয়া} (PS+CPS+ES) প্রভিশনের ভিত্তি।

প্রভিশন নির্ধারক সুত্র বিশ্লেষণ ঃ- Sub-standard doubtful এবং Bad Loss এর মোট বকেয়া থেকে স্থগিত সুদ/মুনাফা (Profit suspense) জরিমানা (Compensation) ও যোগ্য জামানত (Eligible Security) এর মূল্য বাদ দিয়ে প্রভিশনের ভিত্তি নিরূপিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভিশন সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ-

১) চলমান, তলবী এবং মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে নিম্নরূপ হারে প্রভিশন সংরক্ষন করতে হয়।

ক) অশ্রেণীবিন্যাসিত (US)------------১% খ) নিম্নমান (SS)----------------------২০%

গ) সন্দেহ জনক (DF)-----------------৫০% ঘ) মন্দ (BL)-------------------------১০০%

২) শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগ / ঋণের বকেয়া স্থিতি হতে স্থগিত Profit/Rent/Crnpensation suspense এবং Eligible Securities এর মূল্য বিয়োজন পূর্বক নিরূপিত স্থিতির উপর উপরোক্ত হারে Provision সরংক্ষন করতে হয়।

৩) স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ হারে প্রভিশন সংরক্ষন করতে হয়:-

ক) নিয়মিত অনিয়মিত, সন্দেহজনক, নিম্নমান ইত্যাদি সকল বিনিয়োগ/ঋণের উপর ৫০%

খ) মন্দ বিনিয়োগ / ঋনের উপর ১০০%

উপরোক্ত নীতিমালার মোতাবেক বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহ কর্তৃক ত্রৈমাসিক বিনিয়োগ/ঋণ শ্রেনীবিন্যাস কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। Reference Date (সূত্রতাং) এর ৩০ দিনের মধ্যে Classification, Provision এবং স্থগিত সুদ Profit/Rent/Suspense হিসাবে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য Bangladesh Bank এ প্রেরণ করতে হয়।

সি এল ফরম সংক্রান্ত নীতিমালা [৯] ঃ

উপরোল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে বিনিয়োগ/ঋণ শ্রেণীবিন্যাস, প্রভিশনিং, এবং স্থগিত Profit /Rent/ Suspense হিসাবে সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য Bangladesh Bank কর্তৃক ঋণ ও আগাম (বিনিয়োগ) এর প্রকৃতি অনুযায়ী ৬টি সেক্টরে ভাগ করে বি আর পিডি সার্কুলার Letter No-2 তারিখঃ ১৮/০১/১৯৯৯ইং এর মাধ্যমে Summary from সহ মোট ৬টি From এবং CL-6 এর সাথে দুটি Work Sheet পুরণের নির্দেশ দেয়া হয়। উল্লেখিত ৬টি ফরমঃ CL-1, CL-2, CL-3, CL-4, CL-5, CL-6, from পুরণের নিয়মাবলী ঃ-

১। CL-1 ফরম ঃ- বিনিয়োগের/ঋনের প্রকৃতি অনুযায়ী ৬টি বৃহৎ সেক্টরে বিভক্ত বিনিয়োগ সমূহের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং এর সার-সংক্ষেপ নির্ধারনের জন্য CL-1 ফরম ব্যবহার করা হয়। সেক্টর গুলো হচেছঃ-

চলমান বিনিয়োগ, তলবী বিনিয়োগ/ ঋণ, ৫বছরের মধ্যে পরিশোনযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ/ ঋণ, ৫ বছরাধিক সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণ, এবং স্বল্পমেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ। এছাড়া ও এই ফরমে ষ্টাফ বিনিয়োগ/ঋণের অবস্থা ও দেখানো হয়।

অন্যান্য CL-ফরমের মোট বিনিয়োগ/ঋণের বকেয়া স্থিতি, অশ্রেণীকৃত ঋণের বকেয়া স্থিতি, প্রভিশনিং এর ভিত্তি, রক্ষিতব্য প্রভিশনিং এর পরিমাণ এবং স্থগিত Profit/Rent/Suspense হিসাবের স্থিতি CL-1 ফরমে রিপোর্ট করতে হয়। এই ফরমের নীচের Cheek list টি বিনিয়োগ/ঋণের শ্রেণী বিন্যাস ও প্রভিশনিং এর Control from এর কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগের/ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং/হিসাবায়ন হার এর ফরমের নীচের অংশে দেয়া আছে।

২। CL-2 ফরমঃ- যে সকল বিনিয়োগ/ঋণ কোনো সুনির্দিষ্ট পরিশোধ সূচী ব্যতিরেকে লেনদেন করা যায়, কিন্তু বিনিয়োগ পরিশোধের জন্য সর্বশেষ তারিখ এবং বিনিয়োগসীমা আছে, এই সব বিনিয়োগ/ঋনের কার্যক্রম সম্পাদনে CL-2 ফরম ব্যবহার করা হয়। এই ফরমে ৫নং কলামে Date of Last Renewal/Rescheduling এর ক্ষেত্রে নবায়নের ক্ষেত্রে RNL লিখে নবায়ন তারিখ এবং পুনঃ তফসীলিকরণের ক্ষেত্রে RSDL লিখে কততম পুনঃ তফসিল তা উল্লেখ করে তারিখ লিখতে হয়। ১২ ও ১৩ নং

Dhaka University Institutional Repository

কলামে Final Classification Status এর ক্ষেত্রে ১২নং কলামে Final Classification অধিকতর বিরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত Classification Status লিখতে হয় এবং ১৩নং কলামে Basis for Classification বলতে Objective Criteria বা Qualitative Judgement এর ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে অধিকতর অপেক্ষাকৃত বিরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিটি উল্লেখ করতে হয়। এই ফরম চলমান বিনিয়োগ/ঋনের ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহারযোগ্য।

৩। CL-3 ফরম ঃ- যে সকল বিনিয়োগ/ঋন ব্যাংক কর্তৃক দাবি করার পর পরিশোধযেগ্য অথবা নিয়মিত বিনিয়োগ হিসাবে পূর্ব মঞ্জুরী নেই বা তলবী বিনিয়োগ/ঋণ, এই সব বিনিয়োগ/ঋণ কার্যক্রমে CL-3 ফরম ব্যবহৃত হয়। CL-3 এর ৫,১২,১৩ নং কলামে পূরণ CL-2 ফরমে অনুরূপ। ৮নং কলামে ব্যাংক গ্রাহককে প্রদত্ত বিনিয়োগ/ঋণ পরিশোধের নোটিশ Date ই হলো Claim Date তলবী ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই ফরম বেশী ব্যবহৃত হয়।

৪। CL-4 ফরম ঃ- সর্বোচ্চ ৫ বছরে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগ/ঋণের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাসের জন্য এই CL-4 ফরম ব্যবহার হয়। এর ৭নং কলামে Amount Due থেকে Amount paid বাদ দিয়ে Amount in arrears বের করতে হয়। ৮নং কলামে Amount in Arrears এর সাথে In settlement frequency গুণ করে Installement Size দ্বারা ভাগ করে Time Equivalent Of Amount In Arrears বের করতে হয।

৫। CL-5 ফরম ঃ- ৫বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগ/ঋণের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য CL-৫ ব্যবহার করতে হয় এবং Cl-4 ফরম পুরন একইরূপ। মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋনের কিস্তির পরিমাণ এবং কিস্তির মেয়াদ অসম, এমন বিনিয়োগ/ ঋণের শ্রেনীবিন্যাসের ক্ষেত্রের Time Equivalent Of Amount In Arrears নির্ধারনের সময় উল্লেখিত মেয়াদ বের করে সে অনুযায়ী হিসাবায়ন করতে হয়।

হিসাবায়নের নিয়ম ঃ-

CL – 6 ফরম ঃ- স্বল্প মেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ঋণের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য CL-6 ফরম ব্যবহার করতে হয়। এই ফরমের সঙ্গে নিম্নোক্ত Work Sheet Form থাকে য়া ব্যবহার আবশ্যক Work Sheet For CL-6 Form ব্যবহার ঃ-

A) Short Term Agricultural Credit (STAC) স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ (বিনিয়োগ) শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই Work Sheet টি ব্যবহার করতে হয়।

B) অন্যান্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ / ঋনের শ্রেণীবিন্যাসের কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিস্তারিত তথ্য এর জন্য এই Work Sheet টি ব্যবহার করতে হয়।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

(১) ইসলামী ব্যাংকিং এ.এম. হাবিবুর রহমান পৃঃ নং-২৩২
(২) ইসলামী ব্যাংকিং এ.এম. হাবিবুর রহমান
(৩)ইসলামী ব্যাংকিং -তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি পৃঃ নং ১৯৮
(৪) ইসলামী ব্যাংকিং এ.এম. হাবিবুর রহমান পৃঃ নং-২৩২
(৫) প্রাগুপ্ত
(৬) Ibbl এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭
(৭) ইসলামী ব্যাংকিং এ.এম. হাবিবুর রহমান পৃঃ নং-২৩৬
(৮) Ibbl এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫
(৯) ইসলামী ব্যাংকি তত্ত্ব প্রয়োগের পদ্ধতি পৃঃ নং-২০৪. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

তথ্য প্রযুক্তি ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমে Conventional Bank এবং পরে পথ-পরিক্রমায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটে। বর্তমানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের বিকল্প নেই। ২০০৫ সালের পূর্বে IBBL এ IBBS বা Intregrated Branch Banking System চালু ছিল, যাহা বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে অকার্যকর। তাই বর্তমানে IBBL এর Automatim Information and Commiunication Technology Division (ICTD) নতুন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি ও Business Saport এবং তার সাথে জড়িত অবকাঠামো উন্নয়ণ ও রক্ষনা-বেক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত। ইসলামী ব্যাংক সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য উন্মোক্ত থাকার ফলে নতুন বিকল্প সেবা প্রদানকারী মাধ্যম সমূহ যেমন ঃ- ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এম্ট্রিস, ক্রেডিট কার্ড, টেলি-ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মানুষের ব্যাপক চাহিদা পুরণ করে সমন্বিত ব্যাংকিং পদ্ধতি ও Automation Software- এর মাধ্যমে সার্বিক অগ্রগতি সহ সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন সেবা দানে সচেষ্ট থাকে। ইসলামী ব্যাংক-ই একমাত্র ব্যাংক, বাংলাদেশে যাদের নিজস্ব জন শক্তির (Computer Programmer) মাধ্যমে উদ্ভাবিত (Conventional Banking Service- সহ ব্যাপক ভিত্তিতে) Online Banking Software রয়েছে । ২০০৭ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে ৯৫ টি Online Banking Survice প্রদান কারী শাখা যা ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলাগুলোকে Online Netwark-ভূক্ত করেছে। ২০ মার্চ, ২০০৬ থেকে Radio Link, Fibre Optics এবং DNA ব্যাবহার করে Online ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বর্তমানে Online সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ স্থিতি অনুসন্ধান, বিবরণী ছাপানো, নগদ জমা এবং উত্তোলন, তহবিল স্থানান্তর এবং ক্লিয়ারিং।

ইসলামী ব্যাংকের প্রযুক্তিগত সেবা সমূহ ঃ-

(1) eIBS ঃ- যার অভিব্যক্তি হলো- etc ctronic Intergrated Banking System . WAN সমৃদ্ধ ৩য় প্রজন্মের ব্যাংক ও Foreign Bank সমূহের সাথে তাল মিলিয়ে শরীয়াহ্ ও কল্যানমূখী ব্যাংকিং সেবার লক্ষ্যে IBBL কর্তৃক ২০০১ সালে elbs নামে Internet ভিত্তিক সর্বজন স্বীকৃত একটি Software তৈরীর প্রকল্প হাতে নেয়। যার প্রধান ৩টি মডিউল হলো- General Banking , Investment এবং Foreign trade. এটি একটি প্লাটফর্ম নির্ভরশীল এবং জাভা ও এ্যাপাচি টমক্যাটকে ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। এই সব মডিউল তৈরী করে বিভিন্ন শাখায় স্থাপন করে সমন্বিত ভাবে কাজ করা হচ্ছে।

(২) E-Cash ATM Card ঃ- ATM এর অভিব্যক্তি হলো- Automated Tailer Machine - এটি ইলেকট্রিক্যাল ব্যাংকিং জগতে নবদিগন্তের উম্মোচক । E-Cash হলো এমন একটি কার্যক্রম, যা বিভিন্ন ব্যাংকের সমন্বয়ে এমন একটি নেটওয়ার্ক যেখান থেকে গ্রাহক বৃন্দ দিনের ২৪ ঘন্টায় ব্যাংকিং লেনদেন ও Utility বিল পরিশোধ করার সমূহ সুযোগ পাচ্ছে। জরুরী প্রয়োজন কিংবা ছুটির দিনে ও গ্রাহক টাকা উত্তোলন ও Utility বিল পরিশোধ করতে পারে। এমন কি বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তির টাকাও জমা দেয়া যায়। বর্তমানে ATM কার্ডের মাধ্যমে বিটিটিবি, গ্রামীণফোন, সিটিসেল ও একটেল ফোনের বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে এবং ওয়াসা, তিতাস, ডেসা ইত্যাদি বিল পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে বিস্তৃত ATM সেবা গ্রাহকদের জন্য নগদ ক্যাশ বহনের ঝুঁকির সমাধান করছে।

E-Cash ATM কার্ড সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ-

* ইসলামী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় যে সব গ্রহকের জমা হিসাব রয়েছে তাঁরা E-Cash ATM কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারে।

* গ্রাহক সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে নির্ধারিত ফি সহ জমা দিবে।

* আবেদন সম্পন্ন করার ০৫ দিনের মধ্যে গ্রাহক ঐ শাখা থেকে কার্ড সংগ্রহ করতে পারে এবং কার্ড প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টা পর কার্ড কার্যকর করতে পারে। * গ্রাহক প্রতি বারে টঃ- ১০০০/ ট২০০০/ ট৩০০০/ট ৫০০০ তুলতে পারে এবং এক দিনে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা উত্তোলন করা যায়।

E-Cash ATM কার্ড ব্যবহার পদ্ধতি :-

* গ্রাহক যে কোন ATM বুথে যাবে।

* কার্ডটি প্রবেশ করাবেন এবং নিজস্ব Pin নাম্বার দিয়ে Enter চাপবে ।

* উত্তোলন যোগ্য টাকা বরাবর > চিহ্নিত বাটন চাপতে হবে ।।

* বেরিয়ে আসা টাকা ও লেনদেনের বিবরণী সংগ্রহ করতে হবে ।।

* পুনরায় লেনদেন করলে Yes চাপতে হবে এবং না করলে No চেপে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

* টাকা বের হবার ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে টাকা গ্রহণ করতে হবে।

* ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব, হজ্ব হিসাব, মোহর সঞ্চয় হিসাব এবং গৃহ সামগ্রীর মাসিক কিস্তি জমা দেয়ার জন্য প্রথমে Deposit scheme বরাবর বাটন চাপতে হবে। পরে IBBL Scheme বরাবর বাটন চেপে গ্রাহকের কাংখিত Scheme সিলেক্ট করে Enter চাপতে হবে। পরে Enter চেপে জমার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

* Inquiry করে E-Cash ATM কার্ডের Balance জেনে নেয়া যায়।

* ATM কার্ডে সমস্যা হলে ১০১ নাম্বারে ফোন করতে হয় অথবা Issuing Branch -কে জানাতে হয়।

ATM এর বিশেষত্ব ঃ-

ব্যাংক সরবরাহকৃত কার্ডটি একটি প্লাষ্টিক কার্ড, যাতে গ্রাহকের নাম্বার, নাম, স্বাক্ষর ইত্যাদি Magnetic Stripe-এ খোদাই করা থাকে। প্রত্যেক গ্রাহকের Personal Identification Number (PIN) থাকে। গ্রাহক কার্ডটি মেশিনে ডুকালে মেশিন Pin নাম্বারের সংকেত দেয় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বা ভূল Pin নাম্বার দিলে কার্ডটি মেশিনে আটকা পড়ে। আর সঠিক Pin নাম্বার দিলে মেশিন অর্থজমা উত্তোলন বা স্তানান্ত রের কোটি তা জানার সংকেত দেয়। Keyboard এর মাধ্যমে নির্দেশ মোতাবেক লেনদেন সম্পন্ন হয়।

(3) Debit Card ঃ- ইসলামী ব্যাংকের Electric fund Transfer এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম এই Debit Card, যাকে Cash Card ও Asset Card নামেও অবহিত করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি Magnitic Card দেয়, যাতে সংকেতিক নাম্বার যুক্ত থাকে। গ্রাহক Internet এর মাধ্যমে এই কার্ডের সাহায্যে সরাসরি তার হিসাব থেকে অর্থ Transfer করতে পারে। এই Debit Card সাধারনতঃ নগদ টাকা, Chaque বা Credit Card এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হয়। Utility bill Payment করার জন্য এটি একটি উন্নত Electronic fund Fransfer System হিসাবে কাজ করে।

(4) Credit Card : বাকীতে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য Credit Card একটি Licence হিসাবে পরিচতি। ব্যাংক শুদুমাত্র স্বচ্ছল বা Valued Chient দেরকে এই কার্ড সরবরাহ করে থাকে। Cradit Card ব্যবহাকারীর ব্যাংক হিসাবে টাকা থাকা পূর্বশর্ত নহে

Dhaka University Institutional Repository

Credit Card ধারক নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা ক্রয় বা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট পরিমান টাকা ও এই কার্ডের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারে। কার্ডের ধারক পণ্য বা সেবা ক্রয় করে নগদ টাকার পরিবর্তে Credit Card এর মাধ্যমে Bill Payment করতে চাইলে বিক্রেতা কার্ড মালিকের নাম, কার্ড কোম্পানীর নাম, কার্ড নম্বর ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত বিল তৈরী করে কার্ডের মালিকের স্বাক্ষর করিয়ে নেয় এবং একটি কপি মালিককে প্রদান করে।

বিক্রেতা এই বিলের কপি ঐ ব্যাংকে জমা দিয়ে তার বিক্রয় মূল্য (প্রাপ্য) সংগ্রহ করে নেয়। কার্ড ধারকের হিসাবে প্রয়োজনীয় টাকা না থাকলে ব্যাংক ঐ হিসাব Debit করে Bill Payment করে দেয় এবং ঐ Debit Balance-এর বিপরীতে সুদ আদায় করে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক সুদ নেয় না । বর্তমানে বিশ্বজুড়ে Visa, Master Card, American Express, Gold Card ইত্যাদি বেশ কিছু Credit Card চালু আছে।

(5) SWIFT :- Swift এর অভিব্যক্তি হলো Society for world-wide inter Bank Financial Telecommunications. ইহা হলো ব্যাংক সমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক যোগাযোগের মাধ্যম। ১৯৭৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত, যার প্রধান কার্যালয় হলো বেলজিয়ামে । প্রায় ৭০০০ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ১৯২ দেশ Swift এর মাধ্যমে প্রতিদিন একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। বিশ্বব্যাপী আন্তঃব্যাংক টেলিকমিউনিকেশনের এই পদ্ধতির মাধ্যমে খরচ এবং সময় উভয় কম হয়। প্রত্যেক সদস্য ব্যাংক তাদের Parsonal Computer এর সাথে Telephone line সংযোগ করে একে অন্যের নিকট তথ্যাদি পাঠাতে পারে। প্রত্যেক সদস্য ব্যাংকের Bank Identifier Code (BIC) Number থাকে। এই ব্যবস্থায় Pre-coded Tabular form এর মাধ্যমে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়। Telex অপেক্ষা এতে ব্যয় অত্যাধিক কম হয়। তদুপরি এই ব্যবস্থায় তথ্যাদি শতকরা ৯৯.৯% ভাগ নিশ্চিতভাবে প্রেরিত হয়ে থাকে । আমদানী-রপ্তানী ও রেমিট্যান্স ব্যবসায় উত্তম সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংকের ৩৮টি AD (বৈদেশিক বানিজ্যের জন্য অনুমোদিত) শাখায় SWIFT- এর সুবিধা চালু করা হয়েছে। IBBL ১৯৯৯ সালে SWIFT- এর সদস্য পদ লাভ করে।

৬) Website ঃ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে IBBL এর ওয়েবসাইট www.Islamibank bd.com চালু রয়েছে। যেখানে ব্যাংকিং শাখার তথ্যাবলী, আর্থিক অবস্থা, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিদেশী করেন্সপনডেন্ট, হিসাব খোলার ফরম ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় ও সর্বশেষ তথ্যাবলী খরচ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সরবরাহ করা হচ্ছে।

৭) REUTERS ঃ বিশ্বায়ন তথ্য ব্যবস্থায় ব্যাংকিং ক্ষেত্রে Reuters একটি প্রতিষ্ঠানিক সাফল্যের উজ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী ব্যাংক সর্বোচ্চ কৌশলগত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য REUTERS- এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। মুদ্রার Exchange Rate, Metal Market এবং অন্যান্য পন্যের প্রতিনিয়ত হালনাগাত মূল্য জানার জন্য এবং তড়িৎ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য REUTERS সদস্য হিসাব সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।

৮) প্রাইম ব্যাংকের TEMENOS T- 24 পদ্ধতি ঃ

Prime Bank সম্প্রতিকালে সম্প্রসারিত আধুনিক ডেলিভারী চ্যানেল যথাঃ- ATM, SMS, INTERNET Banking প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক প্রযুক্তি নির্ভর Product এবং সেবা সরবরাহের পরিকল্পনা করছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য বেশ কিছু অনুষঙ্গের সাথে ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে

বিশ্বমানের তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো। তদানুসারে ব্যাংক NV Netherlands Antilles এর Temenos Holdings থেকে TEMENOS T-24 কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার হিসাবে বেছে নিয়েছে ।

৯) Online ATM ঃ জুলাই, ২০০৬ থেকে Online ATM সার্ভিস শুরু হয়। ৫৩টি অফ-লাইন ATM শাখার মাধ্যমে ৪৩টি ব্রাঞ্চকে Online ATM শাখায় রুপান্তর করা হয়েছে। এসব শাখার ATM–কার্ডধারীরা দেশব্যাপী ২১টি ATM বুথের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা টাকা তুলতে পারে। আই.সি.টি.ভি অন্যান্য নেটওরার্কের ATM এবং পি,ও,এস, সার্ভিস ব্যবহার করার এবং IBBL এর নিজস্ব ATM সংগ্রহ ও ক্রেডিটকার্ড চালু করে গ্রাহক সেবা বাড়াতে সচেষ্ট।

১০) Online তথ্য কেন্দ্র ঃ- সংযুক্ত ব্রাঞ্চসমূহের ডাটা প্রকৃত সময়ে ব্যাকআপ সংরক্ষণ, একটি শক্তিশালী Management Information System (MIS) প্রস্তুতকরণ এবং ATM লেনদেনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক সমূহে অন-লাইন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১১) SMS Banking ঃ– গ্রাহককে তাঁর প্রেরিত অর্থের তথ্য জানানোর লক্ষ্যে SMS Banking ব্যবস্থা চালু করেছে ইসলামী ব্যাংক। ফলে গ্রাহকগণ মোবাইলের মাধ্যমে তার ব্যালেন্স, ষ্টেটমেন্ট অথবা অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও রেমিটেন্সের অর্থ জমা হওয়ার সাথে সাথে SMS এর মাধ্যমে তথ্য জানতে পারছে। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা ।

১২) বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহ স্বয়ংক্রীয়করণ ঃ- বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য সম্পূর্ন অটোমেশন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহ স্বয়ংক্রীয় করা হয়েছে।

১৩) বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহের দ্রুত প্রসেসিং ঃ- পুর্বেকার রেমিটেন্সি প্রেরণের কুরিয়ার সার্ভিস সিস্টেমকে বর্তমানে E-mail এবং Internet ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম করা হয়েছে। ফলে প্রত্যহ ৩/৪ বার রেমিটেন্সি প্রেরণ করা হচ্ছে। রেমিটেন্সি প্রাপককে অটো তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা সহ ইন্সট্যান্ট ক্যাশ/ এক্সপ্রেস ক্যাশ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।

১৪) ওয়েব পোর্টাল / ইন্টারনেট ব্যাংকিং ঃ- প্রবাসী বাংলাদেশীদের তথ্য প্রেরণকারী সংস্থা সমূহকে তথ্য প্রদানকারী পদ্ধতি হলো ওয়েব পোর্টাল। যার মাধ্যমে Internet Banking চালু করা সম্ভব। ব্যাংকের কর্পোরেট গ্রাহকগন তাদের হিসাবের তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে।

১৫) রিকন্সিলিয়েশন ঃ ব্যাংকের রিকনসিলিয়েশন কার্যক্রম আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ করতে ২০০৮ সাল থেকেই নতুন Software এ কাজ শুরু হয়েছে। ফলে স্বল্প সময়ে এবং শ্রমের মাধ্যমে অধিক কাজ সম্পর্ণ করা সম্ভব।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

(১) **Annual Report – 2007. IBBL** - (২) **IBBL – PRD প্রকাশিত লিফলেট ও প্রচারপত্র**
(৩) ইসলামী ব্যাংকিং - এ.এ. এম হাবিবুর রহমান, পৃঃ- ৪৬৮.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকের মূলধন

Bank Capital এবং Fund :- ব্যাংকিং এ মূলধন ও find গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য যে অর্থ সরবরাহ করে, তাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের পুঁজি (Capital) বলা হয়। ব্যাংক সমূহ কখনো এই মূলধনকে স্থির রাখে না। বরং বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক মুনাফা লাভে সচেষ্ট থাকে। আর ঐ সব অর্থ, যার উপর ভিত্তি করে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাকে ব্যাংকের fund বলে।

Bangladesh Bank-এ অর্থ/ সম্পদ জমা রাখাঃ-

সকল ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে Bangladesh Bank এ টাকা জমা রাখে। সে টাকাই Balance with Bangladesh Bank এর A/C হিসাবে Treat করা হয়। এই টাকা জমা রাখার কারণ হলো ঃ- * ব্যাংকের Safe limit ঠিক রাখার জন্য * (Risk) ঝুঁকি এড়ানোর জন্য *সুদী ব্যাংকের সুদ পাওয়ার জন্য * Cash Reserve Ratio ঠিক রাখার জন্য * Clearing house এর Payment দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র Authorized officer-গণই এই হিসাব পরিচালনা করবে। যে সব স্থানে Bangladesh Bank নেই, ঐ সব স্থানের ব্যাংক সমূহ Sonali Bank-এ হিসাব পরিচালনা করে। কারণ * ব্যাংকের Safe limit ঠিক রাখা। * Clearing house এর Payment দেওয়ার জন্য * ঝুকি (Risk) এড়ানের জন্য। ইসলামী ব্যাংক যেহেতু সুদ ভিত্তিক কোন সিকিউরিটি পেপার ক্রয় করে না, সেহেতু Bangladesh Bank নির্ধারিত ১৬% Liquidity (সব ব্যাংকের ক্ষেত্রে)-র পরিবর্তে ১০% ক্যাশ আকারে Bangladesh Bank-এ রাখে।

ইসলামী ব্যাংকের Capital (মূলধন) উৎসঃ-

ইসলামী ব্যাংকের মূলধন কাঠামো সাধারণতঃ যে সব উৎস সমূহ থেকে সংগঠিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ- (১) শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইটি (২) মুদারাবা জামানতকারীদের প্রদত্ত জমা (৩) আল-ওয়াদীয়া ভিত্তিতে চলতি হিসাবে গৃহীত জমা এবং (৪) অন্যান্য ব্যাংকিং খাতে জমা [১]।

ব্যাংকের ফান্ডের প্রকার / শ্রেণী ঃ- ব্যাংকের ২ ধরনের ফান্ড থাকে।

(১) মূলধন/শেয়ার হোল্ডারদের Equity ঃ-

* পরিশোধিত মূলধন * বিধিবদ্ধ Reserve * সাধারণ Reserve * মন্দ বিনিয়োগের বিপরীতে Resrve * শেয়ার Primium * অবন্টনকৃত মুনাফা।

(২) ব্যাংকের দায় (Liability) সমূহ * সকল ধরনের আমানত * অন্যান্য ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ * প্রদেয় বিল।

উপরোক্ত ফান্ড সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ঃ শেয়ারের মালিক, ব্যাংক উদ্যোক্তাগণ, তাদের শেয়ারের বিপরীতে যে অর্থ পরিশোধ করেন তাই পরিশোধিত মূলধন, যাহা ব্যাংকের ফান্ডের একটি অন্যতম উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) Statutory Reserve (বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি) ঃ- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৪ ধারা মোতাবেক প্রত্যেক ব্যাংক-ই প্রতি বছর Net আয়ের ২০% Statutary Resever হিসাবে জমা রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই Reserve অর্থ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে কম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ Reserve বাধ্যতামূলক।

(গ) ক্ষতিপুরন সঞ্চিতি (Compensation Reserve) ঃ Bangladesh Bank এর নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক ব্যাংক তার নিজস্ব নীতিমালার শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপুরণ সঞ্চিতি (Reserve) হিসাবে গড়ে তোলে, ইহাও Bank Fund উৎসব।

(ঘ) General Reserve ঃ- ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সদৃঢ় করণ ও ভবিষ্যতের অজানা দায় মিটানোর জন্য Net profit এর একটা অংশ আলাদা করে রাখা হয় এই আলাদা অংশকেই General Reserve বলে। ইহাকে Free Reserve ও বলা হয়।

(ঙ) Share Premium ঃ- ব্যাংক তার শেয়ারের Facevalue-এর চেয়ে বেশী মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে যে লাভ করে, তাহা ব্যাংকের ফান্ডে জমা হয়।

(চ) অবিলিকৃত মুনাফা ঃ- কখন ও কখনও ব্যাংকের মুনাফার কোন অংশ Share Holder দের মধ্যে বন্টনের অপেক্ষায় থাকতে পারে যা ব্যাংকের ব্যবহারযোগ্য ফান্ডের একটি উৎস হিসাবে গণ্য।

(Banks Liabilities) ব্যাংকের দায় ঃ- ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের পাওনাকে Banks Liabilities বলে। যেমন ঃ- Account Holder দের আমানত হলো ব্যাংকের Liability. এমন আমানত যা ব্যাংকের **Liabilities হয়, সেগুলো নিম্নরূপ ঃ-**

১) আল-ওয়াদিয়া কারেন্ট একাউন্ট । ২) Fixed/Lonsterm liabilities ঃ - ঋণপত্র, TDR, MSB, MSS, MMS, ইত্যাদি। ৩) Current liabilities ঃ- যেমন : PO, DD, TT, ইত্যাদি ৪) Internal Liabilities ঃ- মালিক ব্যবসায়ে যে টাকা দিয়ে রাখে তাই Internal Liabilities যেমন :-Capital, General Reserve, Credit Balance of Profit and loss Account. ৫) External Liabilities:- মালিক ব্যতীত অন্যের পাওনাকে External Liabilities বলে। যথা ঃ- ঋণপত্র, পাওনাদার, Bank akr, drawing ইত্যাদি। ৬) Contingent Liabilities (শর্ত সূচক দায়) ঃ- ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটার ফলে যে দায় সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ- Letter of Credit, Bank Guarantee ইত্যাদি। (৭) কখনো কখনো ব্যাংক প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যাংক বা Bangladesh Bank থেকে অর্থ ধার নিয়ে তার ব্যবসা পরিচালনা করে। (৮) প্রদেয় Payment Order, Demand Draft এর অর্থ ও ব্যাংকের ব্যবহার যোগ্য ফান্ডের অন্যতম একটি উৎস।

ব্যাংকের ফান্ডের ব্যবহার ঃ-

ব্যাংক সমূহ তাদের ব্যবহার যোগ্য ফান্ড পুর্ন মাত্রায় বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাংক নিজে এবং আমানতকারী অধিক হারে মুনাফা পায় এবং শেয়ার হোল্ডার গণকে ও অধিক হারে Divident (লভ্যাংশ) প্রদান করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাংক তার ফান্ড বিনিয়োগ করার পূর্বে Liquidity (তারল্য) সংরক্ষণ করবে। তারল্য হচ্ছে ঃ-Individual Bank's Liquidity is the to pay depositor's on demand. Disburse Loan instalments as Committed and make dther payments When due.অর্থ্যাৎ- চাহিবা মাত্র আমানত কারীদেরকে টাকা প্রদান প্রতিশ্রুত সময় ঋণ কিস্তি বিতরণ ও যথা সময়ে অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করার ক্ষমতাকে বুঝায়।

Liquid Assets of Bank হলোঃ- (1) Cash in Vault. (2) Items in the Process of Collection (3) Balance with the Central Bank (4) Balance with the Sister Bank [২].

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক ফান্ড বিনিয়োগ পূর্ব Liquidity সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ-

ব্যাংক সমূহ তাদের ফান্ড বিনিয়োগের পূর্বে নিম্ন লিখিত তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়ঃ-

(১) CRR (Cash Reserve Ratio) ঃ- প্রত্যেক ব্যাংক-ই তার চলতি এবং মেয়াদী জমার ৪% Bangladesh Bank এর কাছে ক্যাশ আকারে রাখতে বাধ্য। Bangladesh Bank এই Cash Reserve Ratio পরিবর্তন করতে পারে।

(২) SLR (Statutory Liquidity Reserve) ঃ দেশের যে কোন ব্যাংক-ই তাদের মেয়াদী ও চাহিবা মাত্র Liability-র ১৬% Liquidity Assets সংরক্ষন করতে হয় যার মধ্যে ৪% CRR এবং অবশিষ্ট ১২% কোন সিকিউরিটি পেপারের মাধ্যমে নিজের কাছে বা Bangladesh Bank অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে Sonali Bank এর কাছে জমা রাখবে। তবে Islami Bank সুদভিত্তিক কোন Security Paper ক্রয় করে না, তাই ১৬% এর পরিবর্তে ১০% ক্যাশ আকারে রাখবে। অর্থ্যাৎ Islami Bank CRR হিসাবে ৪% এর সাথে আরও ৬% সহ মোট ১০% ফান্ড ক্যাশ আকারে সংরক্ষন করবে।

ইসলামী ব্যাংকের মূলধন নীতিমালা পর্যাপ্ততা নিরূপন ঃ-

বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের মূলধনের অবস্থা নির্নয়ের জন্য Capital to Liabilities Approach এর পরিবর্তে ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে Bangladesh Bank কর্তৃক একটি নতুন ব্যাবস্থাপনা তৈরী করা হয়। এই নতুন নীতি অনুযায়ী সকল On Balance Sheet এবং Off Balance Sheet লেনদেনের Credit Risk এর মাত্রা নির্ধারনের মাধ্যমে ব্যাংকের মূলধনের পর্যাপ্ততা নিরূপন করা হয়।

দেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহের মূলধন কাঠামো শুধুমাত্র Share Holder গণ কর্তৃক প্রদত্ত Equity এবং Mudaraba Depositor দের প্রদত্ত জমার সমন্বয় নয়,বরং আল-ওয়াদীয়াহ ও অন্যান্য ব্যাংকিং খাতে জমাসহ মুদারাবা জমার একটি নির্দিষ্ট অংশ চাহিবামাত্র পরিশোধ। ফলে ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপন অপরিহার্য, কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকের Liability এবং Asset এর মৌলিক নীতিগত পার্থক্য থাকায় দুই প্রকার ব্যাংকিয়ের মূলদন পর্যাপ্ততা নিরূপন একই রূপ হতে পারে না। Government এবং Bangladesh Bank এর যথেষ্ট সহানূভূতি থাকা সত্বেও এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

মূলধনের (ব্যাংকের Capital/Equity-র) শ্রেণীবিভাগ ঃ-

উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মূরধনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়

(১) Tier-1 (Core Capital) and

(2) Tier-2 (Supplementary Capital)

Core Capital ঃ- মালিকদের পরিশোধিত মূলধনসহ Equity এর মূল অংশই অথবা মূলধনের যে সকল উপাদানের মান গুনগতভাবে উৎকৃষ্টতম সেগুলোই Teir-1 or Core Capital নামে অন্তর্ভূক্ত।

Supplementary Capital ঃ- Capital বা Equity-র যে অংশ মৌলিক নয়, যার অস্তিত্ব কখনো কখনো অনিশ্চিত, কিন্তু ব্যাংকের সার্বিক শক্তি যোগাতে অবদান রাখে সেগুলো Tier-2 বা Supplementary Capital.

নিম্নে উভয় প্রকার মূলধনের তালিকা দেয়া হলো [৩] ঃ-

Constituents of Capital	
Core Capital (Tier-1)	Supplementary Capital (Tier-2)
A. Paid up Capital	A. General Provision (1%of UC

B. Non-repayable shae premium A/C C. Statutory Reserve D. General Reserve E. Retimted Earnings F. Minority Interest in Sabsidiaries G. Non-Comulative Lrreemable Preference Shares	Loans) B. Assets Revaluation Reserve C. All other preference shares D. Perpetual subordinated debt.

Special Attention: - Core Capital must be equal or exceed 4.5% of the risk weightage assets.

ব্যাংকের Equity, Capital এবং Reserve fund ঃ-

Equity :- কোন ব্যাংকের/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের সরবরাহকৃত Capital এবং প্রতিষ্ঠানের Reserve fund কে একত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের Equity বলে।

Capital : ব্যাংক বা যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য যে অর্থ সরবরাহ করে তাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের Capital (পুঁজি) বলে।

Reserve fund :- যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফার একটি অংশ অথবা অন্য কোন আয় থেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ধরনের সঞ্চিতি গড়ে তোলে, এই সঞ্চিতিই Reserve fund.

Risk weighted assets (সম্পদের ঝুঁকি) ঃ-

Bangladesh Bank এর BRPD circulars No. 10 dated 24.11.2002 অনুসারে যে কোন ব্যাংকের Capital/ Equity-র পরিমাণ ব্যাংকের Risk weighted Asset-এর কমপক্ষে ৯% থাকতে হবে যার মধ্যে Core Capital এর পরিমান কমপক্ষে Risk weighted Asset এর ৪.৫% থাকতে হবে। অপর দিকে প্রত্যেকটি দেশীয় ব্যাংকের কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার Capital/Equity থাকতে হবে অথবা উপরোক্ত ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধনের সমান টাকা, এই উভয় পরিমাণ টাকার মধ্যে যা বেশী, তার কম হবে না।

On Balance Sheet এবং Off-Balance Sheet প্রত্যেক দফার ঝুঁকি নিরূপণের জন্য এদেরকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ঝুঁকির মাত্রা ০, ১০, ২০, ৫০ এবং ১০০ শতাংশ হারে নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দফার উপর বন্টিত ঝুঁকির পরিমাণ নিম্নরূপ [8] ঃ

Items — Risk Weights

1. Cash in hand and in banks (except banks abroad)

a.	Bangladesh Bank Notes	0%
b.	Government Notes and Coins	0%
c.	Balance with Bangladesh Bank	0%
d.	Balance with Sonali Bank as agent of Bangladesh Bank	0%
e.	Balances with Deposit Money Banks including Sonali Bank	0%

f.	Balances with OFIs-Public	0%
g.	Balances with OFIs-Private	20%

2. Money at Call and Short Notice

a.	Deposit Money Banks (DMB)	0%
b.	Other Financial Institutions-Public	0%
c.	Other Financial Institutions-Private	20%

Items Risk Weights

3. Foreign Currency balances held

a.	Foreign Currency Notes in hand	0%
b.	Balances with Banks abroad	0%
c.	Foreign Currency Clearing Account Balances with Bangladesh Bank	0%
d.	Bilateral Trade Credits	50%
e.	Wage Earner's (WES) Accounts	0%

4. Export and Other Froeign Bills

a.	Export Bills	50%
b.	Other Foreign Bills	50%

5. Foreign Investment

a.	OECD Countries	20%
b.	Other Countries	50%

6. Import and Inland Bills

a.	Government 10.Food Ministry ii. Presidency, Prime Minister's Office, parliament, Judiciary & Non-food Ministries iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	 0% 0% 20%
b.	Other Financial Institutions	

Dhaka University Institutional Repository

	10.Other Financial Instructions-Public ii. Other Financial Institutions-Private	20% 20%
c.	Major Non-financial Public Enterprises	50%
d.	Other Non-financial Public Enterprises	50%
e.	Loacl Authorities	20%
f.	Private Sector	100%
g.	Deposit Money Banks	20%

Items Risk Weights

7. Advances

a.	Goverment i. Food Ministry	0%
	ii, Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	0%
	iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	20%
b.	Deposit Money Banks	20%
c.	Other Financial Institutions i. Other Financial Institutions-Public	20%
	ii. Other Financial Institutions-Private	50%
d.	Major Non-financial Public Enterprises	50%
e.	Other Non-financial Public Enterprises	50%
f.	Local Authorities	20%
g.	Private Sector	100%

8. Investment (as per Book Value)

a.	Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries i. Treasury Bills ii. Treasury Bills (long-term) iii. Bangladesh Sanchaya Patra/Pratirakhaya Sanchaya Patra iv. Prize Bonds/Income Tax Bonds v.Other Securities of Government	 0% 0% 0% 0% 0%
b.	Autonomous & Semi-Autonomous Bodies	20%
c.	Other Financial Institutions	
	i. Other Financial Institutions-Public ii. Other Financial Institutions-Private	20% 50%

Dhaka University Institutional Repository

d.	Major Non-financial Public Enterprises	50%
e.	Other Non-financial Public Enterprises	50%
f.	Local Authorities	20%
g.	Private Sector	100%
h.	Deposit Money Banks	20%
i.	Negotiable Certificates of Deposits	20%
j.	91 days BB Bill	0%

Items Risk Weights

9. Head Office and Inter Branches Adjustments
10. Other Assets

a.	Contingent Assets as per Contra i. Letter of Credit and Letter of Guarantee issued on account of Government ii. In Other Cases	 0% 50%
b.	Fixed Assets	50%
c.	Valuation Adjustments	50%
d.	Expenditures Account	0%
e.	Other	100%

Risk weight বন্টনের পূর্বে সকল Off Balance Sheet দফাকে Balance Sheet সমতুল্য দফা হিসেবে রূপান্তরিত করে নিতে হবে। এ জন্য এ ধরনের দফাসমূহকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ১০০, ৫০, ২০ এবং ০ হারে বন্টিত হয়েছে যার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো ঃ

CREDIT CONVERSION FACTORS FOR SELECTED OFF BALANCE SHEET ITEMS		
	Instruments	Credit Conversion Factor
1.	Direct Credit substitutes, including financial guarantees, standby letters of credit serving as guarantees and bill endorsed under bill endorsement lines (but which are not accepted by or have the prior endorsement of another bank).	100%
2.	Sale and repurchase agreements, forward assets purchases and placement of forward deposits	100%
3.	Transaction related contingent items including performance bonds, bid bonds, warranties and standby letter of credit related to a particular transaction.	50%
4.	All note issuance facilities and revolving under writing facilities; other commitments (e.g. formal standby facilities) with a residual maturity exceeding one year.	50%
5.	Short term self liquidating trade related	20%

Dhaka University Institutional Repository

	contingencies (such as documentary letters of credit and other trade financing transactions)	
6.	Commitments with a residual maturity not exceeding one year, or which can be cancelled or revoked at any time (i.e Un-drawn overdraft and credit card facilities).	0%
7.	For items not included above, Credit conversion factors to be used should be discussed with Bangladesh Bank.	

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একটি কাল্পনিক ব্যাংক কোম্পানীর বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এর মূলধন পর্যাপ্ততা। অনুপাত বের করে দেখানো হলো ঃ

ABC Bank Ltd. Balance Sheet as on 31/12/2003		
PROPERTY & ASSETS	In Million Taka	
Cash in hand: In Local Currencies In Foreign Currencies	 70.00 10.00	 80.00
Balances with Bangladesh Bank : In Local Currencies In Foreign Currencies	 210.00 40.00	 250.00
Balances with Other Banks		31.00
Balances with Other Financial Institutions: Public Private	 22.00 51.00	 73.00
Foreign Currenency Balances with Banks abroad		58.00
Money at Call & Short notice. Banks Other Private Financial Institutions	 22.00 14.00	 36.00
Investments (Securities) Treasury Bills -- Prize Bonds -- Other Govt. Securities ---------------------------------	 410.00 12.00 20.00	 442.00
Investments (Loans & Advances): Public Enterprises Private Sector	 1000.00 4086.00	 5086.00
Fixed Assets		17.00
Other Assets		76.00
TOTAL ASSETS		6149.00

LIABILTIES & CAPITAL		In Million Taka	
Liabilities:			
	Borrowings from other Banks Deposits & Other Accounts Other Liabilities	500.00 3971.00 600.00	
Capital :			
	Paid up Capital Sttutory Reserve General Reserve Share Permium Surplus Profit & Loss Account General Provision (1% of UC Investments) Assets Revaluation Reserve	500.00 310.00 120.00 50.00 10.00 37.00 51.00	1078.00
TOTAL LIABILITIES & CAPITAL			6149.00
OFF BALANCE SHEET ITEMS:			
	Guarantess	40.00	
	Letter of Credit	220.00	260.00

Calculation

CAPITAL :

Core Capital:

Paid up Capital Statutory Reserve General Reserve Share Permium Surplus Profit & Loss Account	500.00 310.00 120.00 50.00 10.00
Total Core Capital	990

Supplementary Capital:

General Provision (1% of UC Investments)	37
Assets Revaluation Reserve	51
Total Supplementary capital	88
TOTAL CAPITAL (EQUITY)	(990+88) = 1078

Dhaka University Institutional Repository

Assets
Risk Weights

Sl. No.		Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
1.		Cash in hand and in banks (except banks abroad)				
	a.	Bangladesh Bank Notes	0%	70	0	
	b.	Government Notes and Coins	0%			
	c.	Balances with Bangladesh Bank	0%	210	0	
	d.	Balance with Sonali Bank as agent of Bangladesh Bank	0%			
	e.	Balances with Deposit Money Banks including Sonali Bank	0%	31	0	
	f.	Balances with OFIs-Public	0%	22	0	
	g	Balances with OFIs-Private	20%	51	10.2	0.918
2.	Money at Call and Short Notice					
	a.	Deposit Money Banks (DMB)	0%	22	0	
	b.	Other Financial Institutions-Public	0%			
	c.	Other Financial Institutions-Public	20%	14	2.8	0.252
3	**Foreign Currency balances held**					
	a. Foreign Currency Notes in hand		**0%**	**10**	**0**	
	b. Balances with Banks abroad		**0%**	**58**	**0**	
	c. Foreign Currency Clearing Account Balances with Bangladesh Bank		**0%**	**40**	**0**	
	d. Bilateral Trade Credits		**50%**			
	e. Wage Erner (Wes) Accounts		**0%**			
4	**Export and Other Foreign Bills**					

	a. Export Bills b. Other Foreign Bills	50% 50%			
5	Foreign Investment				
	a. OECD Countries b. Other Countries	20% 50%			
6	Import and Inland Bills				
	a. Government i. Food Ministry ii. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	 0% 0%			
	iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	20%			
	b. Other Financial Institutions- (1) Other Financial Institutions- Public (2) Other Financial Institutions- Peivate c. Major Non-financial Public Enterprises d. Other Non-financial Public Enterprises e. Local Authorities f. Private Sector g. Deposit Money Banks	 20% 50% 50% 20% 100% 20%			
7.	Advances				
	a. Government i. Food Ministry ii. Presidency, Prime Minister's Office, Parliaments, Judiciary & Non-food Ministries iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	 0% 0% 20%			

	b. Deposit Money Banks	**20%**			
	c. Other Financial Institutions				
	i. Other Financial Institutions-Public	**20%**			
	ii. Other Financial Institutions-Private	**50%**			
	d. Major Non-financial Public Enterprises	**50%**			
	e. Other Non-financial Public	**50%**			45
	Enterprises	**20%**			
	f. Local Authorities	**100%**			367.74
	g. Private Sector				
8	Investment (as per Book Value)				
	a. Presidency, Prime Minister's Office, Parlianment, Judiciary & Non-food Ministries				
	i. Treasury Bills	0%	410	0	
	ii. Treasury Bills (long-term)	0%			
	iii. Bangladesh Sanchaya Patra/Paratirakhaya Sanchaya Patra	0%			
	iv. Prize Bonds/Income Tax Bonds	0%	12	0	
	V. Other Securities of Goverment	0%	20	0	
	b. Autonomous & Semi-Autonomous Bodies	20%			
	c. Other Financial Institutions				
	i. Other Financial Institutions-	20%			
	Public	50%			
	ii. Other Financial Institutions-Private	50%			
	d. Major Non-financial Public Enterprises	50%			
	e. Other Non-financial public	20%			
	Enterprises	100%			
	f. Loacl Authorities	20%			
	g. Private Sector	20%			
	h. Deposit Money Banks	0%			
	i. Negotiable Certificates of				

Deposits j. 91 days BB Bill					
9	Head Office and Inter Branches Adjustments	0%			
10	Other Assets				
	a. Contingent Assets as per Contra i. Letter of Credit and Letter of Guarantee issued on account of Government. ii. In Other Cases b. Fixed Assets c. Valuation Adjustments d. Expenditures Account e. Other	0% 50% 50% 50% 0% 100%	64 17 76		
Total Assets			6213	4715.5	424.395

Dhaka University Institutional Repository

Actual Capital

(a) Core Capital	990 (466.55% of Required Capital)
(b) Supplementay Capital	88
Total Capital	1078 (254.01% of Required Capital)
Required Capital (a) Core Capital (b) Total	 212.20 424.395

ব্যাংক Reserveঃ-

Dictionary of Banking and finance অনুযায়ী ঃ- A portion of the bank's fund which has been Set aside for the Purpose of assuring its ability to meet its Liabilities in Cash. Minimum Reserves to be maintained again demand and time deposits are usually Specialized banking law. বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের আমানতের যে অংশ বিধিবদ্ধ নির্দেশনা অনুযায়ী কেন্দ্রিয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তাকে ব্যাংকের মূল Reserve এবং Liquidity রক্ষার্থে নিজস্ব ব্যাংকের বা কেন্দ্রিয় ব্যাংক যে রিজার্ভ অতিরিক্ত নগদ অর্থ বা নগদান সল-সম্পত্তি যা সহজেই নগদানে পরিবর্তনীয় এই সব অর্থ সংরক্ষনকে এককথায় বানিজ্যিক ব্যাংকের Reserve বলা হয়।

Reserve এর প্রকারভেদ এবং কার্যাবলী

	Kinds of Reserve	Functions of Reserve (রিজার্ভের কার্যাবলী)
1	Primary Reserve	1) প্রথম সারির রক্ষাকবচ (Plays the role of the first line of defence) 2) তারল্য সংকটের নিরাপত্তা বিধান (Protect from possible liquidity crisis)
	উপাদান :- 1) Cash in hand 2) Balance with central Bank 3) Demand deposit with others Bank	3) আমানতকারীদের দাবী তাৎক্ষনাৎ পূরন করর ক্ষমতা (Enables the Bank of Satisfy depositors claims instantaneously) 4) সমাজের প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে সক্ষমতা (Enables to perform the expected functions of the community) 5) প্রশাসনিক খরচ নির্বাহে ব্যাংকে সক্ষম করে (Enables the bank to meet the establishment expenses)
2	Secondary Reserve শর্তাবলী ঃ- 1) Convertibility রূপান্তরযোগ্যতা 2) Low Risk কম ঝুঁকি 3) Yield (আয়)	(1) To avoid Liquidity Crisis (তারল্য সংকট মুক্ততা) (2) To Trade of between liquidity and profitability (মুনাফা তারল্য ভারসাম্য রক্ষা) (3) To earn moderate Income (মধ্যম আকারের মুনাফা অর্জন)

Dhaka University Institutional Repository

CREDIT CONVERSION FACTORS FOR SELECTED OFF-BALANCE SHEET ITEMS

	Instruments	Caredit Conversion Factro	Amount	Converted Amount
1	Direct credit substitutes, including financial guarantees, standby letters of credit serving as guarantees and bill endorsed under bill endorsement lines (but which are not accepted by or have the prior endorsement of another bank)	100%		
2	Sale and repurchase agreements, forward assets purchases and placement of forward deposits	100%		
3	Transaction related contingent items including performance bonds, bid bonds, warranties and standby letter of credit related to a particular transaction	50%	40	20
4	All note issuance facilities and revolving under-writing facilities; other commitments (e.g. formal standby facilities) with a residual maturity exceeding one year	50%		
5	Short term self liquidating trade related contingencies (such as documentary letters of credit and other trade financing transactions)	20%	220	44
6	Commitments with a residual maturity not exceeding one year, or which can be cancelled or revoked at any time (i.e un-drawn overdraft and credit card facilities)	0%		
7	For items not included above, Credit conversion factors to be used should be discussed with Bangladesh Bank			
	Total			64

Capital Adequacy of ABC Bank Ltd.

Particulars	**Amount**
Total Assets	**6213**
Total Risk Weighted Assets	**4715.5**
Required Capital **(9% of total Risk Weighted Assets)**	**424.4**

Dhaka University Institutional Repository

শাখা ফান্ড ব্যবস্থাপনাঃ-

শাখা ফান্ড ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন শাখায় Depositor পরিমান বেশী আবার কোন কোন শাখায় Investment বেশী । ফলে এক শাখা অন্য শাখায় টাকা নিয়েও বিনিয়োগ করতে পারবে। এমতাবস্থায় বেশী Deposit শাখা গুলো, অতিরিক্ত Deposit অন্য শাখায় আন্তঃ লেনদেনের ফলে IBG A/C কোন শাখার পক্ষে এবং কোন শাখার বিপক্ষে হয়ে থাকে। (এই অবস্থায় উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় ।ঃ- মনে করুন পাওনাদারের উপর ৭% মুনাফা এবং দেনাদারের উপর ৮% মুনাফা) Bank শাখা ফান্ড ব্যবস্থাপনায় ম্যানেজারের দায়িত্ব ঃ- কর্তব্যঃ- শাখার ফান্ড সংগ্রহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপককে নিম্মোক্ত গুরুত্বপুণ ভূমিকা সমূহ পালন করতে হয় ঃ-

১। কস্ট ফ্রি ডিপোজিট সংগ্রহ করা ঃ- এক্ষেত্রে ব্যাবস্থাপককে নিম্নোক্ত হিসাব বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ঃ (১) চলতি হিসাব বাড়ানো (মুনাফা গ্রাহক পায়না) (২) Pay order এবং DD. Payable A/C বাড়ানোর চেষ্টা করা, (৩) সানন্ত্রি Deposit হিসাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা,

২। স্বল্প মুনাফার ডিপোজিট বাড়ানো ঃ- শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে কম মুনাফার ডিপোজিট যেমন ঃ- Short Notice Deposit A/C Savings A/C প্রভৃতি আমানত সংগ্রহে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩। DD Paid without Advice এর পরিমান কমানো ঃ- ব্যাংকের DD Issuing branch কে যথাযথ DD Advice প্রেরন করতে উৎসাহিত করতে হবে। কারন্ই এই DD প্রাপ্ত শাখা DD-Adisce না পাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট

শাখার IBG A/C ডেবিট না করতে পারায় ঐ পরিমাণ মুনাফা হারায়। সুতরাং DD Paid without Advice এর Balance কম রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৪) ভোল্টে যথাযথ কম টাকা রাখা ঃ- ভোল্টের জমে থাকা টাকাই ব্যাংক কোন লাভ পায়না বিধায় ব্যবস্থ্যাপকের উচিৎ ঐ টাকা ব্যাংকের অন্য শাখায় ক্যাশ বা অন্য ব্যাংকের TT- এর মাধ্যমে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।

৫) TDR এর বিপরীতে কর্জে হাসানা প্রদান ঃ ব্যাংক সাধারনতঃ TDR(Tern Deposit Receipt) এর উপর অধিক হারে মুনাফা দেয়। কিন্তু এই TDR (Tern Seposit Receipt) এর উপর অধিক হারে মুনাফা দেয়। কিন্তু এই TDR কে Lien (পূর্বস্বত্ব) রেখে যদি TDR মালিককে করজে হাসনা দেয়া হয়, তবে Product of TDR- Product of Karji Hasana= প্রদত্ত মুনাফা- এই নিয়মে ব্যাংক কম মুনাফা দিতে হবে অথচ Deposit সমানই থেকে যাবে।

৬) লাভজনক খাতে Investment বৃদ্ধিকরণ ঃ- ব্যাংকে প্রত্যেক শাখাই নিজস্ব আমানতের উপর গড়ে ৭-৮% মুনাফা দেয়, তাছাড়া অন্য ব্যাংক শাখায় ফান্ড ব্যবহারে ও ৮% এর বেশী মুনাফা দিতে হয় না। অথচ এই Investment বিপরীতে গড়ে প্রায় ১৫% মুনাফা অর্জন হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপকের উচিৎ Investment বৃদ্ধি করে লাভজনক খাত নিশ্চিত করন।

৭) মেয়াদোত্তীর্ন Investment কমানো ঃ- মেয়াদোত্তীর্ন Investment থেকে ব্যাংক কোন profit পায় না। অথচ উক্ত ফান্ডের জন্য IBG A/C- এ Profit প্রদান করতে হয়। সুতরাং মেয়াদোত্তীর্ন Investment আদায় করে Profitable Source- এ Investment করা উচিৎ।

৮) Invesme কে বহুমুখীকরণ ঃ- লাভ ক্ষতিই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, সুতরাং Investment এর ক্ষেত্রে যাতে কিছু গ্রাহকের ব্যবসার ক্ষতি অন্যদের ব্যবসার লাভে সার্বিক ব্যবসা ভালভাবে হয়, তার প্রতি ব্যবস্থাপকের সজাগ দৃষ্টি থাকবে।

৯) Investment পরিমানে বিভিন্নতা আনা ঃ- বড়,ছোট,মাঝারী -সবধরনের বিনিয়োগ গ্রাহক থাকা আবশ্যক। কারণ,সীমিত সংখ্যক লোকের বিনিয়োগ সীমাবদ্ধতা থাকাই, ব্যাংকে শাখাকে শুধুমাত্র ওদের উপর নির্ভরশীল না হতে হয়। তাছাড়া বিনিয়োগের বিভিন্ন আকারের কারণে ঝুঁকির পরিমানও কমে যায়।

তথ্য পুঞ্জিকা ঃ-

(১) ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি , পৃঃ- ২০৭.

(২) ইসলামী ব্যাংকিং - এ.এ.এম হাবিবুর রহমান, পৃঃ-২৪৬.

(৩) ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি পৃঃ- ২০৮.

(৪) ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি পৃঃ- ২০৯

সমাপ্ত